২৭ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১১। [১ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. MAY, 1904. No. 1.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সার্কিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

IN ENGLISH.	Rs.	As.	P.
1. K. C. Sen in England ...	3	0	0
2. K. C. Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
3. Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4. Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5. Prayers	1	0	0
6. The New Samhita ...	0	12	0
7. The New Dispensation ...	0	4	0
8. * Future Life	0	4	0
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	0
10. Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11. Ditto Part II. ...	0	12	0
12. True Faith	0	8	0
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14. The Minister's Words Part I.	0	4	0
15. Ditto. Part II.	0	4	0
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

	Rs.	As.
A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ...	1	0
Minister in the attitude of prayer.	0	8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

IN BENGALEE.

	মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪ জীবনবেদ ...	১৲
২৫ প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵০
২৭ ঐ ২য় ভাগ ...	।৵০
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১॥০
২৯ সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১॥০
৩০ ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১ ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২ ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩ নবসংহিতা ...	৸০
৩৪ মাঘোৎসব ...	॥০
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	
৩৬ ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	
৩৭ ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	
৩৯ ঐ ২য় ভাগ ...	
৪০ ঐ ৩য় ভাগ ...	
৪১ ঐ ৪র্থ ভাগ ...	
৪২ ঐ ৫ম ভাগ ...	
৪৩ ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	
৪৪ ঐ ৭ম ভাগ ...	
৪৫ ঐ ৮ম ভাগ ...	
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	
৪৮ ঐ ২য় ভাগ ...	
৪৯ প্রেম কুসুম ...	
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	
৫৩ সুখী পরিবার ...	
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	

---

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ]   কলিকাতা বৈশাখ ১৩১১, মে ১৯০৪।   [১ম সংখ্যা

নববর্ষের শুভ ইচ্ছা ও সম্ভাষণ লইয়া আজ পরিচারিকা আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত। আপনাদিগের অনুগ্রহে ও স্নেহে আর একটি বৎসর আমি আপনাদিগের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বিশ্বজননী-চরণে প্রণাম করিয়া এই নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি। জগতের সকল নরনারীর মধ্যে প্রেম, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ব্যাপৃত হউক। সকলে এক পরিবার হইয়া তাঁহার গুণ গান করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

Siam দেশে স্ত্রীলোকরা প্রায় তাহাদিগের সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার হস্তীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। শিশুগণ হস্তীপদতলে ক্রীড়া করিয়া থাকে ও হস্তীগণ তাহাদিগের যাহাতে আঘাত না লাগে এরূপ যত্নে রক্ষণ করিয়া থাকে!

লক্ষ্ণৌ হইতে একজন লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তির কেশ এত দীর্ঘ যে তাহার ন্যায় কেশ কখনও কাহারও আমি দেখি নাই; সে দণ্ডায়মান থাকিলে কেশ ভূমিতে স্পর্শ করিয়া পুনরায় জানু পর্য্যন্ত আসে।" স্ত্রীলোকেরই দীর্ঘ কেশ দেখা যায় কিন্তু পুরুষের এরূপ কেশ হওয়া আশ্চর্য্য!!

Idahoর উত্তর-পশ্চিমে বনমধ্যে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার নাম উদ্ধত বা ক্রুদ্ধ বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি প্রায় ৮ ফুট দীর্ঘ এবং সূর্য্যাস্তের সময় ইহার পাতাগুলি বন্ধ হইয়া যায় ও উহা পাকাইয়া পাকাইয়া ঠিক শূকরের লাঙ্গুলের মত হয়। রাত্রিকালে যদি সে বৃক্ষ কেহ স্পর্শ করে তবে তাহার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে এবং বারম্বার যদি তাহাকে স্পর্শ করিয়া বিরক্ত করা যায় তবে তাহা সজোরে কাঁপিতে

থাকে। পরে এক তীব্র গন্ধ বাহির হয়; সেস্থানে বেশীক্ষণ থাকিলে উহার ঘ্রাণে লোকের মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়।

লোহিত সাগরের নিকটস্থ Eritrea দেশের (Governor) লাট সাহেবকে সম্প্রতি এক দেশস্থ জমীদার একটি সিংহ ভেটস্বরূপ দান করিয়াছে। সিংহটি যখন একটি বিড়ালের মত ছোট ছিল তখন ধৃত হয়। এখন তাহার বয়ঃক্রম এক বৎসর ছয় মাস। এরূপ দেখা যায় সিংহগণের কেশ মুক্তাবস্থায় তেমন বাড়ে না যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিলে বাড়ে। এই সিংহটির নাম Aflie; রাত্রিকালে ইহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়, কিন্তু দিবসে ইহাকে একটি ভারী কাষ্ঠখণ্ড গলে বাঁধিয়া একটি প্রকাণ্ড প্রাচীরাবৃত স্থানে বেড়াইতে দেওয়া হয়। তাহার সেবায় তিনটি ভৃত্য নিয়ত নিযুক্ত। প্রতিদিন বহু লোক তাহাকে দর্শনার্থ আইসে।

প্রকৃতি।

আমি প্রকৃতি বড় ভালবাসি। ইচ্ছা হয় দিবানিশি প্রকৃতি লইয়া খেলা করি, প্রকৃতি লইয়া হাসি, প্রকৃতিতে মিশে প্রকৃতিতে লয় হইয়া যাই। প্রকৃতি আমার বন্ধু, প্রকৃতি আমার সঙ্গী, প্রকৃতি আমার প্রাণসখী। বাতাসে বাতাসে, ফুলে পাতায়, বৃক্ষে লতায় মনটা কতই লুকোচুরি খেলে। চাঁদের জ্যোৎস্নায়, প্রভাতের সূর্য্যকিরণে, পাখীর গানে প্রাণ সদাই নাচে। আবার নির্ঝরিণীর শব্দে, নদীর স্রোতে প্রাণনদী কোথায় ছুটিয়া পলায়। সন্ধ্যার আঁধারে, উষার আলোকে কত ভাবের লহরী ছুটিতে থাকে। তাই বলি প্রকৃতিকে বড় ভালবাসি—হইলই বা সংসার নির্দ্দয় নিষ্ঠুর! হইলেই বা তুমি বন্ধুহীন, সহায়হীন—এমন প্রকৃতি সহায়, এমন সহচরী, দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী বন্ধু থাকিতে আবার ভাবনা কি? ইচ্ছা হয় বিহঙ্গকুলের মত মুক্তকণ্ঠে দিবানিশি মনের সাধে গান করি—জলের তরঙ্গে তরঙ্গে, মেঘের খেলার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই। ভাবনা চিন্তাকে ফাঁকি দিয়া কেবল প্রকৃতির রহস্য দেখি, আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃতিপতির গুণ গান করি।

প্রকৃতি-রাজ্যে বিকৃতি ভাল লাগে না। সংসারের কর্কশ শব্দ এখানে যেন বজ্রধ্বনি মনে হয়। এ রাজ্যে কোন ভেদজ্ঞান নাই, কোন বিবাদের মতভেদের যুক্তি তর্ক নাই; কেবলই মিলন, বিরোধ কি—প্রকৃতি তাহা জানে না। প্রকৃতি জানে কেবল মিলিতে, হাসিতে আর খেলিতে। প্রকৃতিসতী চিররঙ্গময়ী, ভাবুকের সঙ্গে রঙ্গ করিতে বড়ই ভালবাসেন। নীরস ভাব লইয়া কেহ প্রকৃতিকে তুষ্ট করিতে পারে না। চিরলাবণ্যময়ী, ভাবময়ী প্রকৃতিসতী এক মনে এক ধ্যানে পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর ন্যায় পতি-আদেশ-পালনে পতিসেবায়

নিযুক্তা। এস প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরাও সকল বিকৃত ভাব ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিপতিকে পূজা করি।

একটি গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিপিনের পত্রাদি আসিতেছে না দেখিয়া তাহার মাতা, ভগিনী ও শচী সকলেই চিন্তিত হইলেন। বিপিন শীঘ্রই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এই আশায় সকলে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহসা একদিন একখানি পত্র আসিল—বিপিন কল্য বাটী ফিরিবে; সকলে মিলিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। শচীও শ্বশ্রূগৃহে আসিল।

বিপিন যে দিন নূতন গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিল তাহার পর দিন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেশে যাইবে স্থির করিয়া বাক্স বন্ধ করিল ও দেশে সংবাদ পাঠাইল।

গৃহে ফিরিবার দিন বিপিন যখন প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইল, সহসা নূতন গৃহের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই রমণীকে দেখিতে পাইল। এ সময়ে বিপিনকে দেখিয়া সে চলিয়া গেল না। সহসা তাহার হস্তস্থিত একখানি কাগজ বিপিনের পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। বিপিন তাহা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল, দেখিল জানালা বন্ধ রহিয়াছে। কাগজ খানির মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্ত তাহার কৌতূহল হইল। খুলিয়া দেখিল একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র, তাহার চতুষ্পার্শ্বে যে সাদা কাগজ থাকে তাহার উপরে কাল কালিতে কতকগুলি ইংরাজী লেখা; তাহা পড়িয়া বিপিন স্তম্ভিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, অসহায় নারীকে উদ্ধার করিলে ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

বিপিন কাগজহস্তে বাটী ফিরিয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল—অজানিত রমণীকে কি করেই বা উদ্ধার করিবে—হয় ত কোন দুষ্টা নারী তাহাকে ছলনা করিতেছে—কিন্তু যখন তাহাকে ভগবানের নাম করিয়া ডাকিয়াছে তখন নিশ্চয়ই তাহার অন্ততঃ দেখা উচিত সত্য সত্যই সে বিপদে পড়িয়াছে কি না। অনেক ভাবিয়া বিপিন ভৃত্যকে বাক্স খুলিতে বলিল ও দেশে যাওয়া স্থগিত হইল বলিয়া সংবাদ পাঠাইল।

বিপিন সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের উপায়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল; এবারে সে ভাবিয়াছিল বৃদ্ধা প্রবেশ করিতে না দিলেও কোন রকমে ঢুকিয়া পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্য্য—সে দিবস দ্বার খোলা পাইল। দ্বারে প্রবেশ করিয়া একটী সোপান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, একেবারে নূতন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেখানে সম্মুখের ঘর বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে

ঘরে অতি সামান্য দ্রব্য ছিল—এক কোনে একটী কৌচ, দুইখানি চৌকি ও একটী ছোট টেবিল; ঘরটি বেশ বড় কিন্তু তাহার একটী দোষ ছিল—একটী দরজা ও একটী জানালা ব্যতীত অন্য প্রবেশ দ্বার বা জানালা ছিল না। এক দিকের দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড ছবি ছিল—ছবিখানি একটি খৃষ্টীয় রমণীর, তাহাকে অগ্নি দ্বারা দাহ করিতেছে সে উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া আছে; তাহার হস্ত শৃঙ্খলা-বদ্ধ, তাহার দেহ একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। সহসা সেই মুখ দেখিয়া তাহার ভূতল গৃহ-বাসিনীর মুখ মনে পড়িল! এ যেন তাহারি ছবি! কতক্ষণ এই ভাবে বিপিন দাঁড়াইয়াছিল তাহার মনে নাই, সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল সেখানে সেই রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার বসন শুভ্র. দেখিতে সুন্দরী, দেখিলে বোধ হয় তাহার বয়ক্রম পঁচিশ বৎসর! বিপিনকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানিতাম আপনি দয়া করিয়া আসিবেন।" বিপিনকে একটী চৌকী দিয়া বসিতে বলিয়া বলিল, "আর বেশী বিলম্ব করিলে আমাদের উভয়েরই বিপদে পড়িতে হইবে তজ্জন্য আপনাকে সংক্ষেপে আমার ইতিহাস জানাইতেছি। আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আমাকে যদি আপনি উদ্ধার করিতে পারেন তবে আমি ও আমার আত্মীয়েরা আপনার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এখন আমার ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমার পিতা এক জন ইংলণ্ডের ধনবান জমীদার ছিলেন; আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা, শৈশবেই মাতৃহীন হই। পিতা বহু বৎসর আর বিবাহ করেন নাই, তাঁহার ভয় ছিল পাছে বিমাতা আসিলে আমার কোন কষ্ট হয়। কিন্তু আত্মীয়গণের পরামর্শে তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইল। বিমাতা প্রথমে আমাকে স্নেহ দেখাইতেন কিন্তু যখন তাঁহার সন্তান হইল তখন হইতে আমার প্রতি তাঁহার একটু বিরাগ জন্মিল। ক্রমে আমি দেখিলাম সে ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আমি কিন্তু তাহাতে বিশেষ কষ্ট পাইতাম না, পিতার আদরে স্নেহে সব ভুলিয়া যাইতাম। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার কষ্টের সীমা ছিল না। পিতা উইলে প্রায় সমুদায় বিষয়ই আমার নামে লিখিয়া গিয়াছিলেন। আমার বিমাতাকে ও বৈমাত্রেয় ভাই দুইজনকে কিছু কিছু বিষয় দান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়। সেই অবধি তাহারা আমার মৃত্যু কামনা করিত। আমার পিতা তাঁহার পরম বন্ধু এক জমীদারের পুত্রের সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। (Charles) চার্লস্ আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা খুব ধনাঢ্য ছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় বিমাতা ও ভ্রাতাগণ তাঁহাকে তেমন পছন্দ করিতেন না। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত তাঁহারা সদ্ভাব রাখিলেন না। আমরা কিন্তু উভয়ে উভয়ের হৃদ-

য়ের ভাব জানিতাম। তিনি আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, আমিও আর কাহাকেও বিবাহ করিব না স্থির করিয়াছিলাম। আমার বিমাতা তাঁহার এক ভাইয়ের কুপরামর্শে আমাকে সরাইয়া যাহাতে সমস্ত বিষয় তাঁহাদের হস্তগত হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন আমাকে দুইজনে মিলিয়া বলিলেন চল আমরা ভারতবর্ষ বেড়াইয়া আসি—এই বলিয়া আমাকে এখানে লইয়া আসেন। তার পর আমাকে এই গৃহে বন্দীভাবে রাখিয়াছেন আর আমাকে বলিয়াছেন, আমি যদি সমস্ত বিষয় তাঁহাদের নামে লিখিয়া দিই তবে আমাকে মুক্তি দিবেন। আমার দশা কি হইবে জানি না বোধ করি ঐ ছবিখানির মত আমারও দশা হইবে।" বিপিন ছবিটার দিকে একবার চাহিল কি শোচনীয় পরিণাম! তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। রমণী আবার বলিল, "এক্ষণে আর অধিক সময় নাই, আমি আজ অনেক কষ্টে আমার রক্ষয়িত্রী বৃদ্ধাকে বাহিরে পাঠাইয়াছি; আপনাকে দেখিতে পাইলে আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। আপনার হয়ত মনে আছে পূর্ব্বে আপনি একদিন এই গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন; সে দিবস হইতে আমাকে একেবারে বন্দী হইতে হইয়াছিল এমন কি জানালা অবধি খুলিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এক সপ্তাহ আমায় সেই ভাবে কাটাইতে হইয়াছিল। আজ অনেক কৌশলে এই সুযোগ পাইয়াছি। আপনি আমাকে কতদূর বিশ্বাস করিতেছেন জানি না। বিপন্না নারীকে উদ্ধার করা কি পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম নহে? আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করিতে চাহেন, আপনাকে কয়েকটি কথা বলিতেছি।—আপনার বর্ত্তমান বাটী দুই দিনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ আপনার উপর ইঁহাদের কিছু কিছু সন্দেহ হয়। কাল আমার গৃহে আসিবেন না, তার পরদিন প্রত্যুষে জানালার নিম্নে দাঁড়াইবেন আমি আপনাকে জানাইব কখন আসিতে হইবে। কাল আমার বিমাতা ও ভ্রাতৃদ্বয় দুই দিনের জন্য বিদেশে যাইবেন, সেই সময়ে আমার পলাইবার সুবিধা হইবে। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না; শীঘ্র যান, আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায় আপনি।" বিপিন এতক্ষণ নীরবে সকল কথা শ্রবণ করিল এবং এই বিপন্না নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। "আপনার কোন ভয় নাই, আমি কোন উপায়ে আপনাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব" এই বলিয়া বিপিন বিদায় লইল।

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন ভৃত্যকে সেই দিবসই দেশে পাঠাইয়া দিবে স্থির করিল। শচীকে বিস্তারিত ভাবে সকল কথা বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের হাতে দিল। মাতা ও হেমকে দুইখানি পত্র লিখিল। কয়েক দিন পরেই বাটী ফিরিবে বলিয়া ভৃত্যকে

দেশে পাঠাইয়া দিল। পুরাতন বাটী ছাড়িয়া Stationএর নিকটে একটি ঘর ভাড়া করিয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যুষে যখন পুনর্ব্বার নূতন গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল তখন পুনরায় একখানি কাগজ তাহার পায়ের সম্মুখে পড়িল বিপিন সেখানি উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল, "সন্ধ্যা ছয়টার সময় আসিবেন" লেখা রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে আবার সেখানে উপস্থিত হইল। রমণীর নাম (Ruby) রুবি। বিপিন দেখিল রুবি সেই দিন বড় ভীতা; তাঁহাকে বলিল, "আর একেবারেই সময় নাই, আপনাকে এই মাত্র বলিতেছি কালই যদি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন তবেই উদ্ধার হইতে পারি নতুবা পরশ্ব তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন আর উপায় থাকবে না। আপনি এখন যান আর বিলম্ব করিবেন না। কাল সন্ধ্যা বেলায় আমি আপনার বাটী উপস্থিত হইব। আপনি বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র যান।" বিপিন দ্রুতপদে বাটী ফিরিয়া একখানি বোট ভাড়া করিল। কয়েক মাইল দূরে এক বন্দরে তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সেখান হইতে জাহাজ ভাড়া করিয়া যাইবে, নতুবা সে দেশ হইতে জাহাজে উঠিলে সকলে সন্ধান করিয়া সব সংবাদ জানিতে পারিবে।

পরদিন সন্ধ্যাকালে রুবি বিপিনের পুরাতন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল, বিপিনও সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বোটে উঠিয়া চলিয়া গেল, কয়েক দূর গিয়া বোট একটী বড় বন্দরে লাগিল। সেখানে হোটেলে রুবি উঠিল ও একটী সঙ্গিনীর সন্ধান করিতে লাগিল নতুবা একা সে কি করিয়া ইংলণ্ডে যাইবে? অনেক অন্বেষণের পরে দেখিল একটি পরিবার—একজন সাহেব, তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেরা ইংলণ্ডে যাইতেছেন; রুবি তাঁহাদেরই সঙ্গ লইল। বিপিন সে রাত্রি বোটে কাটাইল, পরদিন রুবির নিকট বিদায় লইতে হোটেলে আসিল। রুবি তাহাকে বলিল, "আপনি যদি আমার সহিত অন্ততঃ অর্দ্ধেক পথ জাহাজে যাইতে পারেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত হই কারণ আমার এখনও নিজেকে নিরাপদ মনে হইতেছে না। যাহাদের সঙ্গে যাইব বলিয়াছি তাহারা কি করম লোক জানি না।" বিপিন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যাইবার পূর্ব্বে আমি একবার দেশে যাইতে চাই।" তাহার এ কথা শ্রবণ করিয়া রুবির চক্ষে জল আসিল—বলিল, "আর এক দিবসও দেরী করিলে আমাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া যাইবে, কারণ আমি যে পলাইয়া আসিয়াছি তাহা আজই তাঁহারা জানিতে পারিবেন।" বিপিন যাইতে স্বীকৃত হইল। এ দিকে শচী পত্র পাঠ করিয়া সকল সংবাদ পাইল, কিন্তু মনে মনে তার ভয় হইল বোধ হয় বিদেশীয় রমণীকে দেখিয়া বিপিন তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। শচীর দিন দিন ভাবনায় শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল, ইহার কারণ কেহই

বুঝিতে পারে না; সকলেই বলে স্বামীর জন্য ভাবনাতেই তাহার শরীর এমন হইতেছে। শাশুড়ী তাহাকে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য বলিলেন কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তাহার জীবনের সকল সুখ যেন চলিয়া গিয়াছে, এক এক দিন যায় তাহার সন্দিগ্ধ মনে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাহাকেও কোন কথা বলে না, নিজের মনের কথা মনেই রাখে আর ভাবিয়া ভাবিয়া আপনার প্রজ্জ্বলিত আগুণে নিজেই জ্বলিতে থাকে। এক দিন হেম তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল, "বৌদিদি, তোমার মনের কথা আমাকে ব'লতে হবে, আমি জানি তুমি কেন এত ভাব্‌ছ? দাদা তোমাকে কি লিখেছেন যাতে তোমার মনে কষ্ট হয়েছে? আমাকে চিঠিখানা দাও ত, আমি দেখ্‌তে চাই।" শচীর পত্র দেখাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, অনেক অনুরোধের পর চিঠিখানি হেমের হস্তে দিল। হেম নীরবে পত্র পাঠ করিয়া বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, এতে ত কিছুই কষ্ট হবার কারণ নেই, দাদার ওপর কি তোমার সন্দেহ হয়? অমন স্বামীর ওপর সন্দেহ ক'রছো? ছি বৌদিদি, একবার একটু জোর কর। স্বামীর ওপর অবিশ্বাস ও সন্দেহ করা স্ত্রীর ধর্ম্ম নয়, তাঁর কর্ত্তব্য তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা, তাঁর ওপর নির্ভর করা।" শচী এতক্ষণ নীরব ছিল কিন্তু আর থাকিতে পারিল না; তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হেম আদর করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। যখন শচীর ক্রন্দন থামিল হেম বলিল, "তুমি শুধু একলাটী বসে বসে ভাব তাই এত কষ্ট পাও। কাল থেকে তোমায় অনেক কাজ কর্‌তে হবে।" শচী সেই অবধি হেমের নিকটে গৃহকার্য্য শিখিতে লাগিল। কয়েক মাস পরে বিদেশ হইতে শচী দেশে দুইখানি পত্র লিখে, একখানি হেমকে আর একখানি তার ছোট বোন্ মিনিকে। হেমের খানি এই—

"ভাই ঠাকুরঝি,

আমাদের সুশৃঙ্খলপূর্ণ ক্ষুদ্র সংসারটি দেখিলেই তোমার কথা মনে হয়। কি রকম আমি ছিলাম, এখন যে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে সে আর বল্‌ব কি? সকলি তোমার গুণে। আমার স্বামীও এত আশ্চর্য্য হন! তিনি ত হবেনই আমি নিজেই অবাক হই! হ্যাঁ, সে দিন রুবির নিকট থেকে চিঠি পাইয়াছি, সে আমার খুব বন্ধু হইয়াছে, তার বিবাহ হইয়াছে, সে খুব সুখী, তার ভাইদের কোন খবর নেই—তারা বোধ হয় ভারতবর্ষেই আছে, আর দেশে ফিরিতে সাহস করে না। রুবি আমার জন্য চমৎকার একটি মুক্তার মালা পাঠাইয়া দিয়াছে। ইনি যে উপকার করেছেন তাহারই পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছে। আজ তবে ভাই আসি, তুমি কবে আস্‌বে? আমি এখনও এঁকে বলি তুমি বোধ হয় রুবিকেই ভালবাস্‌তে! তোমার উপদেশ পাইয়া কত যে উপকার হয়েছে বলিতে পারি না। সত্যি বল্‌ছি

কতবার মনে হয়েছিল এ প্রাণ আর রাখিব না।

তোমাদের শচী।

মিনির পত্র—

স্নেহের মিনি,

শুন্‌ছি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে। বিবাহের আগে দিদির একটি কথা শুন্‌বে কি? বাবা ও মাকে বল তোমাকে অত লেখা পড়া না শিখাইয়া গৃহকার্য্য শিক্ষা দেন। বিবাহ হইলে গৃহকার্য্য শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন, লেখা পড়া তেমন না হলেও ক্ষতি নাই, যদিও এখনকার ছেলেরা লেখা পড়াটাই বেশী মনে করে! তোমাদের দেখ্‌তে খুব ইচ্ছে হচ্চে। তোমার বিয়ের সময় বাড়ী যাব।

তোমাদের দিদি।

সমাপ্ত।

বিদায় গাথা।

(চট্টগ্রাম ভগ্নী-সমাজে পঠিত)

ভগ্নীগণ!

তোমাদের ছায়াতলে বসি
তৃষিত এ পথিক পরাণ,
যেই পুণ্য নামামৃত ধারা
সাগ্রহেতে করেছিল পান।
তা'রি শান্তি সাথে করে ল'য়ে
চলিলাম দূর দেশান্তরে;
ঘিরে থেকো ব্রততীর মত
তোমরা সে শান্তি-সরোবরে।
জ্ঞান, সত্য, অমৃতের ফল
হৃদে সবে করিও ধারণ,
শুদ্ধতার শুভ্র ফুল দল
করে যেন সুষমা বর্দ্ধন।
সংসারের গণ্ডগোল মাঝে
ভকতির মায়া গণ্ডি বেড়া,
এ যেন কি নবতীর্থ স্থান
প্রসারিত প্রেমবাহু ঘেরা।
হেথা যেন আমার মতন
শত পান্থ লভয়ে বিশ্রাম,
তোমাদের শুভ্র হস্তগুলি
নির্দ্দেশিয়া দেয় লক্ষ্যধাম।
তোমাদের দীপশিখা হ'তে
জ্বালি নিয়ে আপনার বাতি,
জীবনের সুদুর্গম পথে
পার হব অন্ধকার রাতি।
এ পবিত্র সম্মিলন স্মৃতি
পুণ্য ব্রত আদর্শ মহান্‌,
সাথে লয়ে সাধনার পথে
পারি যেন হ'তে আগুয়ান।

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

জীবন-কুসুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রলোভন ও পরিণাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাউণ্টপত্নী যে দাসীর হস্তে তাঁহার প্রাণের প্রিয়ধন ক্ষুদ্র শিশুরত্ন সমর্পণ করিয়া গেলেন সেই দাসী মার্গারেট এক দরিদ্রা পিতৃ-মাতৃহীনা গ্রাম্য বালিকা।

তাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত সরল, পবিত্র, শিশুর ন্যায় সুমিষ্ট, অকপট ও আমোদপূর্ণ; তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব সন্তোষ ও নির্ম্মল আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে—যেন প্রসন্নতার মূর্ত্তি; তাহার পবিত্র বিশ্বস্ত হৃদয় ও সুন্দর সুকোমল অকৃত্রিম সরল প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া কাউণ্টেস তাহার উপর বড়ই প্রীত ছিলেন এবং তাহাকে তাঁহার প্রিয় শিশু সন্তানের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। যদিও তখনও তাহার ধর্ম্মভয় ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তেমন বিশেষ পরিপক্ব হয় নাই, তথাপি মার্গারেট অতিশয় সাবধানে বিশেষ যত্নের সহিত সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ আন্তরিক ভক্তিসহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে তাহার প্রভুপত্নীর কথা কৃতজ্ঞতাভরে [illegible]রণ করিত; সে তাঁহাকে যথার্থই প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিত। আর ক্ষুদ্র শিশুটিও অল্প দিনের মধ্যে তাহার হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা ও স্নেহ অধিকার করিয়াছিল। এমন কি বাস্তবিকই সে ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে তাহার ভাবী প্রতিপালক প্রভু ভাবিয়া সম্মান করিত।

একদিন মার্গারেট শিশুর আনন্দবর্দ্ধনের জন্য তাহার সুন্দর সুনির্ম্মিত দোলনার উপরিভাগের চাঁদোয়া সুন্দর নবপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল দ্বারা বেশ সুচারুরূপে সাজাইয়া রাখিয়া নিদ্রিত শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মোজা বুনিতেছিল। একটি পরিষ্কার সূক্ষ্ম শ্বেত বর্ণের মশারির ভিতর শিশু ঘুমাইতেছে। তাহার ভিতর হইতে শিশুর দিব্য লাবণ্য, অতুল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বাস্তবিক সেই সুন্দর গোলাপ ফুল অপেক্ষাও এই স্বর্গীয় জীবন-পুষ্পের সুন্দর মুখশ্রী এবং অপূর্ব্ব আভা ও অনুপম সৌন্দর্য্য যেন সহস্র গুণে অধিক সুন্দর দেখাইতেছিল। শিশু ঘুমাইতেছে, দাসী পার্শ্বে বসিয়া আছে। এমন সময়ে একদল বাদ্যকর সেই দুর্গের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল ও বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল; তাহা শুনিয়া দুর্গের ভিতরের লোকেরা দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের ভিতরে ডাকিয়া আনিল। তখন দুর্গস্বামী ও তাঁহার পত্নী কেহই বাড়ী ছিলেন না, সেই জন্য তাহারা ভাবিয়াছিল আজ তাহারা সারাদিন বেশ গান বাজনা শুনিয়া খুব আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইবে। মার্গারেট গান বাজনা বড়ই ভালবাসিত। পৃথিবীর মধ্যে ইহার অপেক্ষা বেশী প্রিয় তার বোধ হয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও সে আপন কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করে নাই, প্রভুপত্নীর বাক্যে অমনোযোগী হয় নাই; তাহার আদেশপালনে বিশেষ যত্নবতী থাকায় সে নিদ্রিত বালকের শয্যাপার্শ্বে তখনও স্থিরভাবে বসিয়া রহিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। তখন অবিলম্বে জর্জ্জ নামক একজন উদ্যানরক্ষক যুবক সেই গৃহে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল এবং খুব ব্যস্তভাবে আগ্রহের সহিত তাহাকে বলিল, "শীঘ্র একবার

নীচে এস, কি আনন্দ যে হচ্ছে সেখানে তাহা তুমি কিছুই জান না। আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন সুন্দর সুমিষ্ট গান বাজনা শুনি নাই। বড় চমৎকার! বড় সুন্দর! এস শীঘ্র একবার নীচে এস।” মার্গারেট বলিল সে শিশুকে একাকী রাখিয়া কখনই নীচে যাইতে পারিবে না। নির্ব্বোধ অবিবেচক যুবক জর্জ্জ বলিল, “তুমি এমন ছেলেমানুষের মত কথা বল কেন? শিশু ত এখন বেশ নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছে, তুমি আর এখন কি করিবে? তুমি ত আর ঘুমের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে না। এস এস শীঘ্র, তুমি এমন নির্ব্বোধ হইও না; তুমি শীঘ্রই (এক কোয়ার্টার) পনর মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে পারিবে।” এই ভাবে সে নানা প্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। এইরূপে একান্ত প্রলুব্ধ হইয়া অবশেষে সরলহৃদয়া মার্গারেট একবার নীচে যাইতে সম্মত হইল এবং নিতান্ত ভয়কম্পিত হৃদয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে গমন করিল। সে গান বাজনা শুনিয়া আমোদ পাইল বটে কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে। সে প্রতি মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং উপরে চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু আর সকলে তাহাকে এত শীঘ্র কিছুতেই ছাড়িল না। অবশেষে সে নিতান্ত জোর করিয়া তাহাদের শত অনুরোধ অতিক্রম করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। তাহার হস্তে সমর্পিত, তাহার যত্নের উপর বিশ্বাসের সহিত ন্যস্ত, সেই অসহায় সুকুমার শিশুর শয্যার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। কিন্তু হায়! কি ভয়ানক দৃশ্য! কি ভয়ঙ্কর আতঙ্কে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! শিশুর শয্যা শূন্য! কিন্তু শীঘ্রই সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইল, মনে এই আশা হইল যে হয় ত বাড়ীর লোক আর কেহ তামাসা করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য শিশুকে অন্য গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছে; তথাপি এই কথাও যদি প্রভুপত্নী কোনও রকমে জানিতে পারেন ইহা ভাবিয়াও সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তখন সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া আকুল প্রাণে এ ঘর ও ঘর করিয়া শিশুকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন পুনরায় তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ভয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে পাগলিনীপ্রায় দ্রুতবেগে ছুটিতে ছুটিতে নীচে নামিয়া গেল এবং ভয়ার্ত্ত প্রাণে চীৎকার করিয়া ব্যাকুল ভাবে সকলকে বলিতে লাগিল, “ক্ষুদ্র শিশু তাহার শয্যায় নাই, তোমাদের মধ্যে কেহ বোধ হয় আমাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে অন্য স্থানে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছ।” তাহারা কেহই এ বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিত না, তাহাদের মধ্যে একজনও সে সময় ঘরের বাহিরে যায় নাই। এই বিপজ্জনক খবর শুনিবামাত্র সকলে ভীত

ও স্তম্ভিত হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ গান বাজনা বন্ধ হইয়া গেল। বাদ্যকরেরা তাহাদের প্রাপ্য টাকা না লইয়াই চলিয়া গেল। সকলে তখন অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত মনে তাড়াতাড়ি উপরে গেল। বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। তখন দেখিতে পাইল যে অমূল্য ধন শিশুর সহিত গৃহের অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সকলি হারাইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিল শিশুরত্ন চুরি গিয়াছে। আনন্দের কোলাহল তখন ভীষণ ক্রন্দন ও শোকবিলাপে পরিণত হইল। উহারা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক কেহ যেন মারা গিয়াছে এরূপ ভাবে সকলে কাঁদিতে লাগিল। গৃহরক্ষক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! স্নেহশীলা দেবী কাউণ্টেস কেমন করিয়া এই অসহনীয় তীব্র যাতনা সহ্য করিবেন! যখন তিনি এই ভীষণ হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিবেন তখন নিশ্চয়ই তিনি শোকে আত্মহত্যা করিবেন।

মার্গারেট এতক্ষণে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াছিল। ঘোর দুঃখের ও গভীর নিরাশার অকূল সমুদ্রে ডুবিয়াছিল। সে ভয় ও দুঃখের প্রথম আঘাতেই পাগলিনীপ্রায় হইয়া অধীর ভাবে ছুটিয়া পলাইতেছিল, বোধহয় নিকটস্থ নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিত। আর সকলে জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিল। তখন সে কাতর প্রাণে অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে দুঃখের সহিত বার বার ঈশ্বরকে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়! কে জানিত এই সামান্য অপরাধের এই রূপ ভীষণ পরিণাম ঘটিবে। প্রলোভনের কি ভীষণ ফল ফলিল। এক মুহূর্ত্তের পদস্খলনে কি মহা অনিষ্টই সংঘটিত হইল।"

(ক্রমশঃ)

আর্য্যনারীসমাজের কার্য্যবিবরণ।

আর্য্যনারীসমাজের কার্য্যসমূহ এক প্রকার বেশ চলিতেছে। সম্প্রতি তথাকার মহিলাগণ একটি ভগ্নী-সম্মিলনী সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক বিষয়েও আলোচনাদি হইবে এবং জাতি ও সমাজ নির্ব্বিশেষে ভগ্নীগণ একত্রিত মিলিত হইয়া এ সকল সম্বন্ধে আলাপ করিতে সমর্থ হইবেন। পরস্পর পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের পক্ষেও সহায়তা করিতে পারিবেন। প্রায় ৪০।৫০টি মহিলা ইহার সভ্য হইয়াছেন। সকলেরই অন্তরে বিশেষ আগ্রহ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি বড়ই আনন্দের বিষয়। এত গুলি মহিলার একত্রে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ একটি মনোহর দৃশ্য।

আর্য্যনারীসমাজের উদ্দেশ্য পূর্ব্বে আমরা পরিচারিকায় উদ্ধৃত করিয়াছি,

তাহা বোধহয় অনেকেরই মনে আছে। ইহার একটি দাতব্য বিভাগ এবং ইহা ব্যতীত "পরিচারিকা" নাম্নী মাসিক পত্রিকার কার্য্যাদিও মহিলাগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। আশা করা যায় ক্রমেই এই সমাজ বিস্তৃত হইবে এবং সকল নারীজাতির মধ্যে সমচিত্ততা ও প্রেম সঞ্চারিত করিতে পারিবে। পরিণামে একটি সুবৃহৎ ভগ্নীমণ্ডলী জগতের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইবেন।

ভগ্নী-সম্মিলনী সভাতে পঠিত কোন একটি মহিলার প্রবন্ধাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই ভাবে এস্থানে সভ্যাগণ মতামত প্রকাশ করিয়া অন্তরের ভাব সকলকে জানাইতে পারেন; ইহা একটি বিশেষ সুবিধা।

* * * আমার মনে হয় প্রকৃত পক্ষে একটি সাধকদল (স্ত্রীলোকের) যদি আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। এবং তাহার দ্বারাই অন্য আর সব কাজ ক্রমে ক্রমে হবে।

* * * আমার জীবনের যেটা আসল মূল ভাব সেটা "সাধন"। সাধনের দ্বারা নিজের জীবন শত সহস্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্থির হয়, শান্তি লাভ করে এবং তার দ্বারা মুখ্য ভাবে নিজের ও গৌণ ভাবে অপরের উপকার হয়। "অন্যের জীবন কেন আমার দ্বারা ভাল হয় না।" এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নাই। প্রত্যেকে নিজের জীবনের জন্য নিজে বিশেষ ভাবে দায়ী, কেন না তাহাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। প্রত্যেকে যদি নিজের জীবন অনুসন্ধান ক'রে তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে পবিত্র করিবার জন্য যত্ন লন তাহা হইলে প্রকারান্তরে জগতের একটি হিত করা হয় কেন না, "আমিও" জগতের একজন। জগতের এই উপকারটুকু বোধহয় সকলেই করিতে পারেন; ইহার জন্য প্রথম টাকা কড়ি বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না, এই উপায় বা ব্রতটী আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক ও সকলের গ্রহণীয়। আমার অনেক সময় অনুভব হয় যেন মানুষের প্রতি মানুষের কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব আছে (অবশ্য সকলের নয় ও সব সময় নয়) সেটা প্রথমে যাওয়া বিশেষ দরকার, যদি সেটা না যায় তবে সমস্ত চেষ্টা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, কিছুই হবে না। সেটি যদি যাওয়া সহজ না হয় তবে যতই কঠিন হউক না কেন সেইটিই প্রথমে নষ্ট করিবার নানা উপায় দেখা দরকার। যদি কোন রকমেই এটা নষ্ট না হয় তাহা হইলে কোন কিছুই হবেও না এটাও স্থির। একের প্রতি অন্যের বিদ্বেষ ভাব থাকলে তার মুখে ভাল কথা শুনিতেও ভাল লাগে না। ক্রমাগত ছল ধরিবার চেষ্টা হয়। এই জন্যে প্রকৃত হৃদয় খুলে সকলের সঙ্গে সব সময় মিশিতে পারা যায় না। আর এই সঙ্কোচ ভাবটি যেখানে থাকে সেখানে যথার্থ কার্য্যও

করা যায় না। কাজেই ফলও হয় না। অনেক দিন হয় ত কথাবার্ত্তা আলোচনা বা উপাসনার পর মুখে বিশেষ কিছু বলিয়া গেলাম না, সেই জন্য লোকে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; কিন্তু যাবার সময় মনেও ভাল ভাব লইয়া গেলাম না। তাহা হইলে আর কি হইল? ভিতর পরিষ্কার হওয়া চাই; ভিতরের দিকে দৃষ্টি না করিলে সেখানকার মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা চোখে পড়ে না; চোখে না পড়ার দরুন তার সংশোধনও হয় না, যেমন রোগ ধরা না পড়িলে যত ঔষধই দাও রোগী সুস্থ হয় না, বরং ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রকৃত রোগ ধরিয়া তার ঔষধের ব্যবস্থা না হইলে স্বাস্থ্য লাভের আর অন্য উপায় নাই। আমরা যে অভেদ ভাব, যে হৃদয়, যে সহানুভূতি, যে পবিত্রতা, যে উৎসাহ, যে বল, যে উদারতা মুখে চাহিতেছি প্রকৃত পক্ষে সেরূপ হইতে গেলে যা আছি তার অপেক্ষা যে কত পরিষ্কার হইতে হবে তা মোটেই ভাবি না। এ বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় অপরাধী; আমরা অন্যকে যেরূপ হইতে বলি নিজে সেরূপ হই না ও হওয়া দরকারও মনে করি না কিম্বা অনেক সময় মনে করি আমার ঠিক আছে, অন্যেদেরই দরকার কিন্তু এটা যে কত ভুল তা আমরা একবারও ভাবি না। অন্তরে বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মুখে বড় কথা ব্যবহার না করাই ঠিক। আমার মনে হয় সেই জন্য সকলের নিজে নিজে সত্য সত্য নিজের বিবেক অনুযায়ী ভাল হবার চেষ্টা করাই ঠিক। এই ব্রত ধারণ করা উচিত—"সকল মানুষের প্রতি হিংসা আজ হইতে অন্তঃকরণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জ্জন দিতে চেষ্টা করিব। সাধ্য পক্ষে অন্যের জীবনের খারাপ দিকটা দেখিব না ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব না; হে পরমাত্মা, আজ তোমার সম্মুখে এ কথা বলিতেছি।" এই কঠিন ব্রত যিনি ধারণ করিতে পারিবেন তাঁরই জীবন কার্য্যে অগ্রসর হইবে ইহা মহাসত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই; যদি কখন ভুলক্রমে এ ব্রত থেকে স্খলিত হই ক্ষমা প্রার্থনা করিব। ঈশ্বর দয়াময়; তিনি ক্ষমা করিবেন ও আবার আমাদের জীবনে বল প্রদান করিবেন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। আরও কত কি আমার বলিবার আছে যদি সম্ভব হয় ও সময় হয় তবে ক্রমে সে সব প্রকাশ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত!

ক্ষুদ্র পাতিয়ার জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাতিয়া যে কয় মাস আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিল সে সময় তাহার বর্ণনামত দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় আমরা কিছুই পাই নাই, বরং তাহার ভাল বুদ্ধির কাজ ও অন্যান্য ভাল দৃষ্টান্ত ভাল কাজ কর্ম্ম শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম; ছোটকে ভালবাসা, বড়কে ভক্তি,

দাস দাসীর প্রতি দয়ার ভাবেরই পরিচয় পাইলাম; তাহাতে তাহার প্রতি আমাদের মমতা দিন দিন বাড়িয়াছিল। সে মন দিয়া ধর্ম্মের কথা শুনিত আর বলিত, "আমাদের পাপের ফল আমরা হাতে হাতেই পাই কিন্তু দোষারোপ করি অন্যের উপর; শৈশবে ভায়েদের কাছে প্রহার পাইয়া ভাবিতাম তাঁদের দোষ, ভ্রাতৃজায়াদের মনান্তর দেখিয়া ভাবিয়াছি তাদেরি দোষ, শাশুড়ীর পীড়ন, স্বামীর অসৎ ব্যবহার সকলি ভাবিতাম তাহাদেরি অন্যায়, কিন্তু এখন দেখিতেছি সকলি আমার অপরাধের জন্য; কিছু পূর্ব্বে যদি আমার এ জ্ঞান হইত তবে হয় ত একদিন আমার ভাগ্যে সুখের দিন আসিতে পারিত।" এইরূপে পাতিয়া আমাদের গৃহে কয়েক মাস কাটাইল। একদিন বৈকালে একখানি ভাল বাড়ীর গাড়ি আমাদের ফটকে লাগিল, তাহার ভিতর হইতে জরির টুপি পরা চাপকান গায় দাড়িওয়ালা একজন লোক নামিয়া পিতার আফিস-ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ কি কথা বার্ত্তা কহিল; আমি তাহার কথা কিছুই শুনিতে পাইলাম না কিন্তু পিতা কহিলেন, "আপনি যে অমুক নামের লোক তাহা আমি কিরূপে জানিব? আগে পাতিয়াকে ডাকি সে চিনিতে পারে কি না দেখি।" পাতিয়াকে ডাকিতে সে আসিল; আসিয়াই সে মুসলমানটাকে দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, ব্যক্তিটী তার মাথায় হাত দিলেন। আমার পিতা পাতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি তোমার কে, চিনিতে পার কি? পাতিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমার নানা।" তখন তাহাকে আবার বাটীর ভিতর আনিয়া নব বস্ত্র পরাইয়া বিদায়ের উদ্যোগ করা হইতে লাগিল। আমরা বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু পাতিয়ার সেইক্ষণের গরিমাপূর্ণ মুখ দেখিয়া একটু সুখ হইল। সে আমার পিতা মাতাকে সেলাম করিয়া আপনার বস্ত্রাদি ও উপহারের দ্রব্যাদি লইয়া নানার সহিত গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেই পর্য্যন্ত পাতিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ফুরাইয়াছে, আর কখন কোন খবর পাই নাই; তবু মধ্যে মধ্যে আমার তাহার কথা মনে হয় ও তাহার প্রিয়সখীর কি হইল জানিতে ইচ্ছা করে কিন্তু আর কোন সংবাদ নাই। পরিচারিকাতে ইহা লেখার পর যদি পাতিয়া জীবিত থাকে আর আমার সেই বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়ার ফল ফলিয়া থাকে তবে এখন তাহার কি দশা ঘটিয়াছে ও তার সখীর কি হইল কোন পত্রিকায় লিখিয়া জানাইলে আহ্লাদিত হইব।

উৎসবে প্রার্থনা।

বর্ষ পরে আজ, দুয়ারে তোমার,
আইনু আমরা দয়াল হরি!
কৃপাদৃষ্টিপাত, কর একবার,
আমাদের প্রতি করুণা করি।
অজ্ঞান আঁধারে রয়েছি ডুবিয়া,
হায়! মোরা সেই ভারতনারী—

সীতা দময়ন্তী, সাবিত্রী দ্রৌপদী
গেছেন যে দেশ পবিত্র করি !
হয়ে'ছ আমরা, আত্ম সুখে রত,
বিলাস বাসনা মোহেতে ভুলে,
তোমার চরণ হ'য়ে বিস্মরণ,
সদাই বিপথে যাই গো চ'লে !
এস মা, এস মা ! হৃদয়ে মোদের,
আর্য্যনারী এই যাচনা করে,
দাও মা ঘুচা'য়ে, সংশয়ের জাল,
দিব্য চক্ষে আজ হেরি তোমারে !
যেরূপ হেরিয়া, ঈশা, গৌর, শাক্য
কবীর শঙ্কর নারদ ঋষি—
ব্রহ্মানন্দ আদি, যেরূপ হেরিয়া
গেলেন যে রূপসাগরে ভাসি !
সেইরূপে মা গো, হও প্রকাশিত
মোদের হৃদয়ে করুণা করি,
নূতন বিধানে দাও মা, মাতা'য়ে
চিরদাসী তব আর্য্যের নারী !
আঁধারে ফেলিয়ে, রেখ না মা আর
কর আমাদের তোমার দাসী
তোমার চরণে মিশাইয়া প্রাণ
চিদানন্দনীরে যাই মা ভাসি !
সংসারের যত, ধন, পরিজন,
কিছুতে বাসনা থাকে না আর !
কর আশীর্ব্বাদ এই মা মোদের
তোমার চরণে মিসে অন্তর !
হস্তের ভূষণ, কর মা মোদের,
তোমার পবিত্র চরণ-সেবা
কর্ণের ভূষণ ও নাম শ্রবণ
নয়নে দেখি ও রূপের প্রভা !
বদনে বলিব, সারা নিশি দিন,
জগৎজননী তোমারি নাম,
আর যেন কিছু থাকেনা বাসনা,
কর মা পূরণ এ মোর কাম !•
তব পদে মিশে যাইব ভুলিয়া,
হিংসা অহঙ্কার প্রবৃত্তি যত,
যত নারী নরে, হেরিব আমরা
আপনার ভাই ভগিনী মত !
কর মা পরীক্ষা দাও মা যাতনা,
দাও রোগ শোক যা ইচ্ছা হয় !
হাসিতে হাসিতে সব(ই) যেন সহি,
এই বল দাও হ'য়ে সদয় !
তোমা ধনে ধনী, হইয়া আমরা,
অনিত্য সংসার অনিত্য ধন,
ভুলে যাই সব, হে মাতঃ জননি,
কর গো মোদের আশীষ দান !
আজি এ উৎসবে হও প্রকাশিত,
মোদের হৃদয়ে করুণা করি ;
সংশয়ের জাল, দাও মা ঘুচায়ে
দিব্য চক্ষে আজ তোমারে হেরি !

গান।

বিভাস—একতালা।

("ওহে দীননাথ"—সুর)

দাও ওহে বিশ্বাস, ওহে স্বপ্রকাশ,
তোমাতেই যেন মজে থাকে চিত !
আমি, তোমারে ছাড়িয়ে, তোমারে ভুলিয়ে,
অন্য পথে যেন হই না ধাবিত।
অতি দীন হীন, পাপেতে মলিন
দাও মোরে নাথ ! দেখাইয়ে পথ,
(আজি) কাঁদিতে কাঁদিতে, এলাম চরণে,
পাই [illegible] দেখিতে ধর মোর হাত !
পাপে জর জর হয়েছে অন্তর
তোমার দ্বারেতে আসিয়াছি তাই

তুমি, কর মোরে নাথ, এই আশীর্ব্বাদ,
যেন, তোমার চরণে মিশে আমি যাই।
শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী (কোচবিহার)।

অহঙ্কারের পরিণাম।

(সত্য ঘটনা)

কিছুদিন হইল প্রাসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে একটী অতি ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। হার কার্ল বেসেক নামে এক ব্যক্তি জার্ম্মান সৈনাদলের লেপ্টনেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি এক সরাইরক্ষকের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পদচ্যুত হইবার পর অন্য কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। বেসেক কি এক বৃথা অভিমানে স্ফীত ছিলেন, যে এ সময় সামান্য পদাভিষিক্ত হইলেও, নিজ কার্ড সকলে বড় বড় অক্ষরে আপনার পূর্ব্বপদ লিখিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাকে কেহ সামান্য লোক জ্ঞান করে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। অবশেষে বার্লিন নগরে এক ব্যবসায় দ্বারা বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্বদাই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করাতে ক্রমে তিনি অর্থশূন্য হইলেন। এমন কি গৃহসামগ্রী সকলও ক্রমে ক্রমে আদালতের হস্তগত হইয়া পড়িল। তথাপি বেসেক প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদাই বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, এ বিষয় কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র রাইন নগরের স্কুলে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত। তাঁহার একমাত্র ঊনবিংশ বৎসরের কন্যা, হেডউইগের রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। সম্প্রতি হেডউইগের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেসেক তাঁহার দুই পুত্রকে বার্লিন নগরে আনয়ন করেন। জন্মোৎসবের দিন সন্ধ্যার সময় বেসেক তাঁহার পত্নী, পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লইয়া সার্কাস দেখিতে যান। গৃহে প্রত্যাগমনের পর বেসেক কন্যা দ্বারা সমস্ত আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট বিদায়-পত্র লিখাইলেন। পরে সকলে আহারের শেষে স্যাম্পেন দ্বারা হেডউইগের health drink করিলেন। পুত্রদ্বয়কে চেতনাশূন্য করিবার উদ্দেশে বেসেক্ তাহাদিগকে বার বার health drink করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা অচিরে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িল। বেসেক এই অবসরে তাহাদিগকে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া, একটা পাত্রে একটা বিষাক্ত ঔষধ ঢালিয়া কিয়দংশ তাহাদিগকে পান করাইয়া, দুইজনের মুখে দুইখানা রুমাল ঢাকা দিয়া রাখিলেন। হেডউইগ আপনার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া বীরত্বের সহিত সেই বিষ পান করিয়া শয়ন করতঃ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে পিতা মাতা উভয়ে শোকের

পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সেই বিষ পান করিয়া দেহলীলা শেষ করিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহাদের দাসী এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দেখিয়া ইহার রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরে রন্ধনগৃহে টেবিলের উপর তাহার নামে একখানি খাম দেখিতে পাইয়া, খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে তিনটী বিষাক্ত ঔষধের বড়ি; তাহার মধ্যে লেখা রহিয়াছে, "ইহা খাইলে তোমার ভাল হইবে।"

পাঠিকা, বলিতে দেহ কম্পিত হয়, বৃথা অহঙ্কারের এই ভয়ঙ্কর পরিণাম! জনসমাজে বেসেকের দুর্দ্দশার কথা জানাইবার আর কেহই রহিল না।

মহরম।

মুসলমানদিগের এই "মহরম" পরবে কলিকাতা সহরে যে একটী মহাব্যাপার সমাধা হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। যখন মহরমের কিছু পূর্ব্ব হইতে মুসলমানদিগের সুমিষ্ট ঢাকের বাদ্য বাজিতে থাকে মনে হয় কবে ইহাদের পরব শেষ হইবে এবং এই বাদ্য হইতে নিস্কৃতি পাইব। যাঁহারা মুসলমানদিগের প্রতিবাসী তাঁহারাই জানেন এই ঢাকের বাদ্যে প্রাণ কেমন মোহিত হয়! কয়দিন ধরিয়া মুসলমানদিগের কি উৎসাহ, কি কোলাহল! তাহাদের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত সহর যেন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। শুধু মুসলমান কেন, সকল জাতিই এই পরব আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বালক বালিকাদিগের সদাই চিন্তা করে। মহরম আসিবে ও তাহারা খেলনা ও চিনের বাদাম প্রভৃতি কিনিয়া মনের সাধ মিটাইবে। গৃহিণীদের চিন্তা এই পরবে নানা রকম ধামা চুবড়ী প্রভৃতি গৃহসামগ্রী ক্রয় করিয়া সংসারের অভাব পূরণ করেন। কিন্তু যে দিন মহরম বাহির হয় সে দিন ঐ সকল চিন্তা ছাড়া মনে কি কোনও উচ্চ চিন্তার উদয় হয় না? এই মহাব্যাপার কি সেই মহাবীর ভক্ত হোসেন হাসেনের অমরত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না? কালে ইহা মহা আমোদের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু সেই ভক্তদ্বয়ের কবর, যুদ্ধসাজে সজ্জিত অশ্বসকল এবং মুসলমানগণের নীরবে বক্ষে করাঘাত দর্শনে সেই বিষাদসিন্ধুপঠিত হাসেন হোসেনের অমর জীবন ও তাঁহাদের লোমহর্ষণ মৃত্যুর ঘটনা সকল স্মরণপথে আসিয়া মনে কি এক বিষাদের ভাব উপস্থিত করে! কত মুসলমান গোশকটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রে সরবৎ লইয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে তৃষ্ণাতুরদিগকে পানীয় বিতরণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করতঃ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। বাস্তবিক ইহা একটী যে মহা ভাবের লক্ষণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পৃথিবীর যে কোন ব্যাপার দেখি না কেন, যেন তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য ভেদ করতঃ তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ভাল

ভাবকে আরও প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা করি।

গিয়াছে চলিয়া ?

গিয়াছে চলিয়া পুরাতন দিন
চলিয়া গিয়াছে সকলি
আছে শুধু হেথা দুএকটী তান
মোহিনী মোহন মুরলী
বহু দিন আগে দুএকটী যে তান
শুনেছিনু প্রাণ ভরিয়া
আজিও তাহার সুরব মধুর
আসে না কি হেথা ঝরিয়া ?
কত এসেছিল কোথা চলে গেল
বারেকও কি মনে আসে না,
স্বরগের কথা শুনাইয়াছিল
মনে কি তাহাও পড়ে না ?
ঐ সুমধুর নব বরষের
নূতন একটী গান
আসিছে ঝরিয়া হৃদয়ের কোনে
জাগাতে বিষন্ন প্রাণ।
তবে যাক ঘুচে সব ব্যবধান
হউক অমর প্রাণ
যে গিয়েছে চলি আসুক ফিরিয়া
হোক দুঃখ অবসান।
হরির চরণে দিলে আত্মবলি
কিছুই যায় না চলি
ফিরিয়া ঘুরিয়া আসে পুনরায়
জীবনের রত্নগুলি।
তবে, এস ভাই বোন
সকলে আমরা হরির চরণে যাই
মিলিয়া মিশিয়া রব চির দিন
ব্যবধান কিছু নাই।

মধুর মধুর বাজিছে মধুর
অনন্ত কালের বাজনা
আজিকার নব বরষের দিনে
পুরাইতে চির কামনা।

যে কাজ করিতে এসেছি সবাই
এস করি সেই কাজ
যায়নি কিছুই যাবে না কিছুই
বলিছেন দেবরাজ।

তবে, আজিকার দিনে
মন, প্রাণ, ধন দিতেছি তাঁহারই পদে
ভয় কি তাহার যে জন তাঁহার
দুঃখ, সঙ্কটে বিপদে।

গিয়াছে, গিয়াছে, ব'লোনা গিয়াছে
দেখ ব্রহ্মপদে সব
প্রণম তাঁহায় তিনি দয়াময়
তাহাতেই সবে রব।

নূতন নূতন এসেছে আজিকে
এসেছে নূতন দিন
চল ত্বরা যাই মায়ের চরণে
সবল হইব—ক্ষীণ।

জয় দয়াময়, জয় দয়াময়
বলি আজ প্রাণ ভরি
হৃদয়ে মিলিয়া বল সবে ভাই
জয় দয়াময় হরি।

সত্য নিদর্শন।

বৈশাখ মাস। যে সময় দিবার আলোক চলিয়া যাইতেছে ও সন্ধ্যার আঁধার সমাচ্ছন্ন হইয়া মানবমনের ভাব সকলকে ভাবান্তরিত করিতেছিল সেই সময় নদীর বাঁধা ঘাটে বকুল গাছের তলায় সুরমা একা শুইয়া কি ভাবিতেছিল ও এক একবার চমকিত হইয়া চারিদিকে যেন কি দেখিতেছিল। আমরা শুনিলাম সে আজ একটী বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। যাহা হউক, ঐ প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল ও সহসা পদচারণা করিতে লাগিল; তাহাতেও মন সুস্থির হইতেছিল না। এমন সময় সুধীর সেখানে আসিয়া উপনীত হইল। এই স্থানে ইহাদের কিছু পরিচয় দান করি। সুধীরের পিতা অধর বাবু একটী সামান্য বেতনে চাকরী করেন এবং এই পুত্র ও কন্যা ব্যতীত আর সন্তানাদি হয় নাই। মাতার সুশীলতাগুণে সুধীর অতি সুবোধ ও ধীরপ্রকৃতি হইয়াছে। তাহাদের গৃহে ধন সম্পদের বাহুল্য ছিল না কিন্তু স্ত্রীর সদ্‌গুণ ও সতীত্বে অধর বাবুর গৃহ সুখ ও শান্তির আলয়। ধর্ম্মের আনন্দে তাঁহারা সদা প্রফুল্ল। সুধীর ও সুরমা দুই ভাই বোনে যেন এক প্রাণ। সরলতার প্রতিমা সুরমা যে কথাটী হয় সব দাদাকে বলে। তাহাদের আর কোন সঙ্গী ছিল না। তাহারা স্কুলে যাইত না, সুতরাং অন্যান্য ছেলে মেয়ের সঙ্গে বড় একটা মেশামিশি তাহাদের হয় নি। তাহারা মাতার নিকটেই অধ্যয়ন করিতেছে। সুধীর শীঘ্রই স্কুলে ভর্ত্তি হইবে কিন্তু এখনও হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের গৃহটী একটী শান্তির আলয় ছিল।

সুরমা যখন এই প্রকারে অস্থির চিত্তে নানা উপায়ে নানা পর্য্যালোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই সময় সুধীরকে নিকটস্থ দেখিয়া যেন তাহার চিন্তালোড়িত চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল দাদাকে বলিয়া আমি এ ভয়ানক কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। সুধীর ভগ্নীর নিকটে আসিয়াই তাহাকে অন্য দিবসের ন্যায় উৎফুল্ল না দেখিয়া পরন্তু কিছু চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, তাহার চির আনন্দিত হাসমাখা মুখখানি চিন্তামেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া দুঃখিত হইল। সুরমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "সু, তুমি আজ এত বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছ কেন? তোমাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখিয়া আমি বস্তুতঃ বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি।" সুধীর দেখিল সুরমার কমল নয়ন দুই বিন্দু জলে পূর্ণ হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; তখন সুধীর আরও ব্যাকুল হইয়া কারণ বলিবার জন্য অধিকতর অনুরোধ করিতে লাগিল। সুরমা ক্ষীণ স্বরে বলিল, "দাদা, আজ আমি একটী বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; মা আমায় বলিয়াছিলেন, "সুর, ছাতে আজ যেও না।" আমি তথাপি

গিয়াছিলাম, কিন্তু মাকে না বলিয়াই সে কাজ লুকাইয়া করিয়াছি তা নয়, যে মূহুর্ত্তে ছাতে উঠি তখন হইতে মনে কেমন কষ্ট ও ভয় উপস্থিত হইল। আবার কে যেন ক্রমাগত বলিতেছে, "বড় অন্যায়, কেন করিলে? আমি বলিলাম, "তবে এখন কি করিব?" সে যেন বলিতেছে, "এখনি তোমার মাকে বল।" কিন্তু দাদা, আমি এখনও বলিতে পারি নাই তাই আরও কেমন আঘাত পাচ্ছি ও ভিতরে কে যেন তিরস্কার করছে। দাদা, বল ভাই, কি কর্ব্বো?" বালিকা আকুল ক্রন্দনে তার দাদাকে ব্যথিত করিল। যখন মানুষ নিজের দুঃখ বা যাতনা বলিতে পারে, যখন কেহ নিজের দুঃখে দুঃখী ব্যথার ব্যথী পায় তখনই প্রাণের কবাট উন্মুক্ত হয়; তখন আকুল ক্রন্দন সমুথিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই দুঃখের অবসান হয়—হৃদয়ের অশান্তির লাঘব হয়। আজ প্রাণের দাদার কাছে তাই সুরমা নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ও অশান্তির কথা জানাইতে পারিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। সুধীর ও সুরমা দুটীতে যেন অভিন্ন হৃদয় ছিল। তাই সুধীর স্নেহের বোনটীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল এবং আশা-সুমধুর বাক্যে বলিল, "চল মার কাছেই যাই। কে তোমার অন্তরে কথা কহিয়াছেন মা আমাদের নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিবেন।" এই কথায় ভগিনী সুরমা সম্মত হইল এবং এক সঙ্গে উভয়ে সত্বর-গমনে জননীসমীপে উপস্থিত হইল। মাতা তাহাদিগকে আজ আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আজ পড়িতে আসিতে এত দেরী করিয়াছ কেন? তোমরা তো এরূপ কখনও কর নাই বৎস! তোমাদের মুখই বা ম্লান দেখাইতেছে কেন?" সুরমা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তাহার বড় বড় চক্ষু হইতে কেবল অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া মৃত্তিকাকে সিক্ত করিতেছিল। জননী আশ্চর্য্যান্বিত ও কাতর হইতে লাগিলেন। তখন সুধীর আদ্যোপান্ত সকল কথা খুলিয়া মাতাকে জানাইল। সকল সমাচার যথাযথ অবগত হইয়া জননী বলিলেন, "বৎসে, দুঃখিত হইও না, কাঁদিও না। ইহার জন্য মনে কষ্ট অনুভব করিও না। এই বাণী সংসারপথে ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনকে সত্য এবং সুখের পথে অগ্রসর করিবে। ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত। ইহাকে বিবেক বলে। এই বিবেক বাণী শুনিতে পাওয়া সুদুর্লভ। যখনই মানুষ কোন অন্যায় বা অসত্যাচরণ করিতে অগ্রসর হয় তৎক্ষণাৎ বিবেক প্রতি মানবাত্মার হৃদয়ে থাকিয়া "করিও না" এবং ভাল কার্য্যে "ইহা কর" এইরূপ বলেন। কিন্তু সকলে এই বাণী শুনিতে পায় না। হৃদয় সরল ও নির্ম্মল না হইলে এই বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না। পাপ ও মোহে মুহ্যমান মানব পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কুমতির পরামর্শে আরও পাপসাগরে

নিমগ্ন হয়। তোমরা ইহা শোন নাই, থিওডোর পার্কার যিনি ভবিষ্যতে এক জন মহাত্মা হইয়াছিলেন তিনিও শৈশবকালে এই অদৃশ্য ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া মহদ্ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তোমরা মন দিয়া শোন, বাল্যকালে এক দিন পার্কার একটা ভেককে মারিতে উদ্যত হন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তরে এই বিবেকের সুস্পষ্ট বাণী শুনিয়া জননীর নিকটে আসিয়া বলেন, "মা, আমি বাগানে একটা ভেক মারিতে যাইতেছিলাম কে আমাকে যেন নিবারণ করিল; কে সে, মা?" মাতা তখন পার্কারকে বিবেকের কথা বুঝাইয়া বলিলেন আজ বৎসে সুরমা, তুমি যে এই বিবেকের কথা শুনিয়াছ সেজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। এই বাণী হৃদয়ে চিরদিন ধারণ করিয়া রাখিবে, ইহাঁকে কখনও অবহেলা করিও না। এই বাল্য অবস্থা হইতে 'যদি তোমরা দুটী ভাই বোনে এই বাণী শুনিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পার তাহা হইলে পরীক্ষা প্রলোভনে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না। বিবেককে যতই জীবনের সহচর বলিয়া গ্রহণ করিবে ততই ইহার বাণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ও মধুর হইতে মধুরতর হইবে। সুখে ও শান্তিতে সংসার-জীবন কর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে।"

এই সংসারে কয়জন আমরা এই বাণীকে বন্ধুরূপে ধারণ করিয়া সত্যের নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারি। ঈশ্বরের এই সাক্ষাৎ বাণী শ্রবণ করিয়া যদি আমরা বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, পক্ষের পর পক্ষ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, দিনের পর দিন, প্রতিক্ষণ চলিতে পারি এ ভববাসে কোন দুঃখ থাকিবে না। আমরা যেন সকলে বলি,—

"তোমার ইঙ্গিত নাথ জীবনপথের আলো
পাপ অন্ধকার মাঝে এক মাত্র সম্বল।"

বুদ্ধদেব ও কৃষক-বালক।

মহামতি বুদ্ধদেব মনুষ্যজাতির দুঃখ, ভাগ্যের লিপি শাস্ত্রের বিধি ও জন্মমৃত্যুর গূঢ় তত্ত্বাদির বিষয় লইয়া চিন্তা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল বৃক্ষলতাদিমণ্ডিত নির্জ্জন সেনানী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বৎসর হইতে বৎসরান্তর এইরূপ নির্জ্জনে বাস করিয়া ঐ সকল বিষয় লইয়া এত গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন যে আহারাদির বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। হয় ত সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে কিম্বা দ্বিপ্রহরে চিন্তা ভঙ্গ হইলে পর বুঝিতে পারিতেন যে একেবারেই অনাহারে রহিয়াছেন; তখন তিনি বৃক্ষতলে পতিত ফলাদি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। এইরূপ অনাহারে থাকিয়া দিন দিন তাঁহার শ্রী সৌন্দর্য্য কমিয়া যাইতে লাগিল ও আত্মার অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে হইতে একদিন তিনি মুর্চ্ছান্বিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই

সময় একটি কৃষক-বালক আসিয়া দেখিতে পাইল সিদ্ধার্থ চক্ষু মু'দ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে কষ্টকর চিহ্ন ও মস্তকোপরি প্রচণ্ড সূর্য্য-রশ্মি; ঐ বালক বৃক্ষের ডাল পালাদি লইয়া তাঁহার মস্তকোপরি অল্প স্থান আচ্ছাদিত করিয়াছিল এবং তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাঁহাকে একটু দুগ্ধ পান করাইবে, কিন্তু নীচ জাতি হইয়া এইরূপ উচ্চ বংশীয় পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। বালক তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিল। তৎপর বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ বালকের ঘটির দুগ্ধ চাহিলেন। সে বলিল, "প্রভু, আমি ইহা আপনাকে দিতে পারি না, কারণ আপনি দেখিতেছেন, আমি জাতিতে শূদ্র সুতরাং আমি অস্পৃশ্য।" তখন জগৎপূজ্য বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "দয়া এবং অভাব সকলকে আপনার করে।" "সেই শোণিত বিন্দুতে কোন জাতিভেদ নাই যাহা একই বর্ণে সকল শরীরে প্রবাহিত হইতেছে।" "অশ্রুবিন্দুতেও কোন পার্থক্য নাই যাহা সকল স্থানেই লবণাক্ত।" "কোন মনুষ্যই কপালে তিলকচিহ্ন বা গলদেশে উপবীত ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সৎ-কার্য্য করেন তিনিই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, আর যিনি অসৎকার্য্যপরায়ণ তিনি অতি নীচ ও ঘৃণিত।" "ভ্রাতঃ ইহা আমাকে পান করিতে দাও, যখন আমি আপনা হইতে চাহিতেছি, জানিও নিশ্চয়ই ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।" তখন ঐ বালক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিল।

কোথা সান্ত্বনা আমার?

স্মৃতি কি ডুবাতে পারি বিস্মৃতির মাঝে?
যে ছবি যে কথা সদা হৃদয়ে বিরাজে,
কেমনে তা ভুলা যায়? হায় ভ্রান্ত মন
এই গৃহ, এই পথ, এই উপবন,
এই পুষ্পবিকশিত তরুলতাদল
এই অভ্রভেদী শৈল, কেন এ সকল,
জাগাইছে প্রাণে মোর সেই এক গান
উদ্ভ্রান্ত অধীর এই উচ্ছ্বসিত প্রাণ
মিলিয়া মিশিয়া গেছে তাহাদের সনে,
বহিছে সে একি সুর মদির পবনে।
কি ক'রে ভুলিয়া থাকি? গলিয়া ঝরিয়া
আকাশের প্রাণ যেন বরিষা হইয়া
পড়িছে ধরণীবক্ষে, তপ্ত প্রাণ তার
হতেছে শীতল, কোথা সান্ত্বনা আমার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সত্য ঘটনা।

পেরু অন্তরীপে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটী সামান্য ধীবরকন্যা চৌদ্দ জন বিপদাপন্ন লোকের জীবন বাঁচাইয়াছিল। একদা পেরু অন্তরীপস্থ ধীবরগণ বিষম ঝটিকা দেখিয়া তীরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল দূরে এক জাহাজ ঝটিকামধ্যে পড়িয়া ডুবিতেছে। দেখিতে পাইল জাহাজস্থ লোকেরা তিন

খানি ডিঙ্গি নামাইয়া তাহাতে উঠিয়া জলমগ্নপ্রায় জাহাজ হইতে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভীষণ উত্তাল তরঙ্গের মাঝে ছোট ছোট নৌকাগুলি একবার ডুবিয়া যাইতেছিল পুনর্ব্বার উঠিতেছিল। তীরস্থ লোকেরা সহসা হায় হায় শব্দ করিয়া উঠিল। দেখিল সম্মুখস্থ তরীখানি সজোরে এক তীরস্থ পর্ব্বতশিলার দিকে ধাবমান হইতেছে, উহাতে তরী লাগিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা চুরমার হইয়া যাইবে। এই দেখিয়া নিরুপায় হইয়া তাহারা এক দৃষ্টে নৌকা খানির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল না। তীর হইতে কোনরূপেই তাহাদিগকে তাহাদিগের আসন্ন বিপদ জানাইতে পারা যাইত না। এক উপায় ছিল তাহা ভয়ঙ্কর, যদি কেহ নিজের প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারিত তবে সে করিতে পারিত। এক বালিকা সহসা এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা হইল। সে লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পড়িল এবং সন্তরণ করিয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভয়ানক তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করা বড় সহজ ছিল না। তীরস্থ লোকেরা দেখিল এ ভয়ানক উত্তাল তরঙ্গের মাঝে বালিকা প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না। অতি কষ্টে বালিকা বোটের দিকে লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। তীরস্থ লোকেরা দেখিল বোটের লোকেরা বালিকাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিয়া তাহারা হায় হায় করিতে লাগিল। সহসা বালিকা বোটস্থ দুইজন লোকের দৃষ্টিপথে পড়িল। তাহারা তাহাকে উঠাইয়া লইল। বালিকা উঠিয়াই দাঁড় হস্তে করিল এবং নিরাপদে তাহাদিগকে তীরে পৌছাইয়া দিল। তীরস্থ সকলে বালিকার সাহস দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিকরূপে দান করা হইল। বালিকার সাহস দ্বারা চৌদ্দজন লোক বাঁচিয়া গেল!

অনিত্য সংসার।

ভাবিয়াছিলাম পরীক্ষার শেষ হইয়াছে! কৈ জীবনের তো শেষ সীমায় উপস্থিত, মন এখনও তোমার পরীক্ষার শেষ হয় নাই? মিষ্ট কথা সহানুভূতি তুমি আর প্রত্যাশা করিও না। বৎসরে বৎসরে দেখিতেছ সকল আত্মীয় স্বজন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। কোন দিকে আর আশা প্রত্যাশা করিও না। এ জীবন এই ভাবেই যাইবে। ইহার পর এক স্থান আছে বিশ্বাস করিয়া শেষ অবধি থাকিতে হইবে। সেখানে এ পরিশ্রমের পুরস্কার। এখানে ইহলোকে সেবার পুরস্কার, রুক্ষ ব্যবহার। প্রেমের পরিবর্ত্তে তাড়না, স্নেহের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর ব্যবহার। কিন্তু সেখানে পরলোকে প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রেম, স্নেহের প্রতিদান স্নেহ। ছাত্রের পরীক্ষা হয় বৎসরের শেষে কিন্তু সংসারী ব্যক্তির প্রতিক্ষণেই পরীক্ষা। জীবন পরীক্ষায় আরম্ভ এবং পরীক্ষায় শেষ। হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ কর জ্বলিয়া যাইবে। কিন্তু বিশ্বাসীর হস্ত অগ্নিতে দাও তাহাতে অগ্নি স্পর্শ করিবে না। তবেই জানিব তোমার শুদ্ধ জীবন। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় নিজে শুদ্ধ খাঁটি নিষ্কলঙ্ক জীবন দেখাইলেন। আমাদের এ সংসারও সেই অগ্নি পরীক্ষার স্থান। শত শত পরীক্ষার অগ্নি জ্বলিতেছে, ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। ভক্ত-আদেশ মস্তকে লইয়া এবার শেষ

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

IN ENGLISH.	Rs.	As.	P.
Sen in England ...	3	0	0
„ Sen's Lectures in India Vol. I.	3	0	0
Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
Yoga : Objective and Subjective	1	0	
Prayers	1	0	
6. The New Samhita ...	0	12	
7. The New Dispensation ...	0	4	
8. * Future Life	0	4	
9. * Disease and the Remedy ...	0	4	
10. Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	
11. Ditto Part II. ...	0	12	
12. True Faith	0	8	
13. Brahmo Pocket Diary and Almanac for 19৪3 (Cloth Bound)	0	4	
Dittto (Paper Cover)	0	2	
The Minister's Words Part I.	0	4	
Ditto. Part II.	0	4	
16. The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17. Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

	Rs.	As.	P.
A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ...	1	0	
Minister in the attitude of prayer.	0	8	

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

IN BENGALEE.

		মূল্য
১৮ আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ ...	১৲
১৯ ঐ	২য় ভাগ ...	১৲
২০ ঐ	৩য় ভাগ ...	১৲
২১ ঐ	৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২ ঐ	৫ম ভাগ ...	১৲
২৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
…নবেদ	...	১
২৫ প্রচারকগণের সভার নিদ্ধারণ	...	১
২৬ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ ...	।৵
২৭ ঐ	২য় ভাগ ...	।৵
২৮ ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে		১॥
২৯ সেবকের নিবেদন	১ম ও ২য় খণ্ড	১॥
৩০ ঐ	তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১ ঐ	চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২ ঐ	পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩ নবসংহিতা	...	৸
৩৪ মাঘোৎসব	...	॥
৩৫ প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ ...	॥
৩৬ ঐ ঐ	২য় ভাগ ...	॥
৩৭ ঐ ঐ	৩য় ভাগ ...	॥
৩৮ দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ	॥
৩৯ ঐ	২য় ভাগ ...	॥
৪০ ঐ	৩য় ভাগ ...	॥
৪১ ঐ	৪র্থ ভাগ ...	॥
৪২ ঐ	৫ম ভাগ ...	॥
৪৩ ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	॥
৪৪ ঐ	৭ম ভাগ ...	॥
৪৫ ঐ	৮ম ভাগ ...	।৵
৪৬ ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	।৵
৪৭ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ	।
৪৮ ঐ	২য় ভাগ ...	
৪৯ প্রেম কুসুম	...	।
৫০ স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	...	৵
৫১ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	৵
৫২ ব্রহ্মোপাসন প্রণালী	...	
৫৩ সুখী পরিবার	...	
৫৪ কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ ...	
৫৫ কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	...	
৫৬ কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	...	
৫৭ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	...	

* [The] two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
[For p]articulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, জুন ১৯০৪। [২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্রাজ্ঞী এলেকজান্দ্রা লর্ড কর্জ্জনের কনিষ্ঠা কন্যার ধর্ম্মমাতা হইয়াছেন।

জাপান দেশীয় কর্ম্মচারীগণ প্রায় তাহাদের টুপিতে ও পৃষ্ঠে তাহাদিগের ব্যবসায়ের নাম লিখিয়া রাখে।

রুষিয়া দেশস্থ পুরোহিতগণের বিবাহ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করা নিষেধ। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের (Monastery) ধর্ম্মশালায় চিরদিনের মত অবস্থান করিতে হয়।

রুষিয়া দেশস্থ সৈন্যেরা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী, তাহারা অত্যন্ত সাহসী। তাহাদিগের প্রাণের ভয় নাই। শত্রুর জীবনের প্রতি তাহাদিগের যতটা মায়া তাহাদিগের নিজের জীবনের প্রতি প্রায় ততটাই মায়া!

চীন দেশে বিড়ালদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করা হয়। ইহাদিগের প্রতি কেহ নিষ্ঠুরতা করিলে তাহাকে বিশেষ শাসন করা হয় ও ইহাদিগের প্রতি দয়া করিলে পুরস্কার দান করা হয়। চীন দেশের লোকেরা বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং কোন কোন রোগের ইহা বিশেষ ঔষধ বলিয়া মনে করে।

"মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি।"

পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ দিন আসে আবার চলে যায়। সকল দিন সমান যায় না; দুঃখের দিন দুঃখ আনিয়া দেয়, আবার সুখের দিন সুখ আনিয়া দেয়। যেদিন গিয়াছে তাহা আর ঘুরিয়া আসিবে না। কিন্তু স্মরণ করিয়া দিবার জন্য এবং পরলোকের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য, দুঃখের দিন আসে। পৃথিবীর দিন গণনা করিতেই আছি। মাস গেল, বৎসর গেল, এই ভাবে দিন চলিবে, দিন দিন পরলোকের নিকট হইতেছি? না দূরে যাইতেছি? ২৪ ঘণ্টা গণ্ডগোল খাওয়া দাওয়া, আত্মা কখন বিশ্রাম করিবে? "মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে" বাস্তবিক আঁখি

মুদ্‌লে আর কি কেহ ফিরিয়া আসিবে? এই সকল গম্ভীর দিনে তাহাই স্মরণ করিয়া মন প্রস্তুত কর। কার্য্য হইতে মন অবসর পাও না। পরলোকে যাইবার সময় কে তোমার কার্য্য চিন্তা করিবে? সময় থাকিতে কার্য্য করিয়া লও। অসমাপ্ত কার্য্য রাখিও না। "শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।" পৃথিবীতে আসক্তির দ্রব্য পড়িয়া থাকিবে। দিব্যধামে দিব্যলোকে উড়ে যাইব। মিথ্যা শরীর পড়িয়া থাকিবে। সময় থাকিতে কার্য্য করিয়া লই। আমারও চিন্ময় আত্মা চিন্ময়ে মিশিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে।

বাসনা।

বিজনে প্রকৃতি তোরে বলিতে প্রাণের কথা
এসেছি গো আজ।
বসন্তের সমাগমে আকুল আনন্দ মনে
উল্লসিত তুমি ঋতুরাজ।
কাননে ফুলের বনে উষা সতী আগমনে
কুহুস্বরে গাহিছে কোকিল
মধুরে মধুর স্বরে কুসুমে অলি গুঞ্জরে
লুটিতেছে কত পরিমল।
এ হেন সুখের দিনে ঘুম ঘোরে আনমনে
প্রাণ মন হল উচাটন
কে যেন বলিল ধীর "নাই কভু তোর তরে
এ সংসারে তিলেক বিরাম।"
আসিয়াছি বহু দিন পাইয়াছি ধন জন
তৃপ্তি তাহে নাই পরাণের
কোথা আছে সুখ শান্তি দুঃখ যাতনা বিস্মৃতি
অনুপম সুখ পারাবার?
এ ভব সংসারাশ্রমে আসিয়াছি কি কারণে
ফিরি সদা কিসের আশায়?
কেবলই সুখের তৃষা অনন্ত সুখ পিপাসা
ক্ষণেকও বিরাম নাহি হয়।
মন চল সেই দেশে যথায় মোহন বেশে
গাইছে প্রকৃতি সুললিত
সবাই পরের তরে দেয় প্রাণ অকাতরে
যথায় নাই কোন অহিত॥

সাধুনিন্দা মহাপাপ।

সাধুনিন্দা মহাপাপ। আমাদের দুর্ব্বল রসনা যেন সর্ব্বদা সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকে। পাঠিকা ভগ্নি, বলিতে পার পৃথিবীতে কেন সকলেই সমান পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় না? এই দেখ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা কত মানব জাতি সৃজন করিয়াছেন—সকলেই যদি উচ্চ পদস্থ হইত তবে গরীব হইত কে? লোকের সেবা করিত কে? রাজা বাদসা সম্রাট এ সকল কে সৃজন করিয়াছেন? সেই সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা। আবার গরীব দুঃখী পর্ণকুটীরবাসী গরীব কাঙ্গাল ও তাঁর হস্তগঠিত।

আজ একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। তবে তোমরা ভাবিয়া দেখ, সাধু মহাপুরুষদের যে বিধাতা পাঠাইতেছেন পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য সে উচ্চ পদ কি নীচ হীন মানবগুলী অধিকার করিতে পারে? আমি যদি বামন হয়ে

গগণের চাঁদ ধরিতে যাই, তবে কি সকলের নিকট—মানব জাতি এবং সমস্ত পৃথিবীর নিকট হাস্যাস্পদ হইব না? অবশ্য হইব। পিপীলিকা কি সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে? অল্পমতি মানব স্বর্গীয় উচ্চ পদের অধিকারী হইতে চায়। সূর্য্যের তেজ যেমন সামান্য কাপড়ে আচ্ছাদন করা যায় না, তেমনি মহাপুরুষ প্রেরিত সাধুদিগকে নিন্দা করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও নীচ কিম্বা ম্লান করা যায় না। মিথ্যা জিহ্বাকে কলঙ্কিত করা ভয়ানক নরক গমনের উপায় করা হয়। ইহা জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নহে। এক জন সাধুকে খর্ব্ব করিয়া সামান্য মানবকে উচ্চ করিতে চেষ্টা করা কি ভ্রম! কি নীচতা! কি সঙ্কীর্ণতা! পাঠিকা, আমরা কেহ কাহারও ইচ্ছায় বা চেষ্টায় উচ্চ হইতে পারি না এবং কাহারও চেষ্টায় মহাপুরুষ সাধু সাধ্বী হইতে পারিব না। তবে এ সকল বৃথা চেষ্টা বৃথা ভ্রম বৃথা কল্পনাকে দূরীভূত করিয়া দাও। বিধাতা যাঁহাকে যে উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন তাঁহাকে সেই পদের উপযুক্ত জানিয়া আদর ভক্তি সম্মান কৃতজ্ঞতা দাও। চিরদিন যেন সাধুগুণ গান করিতে করিতে এ জীবন অন্ত হয়। তাঁহাদের পদ প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া তাঁহাদের চরণধূলি মস্তকে রাখিবার উপযুক্ত হই। সাধু নিন্দারূপ নরকের পুস্তক যেন স্পর্শ না করি। যাহার চিত্ত দুর্ব্বল তাহাকে বিধাতা রক্ষা করুণ।

মিনতি রাখো।

আমি ৭ বছরের বেলা থেকে স্বামীকে পালন করেছি। আমি এত ছোট বেলা কেন যে তাকে মানুষ করেছিলাম তার কারণ আমাকে ৭ বছর ও তাকে ৫ বছরের রেখে মা আমাদের স্বর্গে চলে গিয়েছেন। আমার এই কথাটী বেশ মনে পড়ে মা ঘুমবার মত শুয়েছিলেন সেই অবস্থায় তাঁকে সকলে আল্‌তা পরিয়ে বারাণসী সাড়ী আর গহণা সিঁদুর সব পরিয়ে দিলে। আমি বল্লাম "মা উঠছেন না কেন? আমি যাই মার কাছে।" কেহই আমাকে যেতে দিলে না। তার পরে দেখলাম ফুল দিয়ে সাজিয়ে মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তখন বড় কান্না পেতে লাগল, ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বল্লেন,. "যা ও ঘরে ভাইকে নিয়ে। তোর মা মরে গেছে।" সেই শুনে ও ঘরে গিয়ে "মা, মা," বলে খুব কাঁদ্‌তে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে ছোট কাকা বাবু এসে আদর করে বল্লেন, "কেন মা পরু, এখানে কাঁদ্‌ছ?" আমার নাম ছিল পরেশজননী। সকলে পরু, পরী এই রকম বলে ডাকতেন। আমি বল্লাম "ঠাকুমা বলেছেন মা মরে গেছেন তাই আমার কান্না পায়।" ছোট কাকা বাবু আমাকে অনেক সান্ত্বনা করে বল্লেন "না না মরে যান নি তো তোমাদের মা স্বর্গে গিয়েছেন। তোমাদের মাকে দেখতে পাবে

যদি তাঁর মত ভাল হও। তিনি যা যা তোমাদের বলেছেন সেই ভাবে যদি চল, তাহলে স্বর্গ থেকে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন। ভগবানের কাছে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করবেন।" উপরে যে সময়ের কথা বলিছি সে আজ ১০ বছরের কথা। মা স্বর্গে যাওয়ার পর দুটী ভাই বোনে সদাই এক সঙ্গে থাকিতাম এক দণ্ড কাছ ছাড়া হতাম না। প্রায়ই এক সঙ্গে খাওয়া শোওয়া সব ছিল। সেই ভাই ভিন্ন আমার মনে আর কিছু জাগত না। তারও দিদিটী ভিন্ন কিছু ছিল না। পড়া, শুনা, ফুলগাছ বাগান, পাখী পোষা এই সব আমাদের নিত্য কর্ম্ম ছিল। তা ছাড়া হৃষীর একটী বড় সুন্দর কুকুর ছিল। সে তার নাম জিমি রেখেছিল। জিমি আমার বড় প্রিয় ছিল। আজ ১০ বছর পরে আমি পিতার বাড়ীতে এসেছি। আজ সে দিন নাই। বাড়ীতে আর একটী "মা" এসেছেন তাঁর ভাই একটী, অমূল্য তার নাম সেও এখন আমাদের বাড়ী এসেছে। পড়ার জন্য কলিকাতায় থাকবে। দেখিলাম ছেলেটী বড় সরল। মুহূর্ত্তের ভেতর আমাকে যেন আপানার করে নিয়েছে। ১৫ বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ভাইটীর সঙ্গে এক রকম ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তার সব বিষয় তো আর দেখতে শুনতে পারতাম না। এখন সে ১৫ বছরের হয়েছে আমি যখন বিবাহিত হয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই তখন সে ১৩ বছরের ছিল। কিন্তু দু' বছরের পর যে আমি এসেছি সেজন্য হৃষী আর পূর্ব্বের মত উৎসুক বা সেই যত্ন প্রকাশ করলে না। দেখ্‌লাম অমূল্যর সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। আমি ভাবলাম এখন বড় হয়েছে ছেলেদের সঙ্গে ভাব হয়েছে। অমূল্য বোধ হয় খুব ভাল ছেলে। যা হ'ক হৃষীর যে একটী সঙ্গী হয়েছে সে জন্যে আমার খুব আহ্লাদ হতে লাগল।

৭ দিন প্রায় হল আমি এসেছি এ কয় দিন বাবার কাছে বসা কি কোন কথা আমার হয়নি। কারণ বাবা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাবা জজ। সে দিন কোর্ট থেকে এসে জল খেতে বসলেন আর আমাকে কাছে ডেকে অনেক গল্প করতে লাগলেন। অনেক কথা হ'ল। তার পর বাবা বল্লেন, "হৃষীকে কেমন দেখছ?" আমি বল্লাম "বেশ; তবে এখন একটু বড় হচ্ছে হয়তো তারির জন্যে একটু লজ্জা হয়েছে। বেশী বাড়ীর ভেতর আসতে চায় না।" বাবা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "জান তো মা, এ গৃহ পুরুষানুক্রমে চির পবিত্র। কোন প্রকার দোষ এ পরিবারে কেহ দেখেনি। যদিও এই এক এক করিয়া কলিকাতায় নব্য সমাজ Champagne Cigarettes এ পূর্ণ হচ্ছে। কিন্তু মা, আমরা শুনে চমকিয়া উঠি। অমূল্য এদিকে বেশ সরল আর খুব ভাল ছেলে। কিন্তু শুনতে পাই ও নাকি বড্ড থিয়েটরে যেতে ভালবাসে আর প্রায়ই যাইতেও আরম্ভ করেছে

হাত মধ্যে শুনলাম একদিন হৃষীকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। আবার একদিন নাকি তোমার ছোট কাকা বাবু রাস্তাতে হৃষীর হাতে Cigarette দেখতে পেয়েছেন। আমি কাউকে বেশী কিছু বলতেও পারি না অমূল্যকে তো একেবারেই বলবার উপায় নেই। তাহলে উনি বিরক্ত হন। আমার বড়ই মন অস্থির হয়েছে। হৃষী এখন বালক। এখন থেকে যদি মন্দ দিকে মতি যায় বড়ই ভাবনার বিষয়। দেখ মা, তুমি এসেছ; যদি কিছু করতে পার। তোমার অত আদরের ভাইটী যাতে ধর্ম্ম ও নীতি পথে থাকতে পারে যাঁর স্নেহের সন্তান তাঁর নাম উজ্জ্বল করতে পারে। তাই করতে চেষ্টা কর।" পরে বাবা বাইরে গেলেন, আমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। কত কথা মনে পড়ল মা সেই বলেছিলেন, "হৃষীকে রাণী মা, তুমি দেখো। ও ছেলে মানুষ। তোমরা দুজনেই ছোট তবু তুমি দিদি হয়েছ, ছোট ভাইকে কাছে রেখো।" নানা ভাবনাতে সে রাত্রে ভাল ঘুম হল না। ভাবতে লাগিলাম হৃষীকে কি বলি। আমাকেও শ্বশুর বাড়ী থেকে ২।৩ দিনের মধ্যে নিতে আসবে কিন্তু ভাইয়ের জন্য কি করি। বড় কষ্ট হল। ইচ্ছে হ'ল ওর কাছে থাকি। কিন্তু সেদিন আর হওয়া অসম্ভব। আমার শ্বশুররা বেশী আসতেও দিবেন না। অনেক দিন পরে হয় তো একবার বাপের বাড়ী আসতে পাই। তাও অতি অল্প দিনের জন্যে। সকালে উঠে ভগবানকে স্মরণ করে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করলাম। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। ভোরেই উঠেছিলাম। ছোট বেলার মত বাগানে গিয়ে পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়ে বসলাম। অমান অশোক ফুলের গাছে একটা দোয়েল মনটাকে আরও উদাস করে ফেল্লে। এই ভাবে বসে আছি হঠাৎ দেখি ধীর পদক্ষেপে হৃষী সেই দিকে আসছে। তার সেই কোমল বিনীত মুখখানির পানে তাকিয়ে মনে হতে লাগল। একি, কেন এ বারতা? প্রস্ফুটিত কমল কুসুমে কি কীট প্রবেশ করতে পারে? মন নিজে উত্তর দিলে এ পৃথিবীতে তা পারে। তার স্বভাব-সুন্দর হাসিমুখে হৃষী কাছে এসে যেন কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল। আবার অধিকতর সুখী হয়ে হেসে বল্লে "দিদি এত ভোরে আজ তুমি বাগানে?" বলে যেন কি ভাবতে লাগল। তার পর আবার বল্লে "দিদি সেই ছোট বেলা যেমন দুজনে ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে আসতাম, কত রকম খেলা করতাম; এখনও ভাই, আমি সেই রকম আসি। কিন্তু আজ সেই দিন যেন আবার একবার বর্ত্তমান দেখেছি। সেই বিয়ের পর যে দিন তুমি শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে বলে এই স্থানে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলে যে, "আমাদের এই ভালবাসা যেন এমনি পবিত্র স্নেহ-পূর্ণ চিরদিন থাকে।"

"আমি ওমনি সেই কথাতে বলে উঠ-

লাম, ভাই, আমারও তাই মনে পড়ে। মার বড় আদরের ধন তুমি। তোমার কিছু করতে আমি পারলাম না (বলতে বলতে আমার চখে জল এসে গেল।) তুমি বালক—তোমার জীবন ফুলের মত।" তার পরে স্থধীর হাত আমার হাতে ধরে আর একটু কাছে ডেকে অধিকতর কোমল কাতর ও মৃদুস্বরে বল্লাম, "যেন তোমায় এই স্বর্গীয় জীবন ফুলটী পৃথিবীর আতপ তাপে শুষ্ক ও মলিন না হয়ে যায়। তোমাকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখি। আমার এ মিনতি রাখো যে নীতি ও ধর্ম্মের সীমা কোন মতে উল্লঙ্ঘন করিবে না। মা যে তোমার সঙ্গে আছেন তা মনে করো মাঝে মাঝে আমার কাছে যেও। চিঠি লিখে মনের ও শরীর বাড়ীর সব কথা জানিও।" সে আমার মিনতি রাখতে প্রতিজ্ঞা করলে, আর ভবিষ্যতে এমন কি অমূল্যও একটী চরিত্রবান যুবক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল স্থধী ও অমূল্যর সুদৃষ্টান্তে অনেক নীতিহীন যুবক সুপথগামী হইয়াছিল। সংসারে রমণী-চরিত্রই মনবকে সুপথে আনিবার প্রধান সহায়।

প্রীতি-উপহার।

(সুনীতি কলেজের বালিকাদিগের
পারিতোষিক বিতরণ
উপলক্ষে)

দীন বঙ্গবালা আমি নাহি কোন ধন
কোন উপহারে মা গো পূজিব তোমায়,
সামান্য কবিতা-হার দিতে তাই উপহার
আনিয়াছি গাঁথি আজ করিয়া যতন।
ধর ধর রাজ্যেশ্বরী ধর গো মা কৃপা করি
পরমাল্য, রাজ-ভক্তি চন্দনের সহ
প্রিয়জন-উপহার প্রিয় অহরহ।

নবীন বরষে, মনের হরষে
এস প্রিয় ভগ্নিগণ;
বর্ষ পরে আজ, হেরিবে মায়েরে
জুড়াও সবে নয়ন।
ভকতি পুরিত, কৃতজ্ঞতা সহ,
কর মাকে নমস্কার,
স্নেহময়ী দেবী জননীর সমা
নাহিক তুলনা যাঁর।
যাঁর কৃপাবলে, তোমরা গো সবে,
হ'লে বিদ্যাধনে ধনী;
অজ্ঞান আঁধার হইয়াছে দূর
দীপ্ত জ্ঞান-দিনমণি।
স্থাপিলা জননী, সুনীতি কলেজ,
তোমা সবাকার তরে;
যাহে নিতি নিতি, লভিতেছ জ্ঞান
তোমরা পুলক ভরে।
সরলতা মাখা, প্রফুল্ল বদন,
বচন অমিয়ময়;
স্নেহরসে ভরা, চারু আঁখি দুটি,
হেরিলে প্রাণ জুড়ায়।
প্রাণের দেবতা, প্রেমের আধার,
দয়ার মুরতিখানি;
সাবিত্রীর সমা, পতি পরায়ণা,
সতী কুল শিরোমণি;
দরিদ্রের অন্ন, তৃষিতের বারি,
রোগীর ঔষধি দানে;
সদা মুক্ত কর, রাণী গো মোদের,
সবে মুগ্ধ যাঁর গুণে।

এসেছেন মাতা, আজি গো সবারে,
দিতে স্নেহ-পুরস্কার;
হ'য়ে জোড় কর, কর গো সবাই
জননীরে নমস্কার।
মায়ের আদর্শ, রাখিয়া অন্তরে,
হও সবে মার মত;
সতীত্ব, সরম, অবলা-ভূষণ,
হও গো সবে ভূষিত।
জীবনের সার, কর সেবা-ব্রত,
ধর্ম্মপথে রেখ মতি;
পুত্র কন্যা সম স্নেহ ক'র সবে,
হও পতিব্রতা সতী।
হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থ পরতায়,
স্থান নাহি দিও মনে;
শিখিয়া সুনীতি, হও গো সুমতি,
ভক্তি রেখ গুরুজনে।
তোমরা সকলে, হয়ে গুণবতী,
উজল দেশের মুখ;
হেরিয়ে জননী, অন্তরে তাঁহার,
লভিবেন কত সুখ।
এস এস বোন, এস গো সবাই
জীবন সফল হবে;
ভকতি চন্দনে, কৃতজ্ঞতা-ফুলে,
মায়েরে পূজিবে সবে।
হেরিলে যাঁহারে, ঘুচে পাপ মোহ,
সংসারের জ্বালা দুঃখ;
কি যে এক শান্তি- রসে প্রাণ মাতে,
জুড়ায় তাপিত বুক।
পতি-পরায়ণা, সাধ্বী, শুদ্ধমতী,
সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণা;
কমলা রূপিনী, ভকত নন্দিনী,
নাহিক তাঁর তুলনা।

সাধ হয় প্রাণে, হেরি নিশিদিন,
ও চারু পবিত্র মুখ;
ভুলি শোকজ্বালা, ভুলি গো সংসার,
ভুলে যাই সব দুঃখ।
যত হেরি মায়ে, প্রাণের পিপাসা,
আরগো বাড়িয়া উঠে;
এস, এস, বোন, এস গো সবাই,
মার কাছে যাই ছুটে।
এস গো আমরা, গাই সমস্বরে,
কম্পিত করিয়া ব্যোম;
সে ধ্বনি শুনিয়া, উঠুক নাচিয়া,
অমর আদিত্য সোম।

জয় জয় জয় বিহার ঈশ্বরি,
জয় জয় জয় বিহার রাণি!
জয় জয় জয় ধর্ম্মের আশ্রয়,
জয় জয় জয় দীন জননি।
জয় জয় জয় ধর্ম্ম পরায়ণা
জয় জয় জয় জয় জননি,
জয় জয় জয় অহঙ্কারহীনা,
জয় জয় জয় বিদ্যা দায়িনি॥

[কুচবিহার]

জীবন-কুসুম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতার দুঃখ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যখন দুর্গবাসী সকলে নিতান্ত ভয়-বিহ্বল প্রাণে, দুঃখ যন্ত্রণায় অবসন্ন হৃদয়ে শিশুর শূন্য ঘরে আকুল ভাবে বসিয়া কাঁদিতেছে, যখন উন্মাদিনী প্রায় মার্গা-

রেট ঘোর নিরাশ হৃদয়ে অশান্ত প্রাণে আলুলায়িত কেশে শিশুর শূন্য শয্যাতলে পড়িয়া লুটাইতেছে ও কাতর অন্তরে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছে, সেই সুন্দর নব প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলগুলি ইতি-পূর্ব্বে শিশুর দোলনার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল এখন তাহা ঘরের চতুর্দ্দিকে অনাদরে অযত্নে ছিঁড়িয়া পড়িয়া পদ-দলিত হইতেছে, সেই সময়ে হঠাৎ গৃহ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে কাউণ্টপত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুদ্ধে আহত কাউণ্টের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাঁহার আঘাত যেরূপ সাংঘাতিক ও মারাত্মক বোধ হইয়াছিল সৌভাগ্যের বিষয় সেরূপ নহে। ঈশ্বর কৃপায় সে যাত্রায় তাঁহার প্রাণ রক্ষার আশা হইল, ক্রমে তাঁহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা দেখা গেল। যখন তিনি বিপদমুক্ত হইয়া কিছু সুস্থ বোধ করিলেন, তখনই কাউণ্টপত্নী মাতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহের উত্তেজনায় সন্তানের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া স্বামীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব হয় তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে পুনরায় দর্শন ও হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ী পৌছিয়াই তিনি তাড়াতাড়ী গাড়ী হইতে নামিয়া ছুটিয়া তাঁহার নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরের সকলে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, মার্গারেট উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও বলিল "হে ঈশ্বর আমাকে দয়া কর।" কাউণ্ট-পত্নী মার্গারেটের ঘোর দুঃখ নিরাশাপূর্ণ ভীষণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক মলিন, মৃতের ন্যায় নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার অশ্রুপূর্ণ দুই চক্ষু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে ও ভয়ঙ্কর লাল বর্ণ হইয়াছে এবং সে শিশুর শূন্য শয্যা-তলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। এই সকল দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সহস্র সহস্র দুর্ভাবনা বিদ্যুৎগতিতে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া শত শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। কেহই তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছে না, কেহই তাঁহার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি-তেছে না, তখন তাঁহার মনে নানা আশঙ্কা, শত শত সন্দেহজনক দুশ্চিন্তা আসিয়া বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। জননীহৃদয় প্রাণাধিক সন্তানের জীবনের জন্য সশঙ্কিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে যখন তিনি এই শোক-কাহিনী কিছু কিছু শুনিলেন, কিছু কিছু অনুমানে বুঝিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল যেন সমুদয় আকাশ ও পৃথিবী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া তাঁহার মাথার উপরে পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনি বজ্রাহত প্রায় অচেতন হইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইতে-ছিলেন, সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি চেতনা লাভ

করিয়া একান্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানের চরণে প্রাণের বেদনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন "জগদীশ্বর কি দুর্ব্বিবহ দুঃখভার আমার মস্তকে অর্পণ করিলে। হায়! আমার দুর্ব্বল প্রাণ কি এই ভীষণ বিষময় দুঃখভার বহন করিতে সমর্থ হইবে? আহা! আমার স্নেহের পুত্তলি প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান এক্ষণে কোথায়? এই নিদারুণ সংবাদে শিশুর পিতার প্রাণে কি সাংঘাতিক আঘাতই লাগিবে। শত্রুর সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত ভীষণ তরবারির আঘাত অপেক্ষা ইহা যে আরও গভীরতর মারাত্মক ও সাংঘাতিক। আমার হৃদয়ের ধন এখন কোথায় তুমি? জানি না তুমি এক্ষণে কাহার হস্তে পড়িয়াছ? যদি তুমি যথার্থই কোনও ভীষণ দস্যু হস্তে পড়িয়া থাক তোমার কি অবস্থাই না জানি হইবে। হা ভগবান ইহার অপেক্ষা যদি আমাকে এখন প্রাণধনের ক্ষুদ্র সমাধিতলে বসিয়া কাঁদিয়া অশ্রুজলে ভাসাইতে হইত তাহাও বোধ হয় যেন ভাল ছিল, কেন না তাহা হইলে তবু অল্প কয়েক দিন পরেও তোমার চরণতলে গিয়া তাহার সহিত পুনঃ সম্মিলিত হইবার আশায় সান্ত্বনা লাভ করিতাম। কিন্তু এখন সে শান্তিময় আশা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইল। সেই দুরন্ত দস্যুদের হাতে তাহার পরিণামে কি শোচনীয় অবস্থাই না হইতে পারে তাহা মনে ভাবিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" তখন তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া উর্দ্ধদিকে স্বর্গপানে চাহিয়া করযোড়ে কাতর বচনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "দয়াময় ঈশ্বর, মঙ্গলময় পিতা তুমিই এ ঘোর বিপদকালে আমার একমাত্র সহায় ও সান্ত্বনাদাতা, তুমিই এ বিপদসাগরে একমাত্র কাণ্ডারী উদ্ধারকর্ত্তা, আজ আমার প্রাণের সন্তানরত্নকে আমার বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু পিতা তোমার স্নেহবক্ষ হইতে কেহ ত কখনও তাহাকে ছিন্ন করিয়া দূরে লইতে পারিবে না। তোমার কৃপাদৃষ্টির অন্তরাল কেহ কখনও ত করিতে পারিবে না। আমি জানি না কোন্ গভীর জঙ্গলে কোন্ ভীষণ অরণ্যে কোন্ ভয়ঙ্কর দস্যুর গহ্বরে তাহাকে এখন লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করুণাময় পিতা সে যেখানেই থাকুক না কেন তোমার প্রেমচক্ষুর বহির্ভূত কখনই নহে, তোমার সদাজাগ্রত দৃষ্টি তোমার সর্ব্বদর্শী জ্ঞানচক্ষু সর্ব্বক্ষণ তাহাকে দেখিতেছে। আমি এখন তাহার রক্ষার জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না, তাহার মঙ্গল সাধনের জন্য কিছু করিবার আমার এখন আর কোনও সাধ্যই নাই, কোনও উপায়ই দেখিতেছি না; হে নিরুপায়ের উপায় ভগবান এখন একমাত্র তুমিই তাহাকে রক্ষা করিতে তাহার যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতে পার। তুমি ক্ষুদ্রতম পক্ষী শিশুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও, তুমি আমার সেই ক্ষুদ্র শিশু ধনের কাতর ক্রন্দনধ্বনি কাকুতি মিনতি আব-

শুই শুনিতে পাইয়াছ। আহা! সে তাহার মার জন্য কতই না কাঁদিতেছে, মার কাছে যাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ভরে কতই না অনুনয় বিনয় করিতেছে, কত কষ্টেই না কাঁদিতেছে। হে অন্তর্যামী ভগবান তুমি নিশ্চয়ই তাহার সকল অবস্থা সকল কষ্ট দেখিতেছ, এখন দয়াময় দয়া করিয়া তুমিই তাহাকে রক্ষা কর এবং আমাকে ও আমার স্বামীকে কৃপা করিয়া সহ্যগুণ দান কর যেন আমরা এই মহাদুঃখভার বহন করিতে পারি। এই অমূল্য মহারত্ন হারাইয়া আমাদের যে মহাক্ষতি হইল সেই দুর্ব্বিবহ আঘাত যেন তোমারই কৃপায় তোমারই পানে চাহিয়া সহ্য করিতে পারি। যদিও মানুষের অসাবধানতায় অবাধ্যতায় অবিবেচনায় আজ আমাদের মহামূল্য ধন হৃদয়রতন সেই ক্ষুদ্র স্বর্গের দূত দেব শিশু আমাদের নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তুমি যে তাহা ঘটিতে দিয়াছ তোমার মঙ্গল হস্ত যে এই দুর্ঘটনার ভিতরও বর্ত্তমান আছে আমি অন্তরের সহিত ইহা বিশ্বাস করি। তুমিই যখন এই বিধান আমাদের প্রতি ব্যবস্থা করিয়াছ তখন তোমারই অভয় চরণে তোমারই মঙ্গল হস্তে আমি আমার হৃদয়ের ধনকে সমর্পণ করিতেছি। যদিও এই দুর্ঘটনায় আমার হৃদয় দুঃখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রাণ তীব্র যাতনায় ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছে, তথাপি যথার্থ অন্তরের সহিত তোমারই মঙ্গলচরণে প্রাণের দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। আমি নিশ্চয় জানি তোমার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচালনায় পরিণামে, তোমার মঙ্গল বিধানে এই ঘোর দুঃখের ভিতরেও তুমি আমাদের মঙ্গলসাধন করিবে।" সরলহৃদয়া স্থিরবিশ্বাসী ধৈর্য্যশীলা মাতা এইরূপে দুঃখে ভগ্নশোকার্ত্ত প্রাণে কথঞ্চিত সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

কিন্তু মার্গারেট কিছুতেই সান্ত্বনা পাইল না। সে প্রভুপত্নীর পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে বলিল, "হায়! আমার জীবনের বিনিময়েও যদি আমি সন্তানকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম তবে আমি আনন্দের সহিত আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিতাম। এখন আমার প্রাণদণ্ড হউক, আমাকে এখন মরিতে দাও, আমি স্বেচ্ছায় পরমাগ্রহের সহিত এখনই এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" কাউণ্টপত্নী তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন। বলিলেন "তোমার যথার্থ আন্তরিক অকপট অনুতাপ ক্ষমা পাইবার উপযুক্ত। তোমার উপর আর কোনও অন্যায় বা কঠিন ব্যবহার করা হইবে না। কিন্তু তুমি দেখ আমি তোমাকে যে সকল সৎ পরামর্শ সদুপদেশ দিয়া গিয়াছিলাম সে সকল কত উপকারী কত মঙ্গলজনক। আর এখন দেখ অল্প বিবেচনায় সামান্য অসাবধানতা ও অবাধ্যতার ফলে কত অধিক অনিষ্ট হইল,

কত অসুখ কত অশান্তি আনিয়া আমাদের গ্রাস করিল। আমাদের পৃথিবীর সকল সুখ সৌভাগ্য জীবনের সমুদয় আনন্দ শান্তি চিরদিনের জন্য শেষ হইল। এই সুন্দর মনোরম গোলাপ ফুলগুলি যেমন এক্ষণে পত্রশূন্য ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিনষ্ট হইল, তাহার সকল শোভা সৌন্দর্য্য চলিয়া গেল, আমাদেরও প্রাণের সুখ আনন্দ চিরকালের জন্য ধ্বংশ হইল।”

ক্রমে কাউণ্টপত্নী ভয় ও শোকের প্রথম আঘাত একটু সামলাইয়া উঠিলেন ও শুনিলেন যে মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার সন্তান চুরি গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানের জন্য তিনি চারিদিকে অনেক লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একে একে সকল লোকই নিরাশ হইয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিল কেহই কোথাও সন্ধান বা কোনও সংবাদ বলিতে পারিল না। যখনই এক এক জন লোক ফিরিয়া আসিতে লাগিল মার্গারেট বড়ই আশাপূর্ণ মনে সতৃষ্ণ নয়নে ছুটিয়া ছুটিয়া দেখিতে আসিত কিন্তু দূর হইতেই তাহাদের দুঃখ নিরাশপূর্ণ আকৃতি ও শূন্য হস্ত দিয়া হতাশ হইয়া আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। কিছুতেই কোনও সন্ধানই কেহ আনিতে পারিল না। মার্গারেটেরও কান্নার আর বিরাম নাই, সর্ব্বদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু প্রায় অন্ধ হইয়া আসিল অবশেষে ক্রমে ক্রমে সে একটু শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু সর্ব্বদাই অত্যন্ত দুঃখে কাতর ও বড়ই মলিন বিষণ্ণ হইয়া থাকিত। সকলেই তাহাকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার প্রতি সকলেরই বড় দয়া হইত। কিন্তু একদিন হঠাৎ সে কাহাকেও না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কেহ তাহাকে কোথাও আর খুঁজিয়া পাইল না, সে যে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যনারী সমাজে ভগ্নী সম্মিলনীতে পঠিত।

আমি নিজে নিজে প্রস্তুত হওয়া সম্বন্ধে বারবার এত করিয়া বলি কেন? সেই দিকে লক্ষ্য রাখা আমার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, কেন না আমার ধ্রুব বিশ্বাস নিজে ঠিক হওয়া ব্যতীত নিজেকে ও অপরকে সুখী করা যায় না। এবং নিজের ও পরের হিত করাও যায় না। যে ব্যক্তি আপনার অন্তরে আপনি সুখী সেই অন্যকে সুখী করতে পারে নতুবা অন্তরে কষ্টের গুরুভার নিয়ে যে অন্যকে সুখী ও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় হাসে ও আনন্দ প্রকাশ করে তার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে দুঃখীর দুঃখ শোকার্ত্তের শোক ও উদ্বিগ্নের উদ্বিগ্ন যায় না। বাহিরের হাসি আনন্দ কিছুই নয়। শত শত দুঃখ কষ্ট বিপদ বিশৃঙ্খলা অশান্তি সত্বেও যাহার অন্তর প্রশান্ত স্থির এবং গভীর আনন্দ ও সুখে পরিপূর্ণ সেই অন্যকে সুখী করতে পারে।

বাহিরে কষ্ট থেকেও, ভিতরে সুখ সেই সাধনের ফল ও সেই সুখই ঈশ্বরদত্ত সুখ, কেন না তাহা কেবল পার্থিব সুখ আরামের দ্বারা লভ্য নয় পার্থিব কষ্টের মধ্যেও তাহা লভ্য। তাহার সাক্ষী মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্ট। পার্থিব ভয়ানক যন্ত্রণা পীড়নেও তিনি দুঃখী নহেন। তাঁহার আত্মা যে বিশেষ সুখী ছিল তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহাই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান তাঁহারা প্রায় জগতে আসিয়া অনেক কষ্ট অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকেন। বাহিরের এত কষ্ট সত্ত্বেও তাঁহারা অন্তরে বাস্তবিক সুখী, কিন্তু আমরা শত শত প্রকার পার্থিব সুখে সুখী হইয়াও বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের মত সুখী নহি, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সত্য পথে, সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার উপাসনা করিয়া সত্য সত্যই প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত সুখ অন্তরে লাভ করিয়া মনুষ্য মাত্রেই পরমানন্দের অধিকারী হউক এই আমার প্রার্থনা।

সময়ে সময়ে আমাদের ক্ষণিক উৎসাহ হয় কিছু করিবার জন্য, কিছু করিতে পারিতেছি না বলে অনুতাপ হয়। যেন কার্য্য করাটাই সব চেও বেশী, কি করিব ও কে করিবে তাহা ভাবিবার দরকার নাই। আমরা যেন এ কথাটি বিশেষ করে মনে রাখি যে প্রচার করিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হইবে তাহা নয়, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে প্রচার আপনি হইবে। প্রচারের অভাবেই যে দেশে ধর্ম্মভাব লোপ পাইতেছে তাহা নয়, সাধনার অভাবই তাহার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে যথার্থভাবে যাহা চায় সে তাহার উপায়ও যথার্থভাবে গ্রহণ করে। আজ কাল যথার্থ পক্ষে ব্রহ্মলাভকেই আমরা জীবনের একমাত্র সফলতা ও লক্ষ্য বলে জ্ঞান করি না, ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিয়া নিজের জীবনের বিশুদ্ধি রক্ষা করি না, তাহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া নষ্ট করি। যে সাধনার দ্বারা সত্য সত্য জীবনে বল, তেজ, শান্তি, সন্তোষ, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করা যায় সে গভীর সাধনা কোথায়? সে সাধনা কোথায়? যাহার দ্বারা নিদারুণ স্বার্থপাশ থেকে মুক্তি লাভ করিয়া অন্তরে বাহিরে আত্মায়, পরে, লোক লোকান্তরে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে লাভ করিব? সত্য সত্যই ঈশ্বরকে সংসারের মধ্যে ব্যাপ্ত দেখিব। সত্য সত্য ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় আমরা ধৈর্য্য লাভ করিব ও নির্ভর হইব, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইবে, পরনিন্দা অপ্রিয় ভাব ও পরের প্রতিহিংসায় লজ্জা বোধ করিব। ইহা যেন বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখি, ব্রহ্মকে যে পরিমাণে লাভ করিব আমাদের প্রধান শত্রু অহঙ্কার সেই পরিমাণে খর্ব্ব হইবে, ইহা পরমাত্মার অব্যর্থ নিয়ম। কেবল ব্রাহ্ম সমাজে নহে সমস্ত সমাজে আমি সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্ত

মনে প্রার্থনা করি যদ্বারা মনুষ্য জীবন প্রকৃত সরলতা লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। আমাদের জীবন সারযুক্ত হউক, আমাদের অন্তকরণ গম্ভীরতায় পূর্ণ হউক। আমাদের আত্মা শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক। সর্ব্ব প্রকার অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া সার অংশ গ্রহণের শক্তি পরমাত্মা আমাদিগকে দান করুন। বৃথা সাম্প্রদায়িক অভিমানে বা ব্যক্তিগত অভিমানে অন্ধ হয়ে আমরা যেন আসল বস্তুকে না পরিত্যাগ করি। আমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। আমাদের সর্ব্বপ্রকার (শারীরিক ও মানসিক) অস্থিরতা মাতা পিতা নাশ করুন। আমাদের জীবন প্রকৃতপথে ভগবান চালিত করুন আমাদের পরিণাম যেন ভয়ানক না হয়। আমরা যেন প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইতে পারি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনা গভীর নিষ্ঠা আমাদের যেন আদর্শ হয়।" আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছিলেন যে আমরা সেই অভয়ের সেই পুরাণ ব্রহ্মের সন্তান। তাঁরা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর আমরা সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি যাঁহাকে জানিলেই অমর হওয়া যায়, অমরত্বের আর উপায় নাই।" আমরা যেন ভাবিয়া দেখি তাঁহারা আমাদের কত বড় অধিকার দেখাইয়াছেন, আমাদিগকে অমৃতের সন্তান বলিয়াছেন আমরা সকলে যেন সেই অধিকারের উপযুক্ত হই এই পরমাত্মার চরণে আমার অন্তঃকরণের একান্ত প্রার্থনা।

পত্র।

প্রিয় পরিচারিকা,

অনেক দিন পরে তোমাকে একখানি চিঠি লিখিতে আসিলাম। বন্ধুরা কত ভাল ভাল লেখা তোমাকে পাঠান্ কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই। ভাষা ও ভাব দুইয়েরই অভাব! তোমাকে দুইটি দুঃখের কথা জানাতে এলাম। প্রায়ই আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া মন অস্থির হয়। মনে এক এক সময় এত অস্থিরতা আসে ইচ্ছা হয় সকলকে ডাকিয়া মিনতি করিয়া বলি ভগ্নীগণ আর বিলম্ব করিও না একবার এস কোমর বাঁধিয়া সমাজের দুর্নীতি ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা দুর্ব্বলা নারী, কিন্তু তথাপি আমাদের ভগবান সত্যবল ধর্ম্মবল দিয়াছেন। প্রত্যেক নরনারীর অল্পাধিক পরিমাণ এ বল আছে যাহা দ্বারা তাহারা রিপু সংহার করিতে পারে।

পরিচারিকা, তোমাকে সুন্দর সুন্দর লেখা দ্বারা সুশোভিত করা হয় কিন্তু সেগুলি কি কেবল লেখাই রহিল? কৈ জীবনে কে তাহা পালন করিতেছি? এখন আর সময় নাই, আলস্যে অবহেলে সময় কাটাইলে চলিবে না। উঠে পড়ে

সকলে লাগিতে হইবে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সময় আসিয়াছে এ সময় আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য গুরুতর, জয় দয়াময় বলে কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী হই।

শুনিতেছি সম্প্রতি আর্য্যনারীগণ মিলিয়া একটী ভগ্নীসম্মিলনী করিয়াছেন। তাহাতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল সমাজের ভগ্নীগণ মিলিত হইতেছেন। তাঁহাদের আশা ও উৎসাহের কথা শুনিয়া মনে বড় আশা হইতেছে, আবার পূর্ব্বের মত সকলে একত্রে মিলিয়া কার্য্যসাধন ধর্ম্মপালন ও ব্রতসাধন করিবেন ইহার চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কি হইতে পারে? প্রাণে বড় আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে একবার প্রাণপণে সকলে মিলিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যসাধন করি। ভগ্নীসম্মিলনীর উদ্দেশ্য উচ্চ, সকলেরই মনে তাহা সাধন করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে তাহা দেখিতেছি। কিন্তু কেহই যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, মনে কত আশা হয় আবার যেন সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়। কতবার ভগ্নীগণ সম্মিলিত হইয়া সৎ প্রসঙ্গ ব্রতসাধন নীতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে উপকার হইতেছে, কিন্তু উন্নতি কৈ হইতেছে? সময়ে কেমন উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠে আবার নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যায়। এ কেবল কি বিশ্বাসের ও সাহসের অভাব নহে? সর্ব্বপ্রথমে, ভগবানেতে পূর্ণ বিশ্বাস নাই, নিজের উপরও বিশ্বাস অল্প আর পরস্পরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। সাহস চাই, বল চাই, উৎসাহ উত্তম চাই। সৎ সাহসের বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে কত সময় ঠিক কার্য্য করি না। আমরা যদি সে সাহস না দেখাতে পারি তবে দেখাবে কে?

এক্ষণে যে সকল সম্মিলন সভা হয়, যেখানে পুরুষ নারী উভয়েই গমন করেন, সে সভাগুলিকে সংস্কার করা বিশেষ আবশ্যক। দেখিতে পাই আমাদের কোন একটা সমাজের প্রথা বা নীতি নাই, সকলে যথেচ্ছাচার করিতেছেন। সকলেই এক একটা মত খাড়া করিয়া সেই মতে চলিতেছেন। সে সকল সভায় গমন করিলে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? অনেক কাজ আমরা পছন্দ করি না, অথচ তাহা জানাইতে পারি না। হয়ত এমন লোক সে স্থানে গমন করে যাহাদের কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া বিশেষ অন্যায়। দেখিয়া আশ্চর্য্য হই তাহারাই সভাগুলির জীবন! তাহাদিগকে সংশোধন করিতে না পারিলেও প্রশ্রয় দান করা হইতে বিরত থাকা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কাহারও মনে আসে না, যদি বা আসে সৎ সাহসের অভাবে কেহই কিছু বলিতে পারেন না। যদি কেহ কখনও তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে বা তাহাদিগের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন্ তবে দেখা যায়, সভার সকলেই তাহার সহিত মিশিতে

কুষ্ঠিত! হায় হায়, সমাজের দুর্গতি দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বড় ইচ্ছা হয় কয়েকজন ভগ্নী মিলিত হইয়া প্রাণ-পণে এ সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। দেখাই সকলকে প্রাণে কত সুখ হয় ভাল কাজ করিলে। নীচ হীন পার্থিব আমোদে যত সুখ হয় তাহার চেয়েও সহস্রাধিক গুণে এ সুখ অধিক।

সকলে মিলিয়া সৎ সাহসে সাহসী হইয়া ধর্ম্মবলে বলী হইয়া সকলেরে এই সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিয়া আনি। সকলকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়া ভগবানের চরণে সকলে প্রাণে প্রাণে বাঁধা থাকি।

পরিচারিকা, তোমাকে মনের ভাব সব জানাইলাম। তুমি সকলকে এই দুর্ব্বলা ভগ্নীর প্রার্থনা জানাইও।

তোমারি সেবিকা শ্রী—

কোরিয়া।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আন্দোলনের সময় আমাদের দৃষ্টি সহজেই পূর্ব্বাঞ্চলের দেশ সমূহের উপরে পতিত হয়। আমরা শৈশবে ভূগোলে কোরিয়া দেশের কথা পাঠ করিয়াছি। সে দেশে কি হইতেছে সে দেশের লোক কি প্রকার তাহা আমরা কিছুই জানি না। পশ্চিম দেশস্থ একজন ভ্রমণকারী কোরিয়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া কি লিখিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি।

"কোরিয়াতে প্রায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। এই জন্য কোরিয়াবাসীগণ তাহাতে তেমন ভীত বা আশ্চর্য্য হয় না। ইহারই মধ্যে তাহারা এক ভাবে ধীরে ধীরে প্রতিদিনের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কোরিয়ার রাজধানীর নাম সিয়ুল (Seoul) কোরিয়ার সম্রাট আমাকে একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে চৌকীর মত কতকটা পাল্কী আছে তাহা দ্বারা কোরিয়ানগণ নিজ বাটী হইতে অন্য বাটীতে গমনাগমন করে। আমাকেও এইরূপে একটি পাল্কী করিয়া আট জন বলবান পুরুষ উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার পাল্কীটী হরিৎ বর্ণের রেশমে আচ্ছাদিত ছিল। সিয়ুলরাজ্য, শ্বেত রাজ্য, সে রাজ্যের বাটী সকল শ্বেত বর্ণের, এবং সে দেশের পুরুষ নারী বৃদ্ধ বালক সকলেরই বসন শুভ্র। দেখিলে বোধ হয় যেন সে দেশে শব্দ ও বর্ণের অভাব! সিয়ুলে চারিটি রাজবাটী। আমরা নূতন রাজবাটিতে গিয়াছিলাম। রাজবাটীর প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে আমার পাল্কী রাখা হইল। তাহা দেখিতে অনেকটা কোন ষ্টেসনের মত, কতকগুলি থামের উপর কাঁচের ছাদ। আমরা প্রথমে একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে দ্রব্য অতি অল্প। পরে বসিবার ঘর বা Drawing room, ঘরটি দেখিতে অনেকটা বৈঠকখানার মত। গৃহের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার উপরে কয়েকখানি পুস্তক ছিল। কয়েকজন কর্ম্ম-চারী আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করি-

লেন। ইঁহাদের পরিচ্ছদ ইংরাজগণের ন্যায়'ও উহা অতি মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কর্ম্মচারী ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা বেশ ভাল বলিতে পারেন। ইঁহাদের ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনকে আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে প্রিন্স ইন সুশিক্ষিত ও আধুনিক পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার পছন্দ করেন। সম্প্রতি ইনি একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা ইংরাজী দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের জন্য চা পানীয় দ্রব্য ও চুরট আনা হইল। নূতন রাজবাটী কতক প্রাচীন ও কতকটা আধুনিক ভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী হত্যার পর হইতে পুরাতন রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি নূতন রাজবাটীতেই বাস করিতেছেন। কথিত আছে শেষ রাষ্ট্রবিপ্লবে সাম্রাজ্ঞীকে হত্যাকারীরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া, সম্মুখস্থ বাগানে তাঁহার মৃত দেহ ভষ্মীভূত করিয়াছিল। সেই সময়ে সম্রাট বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ছদ্মবেশে মনুষ্য পৃষ্ঠে রুষিয়া প্রতিনিধিবর্গের আশ্রমে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। এবং যত দিন না সে স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিল ততদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে রুষিয়া প্রতিনিধিবর্গের নিকটস্থ ভূমিতে নূতন রাজবাটি নির্ম্মিত হইল।

অবশেষে আমি সম্রাটের সন্নিধানে যাইবার জন্য আহূত হইলাম। যে সকল ভৃত্য আমাকে আহ্বান করিতে আসিল তাহাদের সকলের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের কার্পাস বস্ত্র, মস্তক অবধি ঐ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। কোরিয়াতে কার্পাস বস্ত্র অনেক বিক্রয় হয়, ও উহার মূল্যও অতি সুলভ। কোরিয়াতে প্রায় দশ কোটি কার্পাস বস্ত্র ক্রেতা।

আমরা একটী ক্ষুদ্র দ্বারের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ শ্বেত কাষ্ঠ নির্ম্মিত পথ দিয়া ভিতরের দালানে উপস্থিত হইলাম। উহার চতুর্দ্দিকে ভৃত্যদিগের ঘর। দালানটি লোকশূন্য ছিল, মধ্যে মধ্যে জানালার মধ্য দিয়া বা দরজার ফাঁক দিয়া লোহিত বস্ত্র পরিধিত ভৃত্যগণ আমাদের প্রতি কৌতূহল দৃষ্টিপাত করিতেছিল। আমাদের সম্মুখে একটী দ্বারের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম একটি প্রশস্ত ঘর তাহার মধ্যস্থলে একটি টেবিল ও টেবিলের পশ্চাদ্দেশে একটি পর্দ্দা। পর্দ্দা ও টেবিলের মধ্যস্থলে ও সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্রাট দাঁড়াইয়া আছেন। এত বড় ক্ষমতাশালী সম্রাটের সম্মুখীন হইয়াছি ইহা যেন আমার বিশ্বাস হইতেছিল না। যাঁহাকে লোকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। যাঁহার, সম্রাটের ও স্বাধীন রাজার চেয়েও অধিক পরাক্রম! যাঁহার মুখের বাক্যই সে রাজ্যের রাজবিধি বা আইন! যাঁহার অধীনে সমুদায় কোরিয়া রাজ্য ও যাঁহার ইচ্ছাই প্রজাদের গুরু-আজ্ঞা! কোরিয়ানস্‌গণের এরূপ সংস্কার যে যদি কেহ

সম্রাটকে স্পর্শ মাত্র করে তবে তাঁহার অপমাননা করা হয়! এবং সে অপমানের গুরুদণ্ড—মৃত্যু। যদি সম্রাট কোন বস্তু স্পর্শ করেন তবে তাহা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়। তাঁহার নাম মৃদুস্বরে ব্যতীত কাহারও উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই! তাঁহার মৃত্যুর পরে ব্যতীত ছবি তুলিবার নিয়ম নাই! এ সকল সংস্কার অদ্ভুত! অতি অল্প দিন হইল সভ্যতার আলোক কোরিয়া দেশে প্রবেশ করিয়াছে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কোরিয়ার পরিচয় পাই নাই; তাহার পূর্ব্বে ইহা অজানিত, "প্রত্যুষের শান্তিভূমি" ছিল বা "ফকিরের তীর্থভূমি" ছিল।

সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। যদিও তিনি দেখিতে সুপুরুষ নহেন, তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলে একটি সুকোমল ও দয়ার্দ্র ভাব। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল। তিনি অত্যন্ত লজ্জাবান্। তাঁহার পরিচ্ছদ দেশীয়, বহু মূল্য পীতবর্ণের সাটিনে তৈয়ারী। কোটিদেশে এক হরিৎ বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কোমরবন্ধ। আমাকে দেখিয়াই আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। "আপনি কবে দেশ ছাড়িয়াছেন? কত দিন ভ্রমণ করিতেছেন? এ দেশে কি পছন্দ হইতেছে, আপনার দেশ কেমন? তাহাদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি?" তাঁহাকে আমাদের দেশের আচার ব্যবহার নীতি জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক দেখিলাম। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের রাজধানী কি সুন্দর? আমি শুনিতে পাই নাকি সেখানে রাজ দরবারে অতি সমারোহ হয়, আমার রাজদূত (Envoy) ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমাকে তোমাদের সৌন্দর্য্যশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী দেশের কথা বলিয়াছিল ও আমার জন্য সুন্দর সুন্দর সামগ্রী ও আনিয়াছিল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি নতুবা আজই তোমাদের দেশ দর্শনে রওনা হইতাম!" এইরূপে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি কোন প্রশ্নই করিতে পারিলাম না, কারণ সে দেশের নিয়ম সম্রাটই শুধু প্রশ্ন করিবেন অপরে উত্তর মাত্র করিতে পারিবে। পরে পুনর্ব্বার বলিলেন, "এ দেশে আপনাদের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এমারৎ তাহা দেখিয়া আপনার বোধ করি খুব আনন্দ হইতেছে? না জানি ইহা নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। কে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে? শুনিয়াছি উহার ভিতরে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে।"

তিনি আমাদের অনাথাশ্রমের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যেখানে প্রায় দুই শত অনাথ শিশুকে রক্ষা করা হইতেছে। কিরূপে কোরিয়ানসগণ উন্নতি লাভ করিতে পারে এই সকল বিষয়েও আমাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। কোরিয়ান বালক বালিকাগণের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। তাহারা

Latin ভাষা ইংরাজ বালকগণের অধিক শিখিয়াছে। তাহারা পাঠে মনোযোগী ও তাহাদের শিক্ষায় উন্নতি লাভের ইচ্ছা প্রবল।

সম্রাটের পার্শ্বে যুবরাজকে দেখিলাম। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি অলস ও উদ্যম শূন্য! তাঁহার দেহ স্থূল। তাঁহার যেন কিছুতে উৎসাহ নাই বা বাহিরের কিছু সংবাদ জানিবার জন্য কোন প্রকার আগ্রহ নাই। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঠিক তাঁহার বিপরীত। তিনি বুদ্ধিমান ও কার্য্যপ্রিয়। তিনি এক্ষণে আমেরিকায় গমন করিয়া সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করিতেছেন যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

সিয়ুলবাসীগণ এক্ষণে দুই ভাগে বিভক্ত, এক পক্ষ রুষিয়ান্‌গণকে ঘৃণা করে, অপর পক্ষ জাপানগণের বিপক্ষ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই এমন নাই যে কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করে।

ব্রহ্মমন্দির।

বিশাল ব্রহ্মমন্দির জীবের আরাম।
মরুভূমি ভবমাঝে হয় শান্তিধাম॥
সংসার তাপিত জনে সান্ত্বনা পাইবে।
উদার হৃদয় ধামে সবে স্থান দিবে॥
ব্রহ্মানন্দ উপভোগ সকলে করিবে।
অনন্ত মহান্ প্রভু প্রসাদ লভিবে॥
ভগবত লীলাবাক্য প্রসঙ্গ হেথায়।
হরিনাম গুণগানে হৃদয় জুড়ায়॥
নরনারী সবে মিলে অমৃত খাইবে।
বিশ্বাসে সকলে তারা অমর হইবে॥
আচার্য্য ও উপদেষ্টা উপদেশ দিবে।
অজ্ঞান জনার মনে চৈতন্য আসিবে॥
দেশের কল্যাণ হবে পাতক নাশিবে।
তৃষিত তাপিত জনে সান্ত্বনা পাইবে॥
স্ত্রীলোক যুবক আর বৃদ্ধা বৃদ্ধ যত।
আশা ও আনন্দ মনে সুখ পাবে কত॥
সংসারের কথা হেথা হইবে না কোন।
ধর্ম্ম পিপাসু জীবের তৃপ্ত হবে মন॥
বৎসরে সেথায় উৎসব দুবার হইবে।
দুঃখী পাপী দীন জনে সকলে আসিবে॥
ধনী জ্ঞানী সকলের সম অধিকার।
ভেদাভেদ নাহি হেথা মন অবিকার॥
ভক্ত হস্ত হতে ভিত্তি হয়েছে গঠিত।
স্মরণার্থ চিহ্ন আছে ভূমিতে গ্রথিত॥
ভক্তের যতনে গৃহ হইল নির্ম্মাণ।
আশায় করেন জীবে পাবে পরিত্রাণ॥
ব্রহ্মের মন্দির জানি করিবে সম্মান।
ভক্তিতে পূজিবে হরি যতেক সন্তান॥
এক হরি নিরাকার দ্বিতীয় নাহিক।
সর্ব্বমূলাধার তিনি নহেন অলীক॥
সপ্তাহে সপ্তাহে পূজা ইঁহার হইবে।
এখানে আসিয়া লোকে আনন্দ পাইবে॥
হিন্দু ব্রাহ্ম সব জাতি খ্রীষ্টান যবন।
আসিতে পাইবে হেথা নাহিক বারণ॥
উদার ইহার ভাব করে আলিঙ্গন।
বিশ্বব্যাপী হয় ইহা প্রেমের বন্ধন॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় নূতন বিধান।
সকল শাস্ত্রের মিল সত্যই প্রধান॥
মানবে যাইতে পারে ঈশ্বর সদনে।
মধ্যবর্ত্তী নাহি হেথা সাধক জীবনে॥

ব্রহ্ম কল্পতরুমূলে বাসস্থান করি।
আনন্দে জীবন কাট সত্য পথ ধরি॥
সংসারে বৈরাগী হবে নব পথ ধরি॥
নির্লিপ্ত থাকিতে হবে বিষয়ের মধ্যে।
সতত সতর্ক থাকি পথ ধর সত্যে॥
নিত্য উপাসনা আর পর উপকার।
দয়াব্রত হরিনাম জীবনের সার॥
শিক্ষা হয় এইরূপে ব্রহ্মমন্দিরের।
মোহের আঁধার নাশে সব অন্তরের॥
ভাই ভগ্নী নরনারী সকলে আপন।
হরিসুখে সুখী হয়ে কাটাবে জীবন॥
একই পিতার রাজ্য এ বিশ্ব সংসার।
আমরা সকলে তাঁর প্রেম পরিবার॥
সত্যের সংসার আর প্রেমিকের মন।
সকলই ঈশ্বরের প্রাণ ধন জন॥

পতিপ্রাণা সতী।

(ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ হইতে উদ্ধৃত)

বুধবার, ১২ই মাঘ ১৭৯৮ শক।

শব্দটি মনোহর না জানি বস্তুটি কত মনোহর। কি শব্দটি? পতিপ্রাণা। যে গুণটি এই শব্দ নির্ব্বাচন করে তাহা অতি সুন্দর। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এই, পতিপ্রাণা হওয়া। স্ত্রীলোকের সকল ব্রত, সকল ধর্ম্ম এই এক কথার মধ্যে নিহিত। পতিব্রতা, অথবা পতিপ্রাণা হওয়া, এই শব্দের অর্থ কি? যাঁহাদের স্বামী আছে, তাঁহারা ইহার অর্থ জানেন। পতিপ্রাণা শব্দের অর্থ প্রাণ, মন, অথবা অন্তরের সমুদায় প্রণয় এক স্থানে বদ্ধ রাখা। যিনি যথার্থই পতিপ্রাণা, তাঁহার সমস্ত হৃদয় স্থির ভাবে সেই এক স্থানেই থাকে, তাঁহার সমস্ত মনের একাগ্রতা এক দিকে। কোন কারণে সেই একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। স্বামী সুন্দর হউন বা কদাকার হউন, স্বামীর মন উদ্যমশীল হউক কি নিস্তেজ হউক, স্বামী পতিপ্রাণা স্ত্রীর ষোল আনা ভক্তির ভাজন। ইহাই পতিপ্রাণা স্ত্রীর সতীত্ব। এই সতীত্বই স্বর্গ, সতীত্বই পরিত্রাণ। সতী হওয়া আর কিছুই নহে, কেবল প্রাণ মন এক স্থানে রাখা। সতীত্বের অর্থ একাগ্রতা, এক দিকে টান এক দিকে আকর্ষণ। এই সতীত্ব দ্বারা উচ্চতর সতীত্বে আরোহণ করা যায়। বিবাহ হইবা মাত্র নারী প্রাণপতির প্রতি আসক্ত হন। বিবাহ হইবা মাত্র এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইল যে যাবজ্জীবন তাঁহাকে পতিসেবা করিতে হইবে। পতিপ্রাণা সতীর এই পতিব্রত। এই সতীত্ব যদি একটু পৃথিবীর ঐদিকে লইয়া যাইতে পার তাহা হইলে তোমরা স্বর্গ হাতে ধরিতে পারিবে, অনতিবিলম্বে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিবে। এই স্বামী আমার, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব, প্রতিপ্রাণা সতী যেমন প্রাণ ভরিয়া আপনার স্বামী সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারেন, সেই রূপ এই কথাটি যে স্ত্রী ঈশ্বরকে উচ্চতর সম্বন্ধে বলিতে পারেন সেই সতীকে প্রধানা সতী বলিব। যিনি বলিতে পারেন, আমার প্রাণ মন ঈশ্বরে সম-

র্পিত, আমার সর্ব্বস্ব, ঐশ্বর্য্য সম্পদ ঈশ্বর হইয়াছেন, সতীদিগের মধ্যে তিনি প্রধানা। সংসার সম্পর্কে পতিকে যেরূপ প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়াছ, অনন্ত-কালের জন্য পরমাত্মাকেও তোমরা সেই রূপ প্রাণের সহিত বরণ কর, তাহা হইলে আর তোমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। বিবাহ যে দিন হইয়াছিল সেই দিনই ইহকালের স্বামীকে চিনিয়া লইয়াছিলে, সেইরূপ ঈশ্বরকে যদি চিরকালের পতি বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পার তাহা হইলে তোমাদের সুখের আর সীমা থাকিবে না। ঈশ্বর-সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে পার, "এই যে তাঁহাকে এই প্রাণ দিয়াছি, ইহা আর কোন দিকে যাইবে না;" তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। এই কথা যদি বলিতে না পার তবে তোমাদের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দিতে পার নাই। যদি বাঁচিতে চাও, তাঁহাকে হৃদয়ের স্বামী জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব দাও। অন্য ভাব রাখিও না। পৃথিবীর স্বামীকে যেমন প্রাণের সহিত ভালবাস, ঠিক তেমনি করে ঈশ্বরের চরণে প্রাণ মন অর্পণ কর। সকলের অধিকারী যিনি, যাঁহার নাম বিশ্বপতি, তাঁহাকে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দাও। নারীর পক্ষে এই সতীত্ব নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব জানিয়া তরিয়া যাইবে। তোমাদের প্রাণের ভিতর গিয়া তোমাদের প্রাণের ঈশ্বরকে ডাক। ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ের স্বামী এবং প্রাণের পতি হউন, ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বস্ব হউন; ভক্তেরাও এই চান, যোগীরাও এই চান। যেখানে গেলে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যাইবে সেই স্থান সকলেরই প্রার্থনীয়। যখন ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর বলিয়া বরণ করিয়া লইলে তখন যোগ ভক্তির বাকি কৈ রহিল? পৃথিবীর স্বামীকে চিনিয়াছ এখন চিরকালের স্বামীকে চিনিতে চেষ্টা কর। বিবাহিতা নারী, কি কুমারী, তোমরা এক প্রাণ, এক মন, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে বক্ষে ধারণ কর, এবং ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। সতীত্ব দ্বারা যেমন ব্যভিচার পাপ অসম্ভব হয়, তেমনি ঈশ্বর সম্পর্কে উচ্চতর সতীত্ব দ্বারা সকল পাপ এবং সকল দুঃখ দূর হয়। নারী, সতীত্ব সম্বন্ধে তুমি বলিয়াছ, সতীত্বের কাছে অধর্ম্ম অসম্ভব, সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বল, এই যে আমার প্রাণ এবং আমার ইচ্ছা ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিয়াছি ইহা আর অন্য দিকে যাইবে না। এই যে আমার প্রাণ, ইহাকে আর ধন মানের পদতলে নিক্ষেপ করিব না। আমার অলঙ্কার বস্ত্র সমুদয় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিলাম। এইরূপে ঈশ্বরকে হৃদয় প্রাণ উৎসর্গ কর অবিশ্বাস অপবিত্রতা থাকিবে না, নারী তুমি বাঁচিয়া যাইবে।

পাক বিধি।

আজ কাল প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় অনেকেই মৎস্য মাংস আহার

করেন না সেই জন্য কিছু নিরামিস ব্যঞ্জন লিখিত হইতেছে। তাঁহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকগণ যদি স্বহস্তে স্বপাক দ্বারা এই সকল প্রস্তুত করিয়া দেন তাহা হইলে আশা করি কতকটা মুখরোচক ও উপাদেয় হইতে পারে। কারণ অনেকে হয় তো ডাল চচ্চড়ি ছাড়া আর কিছু খান না। প্রথমে ডাল লিখিত হইতেছে।

মটরের তিক্ত ডাল।—প্রথমতঃ ডালগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দিবে। তার পর যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন কতকটী উচ্ছে চার খান করিয়া কুটিয়া তাহার মধ্যে ফেলো সুসিদ্ধ হইয়া গেলে হলুদ বাটা লুন দিয়া ঢালিয়া হাঁড়িতে ঘি দিয়া কাঁচা লঙ্কা চিরিয়া ও দুটিখানি কালিজিরা দিয়া ফোড়োন দিবে ফোড়ন পাকিয়া আসিয়াছে এইরূপ বুঝিতে পারিলে ঐ ডাল ঢালিয়া দিবে এবং একবার ফুটিয়া থক্‌থকে হইলেই নামাইবে। কেহ কেহ ঘিয়ের পরিবর্ত্তে তেল দিয়া থাকেন। উচ্ছের পরিবর্ত্তে শেফালিকা ফুলের পাতা ফোড়ন দিতে পারা যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উচ্ছে চচ্চড়ি।—প্রথমতঃ আলু পটল উচ্ছে কুটিয়া পরিস্কার জলে ধুইয়া লইবে। তেল কড়ায় চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে ঐ সব ভাজিয়া অল্প, পরিমাণ ছোলা ভিজা দিয়া হলুদ বাটা অল্প সরিষা লঙ্কা বাটা দিয়া পরিমাণ বুঝিয়া জল দিয়া লুন দিবে। অল্প জল থাকিতে ঢালিয়া তেল চড়াইয়া তাহাতে কলাইয়ের ডালের ডাল বড়ি ভাজিয়া রাখিবে ও সেই তেলে দুটি পাঁচ ফোড়োন ও একটু লঙ্কা দিয়া ফুটিয়া উঠিলে চচ্চড়ি ঢালিয়া একটু নাড়িয়া নামাইবে ও পরে সেই বড়ি ভাজা গুঁড়াইয়া তাই ছড়াইয়া দাও। এই চচ্চড়ি চির মুখরোচক একবার খাইলে আর ভুলিবার যো নাই।

নারিকেল ভাজা।—প্রথমে ভাল ঝুনা নারিকেল বেশ করিয়া কুরিয়া লইবে। তেল একটু বেশী দিবে এবং পাকিয়া আসিলে কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়া নারিকেল কোরা দিয়া লুন দিয়া সমস্তক্ষণ নাড়িতে হয়। আগুন কিছু কম চাই। যখন বেশ লাল্‌চে ধরণে ভাজা হইয়া যাইবে তখন নামাইয়া সাদা সরিষা বাটা দিয়া মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে। আর কিছু নয়! ইহা এত সুস্বাদু যে খাইবার সময় আর আছে কি না সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অম্বলের অড়হর ডাল।—প্রথমে ডাল ধুইয়া ফুটন্ত জলে ছাড়। সুসিদ্ধ হইলে হলুদ লুন দেও ও আম কাঁচা কাটিয়া ফেলিয়া দাও। একটু অল্প পরিমাণে চিনি দিবে। একটু পরে নামাইয়া সরিষার তেলে সরিষা ফোড়োন দিয়া ঢালিয়া এক ফুটের পর থক্‌থকে অবস্থায় নামাও। এই অম্বলের ডাল খাইতে সুস্বাদু এবং উপাদেয়। একবার পরীক্ষা করিলে ভুলিবার উপায় নাই।

Selections.

Doing good. Those who have a heart to do good never need complain of lack of opportunity.

Decision and propriety in the smaller movements of life is a great constituent of comfort. —*Dr. Chalmers.*

When I detect myself in unprofitable reverie, let me make an instant transition from dreaming to doing.—*Dr. Chalmers.*

The consciousness of love is consciousness of power, a power omnipotent in the immaterial world. Love places a sceptre in the hands of another.

I value a ton of knowledge more than a ton of gold, but I value one grain weight of human kindness more than a ton of knowledge.—*A. Crosse.*

True love is no shadowy or hectic sentiment Its beneficent influence, like the scented flame of an alabaster lamp, diffuses light, warmth, and fragrance o'er the heart over which it rules.—*Hamilton.*

Benevolence, from its very nature, composes the mind, warms the heart, enlivens the whole frame, and brightens every feature of the countenance. It may justly be said to be medical, both to soul and body.—*J. Reid.*

By friendship I suppose you mean the greatest love, and the greatest usefulness, and the most open communication, and the noblest sufferings, and the severest truth, and the heartiest counsel, and the greatest union of minds of which brave men and women are capable.—*Jeremy Taylor.*

A little philosophy inclineth a man's mind to atheism ; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. For while the mind of man looketh upon second causes scattered, it may sometimes rest in them, and go no farther ; but when it beholdeth the chain of them confederate and linked together, it must needs fly to Providence and Deity.—*Bacon.*

Wishes are by—paths to unhappiness,
And in the vale of tears they terminate.—*S. Landor.*

The voice of nature loudly cries,
And many a message from the skies,
That something in us never dies,
That on this frail uncertain state
Hangs matters of eternal weight.
—*Burns.*

Love gives itself, and if not given,
No genius, beauty, state, or wit,

No gold of earth, no gem of heaven,
Is rich enough to purchase it.
—*A. Smith.*

Then in life's goblet freely press,
The leaves that give it bitterness;
Nor prize the coloured waters less,
For in thy darkness and distress
New light and strength they give —*Longfellow.*

Be still, fond thoughts,
Melting my spirit's grasp from heavenly hope
Draw me still nearer, closer unto thee,
Till all the hollow of these deep desires
May with thyself be filled.
—*Hemans.*

The rugged rock oft holds within its bosom,
Deep hidden, a fount of sweet and living water
That needs but the soft power of some meet influence
To call it gushing forth. Thus too, the heart.
Of many a rough neglected child of labour,
When gently touched by the mild words of kindness,
Is found to be a source whence flow all plenteously
Trust, gratefulness and truth and those sweet sympathies
That make man loved and lovely.

সংবাদ।

১৬ই জুন বৃহস্পতিবারে কুচবিহারের মহারাণী ক্যাম্পবেল্ হাঁসপাতালে রোগী-দিগকে ফল মিষ্টান্ন সরবৎ ও পাখা বিতরণ করিয়াছেন ও ১৯এ জুন রবিবারে কুষ্ঠাশ্রমে লুচী তরকারী ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে। মহিলাগণ নিজ হস্তে ফল কাটিয়া মাল্সাতে ফল ও মিষ্টান্ন সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন।

কুষ্ঠ রোগের ঔষধ। সম্প্রতি কাপ্টেন্ রষ্ট কুষ্ঠ রোগের জন্য এক নূতন ঔষধ বাহির করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। এরূপ শ্রবণ করা যাইতেছে যে উহাতে কয়েক জন রোগীর কিছু উপকার হইয়াছে। কুষ্ঠ রোগ যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও বড় ঘৃণিত রোগ। উহার ঔষধ যিনি বাহির করিতে পারিবেন, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

Victoria Memorial Fund. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের বৎসরে কয়েকজন ভদ্র মহিলা মিলিয়া যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন উহাতে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্মরণার্থ কিছু করিবার জন্য তাঁহারা চাঁদা সংগ্রহ করেন। এক্ষণে দশ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উহা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে বঙ্গে যে ভাগ পড়িবে তাহা Albert Victor Hospital এ দান করা হইবে। এইরূপ স্থির করা হইয়াছে সে স্থানে মহারাণীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে।

জুন মাসে ধর্ম্মপ্রাণা কুমারী কব্ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি বিদেশীয়া হইয়াও আমাদের যথার্থ বন্ধু ছিলেন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। ইনি একেশ্বর বাদিনী ছিলেন বলিয়া ইঁহার পরিবার মধ্যে বিশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই কারণে পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। দরিদ্র সেবা তাঁহার জীবনে একটি মহৎ গুণ ছিল। কুমারী কব্ একজন সুলেখিকা ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনের সময় আচার্য্য দেব যে সকল পত্র ইঁহাকে লিখিয়াছিলেন ও ইনি যে সকল পত্র আচার্য্য দেবকে লিখিয়াছিলেন উহা কয়েক মাস গত হইল East and West মাসিক পত্রিকাতে ছাপা হইয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুতে সত্য সত্য ব্রাহ্ম সমাজ একজন বন্ধু হারাইয়াছেন।

স্বর্ণরেণু।

যোগ শিক্ষার্থী, শিথিলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত সুখাসক্তি তোমার পক্ষে পাপ।

বৈরাগ্য অতি গম্ভীর, অতি নিষ্ঠুর, বৈরাগ্য আত্ম-নিগ্রহ।

যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন।

প্রকৃত ভক্তি পাপকে ভস্ম করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য, সুখ এবং আহ্লাদ আনিয়া দেয়।

সমালোচনা।

"নারী ধর্ম্ম।" * আর্য্য রমণীদিগের কল্যাণোদ্দেশে পুস্তকখানি শাস্ত্রীয় বচন অবলম্বনে অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা স্ত্রীলোক ও বালিকাগণের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক। ইহাতে নারী ধর্ম্ম কি তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেকেরই উপকার হইবে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের চাকচিক্যে স্বদেশীয় স্ত্রীলোকগণ আপনাদের চিরানুগত অনেক কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছেন। পতিসেবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য। পুরাকালে হিন্দুরমণীগণ তাঁহাদিগের স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন, আবার তাঁহাদের বন্ধু হইয়াও ধর্ম্ম সাধনে কত সাহায্য করিতেন। নারী ধর্ম্ম পাঠ করিলে স্ত্রীলোকগণের তাঁহাদিগের স্বামীর প্রতি কি কি কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। হেমন্তকুমারী দেবী তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেব প্রণীত পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

* ৺ পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় প্রণীত ও শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

২৭ বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩১১।　　[৩য় সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year.　　JULY, 1904.　　No. 3.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

-:o:-

(Postage Extra)

In English.

		Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. †	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers ...	1	0	
6.	The New Samhita	0	12	
7.	The New Dispensation	0	4	
8.	* Future Life ...	0	4	
9.	* Disease and the Remedy	0	4	
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
	Ditto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ...	1	0	
Minister in the attitude of prayer.	0	8	

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee

			মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ	১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ	২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ	৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ	৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ	৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ	...	১
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	১ম ভাগ ...	।৵০
২৭	ঐ	২য় ভাগ ...	।৵০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে		১॥০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড		১॥০
৩০	ঐ	তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ	চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ	পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা	...	৷৷৷০
৩৪	মাঘোৎসব	...	॥০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল)	১ম ভাগ ...	॥০
৩৬	ঐ ঐ	২য় ভাগ ...	॥০
৩৭	ঐ ঐ	৩য় ভাগ ...	॥০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর)	১ম ভাগ	॥০
৩৯	ঐ	২য় ভাগ	
৪০	ঐ	৩য় ভাগ	
৪১	ঐ	৪র্থ ভাগ	॥০
৪২	ঐ	৫ম ভাগ	
৪৩	ঐ	৬ষ্ঠ ভাগ	
৪৪	ঐ	৭ম ভাগ	
৪৫	ঐ	৮ম ভাগ	।৵০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ		।৵০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ	১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ	২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম	...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	৵০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী	...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার	...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা	১ম ভাগ ...	৶১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	...	৶১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	...	৶১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	...	৶১০

* These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
† English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

// পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা আষাঢ় ১৩১১, জুলাই ১৯০৪। [৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জাপান দেশে এক জাতীয় মুর্গী আছে উহাদের পুচ্ছ প্রায় নয় ফিট দীর্ঘ।

Cactus জাতীয় এক প্রকার ফুলের গাছে কুড়ী বৎসরে একবার ফুল ফুটিয়া থাকে, তাহাও জন্মে একবার রাত্রিকালে ফুটে। পরদিবসে তাহা শুকাইয়া মরিয়া যায়।

ম্যালেবারে বানরেরা কার্য্য করিয়া থাকে। সত্য সত্য বড় বড় বানরদিগকে পাখা টানিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমে একজন সাহেব একটী বানরকে এই কার্য্য শিক্ষা দেন এক্ষণে সহস্র সহস্র বানর ঐ কার্য্যে নিযুক্ত।

সম্প্রতি কলিকাতায় Motor Car এর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহা দ্রুত গতিতে চলিলে পনের মিনিটের মধ্যে কুড়ি মাইল যাইতে পারে। বিলাতে ইহার সংখ্যা বহু। আমাদের সম্রাট এই গাড়ীতে চড়িতে বড় ভালবাসেন।

বিলাতে যেরূপ অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে এরূপ আর বোধ হয় কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তাহারা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

চীন দেশে বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, অতি সমারোহের সহিত তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৃত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ নিশান প্রেরণ করেন। উক্ত নিশান সকল মূল্যবান কাপড়ে তৈয়ার করা হয়। নিশানগুলি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে কবর ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়, পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উহা সে স্থান হইতে গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। বংশ পরম্পরা গৌরবের সামগ্রী বলিয়া উহা অতি যত্নের সহিত ঐ গৃহে রক্ষিত হয়।

সত্য ঘটনা।

আমি অতি দরিদ্র ছিলাম এখন ধনী হইয়াছি; কি করিয়া এত ধনের অধি-

কারী হইলাম তাহাই লিখিতেছি। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বড় দরিদ্রাবস্থা ছিল, সেই সময়ে আমি একদিন রেল গাড়ী করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে আমার হাত-ব্যাগ ও পকেটে অতি সামান্য অর্থ ছিল। ব্যাগের মধ্যে চিরুণী আর্সি ইত্যাদি ও দুই একখানি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি এক তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া একটি বেঞ্চের কোনে আমার ব্যাগটি রাখিয়া আমি সংবাদ পত্র কিনিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। কাগজ কেনা হইলে আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইব এমন সময়ে আমার এক পুরাতন বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম তিনি অন্য গাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "এস আমার গাড়ীতে আমরা দুইজনে একত্রে ভ্রমণ করিব।" গাড়ী ছাড়িবার বেশী দেরী ছিল না আমি তাড়াতাড়ী করিয়া ব্যাগটি লইয়া যেমন আমার বন্ধুটির গাড়ীতে উঠিলাম তৎক্ষণাৎ রেল গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা দুইজনে বেশ আমোদে গল্প করিতে লাগিলাম, পরে একটি ষ্টেসনে আমার বন্ধুটি নামিয়া গেলেন, আমি একলা পড়িলাম। আমার সংবাদ পত্রটি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। একটি ঘটনা ব্যতীত কিছু বিশেষ লেখা ছিল না। এক জায়গায় দেখিলাম বড় বড় অক্ষরে লেখা "সাহসিক হীরক ডাকাতী"; তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, একজন আমেরিকার ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীর এক বহুমূল্য হীরার মালা হারাইয়া গিয়াছে। আমি ইহা পড়িতেছি এমন সময় দেখিলাম রেল গাড়ী থামিয়াছে, ষ্টেশন আসিয়াছে। খবরের কাগজখানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া আমি ব্যাগ হস্তে গাড়ী হইতে নামিলাম, সেখান হইতে বোটে করিয়া যাইব। বোট ছাড়িতে অনেক বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি আহার করিবার ঘরে গেলাম। আমার যেন মনে হইল কেহ কেহ আমার প্রতি সন্দেহ দৃষ্টি করিতেছে। আমি একটু Coffee খাইলাম। Coffee খাইবার সময় সত্য সত্যই দেখিলাম একজন লোক নিকটের আর একজন লোককে আমার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। আমার একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, আমি তাড়াতাড়ী উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম। বাহিরে যাইতে না যাইতে একজন লোক পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করিতেছি, তুমিই কাল রাত্রিতে —হোটেল হইতে হীরার মালা অপহরণ করিয়াছ।" আমি যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিছুতেই তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিল না। অবশেষে আমাকে বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া, আমাকে একখানি ছবি দেখাইল, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম! সে ছবিখানি ঠিক আমার মত! আমি ভাবিলাম

জগতে এমন সাদৃশ্য কখনও দেখি নাই। পরে যখন দেখিলাম কোন মতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারিতেছি না তখন আমি ভাবিলাম ব্যাগে যে আমার পুস্তক আছে তাহাতে আমার স্বাক্ষর দেখিলে ইহারা আমার কথায় সন্দেহ করিবে না। এই ভাবিয়া আমি ব্যাগটি তাহাদের সম্মুখে আনিয়া বলিলাম, "আমি কে তাহা এইবারে বুঝিবে," এই বলিয়া ব্যাগটি তাড়াতাড়ী করিয়া খুলিলাম। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে শিহরিয়া উঠিলাম, অনেকগুলি কাগজ পত্রের উপর একটি বহুমূল্য হীরকের মালা জ্বলিতেছে! ইহা দেখিয়া সকলে একটু মৃদু হাস্য হাসিল। আমি দেখিলাম আমি তখন সম্পূর্ণ নিরুপায়, সকল আশায় জলাঞ্জলী দিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমাকে রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে কতকটা আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিলাম। সেই দিন রাত্রে যথার্থ অপহারককে পাওয়া গেল, তাহার হাতে আমার ব্যাগ ছিল! আমি তৎক্ষণাৎ মুক্ত পাইলাম। বহুমূল্য হীরক মালার অধিকারিণী আমেরিকার ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণী যে পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধভাগ আমি পাইলাম। সাড়ে সাত হাজার টাকা পাইলাম তাহাতে এক ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলাম, উহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছি।*

জাপানের সহিত পরিচয়।

জাপানে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অল্পে অল্পে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়া এক্ষণে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে উহা একটি সুশিক্ষিত রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত।

জাপানবাসীগণের যদিও অনেকের পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথাপি তাহারা স্বদেশীয় ভাব পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের নিকট স্বদেশীয় সকল জিনিষই প্রিয় ও প্রীতিকর। অনেক কর্ম্মচারীগণের কার্য্যালয়ে গমন করিতে হইলে বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, কিন্তু কার্য্যশেষে তাহারা স্ব স্ব গৃহে আসিয়া ফিরিয়া দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া ভূমিতে বসিয়া আহার করিয়া আনন্দ লাভ করে। তাহাদিগের পরিচ্ছদের নাম "Kimono" তাহারা ভূমিতে ছোট ছোট রেশমী বালিসের উপরে জানু পাতিয়া বসিয়া ছোট ছোট দুইটি কাটি দ্বারা আহার করে, আশ্চর্য্যরূপে তাহারা অনায়াসে উক্ত কাটি দ্বারা সকল প্রকার আহারীয় সামগ্রী মুখে তুলে এমন কি উহা দ্বারা বরফখণ্ডও অনায়াসে মুখে তুলিতে দেখা যায়।

সে দেশের উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীলোকদিগের কয়েকটি অদ্ভুত সংস্কার আছে। তাহাদিগকে যদি কেহ সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করে তবে তাহারা নিজেকে বিশেষ অপমানিত বোধ করে। সকল দেশেই দেখিতে

পাওয়া যায় স্ত্রীলোকেরা যাহাতে তাহাদিগকে অল্প বয়স্কা দেখায় তাহারি চেষ্টা করিয়া থাকে কিন্তু জাপান দেশে সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। তাহারা যাহাতে বৃদ্ধা দেখায় তাহারি যত্ন করিয়া থাকে! স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের সন্তানগণকে ক্রোড়ে না লইয়া পৃষ্ঠে করিয়া বেড়ায়। অভিবাদন কালে জাপানবাসীগণ কতকটা আমরা যেরূপ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি সেইরূপ করিয়া থাকে।

জাপান দেশে কোন ছাপান পুস্তক পাঠ করিতে হইলে, শেষ হইতে আরম্ভ করিতে হয় ও আমরা যে দিকটা আরম্ভ বলি সেইখানে শেষ করিতে হয়, যেমন মনে কর জাপান হইতে যদি কেহ পরিচারিকা চাহিয়া পাঠায় তবে এইরূপে ঠিকানা লিখিবে :—

ভারতবর্ষ
কলিকাতা
রোড সার্কুলার অপার নং ৭৮
সম্পাদিকা পরিচারিকার।

জাপান দেশে শিশুগণের বড় শান্তস্বভাব। তাহারা কখনও তাহাদিগের খেলিবার সামগ্রী নষ্ট করে না। বালিকাগণকে শৈশবাবস্থায় যে পুতুল দান করা হয়, বিবাহ হইলে তাহারা সেগুলি সঙ্গে করিয়া শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়! সন্তানগণের পিতা মাতা তাহাদিগের প্রতি সন্তানের জন্মোৎসব পৃথক পৃথক দিবসে না করিয়া একই দিবসে করিয়া থাকেন। পুত্রদিগের জন্মোৎসব ৫ই মে মাসে ও কন্যাদিগের জন্মোৎসব ৩রা মার্চ্চ মাসে বহু সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তাহারা তাহাদিগের গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত করে। জাপানে কন্যাদিগের অপেক্ষা পুত্রদিগের আদর অধিক।

জাপান দেশে কোন দোকানে দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইতে হইলে, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রেতা দেখিতে পাইবে সে ঘরটি সম্পূর্ণ শূন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একজন বিক্রেতা আসিয়া তাহাকে চারি পাঁচ বাটী চা পান করিতে বলিবে, তিনি যদি ইহাতে অসম্মত হন্ তবে তাহারা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে ও দ্রব্য সকলের মূল্য বাড়াইয়া দেয়। চা পান করিলে ক্রেতা কি দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহেন জানাইবা মাত্র বিক্রেতা তাহার ভৃত্যগণকে উহা আনিতে আদেশ করেন। ভৃত্যেরা দ্রব্য-ভাণ্ডার হইতে উহা লইয়া আসে। সকল সামগ্রী ভাণ্ডারেই রক্ষিত হয়।

জাপানবাসীগণ অত্যন্ত পরিষ্কার; পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদিগের সকলই পরিচ্ছন্নতাময়। জাপানে কোন গৃহে রাত্রি ভোজন করিতে যাইতে হইলে, প্রথম গৃহকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতে হইবে, "অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।" ভোজনালয়ে উপস্থিত হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দেখিবেন একটি ঘরে ভূমিতে অনেকগুলি রেশমী বালিস (Cushion) রহিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্থানে বসিয়া আহার করিবেন খাদ্য

সামগ্রী অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু। গৃহকর্ত্তা আহারের সময় প্রতিজনের নিকটে একবার করিয়া উপবেশন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। প্রায় আহার সমাপ্ত হইবার সময় অনেক খাদ্য সামগ্রী আনীত হয়, সেই সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বলিতে হইবে, আরও অন্ন আনীত হউক, ইহা না বলিলে গৃহস্বামী মনে করিবেন তাঁহারা আহারে প্রীত হয়েন নাই ও বিশেষ অপমানিত বোধ করিবেন। আহার সমাপ্ত হইলে ভৃত্যেরা অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী উঠাইয়া ছোট ছোট বাক্সে বন্ধ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের হস্তে দান করে।

জাপানে একটি আশ্চর্য্য চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়। দন্ত চিকিৎসকগণ কোন ব্যক্তির দন্ত উৎপাটন করিতে হইলে কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন না কিন্তু অনায়াসে নিজ হস্তে উৎপাটন করিয়া থাকেন।

জাপানবাসীগণ দাস দাসী হওয়া নীচ কার্য্য মনে করে না, বরং ইহা গৌরবের বিষয় মনে করে। ভৃত্যগণকে সকল গৃহেই পরিবারস্থ একজন বলিয়া যত্ন করা হয়।

সতী সাধ্বী।

সীতা সতী নারী হেরি জগত মাঝারে।
পতি লাগি প্রাণপণ কে করিতে পারে॥
সাবিত্রী সত্যবানের প্রসিদ্ধ প্রণয়।
সাবিত্রীর উপাখ্যান সুধাসম হয়॥
সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া শৈব্যা হইলেন দাসী।
স্বামীর লাগিয়া তিনি পর-গৃহবাসী॥
দ্রৌপদী দ্রুপদ-রাজ-কন্যা দয়াবতী।
দীনজন সেবা রত অতি শান্তমতি॥
দময়ন্তী দীন বেশে দ্বারে কাঙ্গালিনী।
স্বামী শোকে হন্ তিনি যেন উন্মাদিনী॥
মিনতি করিয়া কুন্তী ডাকিছে কাতরে।
পুত্রবতী নারী কুন্তী প্রসিদ্ধ সংসারে॥
চিন্তা দেবী চিন্তা রত চিরব্রতধারী।
শনির লাগিয়া স্বামী হলেন ভিখারী॥
গান্ধারী স্বামীর লাগি চক্ষু করি বন্ধ।
হেরিলেন না জগতে ভাল কিবা মন্দ॥
খনার গণনা শাস্ত্র অতি উচ্চতর।
খনাসম কাহার না হইবে অন্তর॥
মৈত্রেয়ী মিত্রতা করি স্বামী সহ বনে।
যোগেতে অনন্ত মিল প্রভুর চরণে॥
গার্গী দেবী বেদ পাঠ করে উচ্চারণ।
স্তব স্তোত্র কত তাঁর জীবন ভূষণ॥
কৌশল্যা কর্ত্তন কাল হইয়া ব্যাকুল।
রামচন্দ্র পুত্রশোকে পরাণ আকুল॥
দেবকীর দৈব বলে দেবতা কৃপায়।
তনয় লভিয়া কৃষ্ণ কষ্টে প্রাণ যায়॥
শচী মাতা সহ্য করি পুত্রের বিরহ॥
সচ্চিদানন্দরে ডাকে মনে অহরহ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া শিষ্ট মতি লক্ষ্মীর লক্ষণ।
হরি সার করে তিনি কাটান জীবন॥

প্রেম রাজ্যে স্বপন।

সময়টা তখন সন্ধ্যা হয় হয়, আমাদের ছোট বাড়ীর ছোট ছাতের একটী কোনে বসিয়া তখন নীল আকাশের গায় নানা

প্রকারের বর্ণ বিন্যাস ও এক বর্ণের পার্শ্বে অন্য বর্ণের আশ্চর্য্য সমাবেশ আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলীনতা দর্শন করিতেছিলাম। কখন সিন্দুরের রংয়ের পার্শ্বে ফিকে আকাশী রং, আবার হয় তো চক্ষু না ফিরাইতেই নিমেষে কোথায় লুকাইয়া অন্য রংয়ে পরিণত হইল। এই ভগবানের সৃষ্টির অনন্ত বিচিত্র চিত্র দর্শন করিতে করিতে ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত যে মহা ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ হওয়া কঠিন। সে দিন সমস্ত দিন মাথা ধরিয়াছিল তাই সাঁঝের শীতল মৃদু খোলা বাতাসের কোলে শুইয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম একটী বিপিনের মত স্থান, গাছের ডালে ডালে নানা জাতি বিহঙ্গ গান গাহিতেছে। কত বিচিত্র বর্ণের কুসুম ফুটিয়া সে কানন দেহকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিয়াছে। দেখিলাম চতুর্দ্দিকে জলস্রোত সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে নানা প্রকার জলজ কুসুমরাজী প্রস্ফুটিত হইয়া অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে। বলিতে কি যেন সে স্থানটীর রমণীয়তা দর্শন করিয়া একেবারে চক্ষু জুড়াইয়া গেল হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব শান্তি রসে মগ্ন হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে একটী স্থানে দেখিলাম একটী ক্ষীণাঙ্গ বৃদ্ধ একখণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বেঞ্চের উপর বসিয়া করজোড়ে যেন চিত্ত একাগ্র করিয়া আছেন। বলিলাম "দেব, আপনি কে?" সৌম্যমূর্ত্তি প্রশান্ত দেব পুরুষ আমার প্রতি নম্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বৎসে, আমার নাম ধর্ম্ম, যাহাতে পৃথিবীর পাপ ভার হ্রাস প্রাপ্ত হয় আমি দিবানিশি সেই চিন্তনে নিযুক্ত থাকি, ইহাই আমার কার্য্য এবং আদেশ। বৎসে, আরও অগ্রসর হও আরও কিছু দেখিতে পাইবে।" আমি তাঁহার পদধূলি লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অকস্মাৎ স্বর্গীয় সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে যেন অলৌকিক পুলক সঞ্চার হইল। দেখিলাম চারিদিকে নানা জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, সম্মুখে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তাহার অনতিদূরে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। সেই বেদীর উপরিভাগে একজন বসিয়া আছেন তাঁহার রূপের ছটায় চক্ষু ঝল্সিয়া যায়। বোধ হইতে লাগিল যেন শত শত সূর্য্য এক সঙ্গে সমুদিত। আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সে আলোকের তেজে যেন ভস্ম হইতে লাগিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলাম। দেখিয়া সৌন্দর্য্যময় পুরুষ সহাস্যে আমায় সম্বোধন করিলেন। তাঁহার আহ্বানে আহুত হইয়া যখন পুনঃ অগ্রসর হইলাম, তখন সে তেজ আর অনুভূত হইল না সেই জ্যোতির মধ্যে বেশ স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম আমাকে নিকটে দেখিয়া তিনি হাসিলেন। পরে বলিলেন পৃথিবীতে পাপ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে তাই পাপের

বিনাশ হেতু আমি এই স্থানে নিয়োজিত আছি। আমার নাম পুণ্য সহবাস। এই স্থানে আসিয়া সকলে পাপ মুক্ত হইবে এই হেতু আমি এখানে থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছি। বৎসে, তুমি আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও। তোমার আরও দেখিবার প্রয়োজন আছে। আমার যেন সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাসনা হইল না। ক্ষণকাল চিত্র পুত্তলিকাবৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম প্রথম আসিয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম যেন দাবানল তেজে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতেছিলাম। পুণ্যের একটী আহ্বানে যেন শীতল সলিল মগ্ন হইলাম। ভগবানের কি অপূর্ব্ব কৌশল। পাপ মুক্তির কি সহজ সুযোগ। তখন পুণ্যকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। করজোড়ে নিবেদন করিলাম "দেব, আপনার শ্রীচরণ ছাড়া যেন না হই।" পুণ্যদেব হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখন হইতে নিত্য তোমার হৃদয়ে বাস করিব আমাকে ছাড়িতে হইবে না। যেখানেই থাক আমি তোমার সঙ্গী।" সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে পুণ্য সহবাসে প্রসন্ন হৃদয় হইয়া আবার অগ্রসর হইলাম। কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সান্ধ্য সমীরণে চারিদিক শীতল। শারদী কৌমুদী সমাকীর্ণ হইয়া সর্ব্বস্থল হাস্য জ্যোতিতে যেন পূর্ণ হইয়াছে তাহার মাঝে ভূতলে অতুল শোভার আধার হইয়া হরিৎ প্রান্তরে চারিটি দেবকন্যাকে দর্শন করিলাম। তাঁহারা চারি জনেই কতকগুলি গন্ধরাজ ফুল ও কতকগুলি দূর্ব্বা লইয়া এক প্রকার অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী তোড়া বাঁধিতেছিলেন। ইতি পূর্ব্বে তেমন আর কখন দেখিতে পাই নাই। ক্ষণকাল পুলকিত ও স্তম্ভিত নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্ষণ পরেই হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। চমকিত হইয়া নিজ ত্রুটী বুঝিয়া গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলাম। কথা কহিলাম। বলিলাম "প্রিয় দর্শনে, আপনারা কে? আপনাদিগকে দর্শনাবধি প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।" বীণা হইতে মধুরতর স্বরে দেববালা উত্তর করিলেন, প্রথমা বলিলেন, আমার নাম প্রীতি, দ্বিতীয়া বলিলেন আমি তৃপ্তি, তৃতীয়া বলিলেন, আমার নাম আনন্দ, চতুর্থ বলিলেন, আমি শান্তি। আমরা চারিটী ভগিনী এই স্বর্গের প্রবেশ দ্বারে নিরত উপস্থিত থাকি। যখন সাধকভক্তগণ পবিত্রতা লাভ করিয়া পূর্ণানন্দ নিকেতন স্বর্গধামে প্রবেশ করিতে আসেন আমরা এই ফুলের তোড়া দিয়া ভক্তের সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকি। বলিয়া সেই স্বর্গীয় কুসুম সৌরভে সুবাসিত সেই মনোহর তোড়া হাতে দিলেন। আমি সেই তোড়া হস্তে যেন এক বিমল সুধাতে মগ্ন হইয়া গেলাম। সে সময় যেন অন্য কোন প্রকারের বাহ্য জ্ঞান আর আমার ছিল না। কেবল ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব দর্শনে যেন আত্ম-

জ্ঞান শূন্য হইয়া সেই আনন্দ সাগরে ডুবিলাম। তখন শান্তি আমার হস্ত ধারণ করিয়া সেই স্বর্গের শান্তি ভবনে লইয়া চলিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উষা সমীরণ বাতায়ন পথে আমার ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শান্তি সিঞ্চন করিতেছে। মনে সেই স্বপনের আনন্দ তখনও রহিয়াছে; কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম কোথায় সে স্বর্গীয় দেব কুমারীগণের মধুর আহ্বান আর এ আমি কোথায়! হায়, আমার কি সেই পুণ্য শান্তি লাভ হইবে? পৃথিবীর কীট আমি। কিন্তু যদি সেই ভগবানের চরণে বিশ্বাস থাকে একান্ত মতি চিরদিন যদি রাখিতে সক্ষম হই—ভরসা করি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সেই শান্তিভবনে ভক্ত সাধু সাধ্বী দলে ভগবচ্চরণে আশ্রয় পাইব। কবে এ জগৎ শান্তি আশ্রম হইবে সে দিন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শয্যা হইতে উত্থান করিলাম। কবে সকল কন্যা সুরবালা হইয়া শান্তি বিতরণ করিবেন। কবে সকল নরনারী এক হৃদয় হইয়া বলিতে পারিবেন "আমরা সকলে সেই এক মায়ের সন্তান।"

স্বামী এবং স্ত্রী।

(নবসংহিতা)

১। পরিণয় একটী স্বর্গীয় অনুষ্ঠান এবং সেই ভাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

২। যাহারা বৈষয়িক যুক্তিবন্ধনের ন্যায় ইহাকে দেখে, তাহারা ইহাকে মানবীয় অনুষ্ঠান এবং পার্থিব সম্বন্ধের মত নীচ করিয়া ফেলে।

৩। স্বামী ও স্ত্রী কি বাণিজ্য দ্রব্য যে বাজারে উহা ক্রয় বিক্রয় হইবে?

৪। রেজিষ্ট্রার কি বিবাহের দেবতা? এবং তাহার সিল মোহর দ্বারা কি বিবাহবন্ধন সাব্যস্ত হয়?

৫। আত্মা বিবাহ করে, এবং প্রভু-পরমেশ্বর—এবং তিনিই কেবল—একটী অমরাত্মার সহিত অপর একটী অমরাত্মার উদ্বাহগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দেন।

৬। মনে রাখিও, ঈশ্বর স্বয়ং যে বিবাহে পৌরোহিত্য না করেন তাহা বিবাহই নহে।

৭। অতএব বিবাহের সময় পরস্পরকে যুক্তির নিয়মে বাণিজ্য পদার্থের ন্যায় ক্রয় করিবার জন্য মানবীয় বিধি বা রাজ সাহায্যের অনুকূল্য প্রার্থী হইও না। কিন্তু প্রজাপতি পরমেশ্বরের সন্নিধানে এবং তাঁহারই সাক্ষাৎ অনুমোদনে পরিণয় বন্ধনে প্রবিষ্ট হও।

৮। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বিধাতার কৃপা এবং আশীর্ব্বাদ ব্যতীত বিবাহিত জীবনের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিবে?

৯। ভক্তিপূর্ব্বক বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে প্রণাম কর এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার আলোক ও শক্তি হৃদয়ে লইয়া নিষ্ঠাযুক্ত মনে পরীক্ষা প্রলোভনপূর্ণ সংসারে প্রবেশ কর।

১০। তোমাদিগের আত্মার উদ্বাহ যোগ বর্ষের পর বর্ষে যাহাতে স্বর্গের অনন্তকাল স্থায়ী মিলনে পরিণত হয় তাহার জন্য চিরজীবন প্রার্থনা এবং যত্ন করিতে থাক।

১১। কারণ অনুষ্ঠানেই বিবাহ পূর্ণ হয় না, ইহা কেবল বর্দ্ধনশীল অনুরাগ এবং পবিত্রতার উন্নতিশীল অবস্থা।

১২। কোন স্বামী বা কোন স্ত্রী যথার্থ কিম্বা পূর্ণরূপে বিবাহিত নহে; যাহা ভবিষ্যতে সুসম্পন্ন হইবে, বিবাহ সেই আন্তরিক যোগের প্রথম সোপান মাত্র, এবং যাহা ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইবে সেই মহোচ্চ আধ্যাত্মিক মিলনের ইহা কেবল একটি নিদর্শন।

১৩। অতএব স্বামী স্ত্রী উত্তরোত্তর সম্পূর্ণরূপে বিবাহিত এবং আত্মায় আত্মায় মিলিত হইতে থাকুন।

১৪। কারণ, এখনও তাঁহারা অর্দ্ধার্দ্ধি, পরে তাঁহারা ঈশ্বরেতে এক এবং অবিভক্ত হইয়া থাকিবেন।

১৫। এইটিই বিবাহের উদ্দেশ্য। অতএব হে দম্পতী সকল, তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস কর, উভয় উভয়কে সম্মান ও প্রেম দান কর, এবং যাহাতে তোমরা এক হইতে পার তজ্জন্য পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক তাবৎ বিষয়ে মিলিত ভাবে এক সঙ্গে কার্য্য করিতে যত্ন কর।

১৬। স্বামী স্ত্রী কেহ অহঙ্কারপূর্ব্বক আপন আপন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কোন কথা তুলিবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের গৃহের তুল্য পদস্থ সেবক সহকর্ম্মী জানিয়া পরস্পরকে মান্য করিবেক।

১৭। যে স্বামী স্ত্রীকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, এবং অবরোধে বন্দীর ন্যায় বদ্ধ থাকিতে না দেখিলে তাহার সতীত্বে বিশ্বাস করে না; যে সর্ব্বদা তাহাকে ক্রীত দাসীর মত রাখিতে চায়, কখন মাথা তুলিতে দেয় না; সে স্বামী তাহার অযোগ্য।

১৮। সেইরূপ যে স্ত্রী স্বামীকে দাসের ন্যায় করিয়া তদুপরি আধিপত্য করিতে ও বিলাসসুখ এবং সাংসারিকতার নিগড়ে তাহাকে প্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সে স্ত্রী ও তাহার স্বামীর যোগ্যা নহে।

১৯। কেহ কাহারও উপরে অত্যাচারী হইবেক না। প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে দুইজনে এক সঙ্গে কার্য্য করিবে।

২০। যদিও দুইজনে সমান, কিন্তু তথাপি অন্যায়রূপে একজন যেন অপরের প্রকৃতিকে অনুসরণ বা অন্যের পদকে অধিকার না করে।

২১। পরিবার মধ্যে ঈশ্বর তাহাদের যে পৃথক পৃথক স্বভাব এবং কার্য্যভার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কেহ যেন অতিক্রম না করে।

২২। পুরুষ যেন নারী প্রকৃতি না ধরে এবং গৃহকর্ত্রীর কার্য্য না করে। স্ত্রীলোক হইয়াও কেহ যেন পুরুষত্ব অন্বেষণ না করে এবং পুরুষোচিত কার্য্যে অভিলাষিনী না হয়।

২৩। উভয়ে ঈশ্বর নিয়োজিত নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করুক ; প্রতিযোগীর ন্যায় পরস্পরে বিবাদ না করিয়া সমাংশীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি বন্ধুতার সম্বন্ধ রক্ষা করুক।

২৪। যে নারী আপনার বৈধ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোচিত ক্রীড়া, আমোদ বা অন্যান্য কার্য্যে মত্ত হয়, এবং পুরুষের অভ্যাস অনুকরণ করিয়া স্বভাব-বিরুদ্ধে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, তাহাকে ধিক্! মহাবিনাশ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং লজ্জা ও অধঃপতন তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

২৫। যদি অহঙ্কারে ঘর নষ্ট হয়, ঈর্ষাও তবে পারিবারিক অশান্তির অপর এক কারণ জানিবে। মিথ্যা এবং পাপ জানিয়া ঈর্ষাকে পরিত্যাগ করিবে।

২৬। অবিশ্বস্ততা অতি ভয়ানক পাপ, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই তাহা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। মনের মধ্যে একটু সামান্য ব্যভিচার চিন্তাকেও অতি ঘৃণার্হ বলিয়া জানিবে।

২৭। যে সতীত্ব কেবল নিরাপদ অবস্থাতেই রক্ষা পায়, এবং প্রলোভন আসিলেই যাহার পরাস্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা যথার্থ সতীত্ব নহে। দাম্পত্য-বিশ্বস্ততা সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অবিচলিত থাকুক। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের এতদূর অনুগত হউন যে, সকল অবস্থাতে ব্যভিচার চিন্তা এক কালে অসম্ভব হইয়া যাইবে।

২৮। সতীত্বে প্রেম যোগ কর। প্রথমোক্তটি অভাবাত্মক, শেষোক্তটি ভাবাত্মক ; প্রথমটি কলিকা, দ্বিতীয়টি বিকসিত পুষ্প।

২৯। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে প্রমত্ত এবং প্রোৎসাহিত আনুগত্যের সহিত প্রেম করিবে, এবং প্রণয়ে উভয় উভয়ের মধ্যে বাস করিবে।

৩০। যেমন তাহারা এক সঙ্গে গৃহস্থালীয় সাংসারিক কার্য্য ব্যবস্থিত করিবে, তেমনি তাহারা এক সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা করিবে এবং সময়ে সময়ে আত্মার নিত্য বস্তু সম্বন্ধে সদালাপ করিবে।

৩১। স্বামী স্ত্রী যখন কোন নির্জ্জন স্থানে একত্র বসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন, এবং সানন্দচিত্তে অনন্ত পরমাত্মার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন তখনকার দৃশ্য স্বর্গীয়!

৩২। ইহ জীবনের অবসানে তাঁহারা এইরূপে স্বর্গের সুখধামে উত্থিত হউন, এবং অনন্ত পবিত্রতা ও অসীম আনন্দের নিকেতনে তাঁহারা একত্রে প্রবেশ করুন।

আর্য্যনারী সম্মিলনীতে পঠিত।

যে স্বর্গগত ভক্তিভাজন মহাত্মার বচনাতীত যত্ন অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমে হীনা বঙ্গবালার জীবন অন্ধকার দিনে এত সুখের হইয়া সংগঠিত হইয়াছে, যিনি স্বজাতির আর্য্য ভাব রক্ষার জন্য প্রতি পরিবারে ধর্ম্ম-বন্ধন-নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ

করিয়াছিলেন, যিনি এই নারী সভার আর্য্যনারী সমাজ নাম দিয়া গিয়াছেন, নারী জীবন সম্বন্ধে তাঁহারি কয়েকটী মত আজ আমার স্মরণ হইতেছে। যখন বঙ্গে বয়স্থা রমণীগণের জন্য মিসনারি স্কুল ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করিয়াছেন তাঁহার কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন এবং এই সকল বিষয়ের তাঁহার মতামতও বিশেষ অবগত আছেন। রমণীগণ নীতিধর্ম্ম জ্ঞানে উন্নত হয় ইহা তাঁহার অন্তরের চিরদিনের বাসনা ছিল, কিন্তু কোমল নারী প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় হইয়া পড়ে ইহা সঙ্গত মনে করিতেন না, নারী সুশিক্ষিতা হইলে রুচি ও বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত হইবে, কুসংস্কার নীচাশয় বিদূরিত হইবে হিংসা দ্বেষ শূন্য হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিতে পারিবে স্বার্থপরতা প্রলোভনে জয়ী হইয়া নির্ম্মল প্রশান্ত মনে সংসারে নিপুণতা লাভ করিয়া যথাসাধ্য দেশহিত ব্রত ও পরোপকারে নিযুক্ত থাকিবে। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু মতভেদ তাঁহার ছিল, যে নারী জাতি সুস্থ ও সংসারে মনোযোগিনী থাকিলে, সংসার সুশৃঙ্খলায় চলিবে গুরুজন ও স্বামী পুত্রের সেবার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, সেই নারী জাতি কিশরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থিনী হইয়া অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় অচিরে ক্ষীণ, রুগ্ন, ভগ্নোদ্যম হইয়া সংসারে কর্ত্তব্য কার্য্যে অপটু হইলে, গৃহের সুখ শান্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া সকলের পক্ষে তাহা উপযোগী বিবেচনা করিতেন না। নারী জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য একটী মত তাঁহার সর্ব্বোপরি ছিল, পুরুষ ও রমণী মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান বা সম্ভ্রম-সূচক-সতন্ত্রতা। এক বাটীতে অনেক পরিবার বাস করিলে তাহার এই নিয়মাধীনে চলিতে হইত, যে অপর স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত একাসনে বসিতে পারিবে না; স্বামী স্ত্রী উপস্থিত না থাকিলে এক যানারোহণে অপর পুরুষ বা স্ত্রী কোথাও গমনাগমন করিতে পারিবে না, অবিভাবক শূন্য হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানে যাইবে না ইত্যাদি। যদিও আজ কালের দিনে এ নিয়ম সকলের পক্ষে চলে না, তথাপি সাধারণতঃ নিশ্চয়ই চলে, কারণ যাঁহারা এরূপ সাহস ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন সে সকল রমণীর নিজ পদমর্য্যাদাই তাঁহাদের নিজের রক্ষক, কিন্তু সেরূপ রমণী আমাদের মধ্যে কয়জন আছেন? এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী, বা চিকিৎসাব্যবসাবলম্বিনী অথবা শিক্ষয়িত্রী ধাত্রীর সংখ্যা অল্পই। অনেক স্থানে দেখা যায় সামান্য শিক্ষিতাও স্বাধীন হইয়া উঠেন, ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা, নারী জাতির বৃথা আমোদের জন্য বা অকারণে দুঃসাহসিক হওয়া উচিত নয়। তিনি রমণীর অযথা সাহস ও অযথা স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেন না এজন্য সে সময়ের লোকেদেরও সেইরূপ শিক্ষা হইয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষা ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, ধর্ম্ম বিষয়েও নারীগণ পুরাকালের আর্য্যকন্যাসম নিষ্ঠাবতী ও পবিত্রা হৃদয়া থাকেন তাহাই তাঁহার মনের বাসনা ছিল, লজ্জাশীলা বিনয়ী ভক্তিভাবময়ী রমণীর সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন, ইহা আর্য্যনারীগণের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। যে সকল ভাব গুলির উজ্জ্বলতা থাকিলে আমরা সংসারে বিবাদ বিসম্বাদ হিংসা দ্বেষের হাত এড়াইয়া সুখে সংসার করিব, পরিজনে পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত রাখিব, হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র সিংহাসন স্থাপন করিবার অধিকারিণী হইব, সেই ভাব আমাদের প্রাণে অধিষ্ঠিত হউক দয়াময় দেবতা আমাদের সহায় হউন আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন গৃহে গৃহে প্রাণে প্রাণে আমরা যেন আর্য্যনারী হইয়া আর্য্য ধর্ম্ম পালন করি। তাহা হইলে ভক্ত আর্য্যগণ স্বর্গ হইতে আনন্দ বর্ষণ করিবেন।

যাবে পাখী।

পাখী উড়ে গেছে যেথা তার নীড়
আছে হেথা শুধু খাঁচাটী তার।
তাই হেথা তার শুনি না তো গান
গাহে না তো আর একটী গাথা
পুরাতন সুর মনে আসে কত
গাহিতে পারে না শূন্য যে খাঁচা
আর আসিবে না গাহিবে না গান
হতেছে ক্রমেই দিবা অবসান।
জীবন যেন শূন্য জীবন
আঁধার আঁধার তরুণ তপন।
বিজলীর ছটা আঁধার বসন।
গোঠে মাঠে খেলে রাখাল বালক
বাজায়ে বাঁশরী বেণু সুধা রব
সকলই শূন্য পাখীর আবাস রহেছে পড়ে
যে দিন মিলিবে পাখীর সাথে
সেই দিন গাবে আকুল হৃদয়।
ভুলে যাবে ব্যথা জীবন ব্যাপিয়া
আনন্দের সুধা করিবে পান।
ডাকিবেন প্রভু নাম ধরি তারে
বহিছে যথা দেবের নিশ্বাস।
পাখীতে পাখীতে গাহিছে মহান
স্বর সুলহরী উঠিতেছে তান।
সেই সুখধামে সুখে উত্তরিব
ভুলে যাবে পাখী ভব বিড়ম্বনা।
গাহিবে গান হইবে বিভোর
মহাসঙ্গীতে মত্ত সুর পুর।
সকলেই মোরা পাখী সে স্বদেশে
দুদিনের যাত্রী এই ভববাসে।
সেই সঙ্গীতে মত্ত রহিব সদাই
হউন সহায় পাখীর আশ্রয়।

আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি।

পৃথিবীতে সাতটি আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে ইহা আমরা শৈশব হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহা কি কি এবং কোথায় আছে এ সকল বিষয়ে আমরা অনেকেই জানি না। তাহার মধ্যে কয়েকটি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। Seven Wonders মধ্যে একটি—মেডিটারে-

নিয়ান সমুদ্রস্থ রোডস্ দ্বীপে এক প্রকাণ্ড পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি এত বড় যে মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। ইহা ১২৫ ফিট দীর্ঘ। রোডস্ দ্বীপে কোন একটী বন্দরের প্রবেশ পথে দুই দিকে দুইটি উচ্চ প্রাচীরের উপরে দুই পদ রাখিয়া এই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল, তাহার নিম্ন দিয়া অনায়াসে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান গমনাগমন করিত। এই প্রকাণ্ড কলেবর মূর্ত্তির এক একটী অঙ্গুলীও এত স্থূল যে তাহা হস্ত দ্বারা বেষ্টন করা যাইত না। প্রতিমূর্ত্তিটি ফাঁপা উহার মধ্য দিয়া একটি সোপান ছিল যাহা দ্বারা উহার উপরে শিরদেশে উঠিলে সুদূরের দ্বীপ সমূহ দেখা যাইত। খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ক্যারিস্ অব্ লিণ্ডাস নামক এক ভাস্কর দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয়, এবং উহা নির্ম্মাণ করিতে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তিটি ষাট বৎসর ধরিয়া ঐ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল পরে এক ভূমিকম্পে উহা ভূমিসাৎ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

Apollo বা সৌন্দর্য্যের দেবতা সে দ্বীপে রক্ষাকারী দেবতা বলিয়া পূজিত হইত, তাহারি সম্মানার্থ ও স্মরণার্থ এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভূমিকম্পে উহা ভূমিসাৎ হওয়ায় সে দ্বীপের বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ৮৯৪ বৎসর ধরিয়া উহা ঐ ভাবে পড়িয়াছিল, পরে ৬৭২ খৃষ্টাব্দে উহা একজন য়ীহুদী বণিকের নিকটে বিক্রয় করা হয়। তিনি নয় শত উষ্ট্র পৃষ্ঠে করিয়া উক্ত ধাতু স্বস্থানে লইয়া যান। উহা ওজনে নয় সহস্র মণ ছিল।

হিমালয় দর্শন।

উপর হইতে আরও উপরে উঠি, কিন্তু মন যদি না উপরে যায় তবে কি উপরে উঠিতে পারি? নীচ মন কি নীচ ব্যবসায় ছাড়িতে পারে? সে যে সংসার সংসার টাকা টাকা করিতেছে উপরে গিয়া কি সে নীচ ভাবনা যায়। ভাবুক ভক্ত যাঁহারা এই উচ্চ পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা কি নীচ বাসনা কামনা মনে পোষণ করিতেন? আত্মা তুমি উচ্চে উঠ অসার ভাবনা ছাড়। এই হিমালয়ের —শীতল বায়ুতে দেহ মনের উত্তাপ সকল চলিয়া যাউক, হিমাচলের ন্যায় স্নিগ্ধ শীতল হউক। নির্ঝরিণী যেমন মহাদেবের পদ ধৌত করিয়া হু হু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই এ মনও উত্তপ্ত স্থান হইতে সেই অনন্তের দিকে প্রবাহিত হউক। দেশ দেশান্তর প্রান্তর কানন সকল ছাড়িয়া কত দূর দূরান্তরে উঠিলাম। আর কেন আসক্তি মায়া? চক্ষু মুদিয়া সকল মায়ার খেলা ছাড়িয়া দিয়া দেখ মন তুমি কত উপরে। অনন্ত করুণাময়ের করুণা আমরা প্রাপ্ত হই বলিয়া সব ভুলিয়া যাই। গ্রীষ্মের উত্তাপে শরীর মন জীর্ণ শীর্ণ। সেই উত্তাপ ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম শীতল পর্ব্বতের বায়ুতে মন প্রাণকে শীতল করিলাম। তথাপি কেন অকৃতজ্ঞ হই। গৃহের

ভিতর মেঘ আসিয়া আমাদের উত্তপ্ত দেহকে সুশীতল করিতেছে। স্বর্গীয় বায়ু আসিয়া প্রাণকে মুগ্ধ করিতেছে। এ সকল কি লীলাময়ের করুণা নহে? এত করুণা প্রাপ্ত হই বলিয়া কি অকৃতজ্ঞ হইব? কখনই নহে। এই হিমালয়ের পবিত্র বায়ুতে চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া আরও শুদ্ধ হই উন্নত হই।

এলিজাবেত গণ্ট।

ইংলণ্ডের ভূপতি দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্ব কালে এলিজাবেত গণ্ট নাম্নী একজন রমণী পরহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তিনি বড় সুশীলা ধার্ম্মিকা ও ভক্তিমতি ছিলেন। তাঁহার জীবনের বিশেষ গুণ দয়া। সকল মানবের প্রতি তাঁহার সমান দয়া ছিল। এমন কি তিনি কারারুদ্ধ পাপীকে দয়া করিতে কুণ্ঠিতা ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ছিল ও তাঁহার দয়ার উপর দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই অধিকার ছিল। সে সময়ে ইংলণ্ডে রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল এবং যে কেহ ধর্ম্মাচার্য্য পোপের আজ্ঞাধীন বা সে ধর্ম্মের সম্যবিশ্বাসী না হইত সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এই সকল লোককে এলিজাবেত দয়া বিতরণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। সেই সময়ে জেম্‌সের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র হয়, বার্টন নামক এক ব্যক্তি সে দল ভুক্ত ছিল। তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য রাজাজ্ঞা ঘোষিত হয় ও সে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কার স্বরূপ দেড় সহস্র মুদ্রা দান করা হইবে। বার্টন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া এলিজাবেতের স্মরণাপন্ন হয় ও তাঁহার আশ্রয় প্রার্থী হওয়াতে তিনি তাহাকে তাঁহার গৃহে রাখেন ও গোপনে তাহাকে জাহাজে করিয়া অন্য দেশে প্রেরণ করেন ও তাহার সাহায্যার্থ ৭৫৲ টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করেন। এলিজাবেত ধনী ছিলেন না তাঁহার পক্ষে এত টাকা দেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। দুই বৎসর কাল বার্টন গোপনে বিদেশে কাটাইয়া পরে এক দল সেনা ভুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বার্টন লণ্ডনে জন্ ফারন্‌লী নামক এক দরিদ্র নাপিতের আশ্রয় লইয়াছিল। ফারন্‌লী অত্যন্ত দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থ ছিলেন, তিনি জানিতেন বার্টনের সন্ধান গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিলে অনায়াসে তিনি দেড় সহস্র মুদ্রা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ফারন্‌লী বিশ্বাসী ও ন্যায় পরায়ণ ধার্ম্মিক ছিলেন এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফারন্‌লী, গবর্ণমেণ্ট সন্ধান পাইলে তাঁহারও গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে এ বিপদ জানিয়াও অতিথিকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু বার্টনের হৃদয় কৃতজ্ঞ বা বিশ্বস্ত ছিল না। বার্টন শুনিতে পাইল রাজা জেম্‌স্ বিরুদ্ধাচারী বা ষড়যন্ত্রকারীর প্রতি তেমন

দণ্ড বিধান করিতেছেন না, কিন্তু যাহারা তাহাকে প্রশ্রয় বা আশ্রয় দান করিতেছে তাহাদের প্রতি ভয়ঙ্কর ও গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা বিধান করিতেছেন। জেম্‌স্ এরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে কেহ এই সকল ব্যক্তিকে গোপনে আশ্রয় দান করিবে বা তাহাদের রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে তাহাদিগের প্রতি কোন রূপ দয়া বা ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে না ও তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বার্টনের হৃদয়ে দুইটি ইচ্ছা প্রবল হইল, জীবনের মায়া ও অর্থ লোভ। বার্টন গবর্ণমেণ্টের কাছে নিজ দোষ স্বীকার করিল এবং পুরস্কারের লোভে অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকার স্বরূপ তাহার রক্ষাকারী ফারনলী ও এলিজাবেত গণ্টকে ধৃত করিল। এলিজাবেত ও ফারনলী বিচারালয়ে বিচারিত হইলেন। বার্টন তাঁহাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দান করিল। কিন্তু এলিজাবেত যে বার্টনকে ষড়যন্ত্রী বলিয়া জানিতেন ইহা কেহই প্রমাণিত করিতে পারিল না। কারণ বার্টন এ সকল বিষয়ে কোন কথাই এলিজাবেতকে বলে নাই। তিনি যেমন সকলকে দয়া করিতেন সেই রূপ বার্টনকে বিপন্ন দেখিয়াই আশ্রয় দিয়াছিলেন ও রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার দোষের কথা শ্রবণ করিলে তবে বোধ হয় তাঁহার কোমল হৃদয়ও তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইত। এ সকল সত্ত্বেও তিনি দোষী প্রমাণিত হইলেন ও তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইবে বিচার নিষ্পত্তি হইল! যথা দিবসে দাহ স্থানে বহু জনতার সমাগম হইল। এলিজাবেত শান্ত ও সাহসিকতার সহিত প্রফুল্ল হৃদয়ে সকল কষ্ট সহ্য করিলেন। এলিজাবেত মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাঁহার কাছে বিশ্বাস যেমন একটি ধর্ম্ম প্রেমও সেই রূপ। ভগবানের দয়াতে যে প্রেমের জন্যই তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল তাহাতেই তিনি নিজেকে ধন্যা মনে করিতেছেন। এরূপ বর্ণিত আছে যখন তাঁহাকে দগ্ধ করা হইতেছিল তিনি স্বহস্তে খড় ও বিচালী সরাইয়া লইতেছিলেন ইহা দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ অশ্রু নিবারণ করিতে পারে নাই।

আশ্চর্য্য সেই সময়ে এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা আরম্ভ হইল তাহাতে গৃহ ভূমিসাৎ ও অর্ণবযান জলমগ্ন হইল ইহা দেখিয়া অবিশ্বাসীগণের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পাপের জন্যই বুঝি ভগবানের এই শাসন বিধি!

সেই দিন অবধি কোন স্ত্রীলোকই ইংলণ্ডে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ হারায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে এলিজাবেত একখানি কাগজে তাঁহার মনভাব নিজ হস্তে লিখিয়া যান সেখানি গাম্ভীর্য্য, বিশ্বাস ও সরলভাবে পূর্ণ এবং উহা সকলের মনেই সহানুভূতি জাগরিত করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তিনি লিখিয়াছিলেন তিনি যে কষ্ট পাইলেন তাহার জন্য সকলকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু বিচার তাঁহারি হস্তে যিনি রাজার রাজা।

তাঁহার জীবন চিরদিন সকলের হৃদয়ে উচ্চ স্থান পাইবে সন্দেহ নাই। স্বর্গে নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে দয়াশীলা এলিজাবেতের জীবন শেষ হইল। তাঁহার জীবনে প্রেমের জয় হইল।

আণ্ডামান কাহিনী।

ভারতর্বের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড-মেও বাহাদুর, পরিদর্শন মানসে আণ্ডামান দ্বীপে উপনীত হইলে, দুরাত্মা সের আলি সুযোগ ক্রমে তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে খড়্গাঘাতে নিহত করে। কলিকাতা নগরে এই হৃদয় বিদারক শোক সমাচার উপস্থিত হইলে পর, তদন্ত করিবার জন্য তথায় তিন জন সুদক্ষ পুলিস কর্ম্মচারী প্রেরণ করা হয়; তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার নাম শ্রীকালীনাথ বসু। তাঁহারা আণ্ডামানে গমন করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া বিশ্রাম জন্য কয়েক দিন সেইখানে অবস্থান করেন। সেই অবসরে পূর্ব্বোল্লিখিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক জন লইয়া প্রত্যহ আণ্ডামানের এক এক স্থানে পর্য্যটন করিতে বহির্গত হইতেন। আণ্ডামান পর্ব্বতময় প্রদেশ, বিশাল জলধি গর্ভ হইতে গিরি শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে, তাহার এক একটী উন্নত শিখর অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া আছে; কোন কোন শিখরে কত সমুদ্র-বায়ু-বিহারী বড় বড় পক্ষী বসিয়া সমুদ্র কল্লোল শ্রবণ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। প্রথমে যখন কর্ম্মচারীগণ সে স্থানে গমন করেন, জাহাজ বন্দরে আসিলে তাঁহারা অবতরণ করিয়া দেখিলেন কোন এক প্রশস্ত স্থানে বন্দীগণের পরিশ্রমে কত শস্য উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে। কত বন্দী আপনাদিগের আবাস স্থান নির্ম্মাণে নিযুক্ত আছে, কেহ বা তাহার উপকরণ বহন পূর্ব্বক সাহায্য করিতেছে। আণ্ডামানবাসীরা এক জাতীয় বড় বড় পাতা ও কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। তথাকার আদিম নিবাসীগণ অতিশয় অসভ্য, প্রায় পশুর মত। আণ্ডামানের সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে এক একটি রক্ষকদিগের আবাস, তাহারা বন্দীদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে না বটে কিন্তু কে কি করিতেছে কোথা রহিয়াছে সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে। আগত কর্ম্মচারীগণ আণ্ডামানের অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইংরাজ জাতীর ক্ষমতায় ও বুদ্ধি বলে সেই অরণ্যময় দ্বীপও যেন একটী নগর তুল্য হইয়াছে; সেখানে বিচারালয় কারাগার দোকান বাজার প্রভৃতি সকলই নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও চুরি প্রভৃতি দুষ্কার্য্য দ্বারা বিচারাধীন হয় ও কেহ কেহ সেখানকার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে সেজন্য দুইটি কারাগৃহ নির্ম্মাণ করা

হইয়াছে। নির্ব্বাসিত হইবার পর অনেকের প্রকৃতি একেবারে সংশোধিত হইয়াছে। কেহ বা মুক্ত হইয়া স্বদেশে গিয়া আবার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পুনরায় দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল লোকদিগের মধ্যেও ভাল মন্দ আছে। কাহারও কাহারও প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্ম্ম জনিত পশুবৎ ভয়ানক হইয়াছে, পাপের দাসত্ব আর কিছুতেই তাহারা ছাড়িতে পারে না। কেহ কেহ পূর্ব্বে অজ্ঞানতা বশতই হউক অথবা প্রলোভন পরবশ হইয়াই হউক পাপাচরণ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে সে স্বভাব আর নাই, বোধ হয় ভদ্র সমাজে বাস করিলেও আর কাহারও অনিষ্ঠ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের সংখ্যা অল্প ও তাহারা সকলেই প্রায় বয়স্থ, যাহারা পূর্ব্বের পাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হন; পাপ কার্য্য করিবার পরই জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন; কিন্তু পাপের দণ্ড কোথায় যাইবে? কুকর্ম্মের ফল স্বরূপ তাহাকেও আজীবন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা করা হইয়াছে।

কর্ম্মচারীগণকে আণ্ডামানের গবর্ণর জেনারল মেজর ষ্টুয়াট সাদরে আপন ভবনে আশ্রয় প্রদান করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন সেখানকার গবর্ণরের বিতল কাষ্ঠ নির্ম্মিত ভবনটি অতিশয় সুন্দর, ভিতরে বড় বড় প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠের মধ্য প্রাচীরের চতুষ্পার্শে নানা জাতীয় পক্ষীর সুন্দর সুন্দর পালক সুরুচি সহ সজ্জিত, গৃহতলে কত প্রকার পশুচর্ম্ম বিস্তৃত করা; বহির্ভাগে স্থানে স্থানে যত্নসহকারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু সকল রোপিত হইয়াছে, পথগুলি সরল ও অতি পরিষ্কার, সেই স্থান হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে অথবা নিম্ন স্থানে অবরোহণ করিতে সুগম পথ আবিষ্কার করা হইয়াছে। তাঁহারা যত দিন আণ্ডামানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন গবর্ণরের বাটীতেই ছিলেন।

একদিন বৈকালে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কালীনাথ বসু ভ্রমণ জন্য বহির্গত হইয়া সাগরতীরস্থ পর্ব্বতের উচ্চ শিখরবর্ত্তী সুগম স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যাস্তগমন দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন; সে স্থানে মনুষ্য সমাগম নাই, তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছিলেন। সাগরের নীল জলরাশির মধ্যে ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে সূর্য্য দেবের প্রকাণ্ড দেহখানি মগ্ন হইতেছে, তিনি একাগ্র মনে তাহাই দেখিতেছিলেন এবং বিশ্বস্রষ্টার অসীম ক্ষমতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন ক্রমে অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, লোক জন সঙ্গে কেহ নাই, পর্ব্বত হইতে অনেকটা পথ নামিয়া যাইতে হইবে; মনে ভয়ের সঞ্চারও হইল কারণ ঐ পর্ব্বত শিখরের অত্যুচ্চ স্থানেই রাজ-

প্রতিনিধিস্বরূপ লর্ড মেও সূর্য্যাস্ত সময়ের সুন্দর দৃশ্য দর্শনের জন্য আরোহণ করিয়া সের আলি কর্ত্তৃক হত হয়েন, সেই কথা মনে উদিত হইবা মাত্র তিনি দ্রুতপদে নামিতে আরম্ভ করিলেন, নামিতে নামিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সমূহের প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, প্রতিক্ষণে মনে হইতে লাগিল, লতা বেষ্টিত তরুশ্রেণী মধ্যে কে যেন খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ক্রমে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল পদ নিক্ষেপ ও অধিকতর দ্রুত হইল, সেই সময় অৰ্দ্ধ চন্দ্র উদিত হওয়াতে মৃদু জ্যোৎস্না আলোক রজনীর গাঢ় অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিল, ইহাতে তাঁহার পথ পরিভ্রমণের ক্লেশের লাঘব হইয়া গেল। যখন পর্ব্বতের শেষ সীমায় আসিলেন তখন দেখিতে পাইলেন কয়েক জন লোক তাঁহারই দিকে আসিতেছে। কালীনাথ বাবু ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন না। তিনি স্থির ভাবে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, লোকেরা নিকটে আসিলে দেখিলেন তাহারা আর কেহই নয় তাঁহার সঙ্গীগণ! তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "আমরা আপনারই অন্বেষণে এতক্ষণ নিযুক্ত ছিলাম এবং আপনাকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছিল, এক্ষণে আহারের সময় উপস্থিত, বাসায় যাইয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করুন, সকলেই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।" কালীনাথ বাবু সত্বর বাসাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় নিকটেই যেন একটী গভীর নিনাদ শ্রুত হইল, তাহা শঙ্খধ্বনি বলিয়াই বোধ হইল, সে সময় রজনী উপস্থিত, অনেক পথ অতিক্রম করিয়া বাসায় যাইতে হইবে, কিঞ্চিৎ ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছে, সেই জন্য সে সময় আর শঙ্খধ্বনির অনুসরণ না করিয়া অগত্যা স্বস্থানে গমন করিতে হইল। বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহারীয় দ্রব্যাদিরও আয়োজন হইয়াছে, এবং সকলে একত্র হইয়া কেবল তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তিনি আসিলে সকলে আহারে বসিলেন। আহার করিতে করিতে কালীনাথ বাবু আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সহচর ইংরাজদিগকে বিদিত করিলেন, তাহারা শঙ্খনাদের কথা শ্রবণ করিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া বলিল কল্য প্রত্যুষেই ইহার অনুসন্ধান জন্য বহির্গত হওয়া যাইবে। আহারাদির পর সকলে স্ব স্ব বিশ্রাম কক্ষে যাইয়া নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ম্মচারীগণ ও তত্রস্থ আরও কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সঙ্গে পরিভ্রমণের জন্য সুসজ্জিত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র তীরাভিমুখী হইলেন, নানা বিষয়ে কথোপকথনে ও স্বভাবের রমণীয় শোভা অবলোকন করিতে করিতে সকলে পথ

অন্তর্বাহিত করিয়া চলিলেন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় যে স্থান হইতে শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সঙ্কীর্ণ পথ ক্রমশঃ বক্র হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও সেই পথে মনুষ্য পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, অবশেষে দেখিলেন, একটী বটবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড বৃক্ষের পাদদেশে বিবিধ ফুলে সজ্জিত একটি শিলাখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, নিকটে একটী প্রাণীও নাই। তাঁহারা অন্য একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া মনুষ্য সমাগম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক শীর্ণ কায় শ্বেত শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি সেই বৃক্ষের দিকে আসিল এবং সেই অপরিচিত পুরুষদিগকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "তোমরা কে গা বাপু, কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ?" ইংরাজগণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল, কালীনাথ বাবু বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে বাস করিতেছ?" তাহাতে বৃদ্ধ উত্তর করি, "এইখানে আমরা দুই বেলা পূজা আহ্নিক করিয়া থাকি, এই শিলাখণ্ডই আমাদের পূজ্য দেবতা।" এই ভাবে কথারম্ভ করিয়া বৃদ্ধ অনেক আলাপ করিল। কালীনাথ বাবুর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অতিশয় প্রীত হইল, তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া হর্ষে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে অশ্রু মোচন করিয়া কহিল "আপনি আমার মত পাপীর অশ্রুপাত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না,, আজ আমি বহু দিনের পর স্বদেশীয় ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, মনুষ্য অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও বোধ হয় সেরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। বঙ্গদেশের কোন স্থানে আপনার জন্ম, যদি বাধা না থাকে তবে এ নরাধমকে জানাইয়া চরিতার্থ করিবেন, আকারে বোধ হইতেছে আপনি কলিকাতা নিবাসী ও ভদ্র বংশীয় সন্তান।" কালীনাথ বাবু তাহার এতাদৃশ কাতরতা দেখিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন ও বৃদ্ধ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহার উত্তর দানে তাহাকে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ কোন্ অসৎ কর্ম্মের শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব বাসস্থান কোথা? কত দিন হইল এস্থানে আসিয়াছে এবং এমন ধর্ম্মের অবস্থা কি প্রকারে হইল; জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বলিল, "আপনি যদি এ পাপাত্মাকে এত দূর প্রশ্রয় দিলেন তবে আমার একটী প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমি রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া আপনার নিকটে যাইতে পারি, নতুবা আপনি যখন বায়ু সেবনার্থ বাহির হইবেন সেই সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক এইস্থানে এক একবার পদার্পণ করিলে বাধিত হইব। আমি ও

আমার সঙ্গী শিষ্যগণ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই রমণীয় স্থানে আসিয়া সন্ধ্যাক্রিয়া সমাপন করিয়া স্তব ও আরতি করিয়া থাকি।” ইহা শ্রবণ করিয়া কালীনাথ বাবু বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কল্য সন্ধ্যাকালে কি তোমাদিগের শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছিলাম? বৃদ্ধ বলিল, “হাঁ প্রতি দিন আমরা সন্ধ্যারতির শেষ ভাগে শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকি। মহাশয়! আপনিও একজন হিন্দুসন্তান, যদি সুবিধা হয় তবে অদ্য সন্ধ্যার সময় এইখানে আসিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরতি দর্শন করিবেন।” কালীনাথ বাবু বলিলেন “আমি হিন্দু বটে কিন্তু এই সকল দেব দেবী যাহা প্রস্তর বৃক্ষ বা মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত তাহাতে আমাদের ভক্তি বিশ্বাস হয় না, এ সকল সৃষ্ট বস্তু, এ সকলের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই মানবের এক মাত্র পূজ্য দেবতা ইহাই আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি।” বৃদ্ধ কহিল “তা যাহা হউক মস্তকোপরি দেবতা আছেন ইহাত বিশ্বাস করেন? নতুবা পরিণামে পরিতাপের সীমা থাকে না, নাস্তিকতায় মনুষ্যের কিছু মাত্র সুখ নাই এবং তাহাই মানবের সকল অনর্থের মূল। হায়! আমি একদিন ঘোর নাস্তিক ছিলাম, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল, তখন মনে হইত মনুষ্যের নিকট সাধুতা দেখাইলেই হইল, অন্তরে যাহাই থাক্ না। মনুষ্য ব্যতীত ভয় করিবার যে কেহ আছেন তাহা বুঝিতাম না।” এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল ও আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিল, “রে মূঢ় অন্তঃকরণ পাপ হ্রদে ডুবিবার পূর্ব্বে কেন তোর চৈতন্য হইল না, যে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান সকল দেখিতে ও জানিতে পারিতেছেন? বিশ্বেশ্বর কৃপা করিয়া এ অধমকে উদ্ধার করুন। তিনি বিনা পাপীর আর গতি নাই। দেবতা আমার সহায় হউন, আমার মলিন হৃদয়ে তাঁর পাদপদ্ম অর্পণ করুন।” বৃদ্ধ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। কালী বাবু বলিলেন “আমরাও নাস্তিকতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেই মহান্ বিশ্বপাতা অনাদি অনন্ত প্রভুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে নিস্তার নাই, তোমরা সাকার ভাবে উপাসনা কর আমরা নিরাকারের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি।” যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া সেই বৃক্ষমূল হইতে কিছু দূরে যাইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া কালীনাথ বাবু সহচরগণকে ডাকিয়া বাসায় যাইতে চাহিলেন, তাহারাও ইতিপূর্ব্বে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল। গৃহে ফিরিবার সময় পথে ইংরাজগণ ঐ বৃদ্ধ কেন রোদন করিতেছিল? কি কথা হইল? উহার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে কি নানা প্রশ্ন করিয়া কালীনাথ বাবুকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। তিনি কেবল মাত্র প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দিয়া আর

কোন কথা বলিলেন না। বাসায় আসিয়া স্নান আহারান্তে সকলে নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। কালীনাথ বাবু নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই বৃদ্ধের সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রথমে ভাবিলেন, অবস্থা ও সময় বিশেষে মানব প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। বৃদ্ধকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি শুদ্ধচরিত্র যোগী। ঈশ্বরের কি মহিমা, কঠোর প্রকৃতির মনুষ্য অন্তরেও সময়ে কোমলতা দিয়া পুণ্য পথে আকর্ষণ করেন। আবার ভাবিলেন ঐ ব্যক্তি যে আমাকে দেখিয়া আপন পাপের জন্য অনুতাপ করিল, তাহা আন্তরিক বা মৌখিক? আমার সঙ্গে যে সাক্ষাতের অভিলাষ করিল তাহাতে কোন দুরভিসন্ধি নাই ত? তাহাকে দেখিলে, না থাকাই সম্ভব মনে হয়।

তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল. "অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া এক বৃদ্ধ বন্দী আসিয়াছে সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।" কালী বাবু তাহাকে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া আসিল। বৃদ্ধ কালীনাথ বাবুর সম্মুখে কতকগুলি সুপক্ক ফল পাত্র সমেত রাখিয়া কহিল "এই ফল আপনি ভক্ষণ করিবেন, এই সকল ফল আমার স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের সেই জন্য যত্নপূর্ব্বক আনিয়াছি, আপনি আহার করিয়া আমার শ্রম সফল করিবেন," এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। কালীনাথ বাবু ভৃত্যকে ফলগুলি ভোজনালয়ে লইয়া যাইতে অনুমতি. করিলেন। সাহেবগণ দ্রব্যাধারে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফল সজ্জিত আছে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল, এবং কোথা হইতে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল, কালীনাথ বাবু উত্তর করিলে তাহারা ফল ও ফল প্রদাতার প্রশংসা করিতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে সকলে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন, সকলেই সঙ্গে স্ব স্ব কৃপাণ লইলেন ও সরকারী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। কিন্তু কালীনাথ বাবু দেশীয় পরিচ্ছদে বাহির হইলেন কারণ তাহা দেখিলে বৃদ্ধ অধিকতর আনন্দিত হইবে। কর্ম্মচারীগণ বেড়াইতে বেড়াইতে বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বৃদ্ধ ও আর কয়েকজন লোক বৃক্ষ লতাদি বেষ্টিত এক মনোহর স্থানে বসিয়া আছে, সে সময় সূর্য্যের প্রখর কিরণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বৃক্ষাদির মধ্য দিয়া শীতল বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের দেহ স্নিগ্ধ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে পক্ষীগণ কলরব করিয়া মন বিমোহিত করিতেছে, স্থানটি অতি রমণীয় ও নির্জ্জন, সহজেই মন মধ্যে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহাতে আবার গভীর সাগর কল্লোল শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতা ও গম্ভীর ভাব শত গুণে বৃদ্ধি করিতেছে।

বৃদ্ধ ও তাহার শিষ্যগণ কর্ম্মচারীগণকে আগত দেখিয়া অভিবাদন করিল এবং সকলকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। সকলে বসিলে পর বৃদ্ধ বলিল, "আমাদের সন্ধ্যাপূজার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আপনাদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া সুখী হই। এখানে যাহাদের দেখিতেছেন ইহারা সকলেই

আমার শিষ্য, ইহাদের সঙ্গে এতক্ষণ আপনারই কথা হইতেছিল।" পরে কালী বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ইহারা আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল" কালী নাথ বাবু বলিলেন "বন্ধ! আজ সময় থাকে তবে তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের মনের কৌতূহল দূর কর। আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে যে একে একে সকলের নির্ব্বাসন হইবার বিবরণ শ্রবণ করি।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অনুতাপে দুঃখে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "মহাশয় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আমি স্বয়ংই লজ্জিত হই, যে কার্য্য পূর্ব্বে অনায়াসে সাধন করিয়াছি, এখন তাহার কথা মনে আনিতেও ঘৃণা হয়। আমার ন্যায় নরাধমের নরকেও স্থান নাই, হায় পৃথিবী এ পাপাত্মার ভার আর কত দিন বহন করিবে, আমার নিজের জীবনে নিজের ঘৃণা জন্মিয়াছে, মৃত্যু কত দিনে এ দেহ গ্রাস করিবে?" কিছুক্ষণ পরে উচ্ছ্বসিত মনবেগ হ্রাস হইলে স্থির হইয়া কহিল, যদি একান্তই এ পাপীষ্ঠের জীবনেতিহাস শ্রবণ জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন তবে শ্রবণ করুন।"

(ক্রমশঃ)

MOTTOES FROM THE BRAHMO POCKET DIARY.

13th February.

Be Thou henceforward unto me not creed or doctrine, not devotion or enthusiasm only, but Life.

১৩ই ফেব্রুয়ারী।

জীবন স্বরূপ হও জীবন আমার
তুমি মোর হও প্রাণ মন।
শুধু ধর্ম্ম ভক্তি বলে মানে নাক আর,
এ আশান্ত হৃদয় এখন।
তব অনুরক্ত ভক্ত হব, এ সাধনা
মেটে নাক তাহে শুধু আর।
তাই মোর এই সাধ এই আরাধনা
তুমি হও জীবন আমার।
জীবনের বায়ু যেন নিশ্বাসের সম
মিশাইয়া যেও এই বুকে
হৃদয়ের ধ্বনি হও আত্মা যেন মম
তাহলে সদাই পাব সুখে।

14th February.

As the eye to light and ear to sound are by nature mysteriously linked, so the various organs of the self bereft soul at once and naturally unite with their corresponding attractions in the Infinite Soul.

১৪ই ফেব্রুয়ারী।

জগদীশ দয়াময় চরণে তোমার
আমার এ আকুল প্রার্থনা।
সুখে দুঃখে কখনও কুহক মাঝার
হারাইয়া না ফেলি আপনা।
নয়নের আলো মম থাকিও নয়নে
যেন আমি পথ চিনে যাই।
শ্রবণের শক্তি যেন তুমি এ শ্রবণে
তব নাম শুনিবার পাই।
মাঝে মাঝে শান্তি হারা ক্লান্ত এ পরাণ
শক্তি তারে দাও শক্তিময়
সুখ দুঃখ সব মোর হউক সমান
তোমাতেই পূর্ণ এ হৃদয়।

15th February.

There is a beauty in Thy face, dear Lord, which has fascinated Thy devoted saints above. If I see Thee continually shall I not love Thee? Yes.

১৫ই ফেব্রুয়ারী।

অতুল সৌন্দর্য্যময় তোমার আনন
কি মহত্ত্ব তাহাতে প্রকাশ,
চিরমুগ্ধ দেখে হয় লুব্ধ প্রাণ মন
হর্ষে ভরা হৃদয় আকাশ।
যেন দিবানিশি নাথ প্রত্যেক প্রহরে
ওই রূপ দেখিবারে পাই।
আমি যেন আত্মহারা চির প্রেম ভরে
তোমাতেই মিশাইয়া যাই।
তোমারি প্রেমের মূর্ত্তি হৃদয় আসনে,
তোমারেই সদা বাসি ভালো,
তুমি সুখ শান্তি রূপ যেন এ পরাণে
এ নয়নে তুমি মোর আলো।

16th February.

He is moral beauty in perfection. And His word, that inspires and enlighteus, is moral music in perfection.

১৬ই ফেব্রুয়ারী।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তব পূর্ণ রূপ
ছাইয়াছে আকাশ ধরণী
তাহার মহিমা প্রভু জানায় কিরূপ
আমি শুধু অজ্ঞান রমণী।
ওই পূর্ণব্রহ্মরূপে মানবের হিয়া
বেঁধে দাও চির ভক্তি ডোরে,
তোমার আহ্বান ধ্বনি উঠুক জাগিয়া
বিশ্বরূপ সঙ্গীত মাঝারে।
দূর হতে ওই বাজে বিধান মধুর
ডাকিছেন ব্রহ্ম সনাতন,
হৃদয়ের পাপ তাপ করে দিল দূর
সে আহ্বানে হৃদয় মগন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সংবাদ।

এরূপ শুনা যাইতেছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্জ্জন পত্নীসহ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

পারস্য অন্তর্গত টেহারেন রাজধানীতে কলেরা রোগে বহু সংখ্যক লোক মরিতেছে। ইংরাজগণ ভয়ে সহর ছাড়িয়া পর্ব্বতের উপর গিয়া বাস করিতেছে। এক এক দিবস নয় শত মৃত্যু সংখ্যা হইতেছে!

সোলাপুরে "কল্পতরী" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে সম্প্রতি নাসিক নগরে গোদাবরী নদীতে এক বৃহৎ মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৮ ফিট এবং প্রস্থে ১৮ ফিট। এই অদ্ভুত কঙ্কালটি সত্বর কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে।

তিব্বত যাত্রা। ইংরাজ সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে লাসার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। গয়ানট্সী ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই তিব্বতবাসীগণ তাহাদিগের পথ রোধ করে নাই বা বাধা দেয় নাই। তিব্বতবাসীগণ তাহাদিগের দুর্গ সকল শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে সৈন্যদল অনায়াসে অগ্রসর হইতেছে। তবে সে স্থানের পথ অতি দুর্গম।

রুষ-জাপ যুদ্ধ। একজন রুষ সৈন্য লিখিতেছে, "Port Arthur অধিকার করিতে জাপানীগণের বহু দিন লাগিবে। সেখানের দুর্গ দুর্ভেদ্য, সৈন্যগণ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যুদ্ধাস্ত্র কামান ইত্যাদিও অনেক আছে তাহা অধিকার করা দুষ্কর। খাদ্য সামগ্রীও যথেষ্ট আছে যাহা নিঃশেষিত করিতে বহু দিন লাগিবে। Port Arthur জয় করা যে একেবারে অসম্ভব

তাহা নহে, তবে অনেক দিন লাগিবে, অন্ততঃ চারি মাস অনায়াসে এই ভাবে কাটিতে পারে।" মৃত্যু সংখ্যা দুই পক্ষেই অতি ভয়ানক।

ভারতবর্ষের তাম্র পয়সার পরিবর্ত্তে Nickel ধাতুর পয়সা হইবার কথা হইতেছে। উহার আকৃতি প্রায় আমাদের সিকির মত হইবে। অপাততঃ দুই প্রকার নমুনা প্রস্তুত হইয়াছে। এক প্রকারের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র থাকিবে, যাহাতে অনেকগুলি এক সঙ্গে দাড়তে ঝুলাইয়া রাখিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহাতে সম্রাটের মূর্ত্তি মুদ্রাঙ্কন করিবার স্থান নাই। ইহার এক পৃষ্ঠে আর একটী তাল বৃক্ষ ও রোমান উর্দ্দু ও নাগরী ভাষায় কত পয়সা লেখা থাকিবে। আর এক প্রকার আকৃতিতে আরও ছোট কিন্তু উহাতে সম্রাটের মস্তক ও চারিদিকে 'Edward VII. King Emperor" মুদ্রিত থাকিবে। নিকেল ধাতু তাম্রের ন্যায় সহজে ময়লা হয় না সুতরাং পয়সার পরিবর্ত্তে এই মুদ্রা প্রচলিত হইলে অনেক সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বর্ণরেণু।

যাহারা দান পরায়ণ তাহারা ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হন।

তপস্যা ও মুক্তির আদিকারণ সময় এবং দম, তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইতে পারে।

লোকে যে কিছু শুভ কি অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কোন না কোন সময়ে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে।

বিনীত নিবেদন।

গত বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয়া গ্রাহিকাবর্গ তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১৩০৮, ১৩০৯ ও ১৩১০ সনের পরিচারিকার পুরাতন সংখ্যাসমূহ অতি অল্প সংখ্যকই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি (৭৮ নং অপার সার্কুলার রোড) পরিচারিকা-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। কিছুদিনের জন্য অতি সুলভে নিম্নলিখিত হারে দেওয়া যাইবে :—

১৩০৮ সনের পরিচারিকা (অতি সুন্দর কাগজ, বাঁধাই ও লেখা) ১॥০
১৩০৯ সনের ঐ ... ... ১৲
১৩১০ সনের ঐ ... ... ১৲

কার্য্যাধ্যক্ষ।
"পরিচারিকা" কার্য্যালয়,
৭৮ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

২৭ বর্ষ] শ্রাবণ ১৩১১। [৪র্থ সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. AUGUST, 1904. No. 4.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড ;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক [illegible] টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—————•:o:•—————

(Postage Extra)

In English.

		Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto. Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
	Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ...	1	0
Minister in the attitude of prayer.	0	8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

			মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ	...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ	..	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ	...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ	...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ	...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ	...	১৲
২৪	জীবনবেদ	...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ	...	।৵০
২৭	ঐ ২য় ভাগ	...	।৵০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে		১॥০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড		১॥০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড	...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড	...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড	...	১
৩৩	নবসংহিতা	...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব	...	॥০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ	...	॥০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ	...	॥০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ	...	॥০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ		॥০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ	...	॥০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ	...	॥০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ	...	॥০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ	...	॥০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ	...	॥০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ	...	॥০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ	...	।৵০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	।৵০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ		।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ	...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম	...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী	...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার	...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ	...	৴১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ	...	৴১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	...	৴১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার	...	৴১০

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা শ্রাবণ ১৩১১, আগষ্ট ১৯০৪। [৪র্থ সংখ্যা

বিনীত নিবেদন।

গত বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয়া গ্রাহিকাবর্গ তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পূর্ণাবয়ব মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় দেড় সের।

প্রতি মিনিটে ১৭ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্য দেহে প্রায় পাঁচ সের শোণিত থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ধমনীর গতি প্রতি মিনিটে ৭০ বার ও স্ত্রীলোকের ৮০ বার।

ভুক্ত দ্রব্যের ঘৃত ও তৈল জাতীয় পদার্থ পরিপাক কালে সাবানে পরিণত হয়।

চব্বিশ ঘণ্টাকাল অনশনে থাকিলে প্রায় দেড় সের দেহের ভার হ্রাস হয়। এই ক্ষতি পূরণের জন্যই মধ্যে মধ্যে আহারের প্রয়োজন।

সুমাত্রা দ্বীপে Rafflesia র‍্যাফলেসীয়া নামক এক বৃহদাকার অদ্ভুত পুষ্প জন্মিয়া থাকে। ইহার ব্যাস দুই হাত দীর্ঘ। উহার এক একটি পাপড়ী ১২ ইঞ্চ করিয়া লম্বা এবং উহা ওজনে সাড়ে সাত সের। Rafflesia বৃক্ষে শাখা প্রশাখা এমন কি পত্রও থাকে না;—উহা এক প্রকার পরগাছা।

আমার।

অতি যতনের ধন, হৃদয়ের অতি প্রিয় ধন, আমার জিনিষ। আমার বলিতে, আমার বলিয়া অধিকার করিতে যেমন সুখ, এমন সুখ কি আর কিছুতে হয়? ক্ষুদ্র শিশু কিছু বোঝে না তথাপি ঐ

পুতুলটিকে সযতনে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছে। সে পুতুল যে তার আপনার তাই তাকে আদরে চুম্বন করে, ক্রোড়ে করে। এই বিশ্ব সংসার মায়ার লীলা ভূমি। সকলে সকলকে মায়ার টানে টানিতেছে, আমার আমার বলিয়া মায়ার বন্ধনে বাঁধিতেছে। এ প্রেমবন্ধন বড় সুমিষ্ট বন্ধন, না থাকিলে বোধ হয় অপ্রেমের উত্তপ্ত বাতাসে সকলে প্রাণে মরিত। স্নেহময় পিতা মাতা সহোদর সহোদরা কি বন্ধনে বাঁধা! কে বাঁধিল ইহাদের? এ বিশ্ব সংসারে আপন জনে ডাকিয়া লই, কত লোক দেখি কিন্তু কি আনন্দে হৃদয় প্লাবিত হয় আপনার জন দেখিলে। ঘোর অন্ধকার মধ্যে আলো যেমন, বিদেশে অজানিত জনতার মধ্যে আত্মীয় প্রিয়জন তেমনি।

লীলারসময়ী লীলা করিবার জন্যই এই বিশ্ব সংসারটি সাজিয়েছেন। যেমন খেলা ঘরে আমরা পুতুল সাজিয়ে খেলা করি। তেমনি তিনিও এক একটি সংসার গঠন করিয়া সকলকে সাজাইয়া কত খেলাই খেলেন। কি সুন্দর করেই সাজান! এত করে সাজিয়েছেন সংসার আমরা তাই দেখি আর মায়ার বন্ধনে সকলকে বাঁধি কিন্তু তাঁকে ভুলি কেন? যখন আমার বলিয়া কোন সামগ্রী আমরা পাই, তখন গর্ব্বে মন স্ফীত হয়, ভাবি আমার মত ধনী কে? সৌভাগ্যশালী কে? সেই আদরের দ্রব্যটি যতনে রাখি। সহসা যদি কেহ আসিয়া "এটি আমার" বলিয়া সেটি অধিকার করে তখন তার হৃদয় শূন্য বোধ হয়, যাহা লইয়া সব ভুলিয়াছিল, যাহা পাইয়া সকল সাধ মিটিয়াছিল সে জিনিষ সহসা হস্তান্তরে চলিয়া গেল! মৃত্যু আসিয়া যখন প্রিয়জনকে লইয়া যায়, তখন দেখি কাহাকেও আর আপনার বলিয়া ধরিয়া রাখিবার অধিকার নাই।

শিশু কাঁদে কেন? মাতার ক্রোড়ে অন্য শিশুকে দেখিলে তাহার দুঃখ সিন্ধু উথলিয়া উঠে কেন? তাহার মা কেন অন্যে নেবে? সে যে তাহারি, শুধু তাহার। এই বলিয়া শিশু কাঁদে।

আমরাও সেইরূপ কাঁদি, বুঝি না এ সংসারে সকলই মায়ার ফাঁকি, সুচতুর সে জন যে আমার বলিয়া সেই অতি আপনার প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামীকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার কাছে জগৎ সংসারে কেহ পর নাই। তাহারি পিতার রাজ্য এ বিশ্ব সংসার, সকল দ্রব্যেই তার অধিকার আছে। ভ্রান্ত সেই জন যে এই অনিত্য সংসারে অসার মায়ায় ডুবে আমার আমার করে সকলকে মায়ার বন্ধনে বাঁধে, সে মায়া দুদিনের। অজ্ঞানের অন্ধকার ঘুচিলে জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইবে সেই হৃদয়নাথ ব্যতীত আর আপনার কেহ নাই। মিছে আমার আমার করিয়া প্রকৃত কে তাহার আপনার তাহা চিনিল না। যে বলে "তুমি সর্ব্বস্ব আমার প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার" সেই জনই চিনিয়াছে।

ভ্রাতৃত্ব।

*"ভ্রাতৃত্ব" প্রবন্ধের এই শিরোনামা শুনিয়া কেহ কেহ, "আমাদের ভগিনী-মণ্ডলীতে ইহার কি প্রয়োজনীয়তা আছে ?" এরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ভ্রাতৃত্বের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ইহা নরনারী উভয়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ভ্রাতৃত্বের অর্থ পরস্পরের প্রতি স্নেহ সহানুভূতিপূর্ণ সদ্ভাব। *

এই সুবিশাল জগৎকে জগজ্জননী এরূপ ভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র হইতে মহত্তর বস্তু ও জীবের মধ্যে নিরন্তর আদান প্রদান চলিতেছে। আমরা নয়নের সন্নিহিত জীব ও জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ লাভ করি। আমা হইতে তিনি, তাঁহা হইতে আমি নিয়ত গ্রহণ করিতেছি। আমার ধনে তিনি ধনী, তাঁহার ধনে আমি ধনী। এইরূপ আদান প্রদান ব্যতিরেকে এই বিশাল সংসার তিষ্ঠিতে পারিত না। একজন ধনী দশ জন দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতে পারেন, এই দীন হীন ব্যক্তিদিগকে আমি যদি দাস দাসী রূপে নিযুক্ত না রাখিতাম, হায়! ইহাদের কি দুর্দ্দশাই হইত! কিন্তু যদি ঐ দশ জন দাস দাসী কোনও কারণে কিয়ৎ ক্ষণের জন্য চলিয়া যায়, তাহা হইলে ধনী আর বিলাস শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রভুর নিকট হইতে ভৃত্য, এবং ভৃত্যের নিকট হইতে প্রভু নিরন্তর সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট আবদ্ধ। এই যে পরস্পরের সহিত সংযোগ ভাব, ইহার ভিতর কি আমরা বিশ্বনিয়ন্তার এক গভীর মহত্ব ও প্রেমপূর্ণ ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি না? এইরূপ না হইলে পিতা মাতা সন্তানের জন্য ভাবিতেন না, ভাই ভাইর জন্য ব্যাকুল হইতেন না, বন্ধু বন্ধুর জন্য কাঁদিতেন না, পতি পত্নীর ভার বহন করিতেন না, পত্নী পতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন না।

আবার বলি জগতে নিরন্তর আদান প্রদান চলিতেছে। সুসভ্য ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া ভারত অধ্যবসায়, কর্ম্মশীলতা আত্মোৎসর্গ, স্বাধীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতেছে, ইংলণ্ডও ভারতের পদতলে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য শিক্ষা করিতেছে। ইহার মূলে পরস্পরের প্রতি অন্তর্নিহিত প্রেমপূর্ণ সদ্ভাব। বহির্জগতের জড় বস্তুতেও বিধাতার প্রেমের একটী একীভূত সুমহান্ দৃশ্য দেখিতে পাই প্রথম বিজ্ঞানবিদ নিউটন, যাঁহার নাম বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে, এক মাধ্যাকর্ষণী শক্তি যাহাকে আমাদের সম্মুখে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই মহাত্মা যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি জানিতেন না, তখন

তাঁহার কাছে সমস্ত সতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বোধ হইত। এই বিশ্ব কি নিয়মে চালিত হইতেছে, কার সহিত কি সম্বন্ধ রহিয়াছে এইরূপ প্রশ্ন তাঁহার অন্তরে উত্থিত হইত। বহু চিন্তার পর প্রশ্নের কোনও উত্তর না পাইয়া নৈরাশ্য ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "এই গ্রহ চন্দ্র তারা তপন ইহারা কি আপন আপন ইচ্ছায় সতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি এবং চালিত হইতেছে? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলে কি কোন ভূমা মহান্ শক্তির হস্ত নাই?" এইরূপ বার বার আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া গভীর চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সত্য অনুসন্ধিৎসুর নিকট সত্য কত দিন গোপন থাকিতে পারে? নিউটন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন। যাহা অন্ধকারাবৃত ছিল, তাহা নিউটনের দিব্য জ্ঞানালোক দ্বারা পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইল। তিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তি,—সেই বিশ্ববিজয়ী শক্তিকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। সেই ভূমা মহান্ শক্তিকে দর্শন করিয়া নিউটন আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে বিশ্বকে নীরস ও খণ্ড খণ্ড দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট এক অখণ্ড বস্তু হইয়া গেল, আর সতন্ত্র কিছু রহিল না। সেইরূপ যতদিন মানুষ মোহান্ধ হইয়া থাকে, ততদিন বিচ্ছেদ, অহঙ্কার ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, যখন সে জ্ঞানালোক প্রেমের খনি অধিকার করে, যখন বিশ্বের বন্ধনীসূত্র তাহার সম্মুখে প্রকাশ পায়, তখন তাহার অন্তরে উদ্ধত ভাব আর স্থান পায় না, সে তখন শত্রুকে প্রেমালিঙ্গন দান করে, সে উদার সার্ব্বভৌমিক প্রেম সাগরে আপনাকে ডুবিয়া যায়।

যদিও বিশ্বনিয়ন্তার সুমহান্ প্রেমপূর্ণ সংসারে নিরন্তর বিবাদ বিরোধ, অনীতি, অত্যাচার, হিংসাদ্বেষ স্থান পাইতেছে, তথাচ অটল ভাবে মুক্তকণ্ঠে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, বিশ্বনিয়ন্তার প্রেরিত অন্তর্নিহিত প্রেমভাব ব্যতীত আমরা মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। এই প্রেমেতেই আমাদের অভ্যুদয় ও বিলয়। মানব জীবন যদি নিরন্তর প্রেমেতেই সঞ্জীবিত না থাকিত, তবে ক্রাইষ্ট কেন জগতের পাপের জন্য আপনার জীবন অকাতরে দান করিলেন? তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, জগতের সমস্ত নরনারী তাঁহার সহোদর ভাই ভগিনী। তাঁহার জীবন কেবল তাঁহার জন্য নয়, জগতের জন্য। তিনি যখন জীবন দান করিলেন, তখন তাঁহার প্রেমের কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আজ জগতের লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্রাইষ্টের প্রেমেতে আবদ্ধ হইয়া প্রেমের জয় ঘোষণা করিতেছে। প্রেমিক চৈতন্য যখন দেখিলেন, আমি কেবল আমার পত্নী কিম্বা গর্ভধারিণী জননীর জন্য নহি, আমি জগতের। তখন তিনি প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে আত্মবিস্মৃত হইলেন। বুদ্ধ সেই প্রেমের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজসিংহাসন তুচ্ছ

করিলেন। এইরূপে চারিদিকে প্রেমময়ের জগতে কেবল প্রেমের লীলা। যিনি যতটুকু প্রেম জগৎকে দিয়াছেন, তিনি শতগুণ ফিরিয়া পাইয়াছেন। আজ ক্রাইষ্টের নামে, বুদ্ধ চৈতন্যের নামে কত চক্ষু হইতে প্রেম অশ্রুধারা বহে! তাঁহারা একটী একটী প্রাণ দিয়া কোটী কোটী প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

বিশ্বজননী, তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে এই প্রেমভাব অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম জননী, তিনি নিরন্তর নিজে সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁর অনন্ত করুণা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত প্রীতি পুণ্য পবিত্রতা অর্পণ করিতেছেন, এবং নিয়ত আমাদের জীবনে শত শত পাপ দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিতেছেন। তিনি কি চান না যে তাঁহার সন্তানগণও প্রেম পুণ্যের সৌরভ ছড়াইয়া, পরস্পরের সহিত এক ভাবে প্রাণের যোগ স্থাপন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে?

মানব এই অন্তর্নিহিত প্রেমভাবকে নিরন্তর সজাগ রাখিতে না পারিলে, দেশ হউক, সমাজ হউক বা আত্মীয় স্বজন হউক, কাহারও কল্যাণের জন্য কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কারণ যে যাহাকে ভালবাসে না সে কিরূপে তাহার মঙ্গল চিন্তা করিবে? তাহার কল্যাণের জন্য কিরূপে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইবে?

হে জগজ্জননী, তুমি আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেমভাবকে সজাগ কর। আমরা তোমার বিশ্বজনীন প্রেমে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, ইহা সুস্পষ্টভাবে জানিতে দাও। আমরা যাহাতে "অহং" জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর একীভূত হৃদয়ে পরস্পরকে প্রেম করিয়া পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিতে পারি, হে দয়াময়ী জগজ্জননি! তুমি আমাদের জীবন দয়া করিয়া সেই ভাবে গঠিত কর।

শ্রীরেবা রায়, (কটক)।

জীবন-কুসুম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যু গহ্বরে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন এক কদাকারা বিকট মূর্ত্তি বৃদ্ধা ভাগ্যগণনা করিবার ছলে দুর্গের ভিতর আসিয়া ভিতরের সমস্ত অবস্থা ভালরূপে দেখিয়া গেল। ঐরূপ ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যৎ বলিবার ছলে চুরি ও প্রবঞ্চনা করিয়া সে জীবন চালাইত। এই স্ত্রীলোকটীই কাউন্টপুত্রকে চুরি করিয়াছিল। বাস্তকর দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত তাহার পূর্ব্বের জানা শুনা ছিল। তাহারই সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সে এই কার্য্য সমাধা করিল। যে সময় বাস্তকরগণ খুব উচ্চৈঃস্বরে সুমিষ্ট গান বাজনা করিয়া দুর্গবাসী সকলকে নীচের ঘরে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, সেই অবসরে ঐ দস্যুরমণী বাগা-

নের এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া চুপি চুপি দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে অসাবধানতা বশতঃ বাগানের মালী ঐ দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উপরে উঠিল ও শিশুটিকে এবং অন্যান্য বহু মূল্য সামগ্রী যাহা কিছু পাইয়াছিল তাড়াতাড়ী তাহাই লইয়া পলায়ন করিল। বাগানের মধ্য হইতে অতি শীঘ্র বাহির হইয়া নিকটস্থ গভীর জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। নীবিড় জঙ্গলের ঝোপের ভিতরে সে শিশুকে লইয়া রাত্রি হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল যখন সূর্য্যদেব জগত সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন, চারিদিক ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল তখন দস্যুরমণী শিশুকে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং শীঘ্র শীঘ্র অতি দ্রুত গতিতে ছুটিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল। পর্ব্বতপার্শ্বস্থ গুপ্ত পথ দিয়া অতি গোপনে বিশেষ সাবধানে চলিতে লাগিল তাহার নিকট খাবার সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত ছিল, সে দিনের বেলা ঝোপে জঙ্গলে বা কোনও শস্যক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিত এবং রাত্রে অন্ধকার হইলেই চলিতে আরম্ভ করিত। এইরূপে অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সে এক ভূগর্ভস্থ লুক্কায়িত গভীর গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। সেই ভীষণ গহ্বর এক অন্ধকার খনির অংশবিশেষ, ইহার প্রবেশদ্বার পর্ব্বত এবং ভয়ানক কাঁটা গাছের ঝোপ দ্বারা এমন ভাবে আবৃত ও লুক্কায়িত যে অন্য কাহারও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাধ্য নাই। আর কাহারও তাহার কোনও সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধা পাহাড়ের নীচে কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়া গুড়ি মারিয়া অতি কষ্টে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিল, শেষে এক লৌহদ্বারের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। প্রায় এক ঘণ্টার পথ গমন করিয়া গহ্বরের ভিতর উপস্থিত হইল। এই গহ্বরটি সেই দস্যুদের গোপনীয় বাসস্থান। এই স্থানে তাহারা বেশ নির্ভয়ে লুকাইয়া থাকিত। সকল প্রকার আইন শাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদে বাস করিত। সেখানে অনেক সুবৃহৎ ভারী ভারী লৌহসিন্দুকের মধ্যে তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখিত। নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর মূল্যবান জামা কাপড় পোষাক প্রভৃতি ও নানাবিধ বহু মূল্য ধন রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য মনি মুক্তা হীরকাদি তন্মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছিল।

সেইখানে যখন ঐ নরপিশাচ দস্যুদল গর্ব্বিত বদনে অথচ ভীত সঙ্কুচিত মনে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বসিয়া নানা প্রকার অপেয় পান আহার ও আমোদ প্রমোদ হাস্য পরিহাসে নিযুক্ত রহিয়াছে সেই সময়ে ঐ দুষ্টপ্রকৃতি পাষাণহৃদয়া দস্যুরমণী বিকট হাস্য করিতে করিতে সুন্দর সুকুমার প্রস্ফুটিত জীবনকুসুম সেই স্বর্গীয় শিশুরত্নকে সেইখানে লইয়া উপস্থিত করিল। হায়! কাউণ্টপত্নী তোমার প্রাণের প্রিয় পরম আদরের

ধন আজ কাহার হস্তে আসিয়া পড়িল তোমার সেই স্বর্গের ফুল পবিত্র সুন্দর দেব শিশু আজ মহাপাপিষ্ট দানব দলের কলঙ্কিত হস্তে আসিয়া পড়িল। তখন তাহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। বিশেষ যখন তাহারা জানিতে পারিল যে শিশুটি মহাসম্ভ্রান্ত অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দুর্গ-পতি কাউন্টের একমাত্র প্রিয়তম সন্তান, তখন তাহাদের আনন্দের সীমা পরি-সীমা রহিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া বৃদ্ধাকে অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। সেও তাহাদের প্রশংসা বাক্যে একে-বারে আনন্দে বিগলিত হইয়া গেল ও নিজেকে মহাগৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে লাগিল। তাহাদের এত অধিক আন-ন্দিত হইবার কারণ এই যে তাহারা অনেক দিন হইতে মনে করিত যদি কখনও কোনও বিশেষ বড় লোকের সন্তান হস্তগত করিতে পারে তবে সকল রকমে অশেষ সুবিধা হইবে। অনন্তর দস্যুদলপতি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তুমি বড় ভাল কাজ করিয়াছ, তুমি আজ আমাদের মহা উপকার সাধন করিয়াছ। এত দিনে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিরাপদ হইলাম। এখন যদি আমাদের মধ্যে কেহ কখনও ধরা পড়ে তখন কেবল মাত্র এই ভয় দেখাইলেই হইবে যে যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয় তবে তাহার শিশুকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিব। এই উপায়ে অনায়াসেই রক্ষা পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিলে নিশ্চয়ই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে এবং সে সহজেই মুক্ত পাইয়া পলাইয়া আসিতে পারিবে।" এইরূপ পরামর্শের পর ডাকাতের সর্দ্দার বৃদ্ধাকে বলিল "শিশুকে বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" বৃদ্ধার উপরই তাহাদের সকল ভার ছিল। সে তাহাদের জন্য রন্ধনাদি করিত। গৃহের সমুদয় কাজ কর্ম্ম চালা-ইত। তাহার উপরই শিশুরও সকল ভার রহিল।

এইরূপে সেই ভীষণ অন্ধকারময় গহ্বর মধ্যে এবং তদপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর এই দস্যুদল মধ্যে শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে কথা কহিতে শিখিল বড় হইয়া উঠিল। এবং তাহার শিশু-জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে চন্দ্র সূর্য্য আকাশ নক্ষত্র ও ভগবানের সৃজিত এই নানা বিচিত্র শিল্পময় সুন্দর পৃথিবীর বিষয় কিছুই জানিতে পারিত না, কিছুই দেখিতে পাইত না। এই গুপ্ত গহ্বরে প্রচণ্ড দিবাকরের তীব্র জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি একটুও প্রবেশ করিতে পারিত না। সেখানে দিন রাত্রি একটি আলো জ্বালা থাকিত। তাহারই ক্ষীণ আলোকে সেই পর্ব্বতময় গহ্বরটী অল্প অল্প আলোকিত। তাহাদের আহার সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত থাকিত, খাবারের জন্য কখনও কোনও দিন অভাব হইত না, গহ্বরের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড জলপাত্র থাকিত, তাহা সর্ব্বদা জলপূর্ণ করিয়া

রাখিত। জল অনেক দূর হইতে লইয়া আসিতে হইত বলিয়া বৃদ্ধা খুব অল্প পরিমাণে জল ব্যবহার করিত ও শিশুর উপর জল রক্ষা করিবার ভার দিয়াছিল।

দস্যুরমণী ক্ষুদ্র বালকটিকে একটু স্নেহ করিত ও তাহার উপর কিছু সদয় ব্যবহার করিত। কোনও দিন তাহার কিছুর অভাব হইত না। তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার পান দান করিত বটে, কিন্তু কোনও রকমে সর্ববিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা দান করিত না তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইল না। কোনও রকম ভাল কথা কখনও শুনাইত না কোনও নীতিশিক্ষা ধর্মকথা এমন কি পুণ্যময় ঈশ্বরের নামটি পর্য্যন্ত কখনও তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত না। দস্যুদের মধ্যে কেবল একজন উচ্চ সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান ছিল। সেই যুবকটি বালকের সঙ্গে সর্ব্বদা খেলা করিত ও তাহাকে সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে রাখিত। যুবক কোনও উচ্চ ভদ্রবংশীয় সন্তান, কেবল দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়া খেলার কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আজ তাহার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। পাপের প্রলোভনের এই ভীষণ ফলে, পরিণামে আজ তাহার জীবনের এই ভয়ঙ্কর শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সে বালকটিকে বড়ই ভালবাসিত, বিশেষ আদর যত্ন স্নেহ মমতা করিত। যখনই সে অন্য কোথাও হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত সর্ব্বদাই তাহার জন্য কোনও না কোনও খেলনা ছবি প্রভৃতি আমোদের জিনিষ লইয়া আসিত। নানা রকম সুন্দর সুচিত্রিত কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা সামগ্রী আনিয়া দিত। তাহার মধ্যে কোন খেলনাটি কতকগুলি মেষপাল ও মেষরক্ষক ও তাহার কুকুর। আর একটিতে সুন্দর বাগান, তাহাতে নানা প্রকারের বৃক্ষশ্রেণী, সেই বৃক্ষে লাল হলুদে নানা বর্ণের ফল ফুল শোভা পাইতেছে। একদিন একটি সুন্দর বাঁশী আনিয়া তাহা বাজাইতে শিখাইতে লাগিল। আর একদিন কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নানা বর্ণের ফুল আনিয়া, কাগজ কাটিয়া ঠিক সেইরূপ ফুল প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সুন্দর করিয়া রং দিতে শিখাইল। এইরূপ নানা আমোদে তাহার অনেকটা সময় কাটিত। এ ছাড়া তাহার আর একটি বিশেষ প্রিয় সামগ্রী ছিল তাহার মাতার একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ দস্যুরমণী দুর্গ হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল, ছবিখানি যার পর নাই সুন্দর মনোহর ও জমকাল এবং নানা বর্ণে সুচারুরূপে চিত্রিত করা। চারিদিকে সোণা দিয়া বাঁধান তাহার মাঝে মাঝে হীরকজড়িত থাকায় অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বৃদ্ধার মেজাজ যখন কিছু ভাল থাকিত তখন অনুগ্রহ করিয়া এক একবার অল্প ক্ষণের জন্য বালককে ফটোখানি দেখিতে দিত। দস্যু যুবক সর্ব্বদা ফটোখানি দেখিত এবং তাহা দেখিয়া তাহার নিজের স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িত ও পূর্ব্বের অবস্থা একে একে সমুদয় স্মরণপথে

উদ্বিগ্ন হইয়া দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইত, চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত ও গোপনে অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিত। মনে মনে বলিত হায় দুর্ভাগা বালক! তোমাকে এমন মাতার স্নেহ-বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া কি নিষ্ঠুর পিশাচের কাজই করিয়াছে। এই ঘোর যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকারময় কারাগৃহে তোমার কত কষ্টই না হইবে। এই পাপাত্মাদের বিষময় সংসর্গে থাকিয়া, তাহাদের পাপক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তোমার এই নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবনের কি বিষম পরি-বর্ত্তনই না হইতে পারে। উচ্চ দেব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘটনাচক্রে অসৎ-সঙ্গে দস্যুহস্তে পড়িয়া পরিণামে তোমাকে দানবকুলে দস্যুদলে পরিণত হইতে হইবে; ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আর তোমার এমন স্নেহময়ী প্রেমের প্রতিমা জননী তিনি তোমাকে হারাইয়া কতই না কাঁদিতেছেন। আহা! তাঁহার কষ্টের কথা মনে হইলেও প্রাণ কাঁদিয়া অস্থির হয়। হায়! আমি যদি কোনও রকমে তোমাকে আবার তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে পারিতাম কি আনন্দই হইত। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে তোমাকে আমি যথা সাধ্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কোনও উপায়ে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া তাঁহাকে সুখী করি নিজেও সুখী ও কৃতার্থ হই। কিন্তু হায়! এখন আমি নিজেই পরাধীন বন্দী। আমাকে যদি তাহারা এত সতর্কতার সহিত বন্দীভাবে না রাখিত, একটু যদি বিশ্বাস করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে দিত তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে লইয়া যাইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সে ক্ষমতা নাই। এই ভাবিয়া যুবকটি মনে মনে বড়ই আক্ষেপ করিত। বালককে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া নানা প্রকারের গল্প করিত, অনেক নূতন নূতন বিষয় শিখাইয়া তাহাকে আনন্দিত করিত। কিন্তু তাহার নিকট সে কখনও নীতি বা ধর্ম্মের কথা বলিতে সাহস করিত না। সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত করুণাময় ঈশ্বরের পুণ্যময় নাম কখনও বালকের নিকট বলিতে সাহস পাইত না। কারণ দস্যুদের মধ্যে তাহা একেবারে নিষেধ করা ছিল। তাহারা বিবেককে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিতে চাহিত। নিজেদের অধর্ম্ম পাপ দুষ্কর্ম্মের জন্য বিবেকের তীব্র শাসনের যাতনার ভয়ে এ সব তাহারা মনেও আসিতে দিত না। পাছে তাহাদের বিবেক পুন-রায় জাগ্রত হইয়া উঠে এই ভয়ে তাহারা নীতি পুণ্য ধর্ম্ম এ সকল বিষয় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এ সমুদয় একে-বারে মন হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কখনও তাহারা পুণ্যধর্ম্মের কথা কি পুণ্য-ময় ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের পবিত্র নাম মুখে বা মনেও আনিত না।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়।

সংসারের কোলাহলে হইয়া আপনা হারা,
আকুল হৃদয়, সদা ক'রে খুঁজে হও সারা?
অকূল সলিল-তলে আছে কিরে সে রতন?
অনন্ত আকাশ মাঝে পাবি কিরে দরশন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে খোঁজ সারা জন্ম ধরে,
পাবে না পাবে না দেখা তথাপি সে
প্রেমাধারে!
কিন্তরে তোমার ওই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মাঝে
আছেন আছেন তিনি একবার দেখ খুঁজে!
অবোধ হৃদয় হায়! না চিনিয়ে সেই ধনে,
পাগল হইয়া খুঁজে বেড়াতেছ নানা স্থানে
তোমারি হৃদয়ে ওই বাজিতেছে মধুস্বরে,
"আমি আছি" "আমি আছি" শোনরে
বিশ্বাস ভরে!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

আণ্ডামান কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"বঙ্গদেশেরই অন্তবর্ত্তী মানকরের কোন ক্ষুদ্র গ্রামে আমার পৈতৃক নিবাস ছিল। আমার নাম নৃত্যগোপাল, আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, অনেক গুলি সন্তানের মৃত্যুর পর আমার জন্ম হয় সে জন্য মাতার বড় আদরের ধন ছিলাম। আমার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, তজ্জন্য মাতার অর্দ্ধেক দিন উপবাস করিয়াই দিনপাত করিতে হইত। কিন্ত সৎ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম বলিয়া পিতা বর্ত্তমানে আমাদের কাহারও অনাহার হইতে হয় নাই, কারণ পিতা দেব-পূজক ছিলেন, প্রত্যহ কিছু না কিছু পূজার সামগ্রী চাল কলা প্রভৃতি গৃহে আনিতেন, তাহাতেই আমরা কোন মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম। পিতার মৃত্যু হইলে মাতা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাহার পিত্রালয়ের কেহ অথবা আমার পিত্রালয়ের কেহ জ্ঞাতি কুটুম্ব ছিল না, যে কাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইবেন। আমার পিতা একে দরিদ্র তাহার উপর অসৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন, উদরান্ন সংস্থানের ক্ষমতা না থাকিলেও দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অর্থ ব্যয় করাতে, মৃত্যুকালে সাধ্যাতীত ঋণ রাখিয়া যান। আমি তখন নিতান্ত বালক, বয়স আট বৎসর মাত্র, ঋণ-দাতাগণ আমাদের বাসস্থানখানি বিক্রয় করিয়া আমাদের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া মাতা আমাকে সঙ্গে লইয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন; কিন্তু কি করিবেন কোথা যাইবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনে পড়িল নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় মাসীর বাটী আছে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক, অবশ্য তথায় যাইলে একটু স্থান পাইবেন, এই আশায় তিনি আমার হাত ধরিয়া যৎসামান্য দ্রব্যাদি যাহা ছিন্ন মলিন বস্ত্রে বন্ধন করিয়া লইয়াছিলেন, সেই গুলি কক্ষে রাখিয়া মাসীর বাড়ীর উদ্দেশে চলিলেন;

পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল এত দিন পরে মাসী কি তাঁহাকে চি'নবেন? মাতার বিবাহের পর তিনি কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই, সেই অবধি কোন সংবাদও তাঁহার জানেন না, তবে পরিচয় দিলেই সকলই বুঝিয়া লইবেন। আমি মার কাছে শুনিয়াছিলাম মাত্র সেই পাড়ায় মার মাসীর শ্বশুর বাড়ী, তাঁর স্বামীর নাম মাধব ঘোষাল; কাছে গেলেই তিনি যত্নের সহিত নিশ্চয়ই আমাদের গ্রহণ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মা সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন, মাধব ঘোষালের নামে সকলেই ব্যস্ত ভাবে তাঁহার বাটী দেখাইয়া দিল, আমরা বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিতেই, এক বৃদ্ধ (আকারে পরিচারিকা বলিয়া মনে হইল) কোথা হইতে আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিল, মা আমাদের গ্রামের নাম জানাইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "ওগো বাছা মাধব ঘোষালের স্ত্রীকে বল, যে তাঁর এক বোনঝি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।" সে বলিল "আর বাছা তিনি কি আর আছেন, অনেক দিন হলো মারা গেছেন।" এই কথা শুনিয়া মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার সকল আশা ভরসা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল, মাসীর শোকে না হইলেও নিরাশার অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন "আমি নিতান্ত হতভাগিনী তাই আমার সকল পথেই কাঁটা পড়িয়াছে।" দাসী মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "বাছা আর কাঁদ্‌লে কি হবে মরা মানুষ ত আর ফির্‌বে না, তাঁর বড় বৌকে গে বলি।" অনেকক্ষণ পরে একটী নবীনা বধূ আসিয়া যখন দেখিলেন যে একটী জীর্ণা শীর্ণা মলিন বসনা রমণী তাহাদের উঠানে বসিয়া আছে, তখন দাসীর প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, "বলে কিনা আমার মাস্‌তুতো ননদ, ও কেন আমার কোন সম্পর্কের লোক হতে যাবে," বলিয়া চলিয়া গেলেন, পরক্ষণেই আর এক বধূ আসিয়া দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোর বড় হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছে, এক ভিখারিণীকে কিনা ননদ বলিয়া পরিচয় দিল।" এই বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন। দাসী আপন মনে বকিতে বকিতে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। আমরা অতি প্রত্যুষেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম সে জন্য জল স্পর্শ অবধি করা হয় নাই ক্রমে বেলা অধিক হওয়ায়, আমি ক্ষুধা পিপাসায় আতুর হইয়া পড়িলাম, মা প্রতিক্ষণেই আশা করিতেছিলেন যে আমার হাতে কেহ কিছু খাবার দ্রব্য দিবে, কিন্তু কই সে দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিল না সকলেই আপনাপন কর্ম্মে ব্যস্ত, বধূদিগের ব্যবহার দেখিয়া মা বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার আর কোন কথা বলিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, অনেক বেলা হইল, আমরা সে

গ্রাম অতিক্রম করিলাম, নিকটে এক খানি দোকান পাইয়া মা আমাকে একটী পয়সা দিলেন, আমি তাহাতে মুড়ি মুড়কী কিনিয়া, নিকটে বৃহৎ অট্টালিকা সংলগ্ন একখানি বাগানে পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া হাত মুখ ধুইলাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সোপানোপরি বৃক্ষ ছায়ায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, শীতল বাতাস আমার পথশ্রান্তি দূর করাতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইলাম। ভাবনায় দুঃখে অপমানে মাতার হৃদয় নিপীড়িত হইতেছিল, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, মা বসিয়া রোদন করিতেছেন, আমি বড় ব্যথিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। দুএকজন করিয়া গ্রামবাসিনীগণ জল লইয়া মার রোদনের কারণ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমাদের দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল। একজন পরিচয়ে অবগত হইল যে উভয়েরই এক গ্রামে পিত্রালয় সে স্ত্রীলোকটি পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা করিয়া নানা সান্ত্বনা বাক্যে মাকে সুস্থির করিয়া নিজ কুটীরে আমাদের ডাকিয়া লইল। সেখানে সে আমাদের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিয়া, কি উপায়ে আমরা বিনা ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি সেই সম্বন্ধে মার সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। কথায় কথায় সে বলিল আমরা যে বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ধারে বিশ্রাম করিতেছিলাম, সেই বাড়ীর গৃহিণীর কাল হওয়াতে অল্প বয়স্কা পুত্রবধূর সাংসারিক কার্য্যের সাহায্যের জন্য অভিভাবকের মত একজন বয়স্কা ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া মা আগ্রহের সহিত সেখানে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন "সৎ লোক যদি হয় তবে তার আশ্রয়ে যদি আমার বাছা মানুষ হয়ে যায় তবে রইলামই বা, আমার ত তিন কুলে কোথাও যাবার স্থান নাই, পর বই আর গতি নাই।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি ঐ বাবুদেরই প্রজা আর ওঁদেরই বাড়ীতে ঠাকুর ঘরে কাজ করি, ওঁরা মানুষ বড় সৎ।" এই প্রস্তাবে মার নিরানন্দ অন্তরে কিছু আনন্দ সঞ্চার হইল, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। সে স্ত্রীলোকটির নাম বামা। কথা বার্ত্তায় রাত্রি অধিক হইল, বামা আমাদিগের শয়নের স্থান নিরূপন করিয়া দিয়া আপনিও শয়ন করিল। ক্লান্ত দেহে আমাদিগের শয়ন মাত্র নিদ্রাকর্ষণ করিল।

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়া কহিল, আজ এখন আমরা সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করি; আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমাদিগের দেবার্চ্চনা দেখিতে আসুন নতুবা বাসায় প্রত্যাগমন করুন। ইহা শুনিবামাত্র কালীনাথ বাবু বিদায় লইয়া সহচরগণ সহ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন বৈকালে কৌতুহলাক্রান্ত মনে পুনরায় সেইখানে বেড়াইতে যাইয়া বৃদ্ধ বন্দীর

জীবন কাহিনীর কিয়দংশ শুনিয়া আসিলেন। তিনি যতদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বৃদ্ধের ও তাঁহার সহচর কয়েক জনের জীবন কাহিনী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া একাগ্র মনে শ্রবণ করিয়াছিলেন। আত্মসংযমের ক্ষমতা না থাকিলে মানব জীবন কিরূপে পাপপঙ্কে পতিত হয়, জ্ঞান ধর্ম্ম বিনা সেই জীবন যে কত অধোগতি প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং সেই আলোককণার বিকাশে ক্রমে ক্রমে আত্মচিন্তা পরিণাম দৃষ্টির সূচনা হইলে যে অতি নরাধমও উদ্ধারের পথ দেখিতে পায়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া কত ভাবোদয়ে কাশীনাথ বাবুর মন আন্দোলিত হইয়াছিল, ধর্ম্ম পিপাসা শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল ইহা বার বার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

পরদিন বৃদ্ধ পুনরায় তাঁহার জীবনেতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল "মহাশয় বামা দৈনিক গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আমাদের সঙ্গে লইয়া প্রভুগৃহে আসিল, এবং আমাদের পরিচয় দিয়া তাঁহার বাটীতে আমাদের মাতা পুত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করাতে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মত হইলেন। আমরা সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভবনে আশ্রয় পাইলাম, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একটী অল্প বয়স্কা রমণীর নিকট বামা আমাদিগকে পরিচিত করিলে, তিনি সাদরে আমাদিগকে গৃহে ডাকিয়া লইলেন ও জননীর দুঃখ দগ্ধ দেহ প্রাণ মধুর সম্ভাষণে শীতল করিলেন। এমন অমৃত ভাষিনী রমণী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। দেখিতেও যেন মূর্ত্তিমতী দেবী প্রতিমা। পরে বামার নিকট শুনিলাম ইনিই এই ভূস্বামীর একমাত্র পুত্রবধূ। অপত্য বিহীন থাকা প্রযুক্ত বধূঠাকুরাণী ও কর্ত্তা মহাশয় পিতা পুত্র এবং বাটীর অপরাপর আত্মীয় স্বজন সকলেই মহাক্ষুণ্ণ ছিলেন। সন্তান বিবর্জ্জিত গৃহে কিছুদিন মধ্যেই আমি আদালেরে ঘরে দুলালরূপে বিরাজ করিতে লাগিলাম, ইহাতে আমার দুঃখিনী মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। জমীদার হরপ্রসাদ বাবুর নিজ পরিবার, একটী মাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ ও একটী অন্ধ বিধবা কন্যা, এতদ্ব্যতীত দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতিতে তাঁহার সুদৃশ্য সুবৃহৎ ভবন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। পুত্রের নাম তারা প্রসাদ, ইনি পিতা অপেক্ষা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু পিতার ন্যায় সৎ স্বভাবপন্ন ও ধার্ম্মিক ছিলেন না। তারা প্রসাদ সর্ব্বদা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় ও আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতেন, ইনি বাল্যকাল হইতে পিতাকে ভয় ও মান্য করিতেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে অপবিত্র আমোদে যোগ দিতে সাহস করেন নাই। সংসর্গ দোষে ইঁহার প্রকৃতি এরূপ হইয়াছিল, হরপ্রসাদ বাবুর আত্মীয় কুটুম্বগণই তারা প্রসাদ বাবুকে সুরাপান প্রভৃতি করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু তারা প্রসাদ বাবুর নিজ প্রকৃতি উৎশৃঙ্খল

হইলেও তিনি কাহারও মন্দকারী ছিলেন না ও তাঁহার শরীরে দয়া মায়া যথেষ্ট ছিল, দান প্রভৃতি সৎ কার্য্যও অনেক করিতেন। হরপ্রসাদ বাবুর জন্যান্য কন্যার নাম মহামায়া, অতি শৈশবে এক বৃদ্ধের সহিত পরিণীতা হইয়া তাহার অল্প দিন পরে বিধবা হইয়াছিলেন, ইনি অতিশয় পিতৃ ও ভ্রাতৃবৎসলা ছিলেন। ভ্রাতৃজায়ার সন্তান না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। আমার মা পরিশ্রম, যত্ন সৎ স্বভাব ও ধর্ম্মভাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন, আত্মীয় স্বজন দাস দাসী সকলে তাঁহাকে যথেষ্ঠ মান্য করিয়া চলিত, মহামায়া দেবী মাকে অতিশয় স্নেহ ও যত্ন করিতেন; ভ্রাতৃজায়ার সন্তান না হইলে পিতার বংশ লোপ হয় এই বলিয়া তিনি মার নিকট দুঃখ প্রকাশ করাতে মা বামা দ্বারা তাঁহার জানিত কোন দেবতার অনুগ্রহ প্রসাদ আনাইয়া বধূমাতকে খাওয়াইলেন। তাহাতে তিনি একটী পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। হরপ্রসাদ বাবুর ভবনে মহা আনন্দোৎসব হইল; হরপ্রসাদ বাবু পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। সেই অবধি আমার মাতার উপর সকলের আরও শ্রদ্ধা বাড়িল ও আমার আদরও বাড়িল। যথাকালে তারা প্রসাদ বাবু পুত্রের অন্নপ্রাশন করিয়া ভবানী প্রসাদ নাম দিলেন, ভবানী সকলের স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত আমার উপনয়ন হয় নাই, তারা প্রসাদ বাবু যথেষ্ঠ ব্যয় করিয়া আমার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমাকে তিনি পাঠশালে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে আমার ১০।১২ বৎসর হওয়াতে পাঠশালের পাঠ শেষ করিয়া, বাড়ী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তারা প্রসাদ বাবু আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু ব্রজনাথ বাবুকে পত্র দিয়াছিলেন, ব্রজনাথ বাবু বর্দ্ধমান রাজসরকারে কোন উচ্চ পদবীতে কর্ম্ম করিতেন, তিনি বন্ধুর অনুরোধে আমাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া তথাকার স্কুলে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিলেন। পাঠে আমার ঐকান্তিক অনুরাগ দর্শনে তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। আমার তৎকালীন শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণচয় তত্রস্থ ব্যক্তিগণের মনাকর্ষণ করিতে লাগিল। আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও স্মরণ শক্তি সমপাঠীগণের সকলের উপর আমার স্থান প্রদান করিল। ব্রজনাথ বাবু আপন পুত্রগণকে আমার প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া চলিতে বলিতেন। আমার পাঠের সমস্ত ব্যয় তারা প্রসাদ বাবু পাঠাইতেন, এজন্য কেহ কেহ আমাকে তারা প্রসাদ বাবুর পুত্র বলিয়াই জানিত। বর্দ্ধমানে পাঠকালীন আমি অবসর পাইলেই মানকরে আসিতাম, তারা প্রসাদ বাবু আমাকে দেখিয়া অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। হৃষ্টচিত্তে সকলের নিকট আমার

প্রশংসা করিতেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম, কিন্তু বিদ্যার সহিত ধর্ম্মজ্ঞান কোন বিদ্যালয়ে লাভ করা ছাত্রবর্গের ভাগ্যে ঘটে না, সেজন্য আমারও সেই দশা ঘটিল। দিন দিন হিন্দু দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইল, আমার আর পবিত্র জ্ঞান, চরিত্রের উন্নতি কিছুই হইল না। তাহার স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ, আন্দোলন আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল, ক্রমে নাস্তিকতা মতেরই পক্ষ সমর্থন করিতে শিখিলাম।

যথা সময়ে তারা প্রসাদ বাবুর একটী কন্যা সন্তান জন্মিল, হরপ্রসাদ বাবু তাহার নাম উমাকালী রাখিলেন। উমাকালী দিন দিন যত বড় হইতে লাগিল ভবানী অপেক্ষা সে পিতামহের অধিক প্রিয়পাত্রী হইল, কারণ উমা জননীর ন্যায় শান্ত প্রকৃতি ও সুবোধ ছিল। ভবানী বিধাতার দুরন্ত বালক, তাহার দৌরাত্মে সকলেই জ্বালাতন হইত, পিতামহকে সে সর্ব্বদা নিতান্ত উত্যক্ত করিত বলিয়া তিনি যেন তাহার ভয়ে সতত সশঙ্কিত থাকিতেন, কিন্তু উমার সুমধুর কথায় ও সেবা পরায়ণতায় তিনি তাহাকে প্রাণতুল্য দেখিতেন। ভবানী বাড়ীর মধ্যে আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিত না, আদর পাইয়া সে কাহাকেও মানিত না। ভবানীর মা আমাকে নিজ পুত্রবৎই স্নেহ করিতেন, আমি বর্দ্ধমান হইতে বাটী আসিলে তিনি স্বহস্তে নানা খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন এবং স্নেহের সহিত কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাঁরা সকলেই আমাকে অতি ধীর স্বভাব বুদ্ধিমান বিদ্যোৎসাহী বালক বলিয়াই মনে করিতেন। আমার মা কখন আমাকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু দূরে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল হইবে ইহা ভাবিয়া কখন আমার বর্দ্ধমান গমনে বাধা দিতেন না। আমি বাটী আসিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। এইরূপে প্রায় ৯।১০ বৎসর কাল আমাদের ধর্ম্মপরায়ণ জমীদার হরপ্রসাদ বাবুর ভবনে অতি সুখে অতিবাহিত হইল; এই দীর্ঘকালে তাঁহার পরিবার মধ্যে কোন অসুখ উপস্থিত হয় নাই, বরং সুকুমার কুমারী শিশুদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহ সুশোভিত ও আনন্দপূর্ণ করিয়াছিল; এজন্ত আমাদিগকে সকলে "পয়মন্ত" বলিত। কিন্তু সংসারের সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, কত পরিবর্ত্তন প্রতি নিয়ত আমাদের নিকট আসিয়া পড়িতেছে। হরপ্রসাদ বাবুর সুখের ভবনেও সেই পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, তাঁহার হর্ষপূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়াকাশে দুঃখ মেঘ দেখা দিল। একবার পূজা উপলক্ষে আমি বাটী আসিয়াছি, তারা প্রসাদ বাবু লোকাভাবে আমাকে লইয়া জমীদারীর হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন, তাহাতে স্নান ভোজনের অনেক বেলা হইয়া গেল, সকলের আহারাদির পর আমি মাতার নিকট ভোজনে যাইতেছি, দেখিলাম ভবানী, ক্রমাগত রাজ-

মজুরদের ভারার উপর উঠিতেছে ও নামিতেছে, যে তাহা দেখিতে পাইতেছে তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু সে কাহারও নিষেধ মানিতেছে না, আমাকে দেখিবা মাত্র সে পলায়ন করিল, আমি তাহাকে আমার সঙ্গে ভিতরে আসিতে ব'ললাম। আহারে বসিয়া মন সুস্থির হইল না, ভবানীর মাতাকে ডাকিয়া সন্তানকে শাসন করিতে বলিলাম, কিন্তু হায় আমার অর্দ্ধাশন হইতে না হইতে বাহিরে ভয়ানক গোল উঠিল, আমি ত্বরায় উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, বাড়ী লোকাকীর্ণ, হরপ্রসাদ বাবু পাগলের ন্যায় চিৎকার করিতেছেন, তারা প্রসাদ বাবু বাহু দ্বারা পুত্রকে বেষ্টন করিয়া আছেন; ভৃত্যবর্গ অনবরত জল ঢালিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম ভবানী পড়িয়া গিয়াছে, ভাবিলাম কি আশ্চর্য্য যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিল। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গ্রামস্থ একজন ভাল চিকিৎসক লইয়া আসিলাম, চিকিৎসক শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিল "অধিক রক্ত পাতে বালক অতি দুর্ব্বল হইয়াছে।" চলিয়া যাইবার সময় আমার হাতে কিছু ঔষধ দিয়া গেল ও আমাকে জানাইল ভবানীর জীবনের আশা নাই। আমরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? রাত্রি শেষে তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। পিতা মাতা প্রভৃতির শোকের অবস্থা বর্ণনাতীত, পরিবার বর্গ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। আমিও তাহাকে অতি স্নেহ করিতাম, আমার মনে হইল আমি বুঝি ভ্রাতৃ বিয়োগের ক্লেশ পাইলাম।

(ক্রমশঃ)

দুরাশা।

কেন এ দুরাশা মনে জাগে বাসনায়,
যেন গো দুখানি পাখা করিয়া বিস্তার
এক খণ্ড ভাঙ্গা লঘু মেঘের মতন
করিতাম শূন্য পথে সুখে বিচরণ।
ভাসিয়া যেতাম দূরে, সুদূর প্রদেশে
ছাড়াইয়া নদ, নদী, গিরি, অবশেষে
উপনীত হইতাম, অশান্ত বাসনা
শান্ত হত লভি তার অমূল্য কামনা।
সেই প্রাসাদের পরে ক্ষণেক দাঁড়ায়
রহিতাম, বারিভরা মেঘ খণ্ড প্রায়।
সহসা তৃষিত প্রাণ, আকাঙ্খা আমার
জুড়াইত হেরি প্রিয় সমুখে তাহার।
মেঘাচ্ছ আকাশ পানে সে দেখে নেহারি,
আমি ঝরিতাম সে আননে এক বিন্দু বারি।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

শিক্ষা প্রবণতা।

শিক্ষা প্রবণ অন্তঃকরণ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই শিক্ষার জন্য ব্যস্ত। শিক্ষা প্রবণতা মানবীয় অন্তঃকরণকে যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে সচকিত ও জাগ্রত করিয়া রাখে সংসারের এমন আর কোন বস্তু নাই যাহাতে সমগ্র মানব জীবকে সেরূপ

নিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারে। শিক্ষা প্রবণতাপূর্ণ অন্তঃকরণের নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড বিদ্যালয়। প্রকৃত শিক্ষার্থী পদদলিত ধূলিকণা হইতে অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর হইতে জীবনের মূল্যবান শিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রকাণ্ড পুস্তক নিত্য বর্ত্তমান। হংস যেমন জল অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার ভিতর হইতে সার সংগ্রহ করে সারগ্রাহী শিক্ষার্থী ও ক্ষুদ্রতম তৃণের ভিতর হইতেও জীবনের শিক্ষনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। একদিকে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা তাঁহার শিক্ষা বিধান করিতেছে অপর দিকে তাঁহার শিক্ষার জন্য অসীম অত্যুচ্চ গগনভেদী হিমালয় দণ্ডায়মান। সাধু মহাজনদিগের জীবন এইরূপে সুগঠিত। জীবনের প্রকৃত শিক্ষার জন্য সকলের নিকট তাঁহাদের মস্তক অবনত। সমগ্র পৃথিবীর নিকট যাঁহারা শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন পৃথিবী তাঁহাদিগকে উচ্চ আসন না দিয়া কিরূপে নীরব থাকিতে পারে। এই মহা শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ঈশা মুষা ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ এই উচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছেন। যাঁহারা একটী চড়াই পক্ষীর পতনে ভগবানের ইচ্ছা দর্শন করেন—যাঁহারা একটী তৃণের উদ্গমে প্রবহমান ঐশীশক্তি অনুভব করিতে থাকেন—যাঁহারা প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভিতরে তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়ার পরিচয় দেখিতে দেখিতে অবাক্ হইতে থাকেন তাঁহাদের জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও শিক্ষার অভাব হয় না। শোণিত প্রবাহের ন্যায় তাঁহাদের ভিতরে শিক্ষার মহাশক্তি অবিশ্রান্ত চলিতেছে। নির্জ্জন গিরি গহ্বরে—উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর বক্ষ কৃশানু সম উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে সর্ব্বত্রই শিক্ষা প্রবণ সাধু হৃদয় জীবনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইতে থাকেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ বিশাল হৃদয় তাঁহারই প্রেমে মুগ্ধ হইতে চক্ষুর অগোচর কোন্ দুর্লক্ষ্য প্রদেশে গমন করিতে থাকে। এরূপ শিক্ষা যাঁর প্রাণ মনকে অধিকার করিয়াছে তিনি পৃথিবীবাসী হইয়াও স্বর্গবাসী দেবগণের সঙ্গে বিচরণ করিতে থাকেন। স্বজনে তাঁহার শিক্ষা নির্জ্জনে তাঁহার শিক্ষা। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তাঁহার শিক্ষার জন্য জীবনের বেদ বেদান্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। নববিধান আজ আমাদিগকে এই উচ্চ শিক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বিধানবাসীগণ! তোমরা কি এ শিক্ষাকে অস্বীকার করিতে পার? বিধানকুমার তোমাদিগকে ইহার জীবন্ত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রেমে তৃপ্তি।

প্রেম আজি নহে ত স্বপন,
এ নহে আকাশ ফুল, জ্যোছনা নীশিথে
ফুটে উঠে, ঝরে নাক তুহিন আঘাতে,
এ মোর হৃদয় বনে চির শোভাময়,
ঝটিকা মেঘেতে এর নাহি কোন ভয়;
প্রেম মৃত্যুঞ্জয়!

এ নহে মেঘের খেলা, ঘূর্ণি ঝটিকায়,
এ নহে আবেগ, শুধু তীব্র বাসনায়।
এ নহে গৃহ আলো করা শান্তির সুষমা,
জাগাইছে ঈশ্বরের জাগ্রত মহিমা,
নাহি এর নাহি কোন সীমা।

এ নহে খেলার সাধ, এ নহে খেলেনা,
শিরায় শোণিত মম, অন্তরে চেতনা,
জীবনের শক্তি মোর, বিপদে অভয়,
সবি যাবে দুদিনেতে সবি হবে লয়।
শুধু এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বাতুলের চতুরতা।

সম্প্রতি এক ফরাসী চিত্রকর উন্মাদ হওয়াতে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সে গারদটি তাঁহাদের গ্রাম হইতে প্রায় কুড়ী ত্রিশ মাইল দূরে। চিত্রকরের নাম হারবৃতী মুলিন। মুলিনের ব্যবহার অনেক দিনাবধি পাগলের ন্যায় বোধ হইত। সে ছবি আঁকিতে বসিয়া ভয়ঙ্কর চিত্র সকল চিত্রিত করিত।

পাগলা গারদে বন্দী হইবার অনেক মাস পরে মুলিনের এক বন্ধু মুলিনের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। মুলিন এক সংবাদ পত্রে নিজ রক্ত দ্বারা ঐ পত্র লিখিয়াছিল। এক ভ্রমণকারী ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত পাগলা গারদের প্রাচীরের নীচে পত্র খানি দেখিয়া, নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্র খানি এইরূপে লিখিত ছিল :—

"কিছুদিনের জন্য যে আমার মাথা খারাপ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক দিন হইল আমি সারিয়া উঠিয়াছি। আমার আত্মীয়েরা আমার বিষয় আত্মসাৎ করিবার জন্যই ডাক্তারের সাহায্যে আমাকে এই জঘন্য বাটীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, এই আশায় যে আমি একেবারে উন্মাদ হইয়া যাই। আমাকে উদ্ধার কর, আমি মিনতি করিতেছি, কিন্তু সাবধানে কার্য্য সমাধা করিও কারণ যদি আমার আত্মীয়েরা এ বিষয়ে কিছু জানিতে পারেন তবে আমার পরিণাম কি হইবে জানি না।"

মুলিনের বন্ধু এ চিঠি খানি পাইবার পর মুলিনকে উদ্ধার করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি পাগলা গারদে গিয়া মুলিনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রক্ষকেরা মুলিনের আত্মীয়গণের পত্র না পাইলে অনুমতি দিতে পারিবে না বলিল। তিনি সেই জন্য দূর হইতেই মুলিনকে দেখিলেন, মুলিন কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি দেখিলেন মুলিনের এই কয়েক বৎসরে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন। মুলিন শীর্ণ কায় হইয়া গিয়াছে ও তাহার কেশ বৃদ্ধের ন্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে। তিনি দরজা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই অতি সাবধানে একখানি চিঠি মুলিনের কারা-

গায়ে ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে মুলিনকে নিজ আগমন বার্ত্তা জানাইলেন।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ইতি মধ্যে মুলিন ও তাহার বন্ধু প্রায় উভয়কে পত্রাদি লিখিতেন। অবশেষে একদিন রাত্রিকালে মুলিনকে মুক্তি দিবার জন্য মুলিনের বন্ধু কারাগারের বাহিরে প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুলিন অতি সাবধানে বাহিরে আসিল, এবং উভয়ে মিলিয়া প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিলেন। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই রক্ষকেরা জানিতে পারিয়া তাহাদের অন্বেষণে কুকুর (Blood-hounds) চারিদিকে প্রেরণ করিল। মুলিন ও তাহার বন্ধু এক নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিয়া পরপারে উঠিল। অনেক ঘণ্টা তাহারা সন্তরণ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পরপারে এক জঙ্গলের মধ্যে নিরাপদ হইবার জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান করিল। উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল। মুলিন বলিল "আমি এবারে এমন সকল চিত্র চিত্রিত করিব যে জগতের লোক দেখিয়া অবাক হইবে, এমন চিত্র কেহ কখন ইহার পূর্ব্বে চিত্রিত করিতে পারে নাই। এখন কেবল একটী মাত্র কার্য্য করিবার বাকি আছে। একটি কাজ বাকি আছে যাহা সম্পাদন করিলে সকল সৌন্দর্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে। তাহা একটী খুন বা মনুষ্য হত্যা!" এই বলিয়া মুলিন নিজ বক্ষ হইতে এক ছুরিকা বাহির করিয়া বন্ধুকে আক্রমণ করিল। বন্ধু বহু চেষ্টায়ও তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না, উভয়ে ভূমিতে পড়িয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুলিন তাহার বন্ধুর দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, নিকটে যদি কেহ থাকে এই আশায় বন্ধু চিৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া উন্মাদ মুলিনের হস্ত হইতে তাহার বন্ধুকে রক্ষা করিল। সে ব্যক্তি না আসিলে তিনি নিশ্চয়ই মুলিনের হস্তে প্রাণ হারাইতেন। মুলিন চিরদিনই উন্মাদ ছিল, বন্ধুকে যে পত্র খানি লিখিয়াছিল, তাহাতে তাহার চতুরতার প্রমাণ দিতেছে, আত্মীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিল তাহা সকলই মিথ্যা কথা।

হরিপ্রেম ভিক্ষা।

(১)

ভাল বাসিব তোমায়;
অজ্ঞান মানবচিত, যে না বুঝে হিতাহিত,
তারে ভালবেসে বল কিবা ফলোদয়;

অনন্ত প্রেমের খণি, হৃদয়-পরশ মণি,
প্রেমের সমুদ্র তুমি পূর্ণ প্রেমময়।
ভালবাসিব তোমায়।

(২)

ভালবাসিব তোমায় ;
এ জগৎ সংসারে, ভ্রমিলাম দ্বারে দ্বারে,
কাতরে করুণ স্বরে বলিনু সবায় ;
কেহ দিলে নাক আশা, নিলে নাক ভালবাসা,
বলিল বড়ই উচ্চ তোমার আশয় ;
পূরিবে না সেই আশা বিনা প্রেমময়।
ভালবাসিব তোমায়।

(৩)

ভালবাসিব তোমায় ;
অসীম প্রাণের আশা, সীমাশূন্য ভালবাসা,
ভক্তিপূর্ণ অশ্রুবারি দিব তব পায় ;
দিয়েছ মনেতে আশা, মিটাবে প্রেমপিপাসা,
বিশ্বজয়ী তব প্রেম অনন্ত অক্ষয় ;
ভালবাসিব তোমায়।

(৪)

ভালবাসিব তোমায় ;
হৃদয়ের পাপ যাহা, তিলার্দ্ধ রেখ না তাহা,
শান্তিবারি দিয়ে কর পবিত্র আমায় ;
ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মামৃত সুধা পান,
ব্রহ্ম নাম জপ ক'রে যেন প্রাণ যায়।
ভালবাসিব তোমায়।

(৫)

ভালবাসিব তোমায় ;
তুমি সত্য, জ্ঞান, হরি,— আত্মারাম রূপ ধরি,
ঘটে ঘটে বিহরিছ প্রভু দয়াময় ;
ভবের কাণ্ডারী হ'য়ে, শান্তিধামে যাও ল'য়ে,
কৃতার্থ হইব আমি নিরখি তোমায়।
ভালবাসিব তোমায়।

(৬)

ভালবাসিব সবায় ;

তব পদ বক্ষে ধ'রে, ভালবেসে যাব ত'রে,

বলিব আনন্দে জয় জয় প্রেমময় !

তোমারে হৃদয়ে লয়ে, প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে,

গাহিয়া প্রেমের গীত হব প্রেমে লয়।

ভালবাসিব সবায়।

(৭)

ভালবাসিব তোমায় ;

অতি কষ্টে গেছে দিন, বিষাদে হয়ে মলিন,

মুছিয়াছি অশ্রু বারি করে হায় হায় ;

যে ব্যথা সয়েছে হৃদি, সকলি তা জান বিধি,

সে সব কেবল পিতা না চিনে তোমায়।

এবে ভালবাসিব তোমায়।

(৮)

ভালবাসিব তোমায় ;

বাধা বিঘ্ন পদে পদে, যাইতে তোমার পথে,

অনন্ত প্রেমের টানে টান হে আমায় ;

আমার হৃদয় মন, তোমাতে হয়ে মগন,

অনন্ত প্রেমসাগরে যেন ভেসে যায়।

ভালবাসিব তোমায়।

(৯)

ভালবাসিব তোমায় ;

এই ভিক্ষা পরমেশ, হইলে জীবন শেষ,

দয়া করে কোলে তুলে নিও হে আমায় ;

বড় সাধ আছে মনে, তব প্রেম-আলিঙ্গনে,

জুড়াইব প্রাণ, বসি ও পদছায়ায়।

ভালবাসিব তোমায়।

(১০)

চরণে ধরিয়া পুনঃ, করি এই নিবেদন,

চিরদাসী হয়ে যেন থাকি ঐ পায় ;

হরিপ্রেম-রসে গ'লে, হরি হরি হরি ব'লে,

অন্তে যেন প্রাণ মোর তোমাতে মিলায়।

ভালবাসিয়া তোমায়।

পাক বিধি।

ক্ষীর-কোপ্তা।—প্রথমে আলুগুলি জলে সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হইলে খোসা ছাড়াইয়া মোলায়েম করিয়া বাটিয়া রাখ। কলাই-শুঁটির খোসা ছাড়াইয়া খিচ-শূন্য ভাবে বাট। খোয়া বা ডেলা ক্ষীর পিষিয়া রাখ। এখন, ঘৃতে তেজপাতা ফোড়ন দিয়া, তাহাতে কলাই-শুঁটি বাটা কসিয়া রাখ, নতুবা উহার হাল্‌সে গন্ধ যাইবে না। রুচি অনুসারে, এই সময় সরু সরু পিঁয়াজের কুচিও ভাজিয়া রাখিতে পার।

এখন, কলাই-শুঁটি, আলু, ক্ষীর, পিঁয়াজ ভাজা, লঙ্কা বাটা, গরম মসলার গুঁড়া, ভাজা ধনের গুঁড়া, ভাজা জীরার গুঁড়া, লবণ, ময়দা এবং সফেদা এক সঙ্গে চটকাইয়া মাখ। উত্তমরূপ মাখা হইলে, তদ্দারা আমড়ার ন্যায় এক একটি লেচি পাকাও।

এদিকে, উনানে ঘৃত বা তৈল চড়াইয়া দাও। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কোপ্তাগুলি লাল্‌চে ধরণে ভাজিয়া লও। ক্ষীর-কোপ্তা গরম গরম উত্তম সুখাদ্য। শীতকালে কলাই-শুঁটি উঠিয়া থাকে, সেই সময় উহা প্রস্তুত করিবার প্রশস্ত সময়।

কুমড়ার মোরব্বা।—ছাঁচি, দিশি অথবা চাল কুমড়া খুব পাকা হইলেই মোরব্বা ভাল হয়। এবং এই কুমড়া পাকা খাইলে অসুখ হয় না। এই পাকা ছাঁচি কুমড়া মোটা মোটা করিয়া একটু লম্বা বরফীর আকারে কুটিবে। পরে ভিজাইয়া একটী কাটি দ্বারা সেই কোটা কুমড়ার চারি ধারে বেশ খুচিয়া খুচিয়া গর্ত্ত করিবে। পরে সিদ্ধ করিয়া জলগুলি চিপিয়া একেবারে শুষ্ক করিতে হইবে। খুব শুখাইয়া জল শূন্য হইয়াছে বুঝিতে পারিলে জালে চড়ান ঘন ফুটন্ত রসে ফেলিয়া নাড়িবে। পরে খুব ঘন হইয়া যখন রস বেশ গায় গায় মাখা মাখা হইবে তখন নামাইয়া অন্য একটী পাত্রে লইয়া রাখিবে। পরে খাইলে বেশ লাগিবে। ইহা কুমড়ার মোরব্বা। যাহাকে কুমড়ার মেঠাই বলে সে গজার ন্যায় চিনির রসে উকড়াইতে হয়, ইহা সে প্রকার নয়। ইহার নাম ছাঁচি কুমড়ার মোরব্বা। ব্যায়রামেও ইহা উপকারী।

আমড়ার মোরব্বা —বিলাতি আমড়া বেশ ডাঁসা, টাটকা গাছপাড়া, মচমচে হইবে। সেই আমড়া ছাড়াইয়া কুমড়ার ন্যায় কাটি দ্বারা চারিদিকে বেশ করিয়া খুঁচাইতে হইবে। পরে প্রচুর পরিমাণে জল জালে চড়াইয়া আমড়া গুলি সিদ্ধ করিতে হইবে! খানিক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া সেই জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পরিষ্কার জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকারে তিন চারিবার সিদ্ধ করিয়া খুব ভাল করিয়া নির্জ্জল করিতে হইবে। এবং ঠাণ্ডা জলে সুন্দর রূপে একবার ধুইয়া লইবে। পরে উক্ত মোরব্বার রসের মত রস ঘন হইলে তাহাতে দিয়া নাড়িবে এবং মিশ্রির ফুট হইয়া ঠিক হইয়া গেলে নামাইয়া স্বতন্ত্র

পাত্রে রাখিবে। অনেকে বোধ হয় ইহা খান নাই। কিন্তু ঠিক যদি করিতে পারা যায় ইহা যে কি সুন্দর ও সুস্বাদু হয় যে একবার আস্বাদন করিলে বুঝিতে পারিবেন। এখন বিলাতি আমড়ার সময়। পাঠিকাগণকে অনুরোধ করি যেন একবার তাঁহারা পরীক্ষা করেন। মোরব্বা হইয়া গেলে আমড়া বলিয়া বোঝা যায় না, যেন কি একটা খাবার খাইতেছি বলিয়া বোধ হয়।

বেলের মোরব্বা।—প্রথমতঃ বেশ বড় বড় কাঁচা বেল ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। পরে সেই বেল জলে ফেলিয়া বিচিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে ও খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার জলে ফেলিয়া রাখিবে। অল্পক্ষণ পরে জল হইতে তুলিয়া কলাই করা পাত্রে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল ঝরাইয়া একেবারে মুছিয়া খুব শুষ্ক করিতে হইবে। এদিকে বেল নামাইয়া চিনির রস চড়াইয়া দাও। একটা বড় বেল মোরব্বা করিতে এক পোয়া চিনি লাগে এইরূপ আন্দাজে চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইবে। রস ফুটিয়া যখন ঘন হইবে তখন সেই সিদ্ধ করা শুষ্ক বেলগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিবে ও আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। পরে যখন মিশ্রির ফুট হইবে এবং বেশ ঘন হইয়া আটা আটা হইবে তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলেই খাইবে। এখন পাকা বেলের সময় নয়। সেই জন্য মোরব্বার বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য সকলের জন্য প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের অসুখ কিম্বা বেল না খাইলে শরীর ভাল থাকে না, তাঁহাদিগের পক্ষে এই বেলের মোরব্বা বড়ই প্রয়োজনীয়। ইহা সুস্থ শরীরেও খাইতে বাধা নাই। এমন কি অনেকে খাইতে ভালবাসেন।

সংবাদ।

রেওয়ার মহারাজা ইন্দরের ডেলি কলেজের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিন বিহারী সরকার সি, আই, ই, মহোদয়, ছোটলাট বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

রুষিয়ার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রুষিয়ার জারের পুত্র সন্তান এত দিন না হওয়াতে সমুদায় প্রজা ও সম্রাট সাম্রাজ্ঞী বড় নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের গৃহ হইতে নিরাশার অন্ধকার চলিয়া গিয়াছে সকলে আনন্দ করিতেছেন।

আফ্রিকার মহাপ্রতাপান্বিত প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন পরাক্রমশালী ব্যক্তি আর ছিল না। শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করা বা

স্বদেশ দর্শন করা নিষিদ্ধ ছিল। আফ্রিকায় তাঁহার মৃত স্ত্রীর কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে কবরাবৃত করা হইবে।

বেলজিয়মে প্রবল ঝটিকাতে বহু লোক মারা পড়িয়াছে ও দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এইরূপ শোনা যাইতেছে যে ৩৫ জন লোকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে ও এক শত জন লোক বিশেষ আঘাত পাইয়াছে। যাহারা বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা বৃক্ষ চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। বজ্রাঘাতে অনেক গৃহে আগুণ লাগিয়াছিল। বৃষ্টি এত অধিক হইয়াছে যে রাস্তা সকল জলমগ্ন হইয়া গাড়ী যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

স্বর্ণরেণু।

উদাসীনতা প্রথমে, বৈরাগ্য পরে।

উপকার ভেবে নয়, দর্শনেই প্রেম হয়।

প্রকৃত বৈরাগ্যে শুষ্কতা এবং বিকট ভাব নাই।

স্মৃতি দ্বারা প্রেম উদ্দীপন করা নীচ অধিকারীর কার্য্য।

পৃথিবীর অসার সুখের প্রতি যে বিরক্ত ভাব তাহাই বৈরাগ্য।

জ্ঞানগত বৈরাগ্য দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইবে।

যদি অসময়ে আহার করিলে রোগ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা জীবন নাশ, বৈরাগ্যের মূল্য মন্ত্রের উচ্ছেদ।

যদি ভাল খাওয়া, ভাল পরার ভিতরে পাপের বীজ না থাকে, তবে ভাল খাও, ভাল পর, তাতে ক্ষতি কি?

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১৩০৮, ১৩০৯ ও ১৩১০ সনের পরিচারিকার পুরাতন সংখ্যাসমূহ অতি অল্প সংখ্যকই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি (৭৮ নং অপার সারকুলার রোড) পরিচারিকা-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। কিছুদিনের জন্য অতি সুলভে নিম্নলিখিত হারে দেওয়া যাইবে:—

১৩০৮ সনের পরিচারিকা (অতি সুন্দর কাগজ, বাঁধাই ও লেখা) ১৷০
১৩০৯ সনের ঐ ... ... ১৲
১৩১০ সনের ঐ ... ... ১৲

কার্য্যাধ্যক্ষ।
"পরিচারিকা" কার্য্যালয়,
৭৮ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

২৭ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১১। [৫ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. SEPTEMBER, 1904. No. 5.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভ্যত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—————•:O:•—————

(Postage Extra)

IN ENGLISH.

		Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
	Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″×13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

———

IN BENGALEE.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৶০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৶০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১॥০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১॥০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	॥০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	॥০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	॥০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	॥০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	॥০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	॥০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	॥০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৶০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৶০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৴১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৴১০

———

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

—৭০৫—

মাসিক পত্রিকা।

২য় বর্ষ] কলিকাতা ভাদ্র ১৩১১, সেপ্টম্বর ১৯০৪। [৫ম সংখ্যা

বিনীত নিবেদন।

গত বৈশাখ মাস হইতে পরিচারিকার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সহৃদয়া গ্রাহিকাবর্গ তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটু সত্বর পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এক্ষণে এদেশে সিগারেটের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। বৎসরে ৩৮।৩৯ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী হয়।

এদেশে তুলার বীজের কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমেরিকায় তুলার বীজ হইতে একরূপ তৈল প্রস্তুত হয়, যাহা সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বেলুচিস্থানে এক প্রকার ঘাস আছে যাহার নাম Elephant grass বা হাতী ঘাস। উহার পুষ্পরেণুতে ময়দার রুটির মত খাদ্য প্রস্তুত হয়। উহার পরাগে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, সিন্ধু দেশের ও বোম্বাইয়ের লোকেরা তাহা আহার করিয়া থাকে।

কর্পূর বড় উপকারী। ইহাতে শরীরের অনেক ব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহা জাপান দেশেই প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে রুষ জাপ যুদ্ধের জন্য সেখান হইতে কর্পূর রপ্তানি রহিত হইয়াছে। ফরমোজা দ্বীপ হইতে কর্পূর সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়।

বিলাতে লেডী ওয়ারিক নাম্নী এক ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণী, স্ত্রীলোকদিগকে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর শিক্ষার পর ৫১০টি ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে বিলাতে ও অন্যান্য যায়গায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে।

বনচাঁড়াল গাছের পাতা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহার বড় মজার প্রকৃতি। অনেকেই জানেন

এই গাছে একখানি করিয়া বড় পাতা ও তাহার গোড়ায় এক জোড়া করিয়া ছোট পাতা থাকে। ঐ পাতাগুলি সর্ব্বদা নাচিতেছে। বড় পাতা খানি যেন ভাবে বিভোর হইয়া আস্তে আস্তে মাথা নাড়িতে থাকে, আর ছোটগুলি নাচিতে নাচিতে একবার উপরে উঠে ও আবার কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামে। ইহাদের নৃত্য দিবা রাত্রি চলে, তবে রাত্রিতে আস্তে আস্তে হয়।

এরূপ অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পাতা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রত্যূষে তাহারা নবোদিত রবির কিরণ চুম্বন করিবার জন্য পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রতীক্ষা করে। আমেরিকায় এক প্রকার গাছ আছে, যাহার পাতার দুই পৃষ্ঠই সূর্য্যের দিকে ফিরিতে চায় সুতরাং সেই পাতাগুলি সোজা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের এক পৃষ্ঠ পূর্ব্ব দিকে ও অপর পৃষ্ঠ পশ্চিম দিকে ফিরানো থাকে। পথিকগণ রাত্রে যদি পথভ্রান্ত হয়েন, তবে ঐ পাতা দেখিয়া দিক নির্ণয় করিতে পারেন।

প্রার্থনা।

জয় দয়াময়, সর্ব্বশক্তিময়,
বিশ্ববিমোহন হরি!
জয় সত্যময়, অনন্ত অক্ষয়,
জীবের মঙ্গলকারি!
জয় প্রেমময়; অখিল আলয়,—
প্রেমের মহিমা গায়,
জয় মৃত্যুঞ্জয়, জয় ব্রহ্মময়,
তব দেখা কেবা পায়!
জয় বিশ্বেশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় জগতের স্বামী
অখিল অম্বরে, অম্বুরাশি পরে,
সবে তব অনুগামী!
নগর প্রান্তর, দেশ দেশান্তর,
সকলি তোমার হয়,
তোমারি আজ্ঞায় জীব সমুদায়,
সদা অবনত রয়!
জয় দয়াময় পূর্ণানন্দময়,
জয় জয় জগবন্ধু!
জয় স্নেহময়, আনন্দ আলয়,
জয় হে করুণাসিন্ধু!
জয় সিদ্ধিদাতা, ভব ভয় ত্রাতা,
দুঃখ নিবারণ তুমি।
জগত জীবন, ত্রিতাপ হরণ
জীবের আশ্রয় ভূমি।
জয় বিশ্বপতি, সর্ব্ব জীব-গতি,
জয় প্রভু তব জয়!
প্রেম পুণ্য দিয়ে, পবিত্র করিয়ে,
করেছ জগত ক্রয়!
পাপীর সহায়, দীনের আশ্রয়,
অগতির গতি হরি!
অচ্যুত অব্যয়, অখণ্ড চিন্ময়
পাপ বিমোচনকারি!
অনাথ শরণ! যে পূত জীবন,
দিছিলে আমারে তুমি,
পূর্ণ এবে তাহা— কলঙ্কেতে আহা!
দেখ হে অন্তরযামী!
জয় জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত আশ্রয়,—
পদাশ্রয় দাও মোরে,

দীনে দেখা দিয়ে করুণা করিয়ে
রাখ রাখ চিরতরে।
আমি অতি দীন, উপায় বিহীন,
এ ভব ভুবন মাঝে,
কাতর পরাণে হতাশ জীবনে,
এসেছি হে তব কাছে!
বাসনা যে আছে, হৃদয়ের মাঝে
বলিতে সাহস হীন—
করুণা নিধান, জগতের প্রাণ
—হতে তব পদে লীন!

শ্রীনির্ম্মালিনী দেবী।

পার্সাস।

হেলাসের অন্তর্গত আর্গস উপত্যকায় এক্রিশাস্ ও প্রিটাস্ নামে দুইটী যমজ সহোদর বাস করিত। তাহাদের প্রচুর গো, মেষ, মহিষ, ফলবান বৃক্ষ ছিল, শস্য-ক্ষেত্র দ্রাক্ষা ক্ষেত্রও যথেষ্ট ছিল। মানুষ যে সকল বস্তু পাইলে সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, সে সকল দ্রব্য পাইয়াও তাহারা দুই ভ্রাতা ঈর্ষা পরতন্ত্র হওয়ায়, হতভাগ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। উভয়ে আপন আপন স্বার্থের জন্য কলহ করিত। প্রথমতঃ এক্রিশাস প্রিটাসকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। প্রিটাস সমুদ্র পরিভ্রমণে বহির্গত হইল। সেই সময় একটী বিদেশীয় রাজ-কন্যাকে বিবাহ করে। এক দল বিদেশী যোদ্ধা এবং রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেই যোদ্ধাগণের (সাইক্লপের) সাহায্যে এক্রিশাসকে তাড়াইয়া দেয়। এইরূপে পুনরায় দুই ভ্রাতায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরে এই মীমাংসা হইল, যে এক্রিশাস, আর্গস জমির অর্দ্ধাংশ পাইবে এবং প্রিটাস, টাইরিন্স ও বাকি অর্দ্ধাংশ জমির অধিকারী হইবে। প্রিটাস ও যোদ্ধাগণ টাইরিন্স নগরের চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। টাইরিন্সে আজও সেই প্রাচীর বর্ত্তমান।

ইহার কিছুদিন পরে একজন গণৎ-কার এক্রিশাসের নিকট আসে, এবং ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া তাহাকে এই কথা বলে, "তুমি যখন আপন সহোদরের উপর এত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করি-তেছ, তাহার দণ্ড স্বরূপ, তোমারই বংশোদ্ভব তোমার সহিত সংগ্রাম করিবে। তোমার কন্যা ডেনির একটী পুত্র সন্তান হইবে, এবং সেই পুত্রের হস্তে তোমার প্রাণনাশ হইবে। বিধির এই বিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না।"

এই কথা শুনিয়া এক্রিশাসের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। সর্ব্বদাই আপন আত্মীয়বর্গের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যব-হার করিত; এক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সদয় হওয়া দূরে থাকুক আরও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। মৃত্তিকার গভীরে, পিত্তল-আবৃত গহ্বরে আপনার কন্যাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

যথাকালে, ডেনির একটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল। এক্রিশাস ব্যতীত সক-লেরই সেই সুন্দর শিশুকে দেখিলে মায়া

হইত। কঠোর হৃদয় এক্রিশাস ডেনি ও তাহার পুত্রকে একটী সিন্দুকে বন্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া দিল।

সুনীল গিরিগহ্বর হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখীন বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। ডেনি ও তাহার পুত্র আর্গস, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে পড়িল। রাজা এক্রিশাস ব্যতীত সকলেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মাতা ও শিশু তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। শিশুর কোন ভয় নাই চিন্তা নাই, সুখে মার বুকে ঘুমায়; কিন্তু সন্তান বৎসলা জননীর হৃদয় ভয় ভাবনায় পূর্ণ, কখন শিশুর মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদে, কখন বা গুণ গুণ স্বরে গান গাইয়া শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল তরঙ্গমালা ও সুনীল প্রশান্ত শূন্য ধূ ধূ করিতেছে। উপকথা এই যে প্রতি গ্রীষ্মের সময় হ্যাল্‌সিএনি এবং সিএক্স নামে দুইটী পক্ষী সমুদ্রে ভাসমান বাসা নির্ম্মাণ করে; প্রতি বৎসর সেই সময় সমুদ্র অতি শান্ত ভাব ধারণ করে। ইহার কারণ এই :—

হ্যালসিএনি সমুদ্রের উপকূল এবং পবন দেবের কন্যা। সে সিএক্স নামক একটী নাবিক বালককে অত্যন্ত ভালবাসিত; তাহার সহিত বিবাহ হয়, এবং দুজনে সুখে কালযাপন করিত। একদিন সিএক্স জলমগ্ন হয়। প্রবল তরঙ্গের আঘাতে আর উঠিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া হ্যালসিয়েনিও সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এই সকরুণ দৃশ্যে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া উভয়কে সমুদ্র-পক্ষীর আকারে পুনর্জ্জন্ম দিলেন। তাহারা প্রতি গ্রীষ্মের সময় সমুদ্রের উপরে ভাসমান আবাস প্রস্তুত করে এবং দুজনে সুখে সমুদ্রের এপার ওপার করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। সেই গ্রীষ্মের সময় ডেনি ও তাহার শিশু সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছিল।

এক রাত ও এক দিন কাটিয়া গেল; তবুও সে সমুদ্রের শেষ হয় না। ডেনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, শিশুকে আপনার বুকে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ভাসিতে ভাসিতে সিন্দুকটী পর্ব্বতের ভিতর আসিয়া পড়িল। উপকূলস্থিত প্রস্তর ও সিন্দুকের সংঘর্ষণে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে হঠাৎ ডেনির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে স্থানটি সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত; চতুষ্পার্শ্বে আহত শুভ্র ফেণ-নিভ তরঙ্গরাজি নিষ্প্রভ লোহিত কান্তিতে গিরি শিখর সুশোভিত। ডেনি ঈদৃশ বিপদ দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একটী দীর্ঘকায় পুরুষ পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার পরিধানে, পশমী মোটা কাপড়ের আচ্ছাদন এবং মাথায় সূর্য্যের উত্তাপ নিবারণের উপযোগী বড় টুপি ছিল। হাতে মৎস্য বিঁধিবার একখানি বর্ষি এবং স্কন্ধদেশে একখানি জাল; তাঁহার পিছনে দুইজন ভৃত্য ছিল। ডেনি ও তাহার পুত্র ভাসিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি উপর হইতে লাফাইয়া

পড়িয়া, জাল পাতিয়া মাতা ও শিশুকে নিরাপদে পর্ব্বতের কূলে আনয়ন করিলেন।

ধীবর ডেনির হস্ত ধারণ করিয়া সিন্দুক হইতে তুলিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈদৃশ জীর্ণ পোতে এ দেশে আসিয়াছ ইহার কারণ কি? তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তুমি নিশ্চয়ই কোন রাজকন্যা হইবে, এ শিশুও অসাধারণ জীব।"

ডেনি মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দেশের এবং দেশবাসীদের নাম জিজ্ঞাসা করিল।

তিনি বলিলেন "এ দেশের নাম সরাইফস্; হেলাস আমাদের জন্মস্থান। আমি রাজা পলিডেক্টাসের ভ্রাতা, সকলে আমাকে ডেক্টাস্ বলিয়া ডাকে। আমি এখানে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করি।"

ডেনি ডিক্টাসের দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল "এই বিদেশিনীর উপর সদয় হইয়া আপনার গৃহে দাসী করিয়া রাখুন। আমি আপনার ভারাবহ হইতে চাই না; আমি শিল্প কার্য্য দ্বারাও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব।"

ডিক্টাস ডেনিকে থামাইয়া বলিলেন, "বৎসে! আজ হইতে তুমি আমার ও আমার পত্নীর কন্যাস্থানীয় হইলে। আমি নিঃসন্তান বৃদ্ধ; আমার সহিত এস; আর এই শিশু আমাদের পৌত্র।"

এই কথা শুনিয়া ডেনির মন শান্ত হইল। ডেনি ডিক্টাসের গৃহে ১৫ বৎসর কাল যাপন করে।

ডেনির পুত্র পঞ্চদশ বর্ষে, বাণিজ্যের জাহাজে নাবিকের বেশে পরিভ্রমণে বহির্গত হয়। মাতা তাহাকে পার্সস নাম দিয়াছিল, সারাইফাসের লোকেরা জানিয়াছিল যে পার্সাস মানব সন্তান নয়; জাস্ (দেবতাদের রাজা) রাজার পুত্র। পনের বৎসর বয়সেই সে সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ ও সবল কায় ছিল। অস্ত্র বিদ্যায়, ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা ছিল। দাঁড় বাওয়া, হার্প বাজান, এ সকল এবং ব্যায়াম ক্রিয়াতে অত্যন্ত পটু ছিল। ডিক্টাসের সুশিক্ষার গুণে পার্সাস সাহসী, সত্যপরায়ণ বিনয়ী সুসভ্য এবং নম্র স্বভাবসম্পন্ন হয়।

পার্সাস জাহাজে বেড়াইতে যাওয়ার পরে ডেনি বিষম বিপদে পড়িল। রাজা পলিডেক্টাস, ভ্রাতা ডেক্টাসের ন্যায় ন্যায়বান্ ও সচ্চরিত্র ছিল না। অত্যন্ত নিষ্ঠুর, লোভী, ধূর্ত্ত রাজা ছিল। সে ডেনিকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হয়। ডেনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়া রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিল; সেখানে কূপ হইতে জল তুলা জাঁতা ঘোরান, এই সকল দাসীর কাজ করিতে হইত। পার্সাস তখন জাহাজে, সেমাস্ দ্বীপে ছিল; মাতার এত দুঃখ কষ্টের কথা কিছুই জানিত না।

একদিন জাহাজে যখন মাল বোঝাই করিতেছিল, পার্সাস্ প্রখর সূর্য্য-তাপে

তাপিত হইয়া অরণ্যের ভিতর গিয়া সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্নটী এই :—

একটী দীর্ঘকায় রমণী, অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট আসিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ধূসর লোচনদ্বয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল। মস্তকে লৌহ আচ্ছাদন এবং হস্তে একখানি তরবারি। আলম্বিত নীল পোষাকের উপরে স্কন্ধদেশে ছাগ-চর্ম্মে একখানি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ পিত্তলের ঢাল ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তিনি পার্সাসের দিকে একদৃষ্টে এরূপ ভাবে তাকাইয়াছিলেন, যেন, তাঁর চক্ষুদ্বয় পার্সাসের অন্তরের ভিতর যে সকল বাসনা ও সাধ লুকান আছে সকলই দেখিতে পাইতেছেন। পার্সাসকে রমণী বলিলেন, "পার্সাস! তুমি আমার একটী কাজ করিতে পারিবে?"

পার্সাস উত্তর করিল "আপনি কে? আমার নাম আপনি কিরূপে জানিলেন?"

রমণী বলিলেন, "আমার নাম প্যালাস এথ্‌নি; আমি মানবের অন্তরের কথা, চিন্তা সকলই জানি; কে মহৎ, কে নীচ ভাবাপন্ন সকলই অবগত আছি। যাহাদের আত্মা কর্দ্দম প্রলেপে গঠিত—অর্থাৎ উৎসাহ বা কোন উচ্চ আকাঙ্খা নাই, তাহারা আমার আশীর্ব্বাদ লাভ করে না। তাহারা, উদ্ভিদ্ পশু পক্ষীর মতন জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়, আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করে; সুখে নিদ্রা যায়, এবং সময় আসিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু সে সকল আত্মায় উৎসাহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও মানবোচিত বল বীর্য্য আছে—আমি তাহাদের সেই অগ্নিতে আহুতি দিই; ও অসাধারণ বল দান করি। তাহারাই যোদ্ধা,—বীর, তাহারাই দেবসন্তান নামে অভিহিত।

টিটান্স (পরমেশ্বরের ও মানবের শত্রু) এবং রাক্ষসদিগকে পরাজিত করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে নূতন পথ দিয়া চালাই। বিপদ, যুদ্ধ সংশয় এবং অভাবের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাই। কেহ যৌবনেই হত হয়; কোথায়, কিরূপে কেহই জানে না। কেহ বা মহৎ নাম প্রাপ্ত হয়। অন্তিমে তাহাদের কি হয়, জাস ভিন্ন কেহই জানে না। পার্সাস! এই দুই প্রকারের মধ্যে কোন রকম জীবন তোমার ভাল মনে হয়?"

পার্সাস সাহসে উত্তর করিল, "উচ্চ নামের আশায় যৌবনে মরণ ও ভাল। তথাপি, পশুর মত কেবল আহার, বিহার ও শয়নেই সুখী হয়, সেরূপ জীবনে কাজ নাই।" রমণী ঢালে অঙ্কিত ছবি-পার্সাসের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, ঐ ভীষণ রাক্ষসীকে বধ করিতে তোমার সাহস হয়? যদি তাহার মস্তক আমায় আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার এই ঢালের গৌরব ও শোভা বৃদ্ধি পাইবে।"

ছবিতে সেই বিকট মুখ দেখিয়া পার্সাসের গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল। একটী

সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুখ; কিন্তু গাল দুটী মৃতের ন্যায় বিবর্ণ; ললাটের প্রতি রেখায়, স্তরে স্তরে চিরস্থায়ী, ক্লেশ ও যন্ত্রণা বিজড়িত; ওষ্ঠদ্বয় সর্পের ন্যায় বিষাক্ত ও পাতলা; গণ্ডদেশে কুণ্ডলিত সর্প সকল শোভা পাইতেছে, কণ্টকিত জিহ্বা বাহির করিয়া আছে; মস্তকে ঈগল পক্ষীর ন্যায় বিস্তারিত পক্ষপুটও বক্ষদেশে পিত্তলের পা. জড়াইয়া রহিয়াছে। পার্সাস সেই মুখখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া রমণীকে বলিল, "যদি পৃথিবীতে এরূপ বিকট ও ভীষণ বস্তু কিছুই থাকে, তাহা বধ করা যথার্থই একটী মহৎ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সে রাক্ষসীকে কোথায় গেলে পাইব, আপনি বলুন।" রমণী হাসিয়া পার্সাসকে বলিলেন "যাহার ছবি দেখিলে, তাহার নাম, মেডিযুসা গর্গণ—এক দল রাক্ষসের মাতা। তোমার . বয়স এখন অতি অল্প; বুদ্ধিও পরিপক্ক হয় নাই; বহুদর্শীতাও জন্মে নাই। এখন বাড়ী ফিরিয়া যাও। গর্গণের অন্বেষণে যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীতে যে কাজ আছে, তাহা সমাপন কর।"

পার্সাস উত্তর দিবে এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; রমণীও অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু পার্সাস আপন চক্ষের সম্মুখে গর্গণের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা দত্ত।

"সান্ত্বনা।"

(১)

কেন মন, ম্লান সদা
বারেক হাসিয়া চাও,
আপনারে ভুলে গিয়ে
পরহিতে প্রাণ দাও।

(২)

তটিনী সাগর পানে
ছুটিতেছে নিশি দিন;
সাগরে বাড়ায়ে দেখ,
সাগরেই হয় লীন।

(৩)

সৌন্দর্য্য-সুরভি-ভরা,
কুসুম কোমল প্রাণ,
সলাজে, ভ্রমর আর
মানবেরে, করে দান।

(৪)

শ্রান্ত পথিকের তরে
বহে মন্দ সমীরণ
তপ্ত দেহে, তরুরাজি
করে স্নিগ্ধ ছায়া দান

(৫)

সুনীল জলদ-মালা
উত্তপ্ত ধরণী 'পরে,
সুশীতল বারিধারা
বরষে অমৃত ধারে।

(৬)

মন তুমি জেগে ওঠ
ঘুমায়ে থেকো না আর,
আপনারে সমর্পণ
কর, জগতের পায়।

স্নেহলতা দত্ত।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার স্পৃহা।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার স্পৃহা স্বভাবতই প্রবল। অসভ্য বন্য মনুষ্য হইতে সুসভ্য ইংরাজ পর্য্যন্ত—সকলেই আপনাপন রুচি অনুসারে অল্প বিস্তর অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কিছু দোষের বিষয় নহে, বরং শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন নানাবিধ নিয়ম পালন করা আবশ্যক, তেমনি শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য করিবার জন্য সুসজ্জিত রাখাও প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের পতিত দেশের সামাজিক মহিলাগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা সে দিকে এত বেশী মনযোগী যে তাঁহারা পুরাতন রীতি নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে দেশের মহিলাগণ দ্রৌপদীর ন্যায় নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী রন্ধন করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগত ও স্বজন পরিজনকে ভোজন করাইতেন ও ভোজনান্তে অবশিষ্ট অন্ন পরমানন্দে আহার করিতেন, তাহাই পরম গৌরব বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এবং এই সৎ কার্য্যই অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার বলিয়া অনুভব করিতেন। তাঁহারা এখনকার ধনমদগর্ব্বিতা গৃহিণীর মত উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুক বিদায় দিতেন না। আমরা তাঁহাদেরই সন্তানসন্তান, আমাদের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

যদি কোনও রমণী পার্থিব অলঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া উক্ত মহিলাগণের নিকট তাহার গৌরব করিতে যাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের অপার্থিব—অলঙ্কার প্রদর্শন করিয়া সুখানুভব করিতেন। কথিত আছে একদা কোনও ধনী রমণী ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কোনও মহিলার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই আমার স্বামী আমাকে এই সমস্ত গহনা দিয়াছেন," এই বলিয়া প্রত্যেক গহনার মূল্য ও সৌন্দর্য্য সবিশেষ কীর্ত্তন শেষ করিয়া বলিলেন, "দেখি-না ভাই তোমার স্বামী তোমার কি অলঙ্কার দিয়াছেন?".

আধুনিক সম্প্রদায়ের মহিলা হইলে সে স্থলে নিজেকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিতেন আপনাকে শত ধিক্কার দিতেন এবং মনে মনে স্বামীকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন—কিন্তু সেই নিরালঙ্করা রমণী ঈষৎ হাসিয়া বিনয় নম্র বচনে পণ্ডিতপ্রবর স্বামীর টোল চতুষ্পাঠীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বোন আমার স্বামীর প্রদত্ত অবিনশ্বর স্বর্ণালঙ্কার।" তখন ঐশ্বর্য্যাভিমানী রমণী লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন এবং ঐ রমণীকে যথার্থ ঐশ্বর্য্যশালিনী জানিয়া মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আরও অনেকানেক ঐরূপ ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু হায়! যে সকল সৎ কার্য্য আমাদিগের অঙ্গের অলঙ্কার ছিল তাহা এক্ষণে ঘৃণিত

নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন কাহারও গৃহে একজন অতিথি আসিলে তিনি দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার গৃহিণী আপনাকে বিপদে পতিত মনে করেন। কোন মহিলার স্বামী যদি একটু উচ্চ দরের চাকরী করেন আর সেই স্ত্রী যদ্যপি নিজে রন্ধন করেন তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ, নিজেকে অপমানিত হইতে হয়, লোক সমাজে তাহা গোপন রাখিতে হয়। তাঁহারা নিজেকে সুখী করিতে চাহেন, নিজের শরীরকে মৃন্ময় পুত্তলির ন্যায় সাজাইয়া এবং তাহারই অনুরূপে নিষ্কর্ম্মা রাখিতে চাহেন। অলঙ্কারই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। শুনা যায় একটী মহিলা জনৈক ভদ্র লোকের বাটী নিমন্ত্রণে যান, তথায় গহনা লইয়া কি কথা হয়, পরে স্থির হয় কাহার কত গহনা আছে, পরদিনে সকলে পরিয়া আসিবেন। পরদিন সকলে যাহার যাহা গহনা ছিল পরিয়া আসেন, কেহ বা নিজের না থাকায় পরের নিকট চাহিয়া সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আসেন। কিন্তু উক্ত ভদ্র মহিলা সে দিন কোনও অলঙ্কার না পরিয়া অঙ্গে যাহা ছিল উন্মোচন করিয়া, পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে সেখানে গমন করেন, তাহাতে তাঁহার মনোগত ভাব সকলেই বুঝিতে পারেন ও লজ্জিত হন।

পল্লীগ্রামে আজিও সহরের ন্যায় বিলাসের প্রাদুর্ভাব হয় নাই তাই এখনও সে সব স্থানে শান্তি আছে, সুখ আছে, আনন্দ আছে ও পরস্পরের ঐক্যতা আছে। সেইজন্যই এখনও দুই এক পল্লীগ্রামে লোপাবশিষ্ট পুরাতন রীতি নীতির কিয়দংশ নয়নগোচর হয়।

কিন্তু এরূপ বিলাসের তরঙ্গরাশি হইতেই দুই একটী শুভ্র বীচিমালা অপসৃত হইয়া তথায় প্রবেশ লাভ করিলেই হতাবশিষ্ট পুরাতন যা কিছু আজিও আছে তাহাও নীরবে অশ্রু মুছিয়া পলায়ন করিবে। আধুনিক নগরবাসী মহিলাগণের মধ্যে যেরূপ অলঙ্কার স্পৃহা ও বিলাসিতা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে, হ্রাস না হইয়া যদি ক্রমাগতই ঐরূপ বাড়িতে থাকে এবং যে সমস্ত গৃহলক্ষ্মী আজিও গৃহের মঙ্গল সাধনে স্বার্থ ভুলিয়া নিয়ত রত আছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলান্বেষণী চক্ষু যদি ভীষণ স্বার্থমূলক অলঙ্কার স্পৃহা ও বিলাসিতা আকৃষ্ট করে, তাহা হইলে এই দরিদ্র বাঙ্গালা জাতীর আরও কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

প্রায়ই দেখা যায় স্বামী যাহা বেতন পান তাহাতে সংসারের খরচ একরূপ চলিতে পারে এমন অবস্থাপন্ন ক্ষুদ্র সংসারেও গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ অগ্রে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হইবে, পাচক এবং দাস দাসী রাখিয়া তাঁহার অলসতার বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। কেহ যেন মনে না করেন আমি দাস দাসী রাখার বিপক্ষে, তাহা নহে, কিন্তু অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে আপনাপন সামর্থ

সত্ত্বেও মাতাগণ সন্তানগণকে দাস দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনার বিলাসের অবসর করিয়া লন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না ইহাতে সন্তানের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সন্তানগণ যথোচিত স্নেহ ও শিক্ষা অভাবে নির্ম্মল প্রকৃতি হইতে পারে না। আমি সেই স্থলে দাস দাসী রাখার বিরোধী। হয়ত কোনও সংসারের কাজ যাহা নিজে করিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। দাস দাসীতে করিলে বিশৃঙ্খলা হয়, আমি তাহারই বিরোধী। হয়ত কাহারও স্বামী পরিবারের স্বহস্ত পাক অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে ইচ্ছা করেন কিন্তু স্ত্রী আগুনের তাপ এবং অপমানের ভয়ে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া স্বামীর ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হয়েন। প্রচুর সময় ও স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি স্বামীকে রন্ধন করিয়া দিতে অনিচ্ছুক, আমি সেই স্থলে পাচক পাচিকা রাখিবার বিপক্ষ। অগত্যা স্বামীকে বাধ্য হইয়া এ সকল ব্যয় ভার বহন করিতে হয় কাজেই তাঁহার চুরি (ভদ্র লোকের নিকট উপরি পাওনা) না করিলে চলে না। এদিকে বাড়াবাড়ি হইলেই বিষম বিপদ, ধরা পড়িলেই সর্ব্বনাশ! থানা, কাছারী, মোকর্দ্দমা, শেষে ধন যায় মান যায়, চাকরী যায়, পরিণামে বুঝি সব যায়। ভদ্র সমাজে বাহির হইতে হইলেই আগে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার চাই নতুবা তাঁরা লোক সমাজে বাহির হইতে পারেন না। অমনি তাঁহারা দুঃখের গাথা গাহিবেন আপনাপন অদৃষ্টকে গালি দিবেন। ইহাই কি উচিত? আবার লোকের এমনি স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে লোকের আর মান অপমান নাই, পরিচয়ের প্রয়োজন নাই সকলি অর্থ ও অলঙ্কারের উপর নির্ভর করে। প্রায়ই উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিত লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—একজন ধনী পরিবার ও অপর একজন দরিদ্র গৃহিণীতে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে কিন্তু উপস্থিত স্থানে বাক্যালাপ নাই। দরিদ্র গৃহিণী এক পার্শ্বে ম্লান মুখে বসিয়া আছেন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেও পারিতেছেন না। কারণ ধনী গৃহিণীদিগের মধ্যে যাহার সহিত আলাপ করিতে যাইতেছেন তিনিই উপেক্ষার সহিত উত্তর প্রদান পূর্ব্বক সরিয়া যাইতেছেন; অথবা কেহ কথাও কহিতেছেন না। এরূপ স্থলে নীরব থাকাই শ্রেয় কিম্বা সমাবস্থার লোকের সঙ্গে আলাপ করাই শ্রেয়। ধনী গৃহিণীর ব্যবহার দেখ, ঐ অপর একটী ধনী পরিবার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া পুত্র কন্যা সহ মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন তাঁহার সহিত আলাপ নাই তথাচ তিনি গহনার পরিচয়ে তাঁহার নিকট গিয়া সাদরে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। ইহা বড়ই বিপরীত অবস্থা।

এক দিকে মেয়েরা আপনাপন সুখ সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে ব্যস্ত রহিলেন, অপর দিকে পুরুষেরা সিংহ বিক্রমে দেশের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিতরকার খবর কিছুই

জানিলেন না ও কিছুই করিলেন না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পরিবারের এই সমস্ত কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন সংসারের সর্ব্ব শোষক অলঙ্কার স্পৃহা ও বিলাসিতা বাড়াইতে লাগিলেন, তাহা দেখিলেন না, তাহার প্রতীকার করিলেন না বাহিরে যত আস্ফালন ভিতরে কিছুই নাই। মেয়েরা হয়ত দুঃখে দহিবে মর্ম্ম যাতনায় দগ্ধ হইবে, নয় তাহারা বিলাসিতায় স্বার্থপর হইয়া মহান অনর্থ ঘটাইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। করুণাময় জগদীশ্বর স্বভাবতঃই নারী জাতির হৃদয়ে অলঙ্কার স্পৃহা দিয়াছেন, ইহা আমাদিগের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে সে সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলে অথবা সে অলঙ্কারে ভূষিত হইতে পারিলে আমরা যথার্থ সুখী হইব। আর এ যে সুখ ভ্রমে দুঃখ রাশিকে আহ্বান করিয়া বক্ষে ধারণ করা। এ অলঙ্কারে এক একজন এতই অন্ধ হইয়াছেন যে তাঁহাদের সাধারণ সম্পত্তি, দয়া স্নেহ প্রভৃতি প্রকৃতির সদনুষ্ঠানগুলি বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়া কেবল মাত্র পুত্র কন্যাতেই আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ইহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এরূপ নহে। তিনি নারী হৃদয়ে অলঙ্কার স্পৃহা দিয়াছেন কিন্তু তাহা পার্থিব তুচ্ছ অলঙ্কার নহে। তাহা ঈশ্বরের প্রেম, তাহা বিশ্বাস বিনয় ও নম্রতা, নারী জীবন সেই প্রেমের অধিকারী। তাঁহারা সেই ইষ্ট দেবতার আরাধনা দ্বারা সেই অক্ষয় ও অমূল্য অলঙ্কারের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। তাঁহারা প্রেম বিশ্বাস দয়া বিনয় ও নম্রতা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রেমের জগতে প্রেম প্রীতি দানে সকলকে সুখী করিবেন নানাবিধ অভাবগ্রস্থ লোকের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিবেন। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সকলকে মোহিত করিবেন সকলকে ভালবাসিবেন। ইহাই সুখ ইহাই আমাদিগের অলঙ্কার। কায়মনবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আমরা যেন এই স্বর্গীয় অলঙ্কারে ভূষিত হইতে পারি, এবং তাহার সুফল প্রদর্শন করিয়া সকলকে সুখী করিতে পারি। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কিরূপে হইবে যদি তাহাদিগের অর্দ্ধেক অঙ্গ কুসংস্কারের ভীষণ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া থাকে? ঈশ্বর আমাদিগেরও হৃদয়ে সকল সৎবৃত্তিগুলি দিয়াছেন যে সকল সদ্‌গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক রাজপুত, মহারাষ্ট্র, বুয়র, জাপান ও ইংরেজ প্রভৃতি মহিলাগণ আপনাপন জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া স্বজাতীয় মঙ্গল সাধনপূর্ব্বক চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন ও হইতেছেন। আমরা কি এতই নীচহৃদয়া যে আপনাপন মঙ্গল ও উন্নতির জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিব না? তাঁহারা এক একজন কত শত্রু নিপাত পূর্ব্বক স্বামী পুত্রের জন্য রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, হাসিতে হাসিতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দের সহিত সংসার হইতে অবসর লইয়াছেন।

আর আমরা, সামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বিলাসিতার হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয় লালসা তুচ্ছ করিয়া, পিতা ভ্রাতা, স্বামী পুত্র প্রভৃতিকে উৎসাহিত করিয়া, তাঁহাদিগের উচ্চ আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারিব না! চিরকাল তাঁহাদিগকে "অধম বাঙ্গালী জাতী" প্রভৃতি নীচ বাক্যে অপমানিত হইতে শুনিয়া জড় পদার্থের ন্যায় সকলি নীরবে সহ্য করিব? আমাদিগের সেই উচ্চ আদর্শ কোথায়? বাঙ্গালীর গৌরব রবি কি চির দিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে? না কখনই নহে, সকলের সমচেষ্টায় আবার আমাদের সেই পরহিতাকাঙ্খী সৌন্দর্য্য দীপ্ত বীর হৃদয় জাগিয়া উঠিবে। আবার আমাদের মহিলাগণের হৃদয়ে সেই সত্যনিষ্ঠা, কোমলতা পুনর্জীবিত হইবে। এবং সর্ব্ব জীবে সমভাবে দয়া বিতরণ করিয়া নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাইবে। আমাদিগেরও হৃদয়ে বলবীর্য্য আছে উচ্চ আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে। তবে কেন আমরা আমাদিগের কার্য্য না করিব? শুধু অলসভাবে পরের কুৎসা গাহিয়া দিন কাটান আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। এই ক্ষুদ্র জীবনেরও পূর্ণ স্থায়ীত্ব আছে। বিলাসিতার উচ্চ আসনে উপবিষ্টা হইয়া পার্থিব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য নারী সৃজনের উদ্দেশ্য নহে। সংসারের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করা সর্ব্ব বিষয়ে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করা এবং স্বামী পুত্রের সৎ কার্য্যে সহায়তা করাই উহার উদ্দেশ্য। সকল কার্য্যের মূলেই সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, অতএব তিনি আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন ও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হিন্দুমহিলা।

ধন্য সেই।

ধন্য সেই মগ্ন যেই বিভুর চরণে,
ধন্য সেই রত যেই তাঁহার চিন্তনে,
ধন্য সেই হয় যেই আমিত্ব বিহীন,
ধন্য সেই সদা যেই কাঙ্গাল সুদীন,
ধন্য সেই পূর্ণ যেই সরল বিশ্বাসে,
ধন্য সেই ডাকে যেই তাঁহারে উল্লাসে,
ধন্য সেই ব্যস্ত যেই নিঃস্বার্থ সেবায়,
ধন্য সেই করে যেই তাঁহারে সহায়,
ধন্য সেই অন্যে যেই ভাবে আপনার,
ধন্য সেই কিছু নেই বলিতে যাহার,
ধন্য সেই করে যেই তাঁহারে সম্বল,
কৃপা যার অন্ন পান কৃপা যার বল।

বাঁকিপুর—

আণ্ডামান কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভবানীর মৃত্যুর পর আর আমার বর্দ্ধমানের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ঘটিল না; বৃদ্ধ হরপ্রসাদ বাবুর কাল হইল। হরপ্রসাদ বাবু বৃদ্ধ হইলেও তিনি জন-সাধারণের পরম হিতৈষী ও অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই

হায় হায় করিতে লাগিল। যথা সময়ে তারাপ্রসাদ বাবু বহু ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সর্ব্বেশ্বর হইলেন বটে কিন্তু ভবানীর শোকে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়াছিল, সংসারের কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি ছিল না, বিষয় কর্ম্ম নিজে কিছুই তত্ত্বাবধান করিতেন না, সকলই আমার উপর ভার দিতেন, সুতরাং আমিই বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলাম, ক্রমে দাস দাসীগণ আমার তোষামোদ করিতে লাগিল, অপর আত্মীয়গণও আমাকে সর্ব্বদা ভয় ও মান্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। জমীদারীর কাজ কর্ম্মের ভার আমার উপর ছিল, ধন রক্ষার ভারও আমার উপর ছিল। আমি প্রথম প্রথম তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় তারাপ্রসাদ বাবুকে জানাইয়া ও জিজ্ঞাসা করিয়া পরে কার্য্য করিতাম; অবশেষে তিনি নিজে আর কিছুই দেখিতেন না, শুনিতেও চাহিতেন না, আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার দ্বারা যে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে তাহা ভ্রমেও মনে স্থান দিতেন না। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার আসক্তি তিরোহিত হইয়া সুরাপানে অত্যধিক পরিমাণে আসক্তি জন্মিল, তিনি দিবা রাত্রি সুরায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহাতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বিস্তর বুঝাইতেন, তারাপ্রসাদ বাবু বলিতেন "সুরা পরিত্যাগ করিলে আমি এক দণ্ডও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না; ইহাতেই এত দুর্জ্জয় শোক দমন করিতে পারিয়াছি।" ইহার উত্তরে আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না। আমার মস্তকেই সকল ভার পড়িল, তাঁহার পত্নী আমার সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিতেন। প্রায় আমার মতানুসারে সকল কার্য্য চলিত, আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ও বিশ্বাস থাকাতে দ্বিধাশূন্য মনে আমার পক্ষ সমর্থন করিতেন, জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গ কোন বিষয়ে তাঁহার নিকটে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিত না। আমি বৈষয়িক কার্য্যে অহরহ নিযুক্ত থাকায় আমার মানসিক গতির পরিবর্ত্তন হইল। কৃতজ্ঞতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তিগুলি দিন দিন অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে যে নাস্তিকতা মতের পোষকতা করিতাম বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই মতেই পূর্ণ হইয়া একজন ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলাম। তারাপ্রসাদ বাবুর এক কপর্দ্দকও আমার নিকট গোপন ছিল না। সকলি আমার করতলস্থ, আমি দরিদ্র-সন্তান প্রচুর অর্থের লোভ সম্বরণ আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইল। বিশেষতঃ তারাপ্রসাদ বাবুর এতাদৃশ অমনোযোগ আমার সেই লোভ বৃদ্ধির সহায়তা করিল, দিন দিন আমার সাহস বাড়িয়া গেল, ধর্ম্মের সরল পথ ভ্রষ্ট হইয়া অধর্ম্মের কুটিল পথে চিত্ত ধাবিত হইল। আমি বিবেক জ্ঞান শূন্য ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমার আশ্রয়দাতা অন্ন-

দাতা স্নেহময় প্রতিপালকের ধন ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিতে লাগিলাম। সেই অবধি আমার পাপ জীবনের সূত্রপাত হইল; দিন দিন জীবন পাপ কলঙ্কে ডুবিতে লাগিল। অর্থই সার ভাবিলাম, অন্য সকল সদাকাঙ্খা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিলাম। আমি নিজে ও অন্তর্যামী ভগবান ব্যতীত আমার চরিত্রের সে ঘোরতর দুরাবস্থা আর কেহ জানিতে পারিল না। সুতরাং বাহিরে আমি সকলের নিকট পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস-ভাজন রহিলাম। তারাপ্রসাদ বাবুর অতিরিক্ত সুরাপানে রোগ উৎপাদন করিয়া অকালে তাহার প্রাণ বিয়োগ করিল। পরিবার, শোকে হতজ্ঞান হইল, কেবল মাত্র আমার পাষাণ প্রাণ তাঁহার মৃত্যুতে কাতর হইল না; তাঁহার যাবতীয় ধন ঐশ্বর্য্য আমার করকবলিত হইল। পূর্ব্বে হরপ্রসাদ বাবুর কীর্ত্তি কলাপ তারাপ্রসাদ বাবু বর্ত্তমানে কিছু বন্ধ করা হয় নাই, তারাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর পর, শ্রাদ্ধাদিতে সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় হইয়া গেল এই বলিয়া সে সমুদায় বন্ধ করিলাম। পরে অতিথি সেবা আত্মীয় স্বজনকে অন্নদান প্রভৃতি অনেক সংক্ষেপ করিলাম। সকলেই বুঝিল এখন আমিই বাটীর কর্ত্তা। চিরপালিত আত্মীয়গণ কেহ মানের ভয়ে কেহ প্রাণের ভয়ে প্রায় সকলেই পলায়নপর হইল, দুএকটী চাটুকার মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে আমার সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হইল না। অনাথদিগকে দান ও দুর্গোৎসবে যাহা কিছু অবশিষ্ট ব্যয় হইত তাহাও স্থগিত করিলাম। আমার শেষোক্ত ব্যবহারে তারাপ্রসাদ বাবুর পত্নী দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে নানা কথার ছলে ইহা যে ঠিক কাজ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইতে ত্রুটি করিলাম না, আমার কথায় প্রত্যয় জন্মাইয়া আমি নিরাপদে রাজত্ব করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে সেই সরল হৃদয়া রমণীর সরলতা ও স্নেহে আপনাপনি লজ্জিত হইতাম, কিন্তু অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে আমি সমুদায় ভুলিয়া যাইতাম। গৃহিণী নামে গৃহিণী, আমার মতে সকল কাজই হইত। আমি যথেচ্ছাচার করিতে পারিব, মনের এই উৎফুল্লতা বাহিরে গোপন রাখিলাম। ধনলালসা যে মানব প্রকৃতিকে এত কঠোর করিয়া ফেলে, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না। আমার ক্ষমতা ও নির্ভীকতা বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু কোন কোন সময়ে সশঙ্কিত হইতাম পাছে কেহ আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে জানায়, এই ভাবনায় গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত মৌখিক সখ্যতা স্থাপন করিলাম; মূর্খ অল্প বুদ্ধি লোকেরা আমার বাহ্যিক ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া আমার আজ্ঞাকারী হইল। আমি তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলাম না, ভাবিলাম যদিও আমি এখন এক প্রকার কর্ত্তা হইয়াছি, ও কতক বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছি, গৃহিণীও আমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করেন, তথাপি আমি পর, আমাকে ভাল ছেলে বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস

করেন। সেই জন্যই এই আধিপত্য ও সম্মান আছে, কিন্তু আমার গুপ্ত স্বভাব বাহির হইলে কি হইবে? তাহা না হইলেও যদি উমার বিবাহ দেন, তবেই ত আমার ক্ষমতার হ্রাস হইবে। আমি মহা সমস্যায় পড়িলাম, এদিকে আমার অভিপ্রায়, যেমন করিয়া হউক বড় লোক হইতে হইবে, ধন মানে অগ্রগণ্য হইলেইত দেশের পূজ্য ও বিদেশে সম্মানিত হইতে পারিব। আমার নামে ভয়ে সকলে কম্পবান হইবে। আবার কখন কখন মনে উদয় হয়, আমার জননী অতি ধর্ম্মশীলা, সন্তানগত প্রাণ, আমি অধর্ম্মাচরণ করি জানিলে তাঁহার মনে কত ক্লেশ হইবে, আমি কিরূপে তাঁহাকে মুখ দেখাইব?

যাহা হউক, আমি নানা চিন্তার আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম দেখি আমার অদৃষ্ট আমার অনুকূল কিম্বা প্রতিকূলে ধাবিত হয়।

উমা বিবাহ যোগ্যা হইয়া উঠিল। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, আমি তাহার মাতার কাছে নানা দোষারোপ করিয়া সকল স্থানের বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে লাগিলাম। মনে মনে সংকল্প করিলাম উমাকে আমি স্বয়ং বিবাহ করিব, তাহাতেই আমার এই স্থান অটল থাকিবে, সম্মানও বাড়িবে। এই স্থির করিয়া পরিবারের পুরোহিতকে মিষ্ট বাক্যে ও অর্থে বশীভূত করিলাম এবং আপন মনোভিলাষ জানাইলাম। ব্রাহ্মণ আমার পক্ষ হইয়া উমার মাতাকে এই বৈবাহিক সংঘটন জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। উমার মা আমাকে বাস্তবিকই অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এজন্য পুরোহিত ঠাকুরকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না, কর্ত্রী ঠাকুরাণী সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আশাতীত ফল পাইয়া আমি আনন্দ-সাগরে ভাসিলাম। শুভদিন স্থির করিয়া আমাদের শুভ (?) পরিণয় হইল। মহামান্যা দেবী চৌধুরাণী তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা দেবী প্রতিমা সদৃশ দুহিতাকে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। নয় বৎসরের বালিকা উমার ভাল মন্দ বিচারের শক্তি নাই, নব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আনন্দ মনে হাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার মা দরিদ্র-কন্যা ও দরিদ্রপত্নী, এখন ধনী পরিবারের আত্মীয় হইয়া এবং এমন মনমত সুশীলা সুন্দরী পুত্রবধূ লাভ করিয়া মহাসুখী ও গৌরবান্বিত হইলেন। আমি সেই প্রচুর ধনের প্রকৃত অধিপতি হইলাম জানিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। উমার জননীর অন্তরের ভাব বাহিরে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না, বোধ হয় তাঁহার সরল উদার মন এ বিবাহে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। পুত্রহীনা হওয়াতে যে বিষণ্নতা সর্ব্বদা মুখে প্রকাশিত হইত, তাহা ছাড়া আর কিছু উপলব্ধি হইল না। পুরাতন দাস দাসী প্রভৃতির জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিল, পিসিমা ভ্রাতা ও ভ্রাত-

পুত্রের নাম ধরিয়া বিস্তর কাঁদিলেন। আমার বিবাহ হইবার পর সুখে সচ্ছন্দে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল, পূর্ণিমার রাত্রে কুমার জন্মগ্রহণ করাতে তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিলাম। তাহার রূপও তাহার নামের অনুরূপই হইয়াছিল। যখন পূর্ণ চারি বৎসরের শিশু তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট এক জ্যোতিষী বলিয়াছিল এ বালক বড় অল্পায়ু, তাহাতে তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে ভবানী পুনরায় উমার গর্ভে জন্ম লইয়াছে। তিনি সংসারের এত আঘাত পাইয়াও আবার সুখী হইবার আশায় পূর্ণর ও আমাদের মুখ চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে পৃথিবীতে কাহারও আশা করা বৃথা, কে কখন ছাড়িয়া পলাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। এই ভাবিয়া তিনি সংসার হইতে বিদায় লইতে নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং আমার নিকট কাশীবাসিনী হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রথমে উমা এখনও সংসার জ্ঞান বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া কিছু আপত্তি করিলাম, কিন্তু দেখিলাম সে আপত্তির কথা কোন কাজে আসিল না, তিনি একান্ত দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াই আমাকে এ কথা জানাইয়াছেন, অগত্যা আমি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। কাশী যাত্রার নামে পিসিমাও কাশীবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন, আমার মা পুত্র পৌত্র ছাড়িতে একান্ত অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাদের সহযাত্রী হইয়া একবার পুণ্যময় কাশীধামে গমন করিতে ব্যগ্র হইলেন। কাশী যাত্রার নামে উমা কাঁদিয়া বিহ্বল হইল। যথা সময়ে তাঁহারা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপযুক্ত অর্থ ও লোক জন সঙ্গে লইয়া কাশীধাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ জননীর শিবিকা দেখা গেল উমা অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিল, তাহার পর শূন্য গৃহে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি পূর্ণসহ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া খানিক পথ তাঁহাদের সঙ্গে যাইলাম, পরে গৃহে ফিরিলাম। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী একজন সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। পূর্ণর পাঁচ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ হইলে, বিদ্যাশিক্ষা হেতু একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। পূর্ণ মনযোগসহ আপন নিত্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হইল। দিন দিন আমার চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল, ক্রমে তাহার প্রতি এমন মায়াসক্ত হইয়া পড়িলাম যে তাহাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। উমার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম, যাহাতে তাহার মাতৃ অদর্শন ক্লেশ দূর হয়, ইহাই আমার মনের একান্ত বাসনা ছিল, বুদ্ধিমতী পতিব্রতা রমণী আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবার চেষ্টা করিত,

পাছে আমি কিছুমাত্র অসুখী হই, আমার অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে প্রাণান্তেও সাহস করিত না। আমাকে সুখী করিতে উমার এতাদৃশ যত্ন দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইতাম. বিধি আমার প্রতি নিতান্ত অনুকূল হইয়াই এমন স্ত্রী রত্ন প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক কথা বলিতে কি, যখন আমি বিবাহ করি তখন পবিত্র দাম্পত্য সুখে সুখী হইব এ আশায় বিবাহ করি নাই, কেবল মাত্র বিপুল বিভবের লোভে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন আমি পতিপ্রাণা পত্নীর ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতাম, তখন তাহার কাছে আমার চিরসাধের বিষয় বিভব অতি তুচ্ছ বোধ হইত ও মান ঐশ্বর্য্য সকল সুখ হইতে সেই সুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতাম। আমি প্রথমে উমাকে অল্প বুদ্ধি নারী বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম না, পরে তাহার হৃদয় নানা সদ্‌গুণে ভূষিত দেখিয়া তাহার প্রতি আমার অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইল, মানব কুল মধ্যে আপনাকে সুখী ও গৌরবান্বিত বোধ করিলাম। কিন্তু হায় আমি এমনই হতভাগ্য ও নরাধম যে এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান আমার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী হইত না; যখন ধন মান লালসা বলবতী হইত তখন আর কিছুই ভাল লাগিত না, আমি ধনের জন্য সকল ক্লেশ, সকল ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিতাম। এই আকাঙ্খার কাছে আমার বিবেক, মহত্ব, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সকলি পরাজিত হইত; কি উপায়ে আরও ধন বৃদ্ধি হইবে দিবা রাত্রি এই চিন্তা ছিল। শ্বশুর কুলের পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনেক দিনই বন্ধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সাংসারিক ব্যয় যাহা আমার নিকট অনর্থক বোধ হইত তাহাও বন্ধ করিলাম। জমীদারীর হিসাব পত্রও এত বিশেষ করিয়া দেখিতাম যে কোন কর্ম্মচারীর তাহা হইতে তিল মাত্র অপহরণ করিবার সাধ্য ছিল না। প্রজাগণও সময়ে সময়ে আমার অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইত, কর গ্রহণের সময় আসিলে, দরিদ্র প্রজা সকল অন্ন জল ত্যাগ করিয়া, অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিত। আমার দয়াবতী স্ত্রী ইহাতে অতিশয় ব্যথিত হইতেন ও বার বার আমাকে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু আমার দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে কিছুতেই এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে পারিতাম না। সেই কুপ্রবৃত্তি বা কুঅভ্যাসই আমার এই দুর্দ্দশার মূল কারণ; তাহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করুন :—

(ক্রমশঃ)

অন্তিমে।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
যেখানে শান্তির বায়
ধীরে ধীরে বয়ে যায়
পাখী কুল গান গায় সুধার ধারায়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
যেখানে বকুল গাছে
সারি শুক চেয়ে আছে
বায়ুর হিল্লোলে যথা ফুল গন্ধ বয়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
ঝাউ গাছে সাঁ সাঁ স্বরে
নীরব আমিয়া ঝরে
মধুর জ্যোছনা রাশি নীরবে লুকায়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
যেখানে বসন্ত এসে
নীরবেতে হেসে হেসে
অনন্ত কালের তরে বিকসিত রয়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
ছুটি সেফালিকা গাছ
দুধারে করে' বিরাজ
সুবাসে শীতলা দিবে তাদের ছায়ায়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
দুটী স্বচ্ছ সরোবরে
পদ্ম যেন কেলি করে
ভানুর কিরণে তারা হাসিবে ঊষায়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
সাঁঝের তারাটী যবে
নীরবেতে চেয়ে রবে
চাহিয়া কহিবে কথা নীরব ভাষায়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়
নীরবে বীণার গান
উঠিবে সপ্তমে তান
দেবতার গুণ গান সদা যেথা হয়
অন্তিমে আমার শয্যা রচিও সেথায়।

দীক্ষা।

(ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ হইতে উদ্ধৃত)

ঈশ্বরের কন্যাগণ, তোমাদের কত সৌভাগ্য, আজ দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমাদিগকে শান্তি-গৃহে স্থান দিতেছেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া সেই স্থানের উপযুক্ত হও। সংসার রিপুময় স্থান, সেখানে অনেক পরীক্ষা, অনেক বিপদ, যাহারা আপনার লোক তাহারাও বিপদের সময় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মৃত্যুর পর তাহারাই এই সুন্দর দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এইত সংসারের প্রবঞ্চনা। সংসারের সহস্র ধনে ধনী হইলেও তোমরা দুঃখিনী থাকিবে। সংসারে অনেক প্রকার সুখ পাইলেও তোমাদের অন্তরের দুঃখ দূর হইবে না। সংসারে পদে পদে শত্রু। সেখানে নানা দিক হইতে নানা প্রকার প্রলোভন সকল আসিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করে, আবার অন্তরের রিপু সকল তোমাদিগকে আক্রমন করে, সংসারে সর্ব্বদাই বড় বড় পাপের ঢেউ উঠিতেছে। বড় নদীর মধ্যে কি তোমরা

কখন তুফান দেখিয়াছ? যখন প্রবল বাত্যাতে নদী হইতে তাল বৃক্ষের মত বড় বড় ঢেউ সকল উত্থিত হয়, যখন সে সকল উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বড় বড় নৌকা সকলও রজ্জু ছিঁড়িয়া জলমগ্ন হয়, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি তোমরা দেখিয়াছ? কিন্তু তাহার সঙ্গে কি সমুদ্রের তুলনা হয়? সংসারে যে ঢেউ উঠিতেছে তাহা ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। যখন অন্তরে রিপু সকল উত্তেজিত হয়, যখন রাগ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি এক একটী পাপের ঢেউ মনে উঠিতে থাকে, তখন কি মনে হয় না বুঝি ভবি যাত্রায় মরিলাম, এ পাপের হস্ত হইতে বি আর বুঝি বাঁচিব না? যত দিন অন্তরে পাপের উত্তেজনা থাকিবে ততদিন এই পৃথিবীতে সুখ নাই, শান্তি নাই, এই বলিয়া তোমরা কত দিন কাঁদিয়াছ, তাই তোমাদের ক্রন্দন শুনিয়া দয়াময় পিতা আজ তোমাদিগকে বিশেষ দয়া করিয়া এই স্থানে আনিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কাছে কেন আসিয়াছ তাহা কি তোমরা জান না? এই জন্য তিনি তোমাদিগকে এখানে আসিয়াছেন যে, তোমরা আজ হইতে চিরকাল তাঁহার শান্তিগৃহে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে। যদি তাঁহার ঘরে থাকিতে পার, অনেক রত্ন পাইবে। তাঁহার দয়ার কথা শুনে তোমরা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া পড়িয়াছ, এখন তিনি তাঁহার প্রেম জালে তোমাদিগকে জড়িত করিয়া ফেলিবেন। আর আর সকলের মুখ দেখিলে তোমাদের মমতা হয়; কিন্তু যাঁহার স্নেহে সকলের মুখ দেখিতেছ, যিনি সকলের প্রেমময় পরম সুন্দর পিতা তাঁহার মুখ দেখিলে কি তোমাদের মায়া হয় না? ঈশ্বরের কন্যাগণ, আজ পিতা এখানে ডাকিয়া তোমাদিগকে কি নাম দিলেন তাহা কি বুঝিয়াছ? তিনি আজ অতি স্নেহ করিয়া তোমাদিগকে দাসী নাম দিলেন। কি খাইব কি পরিব, আর এ চিন্তা করিও না, প্রাণপণে তাঁহার সেবা কর, তিনি স্বয়ং তোমাদের অভাব মোচন করিবেন। তিনি স্বহস্তে তোমাদিগকে প্রতি দিন অন্ন বস্ত্র দিবেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য কি তাহারা কখনও কাঁদে যাহারা ঈশ্বরের দাসী। তোমরা ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার আদেশ শুনিয়া তাঁহার সন্তানদিগের দুঃখ দূর কর। তিনি নিজে তোমাদের কাছে কি চান? ভক্তিনয়নের জল, প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহার চরণ ধৌত কর, নিজের প্রেমে সুখী হইবে। এই ভাবে তাঁহার সেবা কর যে তিনি জানিবেন যে তোমরা তাঁহার দাসী এবং তোমরাও জানিবে যে তোমরা তাঁহারই দাসী। তোমরা এই দাসের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। আর কলহ বিবাদ করিয়া পিতার পরিবারের পাপ অশান্তি আনিও না। অপ্রেম, অকুশল আনিয়া আর এই দাসের হৃদয়ে দুঃখ দিও না। ভাল করিয়া তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারি নাই বলিয়া আর এ দাসকে কষ্ট দিও না। ঈশ্বরের জন্য, তোমাদের মঙ্গ-

লের জন্য যাহা বলিব তাহা দয়া করিয়া শুনিও। তোমরা যদি সুখী হও, আমি প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দ লাভ করিব। একটু যদি তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখি আমার মনে কত আনন্দ হয়, তাহা অন্তর্যামী দেখিতে পান। আর তোমাদের মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখিলে আমার প্রাণ কেমন বিদীর্ণ হয় তাহাও তিনি দেখিতে পান। তাই, ঈশ্বরকন্যাগণ, তোমাদিগকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, আর তোমরা সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করিও না, কিন্তু যিনি তোমাদিগের পিতা মাতা এবং যিনি তোমাদের জন্য সুখের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, চিরকাল তাঁহার ঘরে বাস কর। তোমাদের মনে কি গৌরব বোধ হয় না যে, স্বর্গের রাজা জগদীশ্বর তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে স্বহস্তে তাঁহার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন? কে কয় দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিবে তাহার ঠিকানা নাই। মরিবার সময়ত কাঁদিলেও কেহ আপনার হইবে না, আর কেন তবে পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিবে? চিরকাল যিনি দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তোমাদের ভাবনা কি, তোমাদের মস্তকের উপর তাঁহার পবিত্র প্রেমময় হস্ত পড়িয়াছে, তোমাদের ভয় কি? তোমরা চিরকাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছ, কৈ তিনিত তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিলেন না, বরং তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি নিকেতনে লইয়া গিয়া অমৃত পান করাইবার জন্য, নিজে তোমাদের হস্ত ধরিয়া এখানে আনিলেন। ভগ্নীগণ, এমন পিতাকে কি অগ্রাহ্য করিতে আছে? যাঁহাকে ডাকিলেই প্রাণে আনন্দ হয় তাঁহাকে কিরূপে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিবে? বল আর এ জীবনে পাপ করিব না, আর পিতাকে ছাড়িব না, বল সকলে দাসী হইয়া পরস্পরের সেবা করিব। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। হস্ত ধা[illegible] তোমাদের মনে আনন্দ দিন। গৃহে [illegible]রা সুখী হউন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই। ভগ্নীগণ, পিতার নাম লইয়া তোমরা সশরীরে সকলে মিলিয়া স্বর্গে চলিয়া যাও। আমরা দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হই। তোমরা দুঃখিনী তাঁহার অবলা কন্যা বলিয়া তাঁহার এত দয়া হইল, এ দয়া ভুলিও না। তাঁহার নাম সম্বল করিয়া লও। আজ তাঁহার মন্দিরে কি হইল, এই আনন্দছবি হৃদয়পটে চিত্র করিয়া রাখ। দুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি দয়াময় পিতার এত দয়া দেখিয়া আজ চক্ষু জুড়াইল।

আমাদের শিক্ষা।

আধুনিক সভ্যতার কালে লোকে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া, গৃহে সংসার পালন সন্তানগণকে শিক্ষা বিষয়ে উত্তরোত্তর উদাসীন হইতেছেন। হিন্দু জাতীর

মধ্যে একটি বিশেষ ভাব দেখা যায় সেটি ভক্তি। তাঁহাদিগের পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি অতি সুন্দর। আধুনিক সমাজে জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব বেশী, কিন্তু গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কম। অথবা তর্ক বিতর্ক এ সকলও আজ কালকার ছোট বড় সকলের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়। কোথায় জ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও নানা সাধু ভাব বৃদ্ধি হইবে, তাহা না হইয়া হ্রাস হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি শৈশবকালে পিতা মাতা তাঁহাদের গুরুজনদিগকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। হায়! সভ্যতার কালে কি হইল? ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের আলোকে সকল পুরাতন সুন্দর ভাবগুলি চলিয়া যাইতেছে। সকলেই বড় হইতে চায়, সকলেই ভাবে, আমি তর্কেতে বড় হইব, আমি সকলের অপেক্ষা বড় হইব। পাঠিকা ভাই ইহার অপেক্ষা অজ্ঞানতা যখন ছিল ভক্তির প্রাদুর্ভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল।

আমরা বুঝি না যে, বয়সে বড় যিনি তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বা বাদানুবাদ করা বিশেষ অন্যায়। এই দোষটি প্রত্যেক গৃহে প্রায় দৃষ্ট হয়। এই ত্রুটি যাহাতে দূর হয় তাহার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। ক্ষুদ্রমতি বালক বালিকাগণ যাহাতে বয়জ্যেষ্ঠ গুরুজনের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিতে পারে এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের শিক্ষার দোষেই তাহাদিগের প্রকৃতি এরূপ হয়। আমাদের আর একটি বিশেষ দোষ দেখা যায়, তাহা অকৃতজ্ঞতা। আমাদের গুরু আচার্য্য দেব, যাঁহার জীবন আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল, তাঁহার কৃতজ্ঞতা একটি প্রধান গুণ ছিল। সামান্য দান বা সামান্য সাহায্যকারীর প্রতি তিনি কিরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, একবার "মাঘোৎসবে" উপকারীর বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার সেই সুন্দর ভাব জানা যায়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কেন আমরা কৃতজ্ঞ হই না? নম্র হইব, কৃতজ্ঞ হইব, তবে তো জীবন সার্থক হইবে। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ। ইহা যত জীবনে দেখাইব ততই নিজে ধন্য হইব। সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে নিজ নিজ জীবনে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ফুল প্রস্ফুটিত করিয়া যাহাতে চিরদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি ও পরস্পরকে সেই ভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহার জন্য সকলের বিশেষ রূপে সাধন করা উচিত।

রীতি নীতি।

অনেকে মনে করেন রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিলে সব শিক্ষা হইয়া গেল। অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন "মেয়েটী কায জানে?" কিন্তু কেবল দেহের বল দ্বারা কতকগুলি কার্য্য করিলেই যে সংসার সুখে এবং সুস্থতাতে কাটে সে জ্ঞান কতকটা ভ্রমাত্মক। সকল বিষ-

য়েরই রীতি শিক্ষা করা চাই এবং নীতি জানা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে মেয়েরা তৃপ্তির সহিত খাওয়াইতে জানিতেন। বাড়ীর যে, যে প্রকারে খাইতে ভালবাসে তাহাকে সেই প্রকারে আহার করাইতেন। কাহাকেও খাওয়াইবার সময় নিজেকে ভুলিয়া প্রফুল্ল বদনে সযত্নে মাতৃরূপে খাওয়াইতে হয়। আগেকার মেয়েদের এ সকল জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে সে সকল ভাবের অনেক স্থলেই বিশেষ অভাব দেখা যায়। তার পর দিবার রীতি যাহা; অনেকের তাহাও জানা নাই। একবার মহিলা নামক পত্রিকাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল যে "পশ্চিম-বঙ্গের মেয়েরা আস্ত আম খোসা শুদ্ধ পাতে ফেলিয়া দেন, ইহাতে যে আহার করে তাহার বড়ই বিরক্তি বোধ হয়।" যদি সন্তুষ্ট হইয়া আহার করাইতে না পারিলাম তবে তাহাতে কিছুই ফল হয় না। আজ জ্ঞান বিদ্যার হুড়াহুড়ীতে এ সকল স্ত্রী স্বভাব সুলভ অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়া আসিতেছে। এ স্থানে ফল কাটিবার ও তাহা পরিষ্কার রূপে গুছাইয়া দিবার প্রণালী কিছু বলা যাইতেছে।

সমস্ত ফলই কাটিবার সময় খুব পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হয়। এবং বঁটিখানিও খুব ধারাল হওয়া চাই ও তাহা বেশ পরিষ্কাররূপে ধুইয়া লওয়া চাই। অনেকে হাসিবেন, ভাবিবেন ফল কাটা আবার আমাদের শিখাইতে আসিয়াছে! কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রণাম করি যাঁহারা এ বিষয়ে খুব সূক্ষ্ম কার্য্য সকল অবগত আছেন। কারণ আমি সে বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। তবে এখনকার যে সব মেয়েরা এ সকল কার্য্যে একেবারে অমনযোগিনী আমি কেবল তাঁহাদিগের একটু সুবিধা এবং বাড়ীর পুরুষদিগের একটু সুখের জন্যই বলিতেছি। কারণ বাহিরে খাটিয়া হয়ত পুরুষেরা অবসন্ন হইয়া আসিলেন এমন অবস্থায় আস্ত আস্ত ফলগুলি লইয়া মেয়েরা বলিবেন, "খাও।" ইহা ভাল নয়। ইহাতে তাঁহাদের কষ্ট হইতে পারে। সেই জন্য মোটামুটি পরিষ্কার করিয়া ফল কাটিয়া দিবার কথা আমি লিখিতেছি। উপরিউক্ত রূপে ফলগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া পরে কাটিবে। সব ফলেরই খোসা ভাল করিয়া ছাড়ান ভাল। কলসীর খেজুরগুলিও বেশ ধুইয়া ধীরে ধীরে পাতলা খোসা ছাড়াইয়া দিলে খাইবার সুবিধা হয়। কচি শশা ও শাঁক আলু ছাড়াইয়া ডুমো ডুমো করিয়া কাটিবে। আমগুলি ছাড়াইয়া বেশী ছোট করিয়া ডুমো ডুমো করা ভাল নয়। বড় আমের আঁটির দুই পাশের দুটী চাকা প্রত্যেকটী চার খান করিয়া আট খানি করিয়া কাটিলে হয়। কালো জামের পাতলা খোসা ছাড়াইয়া দিলে বেশ লাগে। তাহাতে একটু দাগ দিয়া লবণ দিয়া জরাইয়া দিতে হয়। আকগুলি বেশ পাতলা ও মোলায়েম ধরণে কাটিও। এইরূপে ফলাদি কাটিয়া বেশ পরিষ্কার পাথরের রেকাবী করিয়া দিলেই ভাল হয় কারণ অনেক টক ফল আছে।

বাতাবী লেবু তখনই ছাড়াইয়া দিবে বেশীক্ষণ ছাড়াইয়া রাখিলে তিক্তাস্বাদ হয়, ইহা পরীক্ষিত। আনারস অতি সাবধানে চোক শূন্য করা উচিত এবং পাতলা করিয়া নুন দিয়া ধুইবে কিন্তু কিছুক্ষণ কাটিয়া রাখিয়া পরে ধুইবে। তার পর চিনি দিয়া খাইতে দিবে। ভাল করিয়া ফল খাওয়াইলে অবশ্য যিনি খাওয়াইবেন তিনিও সুফল পাইবেন।

Fragments.

1. The love for God produces love for man. Jesus loved God and so he loved all mankind.

2. The seedling grows to a towering tree and so the little man grows to a great man

3. The flesh perisheth but the spirit liveth for ever The Christ in flesh was crucified but the Christ in spirit still liveth. The outward Keshub died but the inner Keshub is still growing.

4. The rose that fadeth not, is the rose that blossoms in the garden of life. The bird that soars in the regions beyond, is the bird that lives in the bush of silent life.

সংবাদ।

রুষ-জাপ যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। এরূপ শ্রবণ করা যায় যে শীতকালেও যুদ্ধ হইবে।

জাপান দেশ হইতে যে বাঙ্গালী যুবক সাবান প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক্ষণে কলিকাতায় মাণিকতলায় একটী কারখানা খুলিয়াছেন। সে সাবান যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন বিলাতী সাবান অপেক্ষা উহা কোন রকমে নিকৃষ্ট নহে।

তিব্বতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। কর্ণেল ইয়াং হাসব্যাণ্ড সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইবার পর ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন উহা চীন ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিব্বতবাসীগণ সৎভাব রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২০এ সেপ্টেম্বর ইংরাজ অভিযান লাসা পরিত্যাগ করিবে।

কে, কে, ওয়াগেল নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক কয়েক বৎসর ইউরোপে থাকিয়া বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কাচ তৈয়ার করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তিনি একটী সোডা ওয়াটারের বোতল নির্ম্মাণ করিবার জন্য কারখানা খুলিতে মানস করিয়াছেন। তাহা খুলিতে তাঁহার তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এক একটী বোতল তৈয়ার করিতে দুই তিন পয়সার অধিক লাগিবে না।

দুইটি নববিধান বিশ্বাসী ভক্ত জগ-

জননীর আহ্বানে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন।

৩রা সেপ্টেম্বর মুদীয়ালীনিবাসী কুঞ্জবিহারী দেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে ভক্তি ভাবটি প্রস্ফুটিত ছিল। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতে ও কীর্ত্তনে সকলে মোহিত হইত। "সাধকরঞ্জন" নামে তিনি একখানি সঙ্গীত গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার হৃদয়ের সুন্দর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

অপর জন ব্রহ্মনিষ্ঠ বলদেব নারায়ণ, ইনি সম্প্রতি পারস্য দেশে প্রচারার্থে গমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে বাগ্‌দাদে যান, সেই স্থানে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আজ অবধি কোন ব্রাহ্ম পারস্য দেশে গমন করেন নাই, তিনিই প্রথম সেই দূর অজানিত দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। বলদেব নারায়ণ চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারক পদে অভিষিক্ত হইয়া নিজ জীবন সৎ কার্য্য সাধনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার জীবন! মায়ের কার্য্য করিতে করিতেই সে জীবন শেষ হইল।

স্বর্ণরেণু।

প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা। চৈতন্য ভক্তের নাম।

মৃত্যু ইচ্ছা মহাপাপ, আবার মৃত্যু ভয়ও মহাপাপ।

ত্যাগেতেই ফল নহে, আদেশানুসারে ত্যাগ করিলেই ফল হয়।

জ্ঞানেতে মানুষ আপনাকে বড় দেখে, ভক্তিতে আপনাকে ছোট দেখে।

প্রকৃত মত্ততা হৃদয়ের একটি সাময়িক ভাব নহে, ইহা জীবনের অবস্থা।

অহঙ্কার ভক্তির শত্রু, ভক্তি অহঙ্কারের শত্রু, যেখানে একটি থাকে সেখানে আর একটি থাকিতে পারে না।

তপস্যার মূল অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বরের আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ ভোগ বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তজ্জনিত কষ্ট দ্বারা মনকে পরিষ্কার করা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১৩০৮, ১৩০৯ ও ১৩১০ সনের পরিচারিকার পুরাতন সংখ্যাসমূহ অতি অল্প সংখ্যকই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি (৭৮ নং অপার সার্কুলার রোড) পরিচারিকা-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। কিছুদিনের জন্য অতি সুলভে নিম্নলিখিত হারে দেওয়া যাইবে :—

১৩০৮ সনের পরিচারিকা (অতি সুন্দর কাগজ, বাঁধাই ও লেখা)		১৷৹
১৩০৯ সনের	ঐ	১৲
১৩১০ সনের	ঐ	১৲

কার্য্যাধ্যক্ষ।
"পরিচারিকা" কার্য্যালয়,
৭৮ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

২৭ বর্ষ]　　　আশ্বিন, ১৩১১।　　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

পরিচারিকা
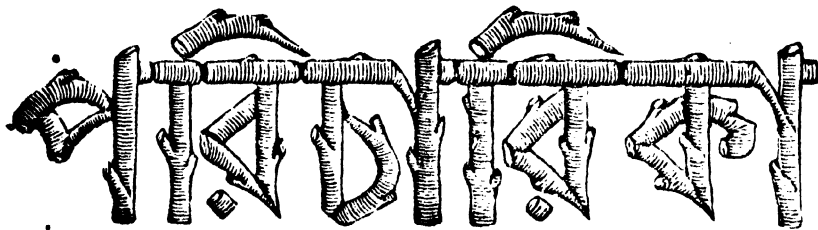
মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year.　　　OCTOBER, 1904.　　　No. 6.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

IN ENGLISH.

No.	Title	Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
	Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

Title	Rs.	As.
A steel engraving on thick card, size 18″ x 13″ ...	1	0
Minister in the attitude of prayer.	0	8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

IN BENGALEE.

নং	নাম	মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৶০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৶০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১৷৷০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৷৷০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	৷৷০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	৷৷০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	৷৷০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	৷৷০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	৷৷০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	৷৷০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	৷৷০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	৷৷০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	৷৷০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৶০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৶০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৶০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৶০
৫৩	সুখী পরিবার ...	⁄০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	‹১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	‹১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	‹১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	‹১০

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

৬

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা আশ্বিন ১৩১১, অক্টোবর ১৯০৪। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আলুমিনিয়াম ধাতু দ্বারা ছুরি কাঁচি অতি ভালরূপে ধার করা যায়।

সম্রাট নেপোলিয়ানের হস্তের লেখা পরিষ্কার ছিল না, তাহা পাঠ করিতে কষ্ট বোধ হইত। তিনি জার্ম্মনী হইতে জোসেফিন্‌কে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা দেখিলে বোধ হইত কোন ছবি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন!

জাপানে এরূপ নিয়ম আছে যে যখন নববিবাহিতা কন্যা শ্বশ্রূগৃহে গমন করেন তখন তাহার পিতা মাতা এক বৎসরের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী বস্ত্র তৈজসপত্র ইত্যাদি তাহাকে দান করেন। যাহাতে কন্যার এক বৎসরের মধ্যে স্বামীর নিকট হইতে কোন দ্রব্যের জন্য অর্থ চাহিতে না হয়।

ইংরাজদিগের মধ্যে কয়েকটি কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যা যখন নূতন বিবাহের পোষাক পরিধান করে তখন তাহার সহিত কোন পুরাতন বস্ত্র ও কোন বস্ত্র অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া ও কোন নীলবর্ণ বস্ত্রও তাহার পরিবার নিয়ম আছে। পোষাক পরা হইলে আর্সীতে মুখ দেখিবার নিয়ম নাই। বিবাহের দিবস কেহই কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিবে না কারণ তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা!

North Pole নিকটবর্ত্তী গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে মিস্‌টার মোলার নামক এক ব্যক্তি এক খানি সংবাদ পত্র বাহির করেন। তিনি গড্‌হাবে তাঁহার ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। সে দেশস্থ লোকেরা পাঠ করিতে জানিত না। তিনি প্রথম কাগজখানিতে শুধু ছবি ছাপাইয়া বিলাইতেন। পরে তাহাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ছাপাইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহারা পাঠ করিতে শিখিল, এক্ষণে সেই সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ অবধি বাহির হইয়া থাকে। সম্পাদক স্বয়ং সকলের বাড়ী বাড়ী তাহা বিলাইয়া থাকেন!

চিন্তা-প্রসূন।

প্রেমলতা। সুরমা, আজ যে হঠাৎ আমাকে মনে পড়্লো? বিয়ে হয়ে অবধি আর দেখা পাই না, কেনই বা মনে পড়বে, এখন বড় লোকের স্ত্রী হয়েছ, গরীবের ঘরে কেন তোমার পা পড়্বে!

সুরমা। (একটু বিমর্ষ ভাবে) ছি, প্রেমলতা আমার সঙ্গে কি তোমার এমন ঠাট্টা চলে? তা,—আমি কি কর্‌ব বল, শাশুড়ী অনেক বলা কওয়ার পর কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়েছেন। কাল্ এসেছি, আজ মাকে বলে তোমায় দেখতে এলাম। অনেক দিনের পর দেখা, কোথায় তোমার দুটী মিষ্ট কথা শুনে তৃপ্ত হ'ব, তা না হয়ে আমার উপর এখন অভিমান কর্‌তে বসলে।

প্রে। সত্যি ভাই, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা আরম্ভ করেছিলাম। থাক্ এখন ওসব কথা। সুরমা, আমাদের দু'জনের ছেলেবেলা থেকে এত ভাব, এত ভালবাসা, তাহা কি দু'দিনে ফুরিয়ে যাবার জিনিষ! এখন এস, দুজনে বসে মনের কথা বলি।

সু। আজ তাই একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমার কাছে এসেছি। আমার বিয়ের আগে দেখে গিয়েছিলাম পরেশ বাবুর (প্রেমলতার স্বামী) কাছে মনোবিজ্ঞান পড়ছিলে, এখন উহা কত দূর পড়া হয়েছে। আমার এই সব বিষয় পড়তে ও জান্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার পক্ষে তোমার মত কোন সুবিধা নেই। আমার মনের সাধ কখনও পূর্ণ হ'বে কি না জানি না।

প্রে। সুরমা তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কেন, দেবেন বাবু এম, এ, পাশ। তাতে আবার পেটের জন্য ভাবনা নেই। তিনি তাঁহার পিতার বিস্তৃত জমীদারী ও বিস্তর টাকার একমাত্র সত্বাধিকারী। দিন রাত বসে থাকেন, তোমাকে নিয়ে লেখা পড়া সম্বন্ধে কোন চর্চ্চা করেন না কেন?

সু। উনি ওসব ভালবাসেন না। উনি যখন নিজে ওসব বিষয়ে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, তখন আমার বল্‌তে লজ্জা করে।

প্রে। এবার কোন দিন দেবেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে আমি পড়ার কথা বল্‌ব!

সু। থাক্, তোমার আর অত কষ্ট কর্‌তে হবে না। আমার শাশুড়ীও লেখা পড়ার চর্চ্চা বড় একটা পছন্দ করেন না, কখনও আমাকে কোন বই নিয়ে বস্‌তে দেখলেই বলেন, "হিন্দু বাড়ীর বৌ, তার আবার লেখা পড়ার কি দরকার, চাকরি কর্‌তে যাবে না কি? কলিকাতায় থেকে ব্রহ্মজ্ঞানীদের সঙ্গে মিশে বৌমার ধরণ যেন কি রকম হয়েছে!" আমি ভাই তখন ভয়ে বইখানি রেখে দিই। প্রেমলতা, তোমাদের সুখ শান্তি আমাদের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়। অনেকের মুখে ব্রাহ্মদের নিন্দা শুন্‌তে পাই, কিন্তু তোমাদের দেখে, তোমাদের

সঙ্গে মিশে আমার মনে খুব ভাল ভাব ছাড়া কোন মন্দ ভাব আসে না।

প্রে। ওসব থাক্ সুরমা, কি একটা প্রশ্ন আমায় কর্‌বে বল্‌ছিলে বল না শুনি।

সু। হ্যাঁ, ঠিক কথা মনে করেছ। 'সুখ'টা কি জিনিষ, কেমন ক'রে লাভ করা যায়, তাই জিগ্‌গেস কর্‌ছিলুম।

প্রে। সুরমা তুমি কোনও দিন আমাকে এরূপ কোন প্রশ্ন কর নাই, আজ হঠাৎ তোমার এই প্রশ্ন শুনে আমি একটু অবাক হচ্ছি। আর তুমি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করছ, সে বিষয়ে আমি তোমায় ঠিক উত্তর দিতে পারবো কি না সন্দেহ। তবু তুমি যখন প্রশ্ন করছ, তখন আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু জানি, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

সু। সুখ মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। মানব জীবনের কোন আকাঙ্খিত বস্তুকে যদি সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তবে উহা সুখ। কিন্তু এই সুখের মূল কোথায়, এবং কি উপায়ে উহা মানব লাভ করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রে। তুমি যে বলিলে মানব মাত্রেই সুখের প্রয়াসী এ কথাটী সত্য। তা' হ'লেও মানব হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

সু। তোমার কথাটা ভাই ভাল করে বুঝতে পারছি না। আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল।

প্রে। করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার প্রিয় মানব সন্তানের জন্য সুখরূপ অপার্থিব অমূল্য রত্নকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই জন প্রকৃত সৌভাগ্যশালী, যেজন সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের এই অমূল্য দান তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া উহা অক্ষুণ্ণ ভাবে সম্ভোগ করে। আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া এই অপার্থিব রত্নকে আমাদের নিজের হস্তে রচনা করিতে গিয়া অমৃত ভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করি। অর্থাৎ সুখ ভ্রমে দুঃখ লাভ করি।

সু। আচ্ছা তুমি যে বলছ ভগবান মানুষকে কেবল সুখই দেন, দুঃখটা মানুষ ইচ্ছে করে আনে, এ কি রকম কথা বুঝলাম না, মনে কর জগতে মানব জীবনে নিরন্তর যে সব শোক, দুঃখ বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, ইহাত ভগবান প্রেরিত। তবে তুমি যে বলিতেছ দুঃখটা মানুষ ইচ্ছে করে আনে, আমি তোমার এ কথাটা বুঝতে পারিতেছি না।

প্রে। এ কথাটা বোঝা একটু শক্ত বটে। আবার অনেকে বুঝেও বুঝেন না। মনে কর পিতা মাতা সন্তানের ভবিষ্যতে মঙ্গল ও সুখের জন্য তাহাকে শাসন করেন। এই শাসন দণ্ড অনেক সময় সন্তানের পক্ষে ক্লেশকর হইলেও উহা সন্তানের সুখের কারণ। কিন্তু যে সন্তান ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে সে কখনও শাসনে ক্লেশ অনুভব করে না, যে বুঝিতে পারে না, সে ইহা দ্বারা দুঃখ ক্লেশ অনুভব করে।

সু। হাঁ এখন কতকটা বুঝতে পার্‌লাম। কিন্তু তুমি যে তখন বল্লে, সুখ-রূপ অপার্থিব রত্নকে মানুষ অনেক সময় নিজের হস্তে রচনা করিতে গিয়া অমৃত ভ্রমে অস্থি চর্ব্বণ করে। সেটা কি রকম? ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের জীবনে দুঃখ বিপদ আনেন, উহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করাই আমাদের উচিত। এবং তাহা হইলে দুঃখও সুখের কারণ হয়। ইহাত বুঝিলাম। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বিধি নির্দ্দিষ্ট সবই তিনি করিতেছেন। আবার মানুষ কি ক'রে সুখ ভ্রমে দুঃখ ইচ্ছা পূর্ব্বক আনে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

প্রে। তুমি জান ভগবানের সৃষ্টিতে মানব সন্তানের স্থান অতি উচ্চে। মানবকে তিনি স্বাধীনতা দিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম প্রভৃতি কত সুন্দর সুন্দর ভাব দিয়াছেন। জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর ভাবগুলি সেই স্বাধীনতা দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে।

সু। সেই স্বাধীনতাটা কি আজ আমাকে বুঝিয়ে বল।

প্রে। ইন্দ্রিয় এবং প্রবৃত্তি সমূহের ইচ্ছাধীন না হওয়াই স্বাধীনতা। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যে সকল প্রবৃত্তি আছে, আমরা যদি তাদের হাতে আমাদের অর্পণ করি, তারা যখন যেরূপ চায়, সেইরূপ করি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে তাদের অধীন বা তাদের কাছে বন্দী হয়ে রইলুম। তাহা হইলে ভগবৎ প্রদত্ত স্বাধীনতা আমাদের রহিল না। এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান পুণ্য প্রেম প্রভৃতি সদ্ভাব ক্রমশঃ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়।

সু। অনেকক্ষণ এসেছি, আজকের জন্য বিদায় হই কাল না হয় পরশু নিশ্চয় আস্‌বো। আমার প্রশ্নের বাকি উত্তরগুলি তোমার কাছে জেনে যাব।

(ক্রমশঃ)

স্বামী ও স্ত্রী।

সতী নারী সোজা পথে স্বর্গধামে যাবে।
স্বামী হারা ভবে যারা পরকালে পাবে॥
সতীত্ব পতিত্বে হয় পবিত্র মিলন।
সোণায় সোহাগা যেন রসানে কিরণ॥
সাধু সাধ্বী চিরসঙ্গী সহজে মিশিবে।
দেহ মিল ক্ষণ ভঙ্গ পড়িয়া রহিবে॥
পতি সতী প্রণয়ের মাহাত্ম্য অধিক।
তাহা বিনা মায়া মোহ অসার অলীক॥
চিরজীবনের তরে উদ্বাহ বন্ধন।
বিধাতার বিধি বাঁধা ব্যবস্থা কেমন॥
বরমাল্য দিয়া সবে বরকে বরিছে।
বরণ ডালা কুলবালা মস্তকে ঘুরিছে॥
বাড়ী ঘর দরকার দেন ভগবান।
আনন্দ সম্পদ প্রায় সুখ ধন মান॥
উভয়ে মিলিয়া উঠে উল্লাস তরঙ্গ।
উপযুক্ত উপদেশ ভাগবৎ প্রসঙ্গ॥
সতী নারী সহবাসে স্বামী সুখী হয়।
সরস সরসী মাঝে কত শোভা পায়॥

কেট ডাগ্‌লাস্।

বহুকাল ব্যাপিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডে বাহুবলেরই রাজত্ব চলিয়া আসিতেছিল। সবল দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিত, ধনী ইচ্ছা হইলেই দরিদ্রকে পদদলিত করিত, দেশের সর্ব্বত্রেই উৎশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা বিরাজ করিত। প্রথম জেম্‌সের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ডের এই শোচনীয় অবস্থার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উদার চরিত্র, মনস্বী পরদুঃখ কাতর প্রথম জেম্‌স্ রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ উৎশৃঙ্খলতার উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রজাবৎসল জেম্‌সের শাসনে রাজ্যে ন্যায় ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্কট্‌ল্যাণ্ডের ভাগ্যে জেম্‌সের সুশাসন চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক ঘটে নাই। জেমস্ প্রাণপণে নিজ ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এক দল প্রজার যেমন তিনি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি ভাজন হইলেন অপর দলের নিকট ঘৃণিত হইলেন, কারণ তাহারা দেখিল তাহাদের চির অভ্যস্থ অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতেছে ও পূর্ব্বকালের স্বাধীনতা তাহাদিগের হস্ত হইতে জেমস্ কাড়িয়া লইতে উদ্যত। তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিধি রহিল না, সাধারণ রাজবিধির অধীন তাহাদিগকেও হইতে হইবে, এই শেষোক্ত কার্য্যটি তাহাদিগের নিকট বিশেষ অপ্রীতিকর বোধ হইল। এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে জেম্‌সের এত বিরুদ্ধে দাঁড়াইল যে অবশেষে গোপনে তাঁহার প্রাণনাশ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।

সার রবার্ট গ্রেহাম এই দলের নেতা ছিলেন। কোন সময়ে তিনি রাজবিধি পালন করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে জেমস্ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি নিজেকে বিশেষ অপমানিত বোধ করেন ও সেই অবধি জেমসের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সে দেশ হইতে দূরে পলায়ন করেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে নিজ হস্তে জেমসের প্রাণ লইবেন। এইরূপ কথা শ্রবণে জেমসের উচিত ছিল যে তিনি সাবধানে থাকেন, কিন্তু নিজ প্রাণের জন্য সতর্ক হওয়া তিনি ইহা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে শীতকালে জেমস্ সপরিবারে পার্থে খৃষ্ট জন্মোৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে কোনরূপ দুর্গ বা রাজবাটী ছিল না, তাঁহারা এক আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের রক্ষাকারী সৈন্য দল অদূরে গ্রামে বাস করিতে লাগিল। রাজা রাণী এইরূপে অরক্ষিত অবস্থায় সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। পার্থ গ্রেহামের আবাস ভূমির সন্নিকট জানিয়াও জেম্‌স নিজ প্রাণরক্ষা করিবার জন্য সতর্ক হইলেন না।

২০এ ফেব্রুয়ারী পার্থে একটী বিশেষ দিন। সে দিবস রাজ পরিবারস্থ সকলে

দাস দাসী সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বাটীর বাহিরে আমোদে কাটাইলেন। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে ষড়যন্ত্রকারীরা শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া সমুদায় বাতায়ন লৌহদণ্ড দ্বারা বন্ধ করিল ও সমুদায় দ্বারের অর্গলা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইল। দুঃখের বিষয় রাজবাটীস্থ কেহই এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। সন্ধ্যাবেলায় তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বন্ধু বান্ধবসহ আহার ও আমোদে কাটাইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে যখন সকল বন্ধুগণ একে একে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন তখন রাজা, রাজ্ঞী ও তাঁহার সহচরী বর্গের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা গৃহাভ্যন্তর এক লোহিত বর্ণের আলোকে আলোকিত হইল, রমণীগণ ভীত মনে নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। জেম্‌স্‌ বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, সম্মুখের উদ্যান যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যে পূর্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ বিপদ জানিতে পারিলেন। "গ্রেহাম আসিয়াছে" এই কথা তিনি গৃহস্থ রমণীগণকে জানাইয়া তাহাদিগকে দ্বার রক্ষা করিতে বলিয়া পলায়ণ পথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাতায়নগুলি উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন প্রত্যেক বাতায়ন লৌহদণ্ড দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে এবং দ্বার দেশ দিয়া বাহিরে গমন করিলে শত্রুহস্তে পড়িতে হইবে তিনি পলায়নের পথ পাইলেন না। তাঁহার হস্তে একখানি তরবারিও ছিল না যাহা দ্বারা তিনি আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। হায়! তাঁহাকে এই নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুগণ আসিয়া আক্রমণ করিল!

জেমস্‌ কোন উপায় উদ্ভাবন না করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় রাজ্ঞীর এক সহচরী বলিল গৃহ নিম্নে এক লুক্কায়িত গোপন ঘর আছে। ইহা শ্রবণ করিয়া জেমস্‌ বহু পরিশ্রম করিয়া গৃহের দুই একখানি কাষ্ঠ উঠাইয়া ফেলিলেন। নিচের ঘরে নামিয়া গেলেন এমন সময় সৈন্যগণের পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। রাজ্ঞী কাষ্ঠখণ্ডগুলি ঠিক স্থানে রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহচরীগণকে বলিলেন দ্বার রুদ্ধ কর। কিন্তু কি ভয়ানক! তাহারা দেখিল দ্বারে অর্গলা নাই সেই মুহূর্ত্তে তাহাদিগের বুদ্ধির উপর জেমসের জীবন নির্ভর করিতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ দ্বারের নিকটে আসিতেছে এক্ষণে তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ করা কি কোন উপায়ে বন্ধ করা যায় না? সহসা রাজ্ঞীর প্রিয় সহচরী কেট ডাগলাস তাহার সুন্দর কোমল হস্তখানি দ্বারা অর্গলা স্বরূপ দ্বার রুদ্ধ করিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না, তাহারা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বহু চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুভক্ত কেট প্রাণপণে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে রাজ্ঞী বহু চেষ্টায়

কাষ্ঠ খণ্ডগুলি যথা স্থানে রাখিতে সমর্থ হইলেন। সেই সময়ে ষড়যন্ত্রকারীগণ সবলে দ্বার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কেটের হস্তখানি ভঙ্গিয়া গেল সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। হায়! কেটের সাহসিকতা ধৈর্য্য ও প্রভুভক্তি পুরস্কৃত হইল না, এত কষ্ট বিফল হইল। শত্রুগণ প্রথমে সমুদায় বাটী অন্বেষণ করিয়া যখন জেমসকে পাইল না তখন তাহারা কিছু নিরাশ হইল, তাহাদিগের আশায় যেন প্রতারিত হইল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জন সেই গুপ্ত গৃহের কথা জানিত। তাহারা সমুদায় গৃহ অন্বেষণ করিয়া পুনরায় উক্ত গৃহে আসিয়া যে উপায়ে জেম্‌স্‌ গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারাও সেই উপায়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং রাজ্ঞীর সম্মুখে তাঁহার স্বামীকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিল।

স্কটল্যাণ্ডের তখন বড় শোচনীয় অবস্থা ছিল সেই ঘোর অন্ধকারময় সময়েও সময়ে সময়ে একটি একটি সুন্দর জীবন এইরূপ সৎকার্য্যরূপ নির্ম্মল জ্যোতি প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিত ও সমুদায় দেশকে আলোকিত করিত।

তুমি!

(১)

কে তুমি হৃদয় মাঝে মোর
বিরাজিছ অনন্ত অব্যয়?
চিরপূর্ণ মূরতি তোমার
মুগ্ধ করে রেখেছে হৃদয়!

(২)

যদি আমি ভুলে যাই কভু
ও সুন্দর মূরতি মহান্‌
অমনি টানিয়া লও কাছে
মধুস্বরে করিয়া আহ্বান!

(৩)

সংসারের যাতনায় যবে,
আকুল-বিকল হয় প্রাণ
অমনি ছুটিয়া এসে তুমি,
কর তাহে শান্তিবারি দান!

(৪)

কত দয়া তোমার হে প্রভু,
পাপী সাধু সকলের পরে,
তাই তোমার নাম গান—
গায় এই বিশ্বচরাচরে!

(৫)

তোমারি চরণ তলে নাথ,
মাগিছে প্রার্থনা দীন হীন—
অনন্ত তোমারি মাঝে, মোর—
এ হৃদয় হ'য়ে যাক লীন্‌!

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

সখিনা।

সদাগরপুরে ধনী বণিকগণেরই বসতি অধিক ছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতিও ছিল।

সদাগরপুর সাগরকূলে সংস্থাপিত। অদূরে বৃক্ষ লতা পরিবেষ্টিত সুন্দর সদাগরপুর নয়নরঞ্জনরূপে পরিশোভিত। সে নগরের শোভা অতুলনীয় ছিল। কোন যাত্রীকের জাহাজ যদি সে নগরের

কূল দিয়া গমন করিত তবে একবার সে স্থানে নঙ্গর করিত এবং আসিয়া বিশ্রাম ও নগর শোভা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাইত এবং প্রায় সকলেই এক বাক্যে এই কথা বলিত, স্বর্গ তো মানুষ কখনও চক্ষে দেখে নাই কিন্তু ভূতলে অতুল শোভাময় অমরধাম এই সদাগরপুর।

সদাগরপুরের প্রধান ধনী যে বণিক ছিলেন তাঁহার নাম ছিল মল্লিক। তাঁহার সংসারের নিতান্ত উশৃঙ্খল অবস্থা। কারণ তাঁহার স্ত্রী জীবিতা ছিলেন না। একমাত্র কন্যা রাখিয়া সূতিকা গৃহেতেই গৃহিণী পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। মল্লিকের আর কোনও আত্মীয়া এমন ছিল না যে কন্যাটী পালন করে। সুতরাং মল্লিক একজন উপযুক্তা ধাত্রী রাখিয়া কন্যাটীর প্রতিপালন ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ধাত্রী অতি সদ্বংশীয়া রমণী ছিল। সে সুদক্ষতার সহিত কন্যার ভার গ্রহণ ও সম্পাদন করিয়াছিল। কন্যা যখন ৮।১০ বৎসরের হইল তখন হইতে দেখা যাইত কেমন একটী দয়ার ভাব তাহার অন্তঃকরণে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। মল্লিকের হৃদয় দয়া শূন্য ছিল না। যদি কোন অর্ণবপোত দিকভ্রান্ত হইয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে বিপদে পড়িয়া সেই পথে আসিয়া পড়িত মল্লিক সেই বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিতেন। নিকটে আর কোন স্থান ছিল না যেখানে কেহ বাস করিতে পারে, তজ্জন্য মল্লিক নিজ গৃহে সকলকে আহ্বান করিয়া অতিথি সেবা করিতেন। এই প্রকারে কন্যাটিও সেবাপ্রিয়া হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা সাগরোপকূলে বসিয়া প্রতীক্ষা করিত কেহ কোন সঙ্কটে যদি পড়ে। মল্লিক কন্যাটীর নাম বিরলা রাখিয়াছিল। একদিন বিরলা বসিয়া আছে, দেখিল আকাশে ঘোর ঘনরাজি সমাচ্ছন্ন ও অদূরে একটী জাহাজ দৃষ্ট হইতেছে। সে জাহাজখানির বিপদ আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে পিতার নিকট গিয়া এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মল্লিক কন্যাসহ ছুটিয়া আসিলেন দেখিলেন সমূহ বিপদ। প্রবল ঝড় ও তৎসহ বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছিল। মল্লিক আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া নৌকাযোগে অতি কষ্টে তাহাদিগকে তীরে লইয়া আসিলেন। অদৃষ্ট কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। মল্লিক এত কষ্ট করিয়া সকলকে রক্ষা করিলেন, কিন্তু সকলে যেমন তাড়াতাড়ি তীরে উত্তীর্ণ হইতেছে এমন সময় হঠাৎ একটী চতুর্দশ বর্ষীয় বালক জলে পড়িয়া গেল। মল্লিক তাহাকে তুলিলেন বটে কিন্তু তাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে লইয়া গেলেন বালিকা বিরলা দিবা নিশি অবিশ্রান্ত তাহার সেবা করিতে লাগিল।

বিরলার অতুলনীয় সেবাতে এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় যখন বালক আরোগ্য হইল, তখন বালিকার আনন্দ আর ধরে না। যখন অসুখ সারিয়া গিয়াছে কিন্তু দুর্ব্বলতা আছে একদিন বালিকা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে-

ছিল রোগী ক্লান্ত দেহে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। জাগ্রত হইয়া সে নিজেকে অধিকতর সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। শয্যায় উঠিয়া বসিল। বলিল, "তুমি কে?" গভীর রোগ যাতনায় তাহার কোনই জ্ঞান ছিল না। আজ সে বিরলাকে প্রথম দেখিল। দেখিয়া সে "তুমি কে?" এই কথা উচ্চারণ করিয়া অনিমেষ নয়নে বালিকার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে আবার বলিল "তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করছ কেন? তোমার নাম কি সখিনা?" বালিকা এই কথাতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "এ কথা কেন বলছ? ভগবানই স্বয়ং তোমাকে সেবা করিয়া সর্ব্ব প্রকারে আরোগ্য করিয়াছেন। তোমাকে কে বলেছে আমার নাম সখিনা। তাতো আমার নাম নয়।" বালক বলিল "যাই তোমার নাম হোক এখন থেকে তোমার নাম সখিনা হল কারণ তুমিই সেই সখিনা।" বিরলা আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে বালকের পানে তাকাইল। বালক বলিল, "আমি একখানি বই পড়েছিলাম তাতে সখিনা বলে একটী বালিকা ছিল, তার রূপ ও গুণ যে প্রকারে বর্ণিত ছিল আমি তোমাতে তাহাই দেখিলাম তাই তোমার নাম আজ হতে সখিনা রাখিয়া দিলাম।" বালিকা হাসিল সে হাসিতে আনন্দের সঙ্গীত প্রকাশিত হইল। এই প্রকারে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। বালক আর একটু সবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তাহার পিতা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একদিন মল্লিক ও সেই বালকের পিতা উভয়ের নানা প্রকার কথোপকথন হইতেছিল। বালকের পিতা বিরলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তাহাতে বিরলার পিতা বলিলেন "তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিবাহ চলিত আছে তবে কি জান এই কন্যাই আমার সর্ব্বস্ব। আর আমার কে আছে। তবে বিরলাকে একবার বলি তার যদি ইচ্ছা থাকে তাহা হইলেই বিবাহ দিব।" বিরলা বলিল "আমি কখনও বিবাহ করিব না। আমি চিরজীবন এই স্থানে থাকিয়া বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সেবা করিব।" বিরলার এই কথাতে সে প্রস্তাব স্থগিত রহিল। সেই বালকের পিতা অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। বালক যাইবার সময় একটীবার বিরলার নিকটে আসিয়া বলিল; "সখিনা, তুমি আমার যে উপকার করেছ আমি তোমাকে কখনও ভুলিতে পারিব না।" সখিনা কেবল একটীবার বালকের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আমি চিরজীবন তোমার প্রদত্ত স্নেহের সখিনা হইয়া থাকিব সে জন্য কিছু মনে করিও না।" সেইখানে তাহারা চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। এ সংসারে এই প্রকারে আমরা কত যে অপরিচিতের সহিত মিলিত হই কিন্তু কে ভুলিয়া যায় এবং কেই বা মনে রাখে তাহা কে জানে! কার্য্যেই স্মৃতি চিহ্ন উজ্জ্বল থাকে।

এখন হইতে সখিনা, সখিনা নামেই

পরিচিত হইত। কেহ তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত "আমার নাম সখিনা।" এমন কি একদিন তাহার পিতা পূর্ব্বাভ্যস্ত "বিরলা" নামে ডাকাতে সখিনা দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল "বাবা, তুমি তো জান ননী আমাকে সখিনা নাম দিয়া গিয়াছে আমি সেই অবধি সখিনা হইয়াছি। যত দিন বাঁচিব আর কখনও বিরলা হইব না।" এই শুনিয়া তাহার পিতা হাসিলেন, বলিলেন "ননী গোপালের নামটী তোমার এতই প্রিয়, আচ্ছা আমি ঐ নামেই তোমাকে বরাবর ডাকিব।"

এইরূপে ক্রমে সখিনা যৌবনে পদক্ষেপ করিল। সে এক একদিন বসিয়া একান্ত মনে কত কি চিন্তা করিত। একদিন তাহার পিতা তাহাকে এই প্রকারে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন; বলিলেন, "মা তুমি কি ভাব? আজ কাল সর্ব্বদাই তোমাকে চিন্তিত দেখিতে পাই।" সখিনা হাসিল, বলিল, "বাবা, আমি অনেক কথা ভাবি। আমার কিছু কায করিতে ইচ্ছা করে। তাই ভাবি কি করে করি। তোমাকেও প্রায় বলিব ভাবি কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলি নাই।" তাহার পিতা শুনিয়া বলিলেন, "এই তোমার চিন্তা!" এবং বলিতে লাগিলেন "তুমি শৈশবাবধি যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ এরূপ কায কয় জন বালিকা করে? আবার কাযের জন্য তুমি চিন্তিত! তুমি মাতৃহীন। এক দিন মাতৃস্নেহ বা আদর যত্ন তুমি পাও নাই কিন্তু অন্যকে আদর যত্ন অনবচ্ছিন্নে তুমি করিয়া আসিতেছ। এখানে যত পল্লী আছে সকল গৃহে শোকে সান্ত্বনা রোগে সেবিকা তুমি; নিজ গৃহের তো কথাই নাই; আমি তো বাঁচিয়া আছি মা, তোমার সেবাতেই। ইহা ব্যতীত কোন অতিথি অভ্যাগত আসিলে বা কোন জাহাজ ভগ্ন বা বিপদগ্রস্ত হইলে তুমিই তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ কর। আমি মনে করি স্বয়ং মা লক্ষ্মী আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আবার কি কায তুমি করিবে মা, বল আমাকে?" সখিনা বলিল, "বাবা, এখানে এত জাহাজ জলমগ্ন হয় তাহার কোন প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করে। শুনিয়াছি বিলাতে একটী বালিকা আলোক গৃহে থাকিয়া জাহাজ সকলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিত। বাবা, আমাদের এখানে প্রায়ই জাহাজ সকল বিপদে পতিত হয়; যদি তুমি সেই প্রকার আলোক গৃহ করিয়া দাও তাহা হইলে আমি জাহাজের বিপদাপন্ন লোকদিগকে দূর হইতে পথ দেখাইব।" মল্লিকের এই কথা শুনিয়া খুব আহ্লাদ হইল, তিনি আলোক গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং কন্যাসহ সেখানে সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। এই আলোক গৃহ করা পর্য্যন্ত অনেক জাহাজ আরোহী সহ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা দেখিয়া মল্লিকের বিশেষ আনন্দ হইল। সখিনার ভারি স্ফূর্ত্তি হইল। সে এই কার্য্যে

জীবনকে যেন মগ্ন করিয়া ফেলিল। এই প্রকারে জীবনের কার্য্য সখিনা সম্পন্ন করিতে লাগিল।

যে যে বিষয়ের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহার নিজের জ্ঞানে সে বিষয় বুঝিয়া লইয়া যদি সে কোন কার্য্য করিতে পারিবে জানিয়া তাহা করে তাহা হইলে তাহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবেই হইবে। কিন্তু আমরা কয়জন তাহা বুঝি। হয় তো যে কাযের জন্য নিয়োজিত নহে সেই কার্য্যে বৃথা সময় ক্ষেপ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আমরা সকলে যেন স্ব স্ব কার্য্য বুঝিয়া লইয়া সখিনার মত হই। প্রসন্ন হৃদয়ে যাহার যে কার্য্য তাহা করিয়া যেন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আণ্ডামান কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একবার একজন গোপ প্রজা খাজনা দিতে বিলম্ব করায় আমি ক্রোধে অধীর হইয়া কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলাম যে উহার গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট কর এবং গো মেষাদি যাহা কিছু আছে লইয়া আইস। আজ্ঞামাত্র তাহারা তাহার গৃহ দ্বার ভাঙ্গিয়া দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহাকে অপমান করিতে করিতে আমার সম্মুখে আনিল। আমি তাহাকে দর্শনমাত্র ঘৃতাহুতি অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলাম, যাহারা তাহাকে আনিয়াছিল তাহাদের হুকুম দিলাম, উহাকে সম্মুখ হইতে লইয়া গিয়া বদ্ধ করিয়া রাখা হউক। বৃদ্ধ করযোড়ে আমার নিকট তাঁহার পুত্রের বাটী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া কত অনুনয় করিতে লাগিল, আমি মদমত্তে বিভোর হইয়া তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহাকে তৎক্ষণাৎ অতি দুর্গম স্থানে লইয়া বদ্ধ করা হইল, তথাপি আমার ক্রোধের লাঘব হইল না। তখন আমাদের জমীদারী কর্ম্মাবসরের সময় হইয়া গিয়াছে আমি উঠিয়া বাটীর ভিতর আসিলাম, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমার ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য ছিল না যে আমার মুখের উপর কথা কয়। আমি অন্দরে গিয়া স্নানাহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় উমা আমার কাছে আসিয়া বসিল এবং এ কথা সে কথার পর গম্ভীর বদনে আমাকে বলিল, "গোপ রাম চাঁদের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করা হইয়াছে, ইহাতে কর্ম্মচারীগণ দাসদাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই মহা দুঃখিত ও সে নিজেও অত্যন্ত মনক্লেশ অনুভব করিতেছে।" সে আরও বলিল "গোপের পুত্রস্ত্রীগণকে নিজালয়ে আশ্রয় দিয়া শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছি, তোমাকে বার বার এইরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করি

কেন তবু তাহাই কর ?" উমার কথায় আমার সর্ব্ব শরীর রাগে জ্বলিতে লাগিল বলিলাম, "এ সকল কথায় স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই।" উমা কহিল, "অন্যের স্ত্রীর না থাকিতে পারে আমার আছে, লোককে মনস্তাপ দেওয়া মহাপাতক, তাও অন্যায় করিয়া!" আমার দয়াবতী পত্নী সময়ে এরূপ কোন প্রজার পক্ষ হইয়া কথা কহিলে, আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম, ভাবিতাম স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল পরের দুঃখ দেখিলে গলিয়া পড়ে; এ হৃদয় এত সামান্য কারণে বিচলিত হইলে চলে না। কিন্তু নিজ মুখে এবার উমার বিষয়াদি সম্বন্ধে তাহার কথা কহিবার অধিকার আছে এ কথা শুনিয়া আমার নিকট তাহার অতি দর্পের উক্তি বলিয়াই বোধ হইল, তাহার তিরস্কার আমার শরীরে যেন বিষ প্রয়োগ করিল, বলিলাম, "তুমি আর আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করো না, আমি কাহারও কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারি না, কাহারও ক্ষমতাও নাই যে আমার উপর কর্ত্তৃত্ব চালায়।" উমা পিতা মাতার বড় আদরের কন্যা কখনও একটীও রূঢ় কথা শুনে নাই, আমার কর্কশ বাক্য তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিল, দুঃখে অপমানে তাহার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা প্রকাশ পাইল। পরে অতি ধীরে ধীরে বলিল, "রাজারও রাজা আছে, তুমিত কোন ছার, সকলেরই কর্ত্তা ভগবান, তিনি সবাইকে চালান।" আমার মন তৎকালে নাস্তিক ভাবে পূর্ণ ছিল, অহঙ্কারে আবরিত ছিল, সে পবিত্র নামে পাপ হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, পূর্ব্ববৎ দর্পে বলিলাম, "থাম, আবার যদি আমাকে ভগবান সম্বন্ধে কথা বলিবে, লাথিতে মুখ ভাঙ্গিব।" উমার আর সহ্য হইল না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা তোমাকে কি বলে গেছেন মনে আছে কি ?" আমি সে কথায় কান না দিয়া কহিলাম, "আমি আজই তোমার ঠাকুর ঘরে গিয়ে পা দিয়ে সব গুঁড়ো করে দিয়ে আস্‌বো," তখন উমা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "কি এত বড় কথা? আমি তোমার সব উপদ্রব সহ্য কর্‌বো, কিন্তু দেবতার অপমান সহিতে পারিব না।" এই কথাগুলি আমার শরীরে যেন তড়িৎ সংযোগ করিয়া দিল, আমি ক্রোধান্ধ হইয়া (বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ ফাটিয়া যায়) উমাকে পদাঘাত করিয়া বলিলাম "থাক তুমি তোমার দেবতা নিয়ে আমার যেখানে দুচক্ষু যায় চলে যাই।" এই বলিয়াই আমি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। তখন রজনীর অন্ধকার আগত প্রায় পুরজনগণ আপনাপন কর্ম্মে ব্যস্ত, আমি বাটীর বাহির হইলাম তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। আমার যতক্ষণ শক্তি রহিল অত্যন্ত দ্রুত চলিলাম, কোথা যাইব তাহার ঠিক নাই, মনে কোন ভয় নাই শূন্য পদ তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, সমস্ত রাত্রি পর্য্যটনে শরীর অবসন্ন হইল, কোথাও একটী আশ্রয় দেখিতে পাই-

লাম না, কেবল মাঠ, সব অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, কোন প্রাণীর শব্দ নাই। শরীর ক্লান্ত হইলে মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল, একটু দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, মনে উত্তরোত্তর ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দূরে একখানি কুটীরে আলো দেখা দিতেছিল, আমি সেইখানে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় লইলাম। কুটীর একখানি দোকান বা পান্থশালা, সেখানে আসলে কয়েক দণ্ড পরেই প্রভাত হইল। ক্রমে ক্রোধ উপশমে নানা ভাবনা ও অনুতাপ আসিয়া মন অধিকার করিল, পূর্ব্বে কখন আর কোন কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিয়াছি কিনা মনে নাই। উমার প্রতি অতি পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে অতিশয় ক্লেশ ও লজ্জার উদ্রেক হইল, তাহার প্রতি কখনও তো এমন কুব্যবহার করি নাই, আমি ক্রমেই কি অধঃপাতে যাইতেছি? কেন আমার এরূপ দুর্ম্মতি হইল। আহা পতিপ্রাণা উমা আমার নিষ্ঠুর ব্যাবহারে না জানি মর্ম্মান্তক ব্যথিত হইয়া এতক্ষণ কি করিতেছে, যে আমার সকল সুখের মূল, যাহা হইতে আজ আমি ভিখারী হইতে প্রচুর ধনপতি হইয়াছি, আমার সেই গৃহলক্ষ্মীকে আমি পিশাচ অকৃতজ্ঞ কি করিলাম। হায়! হায়! বুদ্ধির দোষে আমার সুখ সৌভাগ্য এবার সকলি বুঝি হারাইলাম, নতুবা আমার মন কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে, আমি বাড়ী ফিরিয়া উমালক্ষ্মীকে প্রা-

কার তাহা না হইলে আমার প্রাণের এ ব্যাকুলতা যাইবে না, কাহার নিকট মুখ তুলিতে পারিব না। এই চিন্তাতে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দোকানীর নিকট বিদায় লইয়া আসিব, দোকানীকে কিছু দিবার কথা মনে হওয়াতে নিঃস্বম্বলে বাহির হইয়াছি জ্ঞান হইল। অপ্রতিভ হইয়া হস্তের স্বর্ণ অঙ্গুরীয় খুলিয়া দিবামাত্র দোকানী আশ্চর্য্য হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি নীরবে আবার পথে বাহির হইলাম। পথে এক শকট লইয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইল, দ্বারের নিকট আসিয়া আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জাগাইলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে আমার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইতে লাগিল, উমার কি সে অপমান সহ্য হইয়াছে? সে যে অভিমানিনী, মনদুঃখে আত্মঘাতী হয় নাই ত? আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় ভৃত্য শকটের মূল্য চাহিল, আমি ফিরিয়া বৈঠকখানায় গিয়া নিজ বাক্স হইতে তাহাকে শকট চালকের মূল্য দিলাম। সেই সময় একটি চাবি দেখিয়া মনে হইল যে যাহাকে লইয়া এই কাণ্ড, সেই গোপের বদ্ধ গৃহের চাবি আমার নিকট রহিয়াছে তৎপরেই মনে হইল যে দুই দিন অনাহারে আছে। আমার পাষাণ প্রাণ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল, সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নিজে রাম চাঁদকে মুক্তি দিবার মানসে তাহার কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন

করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হস্ত পদ যেন অসাড় হইয়া গেল, ভৃত্য হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। রাম চাঁদের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, ধূলা ধূসরিত দেহখানা মাত্র পড়িয়া আছে, কি কুগ্রহ, আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া ভৃত্যকে ইহার উপায় স্থির করিতে বলিলাম। অবশেষে পরামর্শে স্থির হইল এই শবদেহ গোপনে রজনী যোগে মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া ভৃত্যকে সে সম্বন্ধে বলিয়া আমি ভিতরে আসিলাম। গৃহ দ্বারে বামা বসিয়া আছে, উমা পূর্ণ শয্যায়, উমা জাগ্রত অবস্থায় পূর্ণ নিদ্রিত, আমি ঘরে গিয়া ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "সব ভাল ত?" উমা আমার স্বরে চমকিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, কিন্তু আমার মস্তকের উপর যে বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমি সেই বিষয় ছাড়া আর কিছু তখন মনে বা মুখে আনিতে পারিলাম না। অতি কোমল স্বরে উমাকে কহিলাম, "আমার এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত ইহা প্রকাশ হইলে আমি প্রাণে মারা যাইব।" উমা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "সে আবার কি?" আমি সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইলে সে অত্যন্ত ভীত ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িল ও চুপে, চুপে বামাকে সেই কথা জানাইল। বামা আমার সেই বিশ্বাসী ভৃত্যকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একথা গোপন করিতে বলিয়া আমাকে অদূরের একটা ঘরে চাবি দিয়া রাখিল ও বাহিরে প্রকাশ করিল আমি আজ ও বাড়ী আসি নাই। রামচাঁদের মৃত দেহ কবরে রাখিয়া নিষ্কণ্টক হইলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে রাত্রিতে এক দণ্ডও নিদ্রা আসিল না, পরে কয়েক রাত্রিও জাগরিতাবস্থায় কাটিয়া গেল, আমি যেন আর সে দাম্ভিক নৃত্যগোপাল নয়, কি এক প্রকার হইয়া গেলাম, ভয়ে যাতনায় দেহ মন দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে উমার মুখে ও পূর্ণর মুখে শুনিলাম গ্রামের সকল লোকই আমার প্রতি অপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাবিয়া আমার দেহ শীর্ণ হইল, মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইল, উমা আমার অস্থিরতা দেখিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া সুস্থির হইতে উপদেশ দিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহাই শিরোধার্য্য করিলাম। তখন চমক ভাঙ্গিল, রাজার রাজা, প্রভুর প্রভুকে অন্তর নেত্রে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিতে থাকিলাম। দিন দিন আমার মনে জ্ঞানালোক বিকাশ হইতে লাগিল, গত পাপ কার্য্য স্মৃতিপটে উদিত হইয়া আপনার জীবনে ধিক্কার জন্মিল। অনুতাপানলে দিন দিন দগ্ধ হইয়া বদ্ধ গৃহে বাস অসহনীয় হইয়া উঠিল, রামচাঁদের পুত্র আমার মহাশত্রু হইয়া আমাকে ধরাইয়া দিবার পুরস্কার ঘোষণা করিতেছে শুনিয়া আর স্থির

থাকিতে পারিলাম না, বুঝিলাম রাম চাঁদের অবস্থা আর কাহারও জানিতে বাকি নাই!

ভয়ে বিহ্বল হইয়া একদিন রাত্রে গোপনে কাহাকেও না বলিয়া আমার সাধের ধন, সুখের অট্টালিকা প্রাণাধিক দারা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া যৎসামান্য সম্বল সহ বাটির বাহির হইলাম। সে দিনের মনের অবস্থা আমার বর্ণনাতীত। যাইবার সময় একবার নিদ্রিত স্ত্রী পুত্রের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া মনে মনে বিদায় লইয়া আসিলাম, মায়ার এমনি শক্তি যে এ কঠোর হৃদয়ও তাহার আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিতে যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু অপমানের বিষম ভয়ে যেন আমার প্রাণশূন্য দেহখানি সজোরে টানিয়া বাহির হইলাম। অন্ধকারে দ্রুতপদে চলিতে রজনী শেষ হইলে একটি জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। অনাহারে সমস্ত দিন অবসন্ন ভাবে থাকিয়া সন্ধ্যাগমে পুনরায় পর্য্যটনে বাহির হইলাম তখন শরীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর সে অবস্থায় আর অধিক পথ অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিকটস্থিত এক দোকানে বস্ত্রাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলাম, এবং প্রয়োজন মত আহার্য্য দ্রব্য লইয়া ক্ষুন্নিবারণ করিলাম। এই রূপ রজনীতে পর্য্যটন, দিবাভাগে অবস্থান করিয়া মাসাধিক কাটাইলাম, সঙ্গের সম্বল ফুরাইল, অতি ক্লেশে দিনপাত হইতে লাগিল দুই দিন প্রায় নিরম্বু উপবাস গেল, মনের ঘৃণায় ভাবিলাম, এ জীবন শেষ হইলেই মঙ্গল; পরে প্রিয়জনের মুখ স্মরণ করিয়া ও ভবিষ্যতের সুখাশা হৃদয়াভ্যন্তরে জাগরিত হইয়া নিজের জীবনে কথঞ্চিৎ মমতা জন্মিল, তখন কোন গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এ স্থান আমার বাটী হইতে অনেক দূর; ক্ষৌরকারের নিকট মস্তক প্রভৃতি মুণ্ডন করিয়া আকারের বৈলক্ষণ্য হইল, দুই চারি দিন এখানে সেখানে অতিথি হইয়া শেষ একটি কর্ম্মের প্রার্থী হইয়া বেড়াইলাম। বিধাতার কৃপায় আমার সে অভিপ্রায় অচিরে পূর্ণ হইল। শুনিলাম কোন ধনশালী ব্যক্তি কাশীবাসী হইতে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে ও বিষয় সম্পত্তি কাজ কর্ম্মের হিসাব পত্র প্রভৃতি করিবে এমন একটি হিসাব নিপুণ লোক প্রয়োজন, আমি কালবিলম্ব না করিয়া প্রকৃত পরিচয় না দিয়া একখানি আবেদন করিলাম, ভদ্র লোকটি আমার সহিত কথা বার্ত্তায় প্রীত হইয়া আমার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, আমি তাহার সহিত কাশীধামে যাইলাম। অনেক দিনের পর একবার মাতৃদর্শনের ইচ্ছা হইল! গৃহের পথে কণ্টক, আর কোথা হৃদয় শান্ত হইবে। শ্রীশ্রীকাশীধামই পাপীর প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত স্থান। আমি সামান্য বেতনে সামান্য কর্ম্ম লইয়াই এক প্রকার চিত্ত সন্তোষে রাখিতে স্থির করিয়াছিলাম। যে ব্যক্তির যথেষ্ট ধন সম্পদের আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় নাই, আমি আমার ঘটনাচক্রে জীবনের কি পরিবর্ত্তন ঘটি-

য়াছে তাহা দেখিয়া আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইলাম। ক্লেশ দুর্দ্দশাই মনুষ্যকে বিনীত হইতে শিক্ষা দেয়, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম। সেকালে নৌকাযোগে কাশী যাত্রা পুণ্যার্থীর ব্যবস্থা ছিল, আমাদের নৌকায় আসিতে অনেক সময় লাগিল। কাশীতে বাস করিবার প্রথমেই মাতৃদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না, তাঁহারা যে ঠিকানায় পূর্ব্বে বাসা লইয়াছিলেন, অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহারা আর সেখানে নাই, নিরাশ মনে ফিরিয়া বাসায় আসিলাম। এমান প্রতিদিনই অবসর মত অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই, কিন্তু কাহারও উদ্দেশ পাই না, মন ব্যাকুল হইল, বাটীর কোন সংবাদ জানি না, সেথানে কি হইতেছে, স্ত্রী পুত্রের দশা কি হইতেছে নানা চিন্তায় দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্রমে আমার উপর এত কর্ম্মের ভার অর্পিত হইল যে আমি আর কোন মতে সময়ের সঙ্কুলান করিতে পারিতাম না। ইতিমধ্যে আমার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, আমি যে ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিলাম অনেক দিন ভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইল, এই ঘটনায় আমি নিতান্ত ব্যথিত হইলাম কেবল যে মনে কষ্ট হইল তাহা নহে বাস্তবিক আমি অতি দুর্দ্দশায় পতিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

একটী গোলাপ।

সুখদ মৃদুল বায়, সুমন্দ হিল্লোলে ধায়,
একটী গোলাপ অই হেলিছে দুলিছে,
আশার হিল্লোলে কত, বিকসিত দল যত
না ভাবিয়া পরিণাম হাসিছে খেলিছে,
আবার মূহুর্ত্ত পরে, ফুল্ল দল পড়ে ঝ'রে
সে দৃশ্য সুন্দর আর নাহিক তাহার,
বৃন্তচ্যুত ভূপতিত, ধূলাসনে ধূসরিত
পরিণাম এইরূপ হায় কি সবার!
অই গোলাপের মত, বীর বীরাঙ্গনা যত
ফুটে ছিল কত রাজ্য গ্রিশ ইটালি
অই গোলাপের মত, গিয়াছে শুকায়ে কত,
শক্তিশালী বীরপল্লী কত ধর্ম্মোপলি,
অই গোলাপের মত দণ্ডে দণ্ডে ঝ'রে কত
কত শক্তি অবসন্ন বিশুষ্ক মলিন,
অই গোলাপের মত শক্তি পুঞ্জ শত শত
অতীতের গর্ভে আজ অদৃশ্য বিলীন!

বাঁকিপুর—

রাজা রামমোহন রায়।

(বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত)

আজ ১৩০ বৎসর হইল বৰ্দ্ধমান জেলায় রাধানগর নামক একটী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে রামমোহনের জন্ম হয়।

রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র ছিল। অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ; ব্রজবিনোদ রায় খুব ধনী ও ধাৰ্ম্মিক লোক ছিলেন, আর পরের উপকার করিতে খুব ভাল বাসিতেন। ব্রজবিনোদের পুত্র রামকান্ত রায় চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচাৰ্য্য নামে কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়ের কন্যা ফুলঠাকুরাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ফুলঠাকুরাণীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম হয়। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব আর মাতামহকুল শাক্ত ছিল; কিন্তু ফুলঠাকুরাণী বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের উপর তাঁহার এমন ভক্তি জন্মিয়াছিল যে একবার রামমোহন যখন খুব ছেলে মানুষ তখন তাঁহাকে লইয়া কি কৰ্ম্ম উপলক্ষে বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে এক দিন তাঁহার পিতা ইষ্ট দেবতার পূজার পর রামমোহনকে বিল্বপত্র দিয়াছিলেন। রামমোহন বিল্বপত্র হাতে পাইয়াই তাহা চিবাইতে আরম্ভ করিলেন। ফুলঠাকুরাণী আসিয়া তাহা দেখিয়া পিতার উপর খুব বিরক্ত হইয়া রামমোহনের মুখ ধুইয়া দিলেন। ফুলঠাকুরাণীর ঐ রকম ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার পিতাও খুব চটিয়া বলিলেন, "তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি, এই পুত্রকে লইয়া তুই কখনই সুখী হইতে পারিবি না। তোর এই পুত্র কালে বিধৰ্ম্মী হইবে।" পিতার এই শাপ শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী খুব ভয় পাইয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ী গিয়াই তিনি স্বামীকে সে কথা বলিলেন আর তখন থেকেই দুজনে মিলিয়া রামমোহনের যাহাতে ধৰ্ম্মের ভাব দিন দিন বাড়ে সে জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। রামমোহনের লেখা পড়া প্রথমে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে আরম্ভ হয়। খুব ছেলেবেলাই তাঁহার স্মরণ শক্তি দেখিয়া সকলে আশ্চৰ্য্য হইত। যখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স তখন রামকান্ত রায় তাঁহাকে আরবী ও পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য পাটনায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া দুই ভাষা ভাল করিয়া শিখিলে পর সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহাকে আবার কাশীতে পাঠান হয়। কাশীতে গিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই খুব ভালরূপে সংস্কৃত শিখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসার পর থেকে তিনি সমস্ত সময়ই প্রায় ধৰ্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিতেন আর তাঁহার মনে মনে পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর নানা রকম সন্দেহ হইত ও তিনি তাঁহার সহিত ঐ সকল সন্দেহের কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। রামকান্ত

রায় পুত্রের পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর সন্দেহ হইতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন আর যাহাতে সে সকল সন্দেহ দূর হয় তাহার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রামমোহন ঐ সময়ে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে একখানি বই লিখিলেন। পিতা পুত্রে তর্ক বিতর্ক হইতে হইতে ক্রমে যখন এমন হইয়া দাঁড়াইল যে আর দুজনের মিল হইবার আশা থাকিল না—তখন রামকান্ত রায় রামমোহনকে একেবারে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাড়ী থেকে তাড়িত হইয়া রামমোহন ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইতেছিলেন সেই সকল স্থানের ধর্ম্ম-পুস্তক সকল পড়িবার জন্য তিনি অনেক রকম ভাষা শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইয়া অবশেষে তিনি তিব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনা যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্য রামমোহন তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে তিব্বতে যান সে সময়ে এ দেশে যে কি রকম কুসংস্কার ছিল তাহা বলা যায় না—তখন এখানে একটি লোকও ইংরাজী জানিতেন না। আর কোথাও যাইবার আসিবার একটুও সুবিধা ছিল না, কেবলই চোর ডাকাতের ভয় ছিল। একবার ভাব দেখি ১৬ বৎসরের বালক রামমোহন কি করিয়া এমন সময়ে নিজের বাড়ী নিজের দেশ ছাড়িয়া যেখানে আপনার লোক দূরে থাক, একটি বাঙ্গালীও ছিল না। সেই তিব্বত দেশে গিয়া দুই তিন বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামমোহন তিব্বতে গিয়া দেখেন যে সেখানকার লোকদের বড়ই কুসংস্কার। যে রামমোহন কুসংস্কার আর পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া বাড়ী থেকে তাড়িত হন সেই রামমোহন কি কখনও নানা রকম কুসংস্কার আর পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ তিব্বত দেশে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কখনই নয়। তিনি সেখানকার লোকদের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন আর তাহারা তাঁহার উপর ভয়ানক চটিয়া উঠিতে লাগিল। সে দেশের মেয়েরা খুব দয়াশীলা না হইলে, আর তাঁহাকে খুব স্নেহ না করিলে হয়ত সেই বিদেশেই তাঁহার প্রাণ যাইত। শুনা যায় রামমোহন তিব্বত হইতে হিমালয়ের উত্তরে আরও কোন কোন দেশে গিয়াছিলেন কিন্তু সে বিষয় আমরা ভাল করিয়া জানি না। অনেক দেশ বেড়াইয়া রামমোহন ফের ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাড়ী আসিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেই লোকের সঙ্গে রামমোহন ২০ বৎসর বয়সে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি ক্রমাগত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ খুব ভাল করিয়া পড়িতে লাগিলেন। আবার তাঁহার পিতার সহিত খুব তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। রামকান্ত রায় মনে করিয়াছিলেন যে রামমোহন এত দিন বিদেশে একা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া খুব কষ্ট পাইয়া এবার

আর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই তিনি টের পাইলেন যে, তাঁহার সে রকম মনে করা ভুল হইয়াছে, কারণ রামমোহন আবার তাঁহার সঙ্গে এমন তর্ক করিতে লাগিলেন যে, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া রামমোহনকে ফের তাড়াইয়া দিলেন।

১৭২৫ শকে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন বাড়ী আসিলে পর তাঁহার দাদা জগন্মোহনের মৃত্যু হয়। তখন কিনা এ দেশে সহমরণের প্রথা ছিল তাই জগন্মোহন মারা গেলে পরে তাঁহার স্ত্রীকেও চিতাতে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। রামমোহন স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন। সহমরণের প্রথা ছিল বলিয়াই যে, সকলে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর চিতাতে পুড়িয়া মরিত তাহা নয়, কিন্তু প্রায়ই আপনার লোকেরা জোর করিয়া স্বামীর জলন্ত চিতাতে স্ত্রীকে বুকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিত, আর সে যখন ভয়েতে চেঁচাইয়া উঠিত তখন পাছে অন্য লোকে টের পায় তাই খুব জোরে ঢাক বাজাইয়া দিত। জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়া রামমোহনের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল। তিনি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাহাতে ঐ প্রথা উঠিয়া যায় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন।

রামমোহনের পিতা পিতামহ সকলেই কিনা নবাব সরকারে কাজ করিয়াছিলেন তাই রামমোহনও সেই রকম করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে নবাব সরকারে কাজ করিতে হইলে যাহা জানা দরকার তাহা খুব ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলেন। এখন যেমন ছেলে বেলা থেকে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে ইংরাজী শিখে রামমোহনের সময় সে রকম ছিল না; তখন কেহই ইংরাজী শিখিত না, তাই রামমোহনও ২২ বৎসর বয়স অবধি আসলেই ইংরাজী জানিতেন না। যখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর তখন তিনি ইংরাজীতে কেবল অমনি এক রকম করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজীতে রচনা করিতে আসলেই পারিতেন না।

এই সময়ে তিনি রঙ্গপুরে কালেক্টার শ্রীযুক্ত জন্ ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে কেরানী হন। কেরানী হইয়া রামমোহন এমন যত্ন আর উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন যে সাহেব তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে দেওয়ানী পদ দিলেন। রামমোহন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া, যাহা নিজের জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া মনে করিতেন তাহা কখনও ভুলেন নাই। রঙ্গপুরে থাকিতে সন্ধ্যার পর রোজ তাঁহার বাড়ীতে ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য সভা হইত।

রামমোহন যে সাহেবের অধীনে কাজ করিতেন সেই ডিগ্‌বি সাহেব রামমোহনের কাজ করিবার ক্ষমতা, আশ্চর্য্য বুদ্ধি আর খুব ধর্ম্মের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে খুব ভালবাসিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রামমোহন যখন কেরাণীর কাজ প্রথম করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি কিছুই প্রায় ইংরাজী জানিতেন না; কিন্তু ডিগবি সাহেবের চিঠি পত্র খুব মনোযোগ দিয়া পড়িয়া, ইংরাজ ভদ্রলোকদের চিঠি লিখিয়া, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আর খবরের কাগজ পড়িয়া তিনি খুব ভাল করিয়া ইংরাজী লিখিতে আর বলিতে শিখিয়াছিলেন।

রামমোহন কেবলই কিনা পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতেন সেই জন্য দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সব লোক কত রকমে যে তাঁহার উপর অত্যাচার করিত তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতেন। অনেক দিন পরে আপনাআপনি সব থামিয়া গেল। বাহিরের লোকে যে সব অত্যাচার করিত তাহা থামিলে কি হইবে? তাঁহার মাতা দিন দিন তাঁহার উপর খুব চটিতে লাগিলেন। একদিন এমন চটিলেন যে রামমোহনকে একেবারে সপরিবারে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিবেন ঠিক করিলেন। রামমোহন মাতার মনের ভাব টের পাইয়া কৃষ্ণনগরের ভিতরেই রঘুনাথপুরে একটা শ্মশানে বাড়ী করিয়া সপরিবারে আসিয়া তাহাতে থাকিলেন।

কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার ঠিক পরেই রামমোহন দিন কতক কলিকাতায় ছিলেন। মুরশিদাবাদে থেকে তিনি পারস্য ভাষায় "তোহাফ্‌তুল মোহদিন্" নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তোহাফ্‌তুল মোহদিন মানে পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ। "তোহাফ্‌তুল মোহদিন" লেখাতে অনেক লোক রামমোহনের শত্রু হইয়াছিল।

প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় লোয়ার সারকুলার রোডে একটি বাড়ী কিনিয়া আর সেই বাড়ী ইংরাজী ধরণে সাজাইয়া তাহাতে বাস করেন। তিনি অনেক দিন থেকে মনে করিতেন যে বিষয় কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে স্বদেশের জন্যে নিজের প্রাণ দেবেন। কলিকাতায় বাড়ী করিয়া থাকার পর থেকে তিনি কেবলই ভাবিতেন কি করিলে সমস্ত কুসংস্কার পৌত্তলিকতা আর খারাপ রীতি নীতি একেবারে চলিয়া যাইবে, আর সকলে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিবে। স্বদেশের উন্নতির জন্যে রামমোহন কত কি যে করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তিনি যখন নিজের মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন প্রায় দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার এমনি ক্ষমতা ছিল, যে তাহা দেখে কতগুলি খুব সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ার সাহেব, যিনি আমাদের দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন তিনি রামমোহনের খুব বন্ধু ছিলেন। রামমোহন অনেক রকমে ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন।

বই লিখিলে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয় বলিয়া তিনি অনেক বই লিখিয়াছিলেন, আর নিজের খরচেই সেই সব ছাপাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পার্সাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিছুদিন পরে পার্সাস সেরাইফস এ ফিরিয়া আসিয়া শুনিল রাজা পলিডেক্টাস তাহার মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া রাজপ্রাসাদে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

ক্রোধে অন্ধ হইয়া পার্সাস রাজপ্রাসাদের ভিতর চলিল। সদর মহল ছাড়াইয়া অন্দর মহলের ভিতর গিয়া দেখিল, মাতা মাটীতে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাঁতা ঘুরাইতেছেন। পার্সাস তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করতঃ চুম্বন করিল এবং মাতাকে স্বীয় পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিল। ঘরের বাহির হইতে না হইতেই, পলিডেক্টাস তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইল। শিকারী কুকুর বরাহের উপর যেরূপে লম্ফ দিয়া পড়ে, পার্সাস ঠিক সেইরূপে পলিডেক্টাসকে আক্রমণ করিয়া বলিতে লাগিল "ওরে পিশাচ, দুরাত্মন! এই কি তোর ধর্ম্ম! পরমেশ্বরের প্রতি তোর যদি এতটুকু ভক্তি ও আস্থা থাকিত তাহা হইলে তুই কখনই বিধবার প্রতি অত্যাচার করিতিস না; দেখ্‌বি এখনই এই প্রস্তরে (জাঁতায়) তোর মস্তক খণ্ড বিখণ্ড করিব।"

মাতা পার্সাসকে থামাইয়া বলিলেন, "দেখ বৎস! আমরা এদেশে নিরাশ্রয় ও অসহায়—তুমি যদি এখানকার রাজাকে বধ কর, এদেশের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে।" ডিক্টাস ও (পলিডেক্টাসের ভ্রাতা) পার্সাসকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে আপনার পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছি, আমার খাতিরে, আমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও, মারিও না।"

পলিডেক্টাস কাপুরুষের ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। পার্সাস ও তাহার মাতা রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল। পার্সাস, মাতাকে (পলিডেক্টাসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য) এথিনি মন্দিরের গৃহ মার্জ্জনা ও পরিষ্কার করার কার্য্যে নিযুক্ত করিল। সে জানিত পলিডেক্টাস দেবালয়ে প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না। ডিক্টাস প্রত্যহই দেবালয়ে আসিয়া ডেনিকে দেখিয়া যাইতেন।

পলিডেক্টাস এত জোর জবর্দ্দস্তীতেও ডেনিকে পাইল না দেখিয়া, অন্য প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সে বেশ জানিত, পার্সাস সে দেশে থাকিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই; সে জন্য কিরূপে পার্সাসকে স্থানান্তরে পাঠাইতে পারিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। দিন কতক চুপ চাপ করিয়া থাকিল। সে

কেবল ছলনা; সকলে মনে করিতে পারে যে পলিডেক্টাস ডেনির কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একটী সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন করিল। প্রধান প্রধান রাজা, জমীদার ও কর্ম্মচারী এবং দেশস্থ যুবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। পার্সাসকেও নিমন্ত্রণ করিল।

নিমন্ত্রিতগণ নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজপ্রাসাদে আগমন করিল। প্রত্যেকেই এক একটী যৌতুক উপহার দিয়া রাজার প্রতি সম্মান দেখাইল। কেহ অশ্ব, কেহবা তরবারী, অঙ্গুরীয়, শাল উপঢৌকন দিল; দুঃখী গরীবেরা ফল ফুল পক্ষী প্রভৃতি দ্রব্য দিল। দরিদ্র নাবিক-বালক পার্সাস, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই লইয়া যায় নাই। ডিক্টাসের নিকট কোন উপহার চাহিয়া লওয়া অপমানের কথা মনে করিয়া চাহিল না। শূন্য হস্তে রাজার নিকট যাইতে পার্সাস অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল। দুঃখিত অন্তরে সকলের উপহার দেখিতে লাগিল। সকলে পার্সাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "রাজবাড়ীতে যে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছ, রাজার জন্য কি উপহার আনিয়াছ?" পার্সাস লজ্জা ও অপমানে অধোবদন হইয়া মৌন রহিল। পলিডেক্টাস পার্সাসকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি জান আমি তোমাদের রাজা; রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছ আমার যৌতুক কৈ? পার্সাসের মনে রাজার কথায় বড়ই ধিক্কার হইল। দুর্জ্জন ও পার্শ্বতেরা হাস্য ও বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। কেহবা বলিতে লাগিল "এ লোকটা তুচ্ছ তৃণবৎ বাপের জলে ভাসিয়া এ দেশে আসিয়াছে; ইহার স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার দেখ—নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে—রাজার যৌতুক আনে নাই।" "ইহার বাপ মা কে, তাও কেহ জানে না—প্রৌঢ়েরা বলেন কিনা—পার্সাস জাসদেব সন্তান।"

পার্সাস আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আমি তোমাদের সকলের উপহার একত্র করিলে তাহার যাহা মূল্য তদপেক্ষা মূল্যবান উপহার রাজার জন্য আনিয়া দিব।"

সকলে উত্তর করিল "আচ্ছা বাপু দেখা যাবে, এত যে বড়াই ক'চ্ছ—কি জিনিষ আন্‌বে শুনি।"

পার্সাস বলিল, "মেডুসা গর্গণের (দানবীর) মস্তক রাজাকে উপঢৌকন দিব।"

পার্সাসের কথা শুনিয়া রাজা পলিডেক্টাস উচ্চরবে হাসিয়া বলিল, "পার্সাস! তুমি গর্গণের মস্তক আনিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখনই যাও বিলম্ব করিও না; যত দিন না আনিতে পার, এ দেশে ফিরিয়া আসিও না; কাহাকেও মুখ দেখাইও না।"

পার্সাস পলিডেক্টাসের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। এত দিনে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সে চলিয়া গেলে রাজা ডেনির উপর স্বীয় ইচ্ছা মত উৎপীড়ন করিতে পারিবে। কিন্তু পার্সাস কি

করিবে, উপায় নাই। পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ গর্গণের অন্বেষণে বাহির হইল।

পর্ব্বতের নিম্নদেশে গিয়া প্রশান্ত সুনীল সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া "প্যালাস এথ্নি" দেবীর নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিল "দেবী এথ্নি! আমাকে যে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলে তাহা কি সত্য? দেখো দেবী! আমার যেন মুখে বলাই সার না হয়; যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা যেন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি; মিথ্যাবাদী না হই। গর্গণ বিনাশের উপযুক্ত বল বিধান কর; তাহাকে বধের উপায় ও পথ বলিয়া দাও।" এই কথা গুলি তিনবার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের পর আকাশে একখানি সাদা মেঘ উঠিল। মেঘখানির জ্যোতিতে পার্সাসের চক্ষু তেজোহীন হইল। ক্রমে ক্রমে সেখানি পর্ব্বতের চূড়ায় লাগিয়া দুই দিকে বিভিন্ন হইয়া গেল, এবং পার্সাস প্যালাস এথ্নির মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে একটী যুবক; তাহার চক্ষু দুটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল; পদদ্বয়ের গতি হরিণের অপেক্ষা দ্রুত। তাহার পার্শ্বে একখানি হীরকখচিত তরবারি ঝুলিতেছে এবং পায়ে এক জোড়া স্বর্ণপাদুকা; সেই পাদুকা হইতে জীব (পক্ষ) উড়িবার ক্ষমতা পায়।

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা দত্ত।

পাক বিধি।

পাকা পেঁপের বড়া।—এই বড়া বা ফুলুরি উত্তম সুখাদ্য; ডালফুলুরির ন্যায় উহা পীড়াদায়ক নহে। কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকার পেঁপেই খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগের কাঁচা পেঁপের ডাল্না ও জলপানে পাকা পেঁপে আহার করিলে কোষ্ঠ সরল হয়।

প্রথমে পেঁপের খোসা পরিষ্কৃত করিবে। এখন পেঁপেটি লম্বা ভাবে চিরিয়া, বিচি ফেলিয়া, জলে ধুইয়া লইবে। অনন্তর তাহা জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া রাখিবে; এবং ঠাণ্ডা হইলে, তাহা চট্কাইবে। এখন উহাতে পরিমাণ মত সফেদা, ময়দা, খোসা তোলা তিল, গোলমরীচচূর্ণ, গরম মসলার গুঁড়া, লবণ এবং চিনি মিশাইবে।

এদিকে পাকপাত্রে ঘৃত অথবা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক একটি করিয়া বড়া ছাড়িতে আরম্ভ করিবে। এক খোলা ছাড়া হইলে, বড়ার এক পিঠ শক্ত অর্থাৎ ভাজা হইলে, অপর পিঠ উল্টাইয়া দিবে। দুই পিঠ বেশ খড়্‌খড়ে ভাজা হইলে, ঝাঝরা-হাতায় করিয়া ঘৃত বা তৈল ঝাড়িয়া, পাত্রান্তরে তুলিয়া লইবে। গরম গরম বেশ সুখাদ্য হইবে।

পোস্ত চচ্চড়ি।—বর্ষাকালে তরকারির অভাব ঘটিলে, গৃহস্থ গৃহে পোস্ত এবং তিল প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক

হইয়া থাকে। পোস্তের ব্যঞ্জন খাইতে মন্দ নহে।

পোস্তের সহিত কাঁকর প্রভৃতি দূষিত পদার্থ থাকে, এজন্য উহা ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। বাটীতে জল রাখিয়া, অতি সাবধানতার সহিত, উপর হইতে দানাগুলি তুলিয়া লইবে, বালি কিম্বা কাঁকর নীচে পড়িয়া থাকিবে। এইরূপ নিয়মে দুই তিনবার ধুইলে, বেশ পরিস্কৃত হইয়া আসিবে। এখন পোস্তগুলি শিলে বাটিয়া লইবে।

তৈলসহ পাকপাত্র উনানে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে বড়ি ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। অনন্তর, অবশিষ্ট তৈলে লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, তাহাতে ব্যঞ্জনের আলু ছাড়িয়া দিবে। আলু আধকসা হইয়া আসিলে, তাহার উপর পোস্ত বাটা ঢালিয়া দিবে। এই সময় হইতে সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিবে; বেশ লাল্চে রং হইলে, হরিদ্রা বাটা জলে গুলিয়া, তাহাতে ঢালিয়া দিবে। একবার ফুটিয়া আসিলে, লবণ ও লঙ্কা বাটা দিয়া আর একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া আসিলে, নামাইয়া লইবে। পোস্তের ব্যঞ্জনে তৈল একটু অধিক দিলে, উহা বেশ সুস্বাদু হইয়া থাকে।

স্বর্ণরেণু।

সুখময় ঈশ্বরকে যিনি ভালবাসেন তাঁহারই সুখ, যিনি দুঃখময় সংসারকে ভালবাসেন, তাঁহারই দুঃখ।

ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রীতি না হয়, আর অন্য সহস্র প্রকার সম্পদ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও সুখ হয় না।

তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ ব্রাহ্মিকা যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে ভালবাসেন; আর তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১৩০৮, ১৩০৯ ও ১৩১০ সনের পরিচারিকার পুরাতন সংখ্যাসমূহ অতি অল্প সংখ্যকই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি (৭৮ নং অপার সার্কুলার রোড) পরিচারিকা-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন। কিছুদিনের জন্য অতি সুলভে নিম্নলিখিত হারে দেওয়া যাইবে :—

১৩০৮ সনের পরিচারিকা	(অতি সুন্দর কাগজ, বাঁধাই ও লেখা)	১॥০
১৩০৯ সনের	ঐ	১৲
১৩১০ সনের	ঐ	১৲

কার্য্যাধ্যক্ষ।
"পরিচারিকা" কার্য্যালয়,
৭৮ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

২৭ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১১। [৭ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. NOVEMBER, 1904. No. 7.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড ;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সডাক—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১, টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—————•:o:•—————

(Postage Extra)

IN ENGLISH.

		Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
	Ditto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

	Rs.	As.
A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ...	1	0
Minister in the attitude of prayer.	0	8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

———

IN BENGALEE.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵৹
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৵৹
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১॥৹
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১॥৹
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸৹
৩৪	মাঘোৎসব ...	॥৹
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	॥৹
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	॥৹
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	॥৹
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	॥৹
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	॥৹
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	॥৹
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	॥৹
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	॥৹
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	॥৹
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	॥৹
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵৹
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵৹
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।৹
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।৹
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।৹
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵৹
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶৹
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵৹
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴৹
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৴১৹
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১৹
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১৹
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৴১৹

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
† [illegible] lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা কার্ত্তিক ১৩১১, নবেম্বর ১৯০৪। [৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জীব্রল্টারে ৭০টীর অধিক প্রস্তরের সুরঙ্গ আছে।

পৃথিবীতে ৬০০ ছয় শত প্রকারের তৃণ আছে। আমেরিকাতে দুই শত রকমের আছে।

সম্প্রতি নৌকাতে কাগজের পাল ব্যবহৃত হইবার কথা হইতেছে। উহা হাল্‌কা ও বহুকাল স্থায়ী হইবে এরূপ আশা করা যায়।

জার্ম্মনীতে কোন কোন ষ্টেসনে কাকাতুয়া রাখা হয় তাহারা চিৎকার করিয়া আরোহীগণকে প্রতি ষ্টেসনের নাম জানায়!

ইংলণ্ডে ম্রষ্টরে একটী বৃক্ষ আছে উহা অতি বৃদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফিট ও প্রস্থ ৫০ ফিট ছিল।

তিমি মৎস্যের কণ্ঠনালী এত সরু যে অনায়াসে মুষ্টি দ্বারা তাহা বন্ধ করা যায়। সমুদ্রস্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রীই তাহারা আহার করিয়া থাকে।

চীনদেশে সগংএর নিকটে একটি পুল আছে উহা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা Yellow Sea একটী শাখার উপরে ও প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা। ৮০০ আট শতটি প্রস্তরের খিলান আছে। পুলটি লৌহ নির্ম্মিত ও জল হইতে ৭০ ফিট উচ্চে। উহার প্রতি স্তম্ভের উপরে একটি করিয়া শ্বেত প্রস্তরের সিংহ মূর্ত্তি আছে।

নারীপ্রকৃতি পূজা।

শ্রীআচার্য্য দেবের প্রার্থনা।

১৬ই অক্টোবর ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, মোক্ষদাতা, তুমি আমাদের নিকট এই সপ্তাহ দেবী হও। দেবী ভজন, দেবী সাধন, দেবী গুণ গান এই আমাদের এই সপ্তাহের খোরাক হউক। নারী প্রেম, নারী

ভক্তি, নারী বিনয়, নারী ক্ষমা, নারী চরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও হে ভাই, প্রকৃতি হও হে পুরুষ, নারী হও হে মানুষ, গৌরী হও হে মহাদেব, শক্তি হও হে শক্তিরূপিনী কঠোর পুরুষপ্রকৃতি এখন ছাড়। আমরা হিন্দু হই এই কয় দিন। অপৌত্তলিক, আধ্যাত্মিক হিন্দু হই। দুর্গোৎসবের সময় ব্রহ্মোৎসব কেন হরি ফাঁকে যাবে? হরি, তুমি একবার দুর্গতিহারিনী মূর্ত্তি ধর। তোমার এক দিকে ধন, এক দিকে বিদ্যা লইয়া বোস। হে প্রেমস্বরূপ, প্রেমরূপিনী হও। সুন্দর সুন্দরী হও, শ্রীমান শ্রীমতী হও। আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—শ্রীমতী শ্রীমতী কোথায় রহিলে এস। ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, আকাশ-রূপিনী, তুমি এস আমাদের নিকট। দুই কারণে;—এক হিন্দুদের উৎসবের সময় বৎসরকার দিনে আমরা দেবী পূজা করিব। আর এক কতকগুলি নূতন গুণ স্বভাব পাইব। দেবী পূজা করিতে করিতে দেবী হইব। দেবী আরাধনা করিতে করিতে মনের ভাব চেহারা স্ত্রীলোকের মতন হয়ে যায়। রাগ নিষ্ঠুরতা চলে যায়, ক্ষমা প্রবল হয়, নারী-প্রকৃতি হয়ে যায়। দেবী আমাদিগকে কোমল সরল শ্রীমতী সত্যবতী ভক্তিমতী কর। পুরুষ তুমি চলে যাও, একটা দিন তোমাকে বিদায় দি। পুরুষ দেবতা, তুমি যাও। দুর্গা এস, বঙ্গদেশ মা যায়। বঙ্গদেশ মা বলে কাঁদে। বঙ্গদেশ বলে, আমার পিতা আমার মা কৈ? আমাদের কঠোর মা নয়, মাটীর নয়, খড়ের নয়, পাথরের নয়; আমাদের বাড়ীতে সোণার মা এসেছেন। এমন আনন্দ-ময়ী শক্তিরূপিনী প্রেমময়ী মা। সমস্ত বঙ্গদেশে, সকলের হৃদয়ে, মা রূপ প্রতিষ্ঠা কর। বাপের পূজা করে বাপের গুণ পাব, বিবেক বৈরাগ্য পাব, তেমনি মার পূজা করে মার গুণ পাব। মার দৃষ্টান্ত পাইব। মা যেমন অধীর হন না কখন, মার মত নরম হইব যেখানে সকলি জলের মত, সকলি নরম, সেই খানেই মা। অতএব মাতঃ, যদি পিতৃ-স্বভাব দিয়ে কৃতার্থ করেছ, তেমনি মাতৃ-স্বভাব দিয়ে রাগ অহঙ্কার অসম্ভব কর। হিন্দুরা যেমন সাকার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখে, আমরা যেন নিরাকার পূজা করিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অসুখী না হই। মাকে দেখিব, মার মত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব, মার মত একেবারে উদ্ধত স্বভাব দূর করিব। মা তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব। মা দয়াময়ী, একবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। পুরুষ-প্রকৃতি দূর করে মার প্রকৃতি করে দাও। যেমন হিন্দু দুর্গাপূজার সময় মনে করে যে, পুরুষ ঠাকুর পূজা করিবে না, কিন্তু তার সামনে একখানি মার মূর্ত্তি, একখানি রূপের ডালি মার মূর্ত্তি, এই ভাবিতে ভাবিতে যেমন শুদ্ধ হয়, তেমনি আমরাও মার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইব। দেবী

পূজা করিতে দাও আমাদিগকে। হে করুণাসিন্ধু, তোমাকে দয়াময় দয়াময় বলে তো রবাবর ডাকি, এক একদিন যেন মা বলে ডাকি। শরৎ কালের বাদ্য বাজিয়া উঠুক। হস্ত নয়ন সব কোমল হউক, দেবী কণ্ঠে, দেবী চক্ষে, দেবী বক্ষে, দেবী মাথায়। দুর্গা দুর্গতি-হারিনী, এই শরীরের ভিতর এস, আর আমি পাপী অধম, দগ্ধ আমি, চির-কালের মত ভস্ম হয়ে যাই। তোমাকে, হে দুর্গা, তোমায় লক্ষ্মী সরস্বতী তিন খানিতে একখানি করিয়া হৃদয়ে রাখি। আমরা এই দুর্গাকে চিনি, লক্ষ্মীকে জানি, আর এই সরস্বতীকে মানি, এই জানি, এই আমরা মানি। যত আমোদ আহ্লাদ বুঝি, কেবল ও পাড়ায়। আমরা বুঝি তোমাকে মানি না মা, আমরা বুঝি আমোদ করিব না ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া? আমাদের তো আরো বেশী আহ্লাদ দেবী, এখনো হাঁসিতে হাসিতে এলে না কেন? আমরা কাপড় কিনিব, কাপড় দেব, খাবার খাওয়াব, খাবার খাব, আমরা তো আসল সত্য যুগের হিন্দু। আমাদের বাড়ীর ঠাকুর দালান অনেক ভক্তি গঙ্গাজল দিয়ে ধুই। মা এলেন, লক্ষ্মী এলেন, সরস্বতী এলেন। এস মা, এস। ভক্তির সহস্র শঙ্খ বাজিল। আমরা খড়ের দেবতা মানি না। এ যে সত্য সত্য। খুব সত্য, আগা গোড়া সত্য। এ যে সত্যই মা। মা এস। আমরা একবার দেখি, দেখে পূজা করিব। থাক, এ বাড়ীতে চির-কাল থাক মা। দেবী কৃপা করিয়া তোমার রুগ্ন জীর্ণ কঠোর সন্তানকে দেবী পূজা দেবী গান করাইয়া কৃতার্থ কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আহ্বান।

(১)

সংসারের এই শোক তাপ দুঃখে
হয়েছে যাহারা ভগন প্রাণ
ডাকিতেছি আমি আয় তোরা ভাই
ভুলিয়া হতাশা যাতনা গান!

(২)

ফুরায়েছে তব পৃথিবীর সুখ,
ফুরাক্ তাহাতে কি দুঃখ আর?
এস নাই তুমি সাথে ল'য়ে কিছু
যাবে নাকো কিছু সাথে তোমার!

(৩)

মৃণাল নিন্দিত—কুসুম-কোমল,
হোকনা সুন্দর তনয় তব—
সঙ্গের সম্বল কেহ তো হবে না
সুখ দুঃখ মাখা কেবলি সব!

(৪)

আপনার দেহ নহে আপনার,
যারে ভাব তুমি পরাণ সম,
কত সুখামোদে ভুলে গিয়ে তুমি,
গরব করিলে;—সে মহা ভ্রম!

(৫)

যবে যাবে তুমি সেই পরলোকে
দেহ তো তোমার যাবে না সাথে
পড়ে রবে দেহ ধুলি সার হবে
দলিত হইবে সংসার পথে!

(৬)
ইহারি কারণ কেন মিছা আর
ভ্রমিবে সংসারে পাগল প্রায় ?
আয় তোরা সবে আয় তবে ভাই
ফেলিয়া সংসার দলিয়া পায় !

(৭)
ওই দেখ সব সাধু মহাজন,
যাইছেন ওই অমরধাম—
কর্ত্তব্য তাঁ'দের করিয়া পালন
চলেছেন দেখ 'ফ্রে না যান !

(৮)
আমরাও সবে ওঁ'দে'র সন্তান
ওঁদেরি শোণিতে জীবন প্রাণ
তবে কেন হায় ! এই দীন বেশে,
অলসে কাঁদিয়া হারাব প্রাণ ?

(৯)
কেঁদ নাকো আর থেক না অলসে
সাধু পদ চিহ্ন নিরখি চল।
সেই রক্তস্রোত বহিছে শিরায়
দিতে নব আশা নবীন বল !

(১০)
কত মহাপ্রাণ ধার্ম্মিক সুজন
দেখা'লেন ভবে প্রকৃত পথ,
তাঁদেরি সন্তান আমরা সকলে
সে পথে চলিতে লইব ব্রত !

(১১)
এস সবে আজ, পরি নব সাজ
নবীনা উৎসাহ ধরিয়া বুকে,
যত নর নারী হাতে হাতে ধরি
জগত সংসারে খাটিতে সুখে !

(১২)
যে প্রাণ পেয়েছি, তাঁরি কাজে সঁপি,
যাব তাঁর কাছে আনন্দে ধেয়ে
যেই ধন দিয়া পাঠালেন তিনি,
যাব মোরা তার দ্বিগুণ ল য়ে !

(১৩)
সত্যানল ল'য়ে ব্রহ্ম নাম গেয়ে
ক্ষমা প্রীতি মাঝে করিব কাজ
জ্ঞান প্রেম যোগে স্বকর্ম্ম সাধিয়ে
পূর্ণানন্দ লভি হৃদয় মাঝ !

(১৪)
ধন পরিজনে আসক্ত হইয়ে
পরম রতনে ভুলে না যাই
এস এস সবে এই ব্রত ল'য়ে
জীবনের দিন সুখে কাটাই !

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

পার্সাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাহারা নিস্পন্দভাবে পার্সাসের দিকে তাকাইয়া রহিল। সমুদ্রপক্ষী অপেক্ষা দ্রুতবেগে তাহার নিকট নামিয়া আসিল। এত দ্রুতপদ সঞ্চালনেও পা নড়িল না অথবা বাতাসে কাপড়ের শব্দ শুনা গেল না। পার্সাস যোড়করে তাহাদের আরাধনা করিতে লাগিল। এথিনি পার্সাসকে বলিলেন, "বৎসে ! তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই ; নির্ভয় হও। যেরূপ সাহসে রাজা পলিডেক্টাসের সহিত ব্যবহার করিয়াছ, সেইরূপেই মেডুসা গর্গণকেও বধ করিবে।"

পার্সাস উত্তর করিল, "দেবি ! কিরূপে কোন পথে গেলে গর্গণের সাক্ষাৎ পাইব—আপনি বলিয়া দিন।

যে দিন হইতে সেমোস্ দ্বীপে আপনি আমায় স্বপ্নে দর্শন দেন, সেই দিন হইতে আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি; আমার অন্তঃকরণ নব উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। এখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।"

এথিনি বলিলেন "এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, গর্গণ বধ করিতে হইলে সাত বৎসর কাল পরিভ্রমণ করিতে হইবে। সেই সাত বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেও পারিবে না, কোথাও পলাইতেও পারিবে না। যদি তোমার মন ভাঙ্গিয়া যায়, সেই রক্ষঃদেশে তোমার মৃত্যু হইবে। একখানি অস্থিও জনমনুষ্য দেখিতে পাইবে না।" পার্সাস বলিল, "অকর্ম্মণ্য ও ঘৃণিত হইয়া এখানে বাস করা অপেক্ষা গর্গণের অন্বেষণে মরণও ভাল। দেবি! আমি আপনার প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ প্রার্থী।"

এথিনি হাসিয়া বলিলেন, "পার্সাস! ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ কর— যদি একটী কথা বিস্মৃত হও তবে মরিবে। প্রথমতঃ উত্তরাভিমুখে হাইপারবোরিয়ান্সদের দেশে যাও। উত্তর কেন্দ্র ছাড়িয়া তাহাদের দেশ। সে দেশ সুশীতল উত্তর বায়ুর প্রস্রবণ; তিনটী ধূসর ভগিনী (গ্রে সিস্টার) দেখিতে পাইবে, তাহাদের তিন জনের ব্যবহারের জন্য একটী মাত্র চক্ষু ও একটী দাঁত আছে। তাহাদের নিকট (নিম্পস্, সন্ধ্যাতারার কন্যা) পরীদের দেশের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। পরীরা পশ্চিম আটলান্টিক দেশে, সুবর্ণ বৃক্ষে নাচিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সেই পরীকন্যারা গর্গণের দেশের রাস্তা তোমায় দেখাইয়া দিবে; তুমি গিয়া মেডুসা গর্গণকে বধ করিবে। সে (গর্গণ) এক সময় দেবকন্যা উষার ন্যায় পরমাসুন্দরী ছিল; যৌবনের প্রারম্ভে গর্হিত কার্য্য ফলে ও পাপের বিকারে মস্তকের কেশ সকল সর্পাকার কুণ্ডল ধারণ করিয়াছে। এমন কি চন্দ্র সূর্য্যও তাহার পাপে লজ্জায় মুখ ঢাকিত। তাহার হস্ত ঈগল পক্ষীর থাবাতে পরিণত হইল এবং ওষ্ঠদ্বয় বিষে পূর্ণ হইল। তাহার চক্ষুর দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে সে প্রস্তর হইয়া যায়। পক্ষীরাজ ঘোটক এবং সুবর্ণ তরবারির দানব সকল তাহার সন্তানবর্গ; একিডিনা (যাদুকর) এবং গারিয়ন্ (ত্রিমস্তক বিশিষ্ট দৈত্য) তাহার পৌত্র। স্থাইনো এবং ইউরিএলি মেডুসার ভগিনী; তাহারা অমর; সমুদ্র-রাণীর কন্যা। তাহাদিগকে স্পর্শ করিও না। কেবল মেডুসার মস্তক লইয়া আসিও।"

পার্সাস বলিল, "আমি অবশ্যই গর্গণের মস্তক আনিব; কিন্তু আমি কিরূপে তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিব? আমার দিকে তাকাইলেই তো পাথর হইয়া যাইব?"

এথিনি একখানি চক্‌চকে ঢাল পার্সাসের হাতে দিয়া বলিলেন, "এইখানি লইয়া যাও; যখন তুমি এই পিত্তল ঢালে মেডুসার ছায়া দেখিবে, (অর্থাৎ

তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে) কখনই তাহার মস্তক ছেদন করিও। আপনার মুখ পেছন দিকে ফিরাইয়া, মাথাটী এই ঢালের ছাগচর্ম্মে জড়াইয়া আনিবে। এই চামড়া এমেলথি ছাগের, জাস দেবতা এই ছাগলের দুগ্ধে পরিপুষ্ট হন। এই ছাগচর্ম্মখানি আমায় ফিরাইয়া দিও—মেডুসা বধ করিলে তুমি বহু যশ ও খ্যাতি লাভ করিবে; একজন যোদ্ধা বলিয়া, পরিগণিত হইবে; অতুচ্চ গিরি-গৃহে দেবতাদিগের সহিত একত্রে পান ভোজন করিবার অধিকার পাইবে।"

পার্সাস জিজ্ঞাসা করিল, "জাহাজ যদি না পাই, তবে কিরূপে সমুদ্র পার হইব; কে আমায় পথ বলিয়া দিবে? যদি মেডুসার চর্ম্ম লৌহ ও পিত্তলের গঠিত হয় তবে কি প্রকারে তাহাকে কাটিব?"

তখন এথ্নির পার্শ্বস্থিত যুবা আপনার সুবর্ণ পাদুকা দুখানি খুলিয়া পার্সাসের হস্তে দিয়া বলিল, "এই পাদুকা পরিলেই তুমি উড়িয়া পক্ষীর ন্যায় সমুদ্র নদী, উপত্যকা পার হইতে পারিবে। আমি অলিম্পাসের দেবতাদিগের দূত (সংবাদবাহক) আমার নাম হার্মীস; আমি আর্গাসকে বধ করি।"

পার্সাস হার্মীসের আরাধনা করিতে লাগিল।

হার্মীস সন্তুষ্ট হইয়া পার্সাসকে আপনার হীরকখচিত অসিখানি দিয়া বলিলেন "এই অসি দ্বারা আমি আর্গাস বধ করি; ইহার স্বর্গীয় ক্ষমতা—এক আঘাতেই মেডুসার মস্তক ছেদন হইবে। যে স্বর্ণপাদুকা দিয়াছি তাহা পায়ে দিলে তুমি কখনই বিপথগামী হইবে না; উহারা তোমায় ঠিক রাস্তায় লইয়া যাইবে; তোমার কিছুই ভয় নাই; শীঘ্র যাত্রা কর।"

পার্সাস পাদুকা ও অসি হস্তে লইল। লইয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিল, "আমি যাইবার পূর্ব্বে ডিক্টাস ও আমার মাতার সহিত কি সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে পারি? আমি আপনার হার্মীস ও পিতা জাসের জন্য অনন্ত বলিদান করিতে ইচ্ছা করি।"

এথ্নি বলিলেন, "তোমার আর মাতা ও ডিক্টাসের সহিত দেখা করিতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। যতদিন না তুমি ফিরিয়া আইস, আমি তাহাদের অন্তরে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিব। আমাদিগের জন্য অন্য বলিদানের দরকার নাই; মেডুসার মস্তকই আমাদের বলি হইবে। উঠ, ঊর্দ্ধে যাও দেবতাদিগের অস্ত্রে ও পাদুকার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন কর।"

পার্সাস পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণেই মেডুসা বধ করিতে পারিলে আপনার যশের কথা মনে করিল এবং নির্ভয়ে শূন্য গগণে লম্ফ দিয়া পড়িল।

পার্সাস পাদুকার মোহিনী শক্তিতে আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। পিছনে এক একবার তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু এথ্নি ও হার্মীসকে আর দেখিতে

পাইল না, কারণ তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। পার্সাস এইরূপে উত্তর দেশে ক্রমাগত উড়িতে উড়িতে চলিল।

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা দত্ত।

"প্রজাপতি।"

(শিশুদিগের গান)

(১)

একবার-খানি দাঁড়া ভাই,
প্রজাপতি তোর ভয় নাই ;
একবার তোরে নয়ন ভ'রে
দেখে চলে যাই।

(২)

ছুঁয়োনা উড়ুক কাছে, কাছে,
ধর্‌তে গেলে, উড়ে যায় পাছে,
নেচে নেচে বেড়াক, দেখে
নয়ন জুড়াই।

(৩)

চল্ ভাই সবে ধীরে ধীরে,
নৈলে সে ভয়ে, যাবে উড়ে ;
গোলমাল ক'রো না, চুপ,
চুপ কর ভাই।

(৪)

লাল কাল নীল রঙ্গে আঁকা,
ফোঁটা কাটা তার, দুটী পাখা
অমন সুন্দর রূপের ছটা
কভু দেখি নাই।

(৫)

আমরা এই শিক্ষা পাই,
ক্ষুদ্রের জীব মার্‌তে নাই
মার্‌লে তারা যে বল্‌তে নারে,
ভাষা তা'দের নাই॥

স্নেহলতা দত্ত।

আণ্ডামান কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ বাসা উঠাইয়া আমাকে বিদায় দিলেন, নিরুপায় হইয়া কিছুদিন কাটাইলাম। এই সময় দুরাদৃষ্ট ক্রমে আমি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম, যে বাসায় থাকিতাম, সেখানে অনেক লোক বাস করিত বটে কিন্তু সকলে প্রাতে আহারাদি করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যায় আসিয়া আবার আহার করিয়া কেহ তাস দাবা খেলিত কেহ আমোদ প্রমোদ করিতে বাহিরে যাইত, অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিত। উপযুক্ত সেবা ও পথ্য অভাবে দিন দিন আমার রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, সেই উপার্জ্জিত অর্থ ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল তবু আরোগ্য হইলাম না ; ক্রমে ঋণ হইল। তথাপি বাটীতে পত্র লিখিয়া কিছু চাহিয়া লইতে সাহস হইল না, কেবলই ভয় হইত পাছে ধরা পড়ি। এই ভাবে কিছুদিন অতীত হইল, আমি ঋণজালে জড়িত হইয়া, স্ত্রী পুত্র বিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিলাম। এ পাপীর পাপময় জীবন বিশ্বনাথ গ্রহণ করিলেন না। অনুতাপানলের উপর

স্বজন বিচ্ছেদের অগ্নি আমার পাপ হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিল, তবু বাঁচিলাম, মরিলাম না। ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, মূল্য প্রদানে অক্ষম জানিয়া গৃহস্বামী আমাকে আর স্থান দিলেন না, আমি যে পথের ভিখারী আবার তাহাই হইলাম, কাঙ্গালের নাথ পতিতপাবনকে ডাকিতে ডাকিতে আমি একখানি পরিধেয় কম্বল ও লোটা এবং এক গাছি যষ্ঠী লইয়া ও কয়েকটী পয়সামাত্র সম্বল করিয়া পথে বাহির হইলাম। মনে মনে কহিলাম, প্রভো! তুমি যাহাকে পথের ভিখারী করিয়া স্বজন করিয়াছ, তাহার আশ্রয় কোথা আছে? জনসমাজে আমার আশ্রয় নাই, কিন্তু দেব, তোমার রাজ্য অনন্ত, যখন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছ তখন এই অসীম বিশ্বের এক প্রান্তে স্থান তোমার যে দিতেই হইবে। সে দিন মনের আবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কোথায় যে যাইতে লাগিলাম তাহার স্থিরতা নাই, যখন দেখিলাম নগরের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িয়াছি তখন চমক ভাঙ্গিল, তখন এত পথ আবার চলিয়া যাওয়া দুষ্কর, বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভাবিতে ভাবিতে সেই বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলাম, শীত বোধ হইলে নিদ্রা ভাঙ্গিল দেখিলাম পরিধেয় বস্ত্রাদি সমস্ত শিশিরে ভিজিয়া গিয়াছে, মস্তক ভার বোধ হইতেছে, তথাপি সাহসে ভর করিয়া নগরে আসিলাম ও তথায় কোন দেবালয়ের বহির্ভাগে আশ্রয় লইলাম সমস্ত দিন গেল, রাত্রে অতিশয় জ্বর হইল। সঙ্গের সেই সামান্য সম্বল দুদিনে ফুরাইল, এখন ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কোনই উপায় রহিল না; তাহাও পদব্রজে বেড়াইয়া সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়াছে।

একদিন প্রভাতে আমি মলিন শীতবস্ত্রখানি গায়ে দিয়া বসিয়া আছি; দেবালয়ে কোন ব্রাহ্মণ ফুল সাজাইতেছে, চন্দন ঘসিতেছে, কেহ বীণা সহযোগে বিশ্বেশ্বরের স্তুতি গীতে সকলের মনে ভক্তিভাব সঞ্চার করিতেছে, কেহ তাম্রকুণ্ড হাতে জল সিঞ্চন করিতেছে, যাত্রীদল, দলে দলে আসিতেছে ও যাইতেছে, আমি সঙ্গীতের ভাবে বিগলিত হৃদয় হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একটি রমণী (বর্ষীয়সী) মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া পার্শ্বস্থ ভিক্ষুকদিগকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন, তন্মধ্যে আমাকেও কিঞ্চিৎ দিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পতিত হইতেই চিনিলাম, তিনি আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী, আমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে কিছু তণ্ডুল ইতর ভিক্ষুকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। সে দিন বোধ করি কোন তিথি নক্ষত্রের শুভযোগ ঘোষিত ছিল, দান প্রভৃতির মধ্যে প্রশস্ত দিন। আমি তাঁহাদের চিনিয়াও হতবুদ্ধি হইয়া জড়পিণ্ডবৎ বসিয়া রহিলাম। অভিমানে দুঃখে লজ্জায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড যেন দ্বিখণ্ড হইতে

লাগিল। ভাবিলাম যাঁহার আমি সর্ব্বস্বের অধিকারী, সেই পরমাত্মীয় স্নেহময়ী আমাকে চিনিতে পারিলেন না। ভিক্ষার্থীগণের সঙ্গে সামান্য ভিক্ষামাত্র দিয়া চলিয়া গেলেন। এই দুঃখসাগর উথলিয়া বক্ষের মধ্যে তুমুল ঝটিকা উৎপাদন করিল। কিছুক্ষণ পরে যখন ভাবিলাম যে এই রোগ ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ আকারে এত দিনের পর আমাকে এখন সহজে চিনিতে পারা কখনই সম্ভব নয়; তখন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইলাম। কল্য এইখানে দেব দর্শনে আসিলে পরিচয় দিয়া কাছে দাঁড়াইব। পরদিন যাত্রীদল সকলে দেব-দর্শনান্তে চলিয়া গেলে আমি হতাশ হইলাম। তাঁহারা সে দিন এখানে আসেন নাই, তাহার পরও দুই চারি দিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম আসিলেন না। আমার চলৎ শক্তি রহিত, পাঁচজনের কৃপায় একরূপ উদরান্নের সংস্থান হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় দেবপূজকগণের সকলেই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। আমি রোগ উপশমে কিছু সবল হইলে আর সেই এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিলাম না এ মন্দির ও মন্দির ঘুরিয়া বেড়াইতাম, যদি তাঁহাদের একবার দর্শন পাই। একদিন পথে খেলনার দোকানের একখানি দর্পণ তুলিয়া তাহাতে মুখ দেখাতে মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। ৫ বৎসর পূর্ব্বে সুসজ্জিত কক্ষাভ্যন্তরে সুদৃশ্য বৃহৎ মুকুরে যে সুপুরুষ মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, আজি তাহা রুগ্ন, তাম্রবর্ণ, কোঠর প্রবিষ্ট চক্ষু, কদাকার মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ হওয়াতে আয়নাখানি ফেলিয়া উদাস ভাবে চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম যখন এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে আমি যে সেই ব্যক্তি তখন আর কে চিনিবে? আমার পূর্ব্ব শ্রী বিনষ্ট হইয়াছে, ভোগ স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে, ধন লালসা ভস্ম হইয়াছে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে আমার আর এখন কিছুই নাই, তবে অভিমান যায় না কেন? এবার ঠাকুরাণীকে আমি নিজে পরিচয় দিব দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া প্রাণ বাঁধিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইলাম, দুই দিন দূরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, নিকটে যাইতে সাহস হয় নাই। আজ "ঠাকুরাণী, আমি" বলিতেই তিনি চমকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিলেন, "কেও গোপাল নাকি? এ কি এমন হলে কেন? সব খবর ভাল ত?" আমার পাষাণ প্রাণ সেই স্নেহপূর্ণ স্বরে বিগলিত ও উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল, অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গদগদ কণ্ঠে বলিলাম "হাঁ আমি সেই পামর অকৃতজ্ঞ" তিনি এই পাষাণ বিগলিত হইতে দেখিয়া অধিক ভীত স্বরে উমা ও পূর্ণর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; কহিলেন "তারা সব ভাল?" আমি "বোধ হয়" বলিয়া চুপ করিলাম। তিনি বুঝিলেন আমি অনেক দিন বাড়ী হইতে আসিয়াছি, তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন, আমি কহি-

লাম "সকলই আমার কর্ম্মফল, বিস্তারিত কথা পরে বলিব, এখন আমার মা কোথায়?" কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমার জননীর শঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ দেওয়াতে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইল, তাঁহার পশ্চাৎ মাতৃদর্শনে বাসায় আসিলাম। তাঁহার গৃহে পূর্ব্বে আমার আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, আমি প্রবেশ করিতেই মা আমাকে দেখিয়া এক বিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া রোদনে প্রাণের ভার লাঘব করিলাম। ভাবিলাম সেই অশ্রুপাতে বুঝি আমার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ধৌত হইল। অনেক দিনের পর মা বলিয়া ডাকিতেই মার দুর্ব্বল ক্ষীণ দেহে যেন বলিষ্ঠের বল সঞ্চার হইল, তিনি উঠিয়া বসিয়া আমার অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত স্নেহমাখা আদর বচন বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, আমি তাঁহাকে অনেক কথা বার্ত্তায় শান্ত করিয়া কাশী যাত্রার পর হইতে পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্ত জানাইলাম। শ্বশ্রুমাতা তো সমস্ত শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া উঠিয়া নিজ কাজে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে আমার সম্মুখে বস্ত্রাদি আনিয়া পরিতে দিলেন, স্নানান্তর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আহার করিয়া সুস্থ হইলে পর শ্বশ্রুমাতা আবার আমার সহিত আমার বাটী পরিত্যাগ সম্বন্ধে কথা কহিতে বসিলেন আমি মাতার পাশে বসিয়া তৎসমুদায়ের যথার্থ উত্তর দিলাম, কেবল গৃহলক্ষ্মীর প্রতি যে অন্যায় অকথনীয় অপরাধ করিয়া অভাগা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহা আর বাক্যে উচ্চারণ করিতে না পারায় শক্তিশেলসম হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই পথের ভিখারী এখন আবার আশ্রয় পাইল কিন্তু সে পূর্ব্ব আরাম আর ফিরিয়া পাইল না। আমি শ্বশ্রুঠাকুরাণীর বাসায় আসিলে কিছুদিন পরে আমার স্নেহময়ী জননী ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন, চিরদুঃখিনীর দুঃখের নিশি অবসান হইল, অভাগা পুত্রকে শোকে নিমগ্ন করিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া চেতনা দিয়া গেলেন। আমার মাতার কাশী প্রাপ্তি হইলে শ্বশ্রুমাতাও সাতিশয় কাতরা হইলেন, তাঁহার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইল, একদিন আমাকে ডাকিয়া একবার উমা ও পূর্ণকে দেখিয়া আসিবার বাসনা জানাইলেন, আমি প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার পর তাঁহার সঙ্গে চলিলাম বটে কিন্তু মনে মনে বড় শঙ্কিত হইয়া রহিলাম। আমরা শীঘ্রই বাসা উঠাইয়া নৌকা যোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে দেশে পৌঁছিলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পরামর্শানুসারে দিবাভাগে আমি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলাম না, সঙ্গের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী তাঁহাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিল। আমি রাত্রিযোগে পথ হাঁটিয়া যখন গ্রামে গমন করিলাম তখন সমস্ত প্রাণীই সুষুপ্ত,

মস্তকের উপর অসীম নীলাকাশে পূর্ণ-চন্দ্র হাসিতেছে, ধরণীতল বৃক্ষপল্লব মাঠ ঘাট সকল স্থানই জ্যোৎস্না স্নাত হইয়া আছে, মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া তরুদল যেন মস্তক সঞ্চালনে আমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে মনে হইল। কি মধুর দৃশ্য। কতবার ত এই স্থানে গমনাগমন করিয়াছি, ইহার এত মাধুরিমা কখনও ত উপলব্ধি করি নাই, এত সৌন্দর্য্য আমার নেত্রাকর্ষণ করে নাই, গ্রামের প্রতি এত মমতা ত কখনও জন্মায় নাই। কিসে এ অভিনব দৃশ্য দেখিলাম। কিন্তু আমাকে এ কোমল ভাবে পূর্ণ হৃদয় আগে কেন পাই নাই? চলিতে চলিতে কৃষক-কুটীরে নিদ্রাতুর শিশুর রোদন ধ্বনি সহ কৃষকপত্নীর মৃদু মধুর কণ্ঠঝঙ্কার ও ঝিল্লি-রব ব্যতীত আর কোন শব্দই শ্রুতি-গোচর হয় নাই। যত বাটীর নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিলাম প্রাণ তত কাঁপিয়া উঠিল, না জানি উমা বাঁচিয়া আছে কিনা, পূর্ণই বা কোথা আছে। কাহার যে কি হইয়াছে কিছুই জানি না।

(ক্রমশঃ)

"ইচ্ছা।"

মানুষের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে। ইচ্ছা ভিন্ন একটীও কার্য্য হইতে পারে না। শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও ইচ্ছা হইলে মানুষ সে কর্ম্ম করিবে, কোন বাধা ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না। কেন মানুষের এই ইচ্ছা নিয়ত কাহাকে সুখী এবং কাহাকেও বা দুঃখী করিতেছে? মানুষ ইচ্ছা করিয়াই পাপ এবং পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু যে প্রথম হইতে নিজ ইচ্ছা অশ্বকে যে দিকে ইচ্ছা ধাবিত করে, তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া অত্যন্ত কঠোর, এমন কি ঘোরতর তপস্যা বিনা তাহা সম্ভবে না। একজন শুধু ইচ্ছার জন্য ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে নিজে তাহা বুঝিতেছে বারবার তাহার নিমিত্ত শাস্তি ভোগ করিতেছে, হায়, তথাপি তাহাকে কেহ ফিরাইতে পারে না। মন সেই ইচ্ছাতে এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে সে কিছুতেই আর যেন তাহার হাত এড়াইতে সমর্থ হয় না। এই প্রকারে দিনের পর দিন তার কাটিয়া যাইতে থাকে তত্রাচ যে তাহার ইচ্ছাস্রোত হইতে নৌকাখানা আর অন্য মুখে ফিরিতে চায় না। অভাগা মানব কত চেষ্টা করিল তবু পারিল না। কি করিবে ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল। কিন্তু যাই তাহার পুরাতন অভ্যস্ত ইচ্ছার সময় হইল আর তাহার কোন চিন্তা বা কোন চেষ্টার সাফল্য রহিল না। এই প্রকার ইচ্ছার জ্বালায় মনুষ্য মাত্রেই জ্বালাতন। যতদিন জীবন থাকে তাহার মধ্যে কি এই ইচ্ছাকে কখনও অতিক্রম করা যায় না? যায়, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতিশয় অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের চিত্তই ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে পারে, যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছাতে স্ব স্ব ইচ্ছাকে বিলীন

করিতে প্রয়াসী হয়েন। সর্ব্বদা ভগবদালোচনা, তাঁহার প্রসঙ্গ, তাঁহার সহবাস বা উপাসনা, ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে ইচ্ছা সৎ পথে আসিতে পারে। কাহারও কাহারও এরূপ অভ্যাস যে ইচ্ছা যদি পূর্ণ না হয় মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় ও তখন এরূপ মনে হয় যে এই মুহূর্ত্তেই উহা সমাধা হউক। না হইলে যেন প্রাণ কণ্ঠগত। জগতের কত দিন আর এই ভাবে যাবে? ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিলে দুই চক্ষের জলে ভাসিয়া প্রাণ অস্থির করে। কিন্তু যিনি ইচ্ছাময়, যিনি আমাদিগকে এই ক্ষুদ্র ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন তাঁহার প্রশান্ত করুণাপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি সংস্থাপন করিতে পারিলে হৃদয় শান্ত হয় আর কোনও বাসনা অথবা ইচ্ছার অপূর্ণতার নিমিত্ত জ্বালা বা ক্লেশ বোধ থাকে না। তবে যাহাতে ভগবানকে স্মরণ করিয়া আমরা সকলে ইচ্ছাকে তাঁহার শ্রীচরণের অনুগামী করিতে পারি প্রভু করুণাময় মানব সন্তানকে কৃপা করিয়া তদুপযোগী বলবিধান করুন। মানব সন্তান তাঁহারই দাস দাসী। আর যেন কেহ নিজের ইচ্ছার জন্য কষ্ট না পায়। এই ভিক্ষা মাগি তাঁর পায়।

রাজা রামমোহন রায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় তাঁহার বাড়ীতে "আত্মীয় সভা" নাম দিয়া একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভাতে বেদ পড়া হইত আর ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। প্রথমে রামমোহনের যে সকল বন্ধুরা এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন, লোকের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া রামমোহনকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা থাকিলেন তাঁহাদের লইয়াই সভা সংস্থাপিত হইল। কিছুকাল পরে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া পৈতৃক বিষয় থেকে বঞ্চিত করিবার জন্য মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। রামমোহন ঐ মকর্দ্দমার জন্য অনেক দিন আত্মীয় সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে আবার বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার নামে আর এক মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। শুনা যায় রামমোহন প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছিলেন বলিয়াই বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার উপর চটিয়া ঐ রকম করিয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম আডাম নামে একজন খৃষ্টীয়ান প্রচারক ভারতবর্ষে আসেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল তিনি রামমোহনকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য খুব যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু সে যত্নের বিপরীত ফল হইল। রামমোহন খৃষ্টীয়ান না হইয়া আডাম সাহেবই রামমোহনের মতে আসিলেন। মত পরিবর্ত্তনের পর আডাম সাহেব ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি বলিয়া একটি

সভা স্থাপন করেন। ঐ সভাতে ইউ-নিটেরিয়ান খ্রীষ্টানদের মতে উপাসনা হইত। রামমোহন রায় তাঁহার ছেলে-দের এবং অনেক বন্ধুদের লইয়া ঐ সভায় যাইতেন। একদিন সকলে সভা থেকে ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় রামমোহন রায়ের কোন কোন বন্ধু বলি-লেন যে "বিদেশীয়দের উপাসনা স্থানে যাওয়ার চেয়ে আমাদের নিজের একটি উপাসনার স্থান হইলেই ভাল হয়!" রামমোহন রায়ের ঐ কথা খুব মনে লাগাতে তাঁহার বিশেষ যত্নে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনা সভার জন্য যোড়া-সাঁকো, চিৎপুর রোডের উপর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। প্রতি শনি-বার সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা পর্য্যন্ত ঐ সভার কাজ হইত। এই সভা সংস্থাপনের অল্প দিন পরেই চিৎপুর রোডে খানিকটা যায়গা কিনিয়া তাহাতে সমাজ ঘর করা হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই মাঘ থেকে এই সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। এই জন্যই প্রতি বৎসর ১১ই মাঘে ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

১৭৫১ শকে আবার সতীদাহ নিবা-রিত হইল। সতীদাহ নিবারণ করি-বার জন্য রামমোহন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; আরও কত কি করিয়া-ছিলেন।

এ দেশের লোকেদের জন্য যাহাতে ইংরাজী স্কুল হয় তাহার জন্য রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একটা ইংরাজী স্কুল করিয়া-ছিলেন।

রামমোহন রায় গরীব দুঃখীদিগকে বড় দয়া করিতেন। একদিন তিনি চোগা চাপ্‌কান পরিয়া বউবাজারের কাছে বেড়াইতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে একজন লোক তাহার ভয়ানক তর-কারীর বোঝা নামাইয়া আর তুলিতে পারিতেছে না, তিনি তখনই গিয়া সেই বোঝা তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন। একজন গল্প করিয়াছেন যে, তিনি নিজে দেখিয়াছেন, যে রামমোহন রায় বসিয়া একজন মুটের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে-ছেন। ছোট ছোট ছেলেদের তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। অনেক সময় তাহাদের লইয়া তিনি আমোদ করি-তেন। ছেলেদের জন্য তাঁহার বাড়ীতে একটা দোলনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দোলনাতে একবার ছেলেরা দুলিত পরে নিজে দোলনায় বসিয়া বলিতেন যে "এখন আমার পালা, এবার আমি দুলি আর তোমরা আমাকে দোলাও।"

রামমোহন রায় লম্বাতে প্রায় চারি হাত ছিলেন, তিনি খুব মোটা আর খুব বলবান ছিলেন। তাঁহার আহারের কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তিনি নাকি প্রতি দিন ১২ সের দুধ খেতেন আর একটা ছাগলের মাংস একলা খাইতে পারিতেন।

অনেক দিন থেকেই রামমোহন রায়ের বিলাত যাইবার খুব ইচ্ছা হইয়া-ছিল কিন্তু তিনি স্বদেশের জন্য যে সব

ভাল ভাল কাজ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, পাছে সেই সব কাজ করিতে না পারেন এই ভয়ে তিনি এত দিন যাইতে পারিতেছিলেন না। প্রথম প্রথম রামমোহনের দলে খুব অল্প লোক ছিলেন, তাই তাঁহার মনে ও রকম ভয় হইত; কিন্তু ক্রমে যখন তাঁহার দলে অনেক লোক আসিতে লাগিল, তখন তাঁহার সে ভয় চলিয়া গিয়া আবার বিলাত যাইবার জন্য খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের আগে আর কেহ জাহাজে করিয়া ম্লেচ্ছ দেশে যায় নাই। সেই জন্য রামমোহনের বিলাতে যাইবার কথা যখন সকলে জানিতে পারিল, তখন একেবারে অবাক আর ভয়ানক বিরক্ত হইল। রামমোহনের আপনার লোকেরা খুব দুঃখিত হইলেন আর যাহাতে তাঁহার মত ফিরাইতে পারেন তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রামমোহন বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিলাত যাইবার কিছুদিন আগে দিল্লীর বাদসার নিকট হইতে তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি বিলাত যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম আর রামহরি মুখোপাধ্যায় বলিয়া আর একজনের যাইবার কথা হইল। রাজারামের কথা আগে কিছুই বলা হয় নাই, সেই জন্য এখন একটু রাজারামের কথা বলিয়া তাহার পর রামমোহনের বিলাত যাইবার কথা বলিব। ডিক্ নামে একজন সিভিলিয়ান সাহেব ঐ ছেলেটীকে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন বিলাতে যান, তখন রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজারামকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। রামমোহন রায় খুব কিনা দয়ালু ছিলেন তিনি নিজেই তাহার ভরণ পোষণের ভার লইলেন। রাজারামকে তিনি ঠিক আপনার ছেলের মত ভালবাসিতেন। রাজারাম কোনও রকম দুষ্টুমি করিলে তিনি শাসন করিতেন না। রামমোহন রায় খুব ক্লান্ত হইলে কখনও দিনের বেলা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাপড় ঢাকা দিয়া ঘুমাইতেন আর সেই সময়ে কখন কখন রাজারাম আসিয়া লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িত আর তাঁহার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু তবুও তিনি রাজারামের উপর কিছু বিরক্ত না হইয়া 'রাজা' 'রাজা' বলিয়া আদর করিয়া পিঠ চাপড়াইতেন।

(ক্রমশঃ)

পদ্য।

অ বলে অনাথ নাথ অমৃত সমান।
আ বলে আশ্চর্য্যরূপে দয়া করে দান॥
ই বলেন ইহকালে হরিই ভরসা।
ঈ বলেন ঈশ্বরই পুরাবেন আশা॥
উ বলেন উপাসনা করিবে সতত।
ঊ বলেন উদ্ধতের বিপদ নিয়ত॥
ঋ বলেন ঋণ করা মহাপাপ হয়।
ৠ বলেন ৠত্বিকের বিমল হৃদয়॥

এ বলেন এক হরি দ্বিতীয় নাহিক।
ঐ বলেন ঐক্য মত নহেক অলীক ॥
ও বলে ওঁকার সর্ব্বশাস্ত্র সার।
ঔ বলে ঔদার্য্য আর্য্য হন বিধাতার ॥

ক বলেন করুণাময় বাঁচাও জীবন।
খ বলেন খুলে দাও ভবের বন্ধন ॥
গ বলে গুরু হে গতি কর গো আমার।
ঘ বলে ঘৃণিত হয়ে রব কত আর ॥
চ বলে চলিয়া এস বিলম্ব কর না।
ছ বলে ছাড়িতে হবে তাহা কি জাননা ॥
জ বলেন জ্বালাতন আর কত হব।
ঝ বলেন ঝালা পালা হয়ে কত রব ॥
ট বলে টানাটানি সদা করিছে জীবন।
ঠ বলেন ঠিক কর আপনার মন ॥
ড বলেন ডরিয়ে মরি সদা সর্ব্বক্ষণ।
ঢ বলে ঢুকিতে নারি যাইব কেমন ॥
ত বলেন তার হরি দিয়া শ্রীচরণ।
থ বলেন থর থর কাঁপে প্রাণ মন ॥
দ বলেন দয়াময় তিনি পরিত্রাতা।
ধ বলেন ধর্ম্মরাজ ধাতা ও বিধাতা ॥
ন বলেন নিরাকার সকল প্রধান।
প বলেন পরমেশ পতিত পাবন ॥
ফ বলেন ফিকির বলি শুন দিয়া মন।
ব বলেন দুর্ব্বলের বল তিনি হন ॥
ভ বলেন ভয়ানক ভবের তুফান।
ম বলেন মৃত্যুঞ্জয় শান্তি কর দান ॥
য বলে যন্ত্রণা জীব কত রূপে পায়।
র বলে রত থাকিবে প্রভুর সেবায় ॥
ল বলেন লাভ যদি হয় হরি পদ।
শ বলে শরীর অসার আত্মাই সম্পদ ॥
ষ বলেন ষড়যন্ত্র ঘটায় বিপদ।
স বলেন সব সার হয় হরি পদ ॥
হ বলেন হরিনাম হৃদয়ের হার।
ক্ষ বলেন ক্ষণে ক্ষণে নাম জপ তাঁর ॥

রোগ।

রোগ আমাদের শত্রু না মিত্র? রোগ আমাদের ভাল পথে লইয়া যায় না মন্দ পথে যাইবার সহায় হয়? যদি সত্য সত্যই রুগ্ন হইলে আমরা কোন উপকার না পাই তবে ভগবান রোগের সৃষ্টি করিলেন কেন? যাঁহারই হস্ত হইতে সুখ সুস্থতা মনুষ্য লাভ করিতেছে তাঁহারই হস্তে আবার দুঃখ ও রোগের সৃজন। তবে আমরা এই জন্য রোগকে মন্দ ভাবি? যে যখন তাহা আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন শরীর মন যেন ভগ্নপ্রায় হয়, নিরাশা দুঃখে প্রাণ জর্জ্জরিত হয়। কোন উৎসাহ বল মনে থাকে না! অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন করে। রোগ সমুদায় জিনিষে বিরক্তি জন্মায়ে দেয়, পৃথিবীর কিছুই যেন ভাল লাগে না। রোগে মন অসন্তুষ্ট ও শরীর অবসন্ন হয়। এই অন্ধকারে বিশ্বাসী কেবল আলোক দেখিতে পান।

যখন আমরা চিন্তা করিয়া দেখি কেন ভগবান রোগ প্রেরণ করেন, তখনই রোগ যে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রেরিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি। রোগ আমাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দান

করিতেছে। দেখিতে পাই রোগের মধ্যে ভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায় লুক্কায়িত আছে।

রোগ আমাদিগকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দান করে?

সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, ভগবানের উপর নির্ভর ও বৈরাগ্য। সহিষ্ণুতা না থাকিলে আমরা সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। যদি কেবল অসহ্য হইয়া চিৎকার করি তাহা হইলে যন্ত্রণা ও রোগের বৃদ্ধিই হয়, উপশম হয় না। এই জন্য সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন। পরে বিশ্বাস, যদি আমরা মনে করি এ রোগ আমাদের মঙ্গলই করিবে, তাহা হইলে ভগবানের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, তিনি যখন এ রোগ প্রেরণ করিয়াছেন তখন মঙ্গলই হইবে, কারণ তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল ভিন্ন তাঁহার হস্ত হইতে কিছু আসিতে পারে না। রোগেতে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে আমরা শিক্ষা করি।

নির্ভরতা, ভগবানের উপর নির্ভর করিতে সকল লোকে পারে না, যখন সবল সুস্থ আছি তখন ত নিজের উপরই নির্ভর করি, নিজেই কার্য্য করি এই মনে করি নিজেই সব করিতে পারি, কিন্তু যখন ধীরে ধীরে রোগ আসিয়া আমাদিগকে অক্রমণ করে তখন শিশুর ন্যায় আমরা অসহায় হইয়া পড়ি, নিজের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিতে পারি না। তখন দেখি আমি দুর্ব্বল অসহায়, এমন বল নাই যে কোন কার্য্য নিজে করি যেন শৃঙ্খলের ন্যায় রোগ আমাদের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছে সে বন্ধন মুক্ত করা আমার সাধ্য নাই কাহারও সাধ্য নাই, শুধু সেই পরম পিতাই তাহা মুক্ত করিতে পারেন তাই তখন সহজেই আমাদের প্রাণ শিশুর ন্যায় তাঁর ক্রোড় আশ্রয় করে। ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারি তিনি ভিন্ন কেহ আর আমাকে সবল করিতে পারিবে না বল সহায় কেবল একমাত্র তিনি, তখন সকল ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।

সর্ব্ব শেষে বৈরাগ্য, যখন দেখি ভগবানই আমাদের সহায় সম্বল তখন আবার সংসারের দিকে ফিরিয়া দেখি কেহই আমাদের আপন নহে। কেহ ত রোগ তাড়াইতে পারে না কাহারও সাধ্য নাই যে আমার একটু মাত্র যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দেয়, গুরু ভার স্কন্ধে সে ভার কেহ লইতে পারে না, রোগে প্রাণ কেবল তাঁহারই পানে তাকায় যিনি একটু শান্তি দিতে পারেন। কিন্তু সংসারে আত্মীয় স্বজন কেহই ত সে সময়ে সান্ত্বনা দিতে পারে না। মৃত্যু যখন সম্মুখে, মন তখন বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে। মন তখন বৈরাগী, শরীর ছায়া মাত্র, চক্ষু তখন পরলোকাভিমুখীন। তখন যেন নূতন ভাব আসিয়া প্রাণকে মোহিত করে, চক্ষে নূতন ভাব, বক্ষে নূতন ভাব অনুভব করি। প্রাণ তখন কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া যেন কি এক অপূর্ব্ব সুখ ও শান্তি অনুভব করে। পরলোকে যাইবার জন্য সেই শান্তিস্বরূপিনী জননীকে দেখিবার জন্য প্রাণ

ব্যাকুল হয়। রোগ আমাদিগকে বৈরাগী হইতে বার বার বলিতেছে, এ সংসারের সকলই যে অসার তাহা দেখাইয়া দিতেছে। মৃত্যুর জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছে।

এইরূপে রোগ উপকারী বন্ধু হইয়া আমাদিগকে কত সৎ শিক্ষা দান করিতেছে ও সেই অমৃতধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, তবে যেন আমরা আর রোগের যন্ত্রণায় ভগবানকে না ভুলি, যেন অবিশ্বাসী রাগী না হই, সর্ব্বদা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সকল যন্ত্রণা সহ্য করি ও বিশ্বাস করিয়া জননীর জননীর উপর নির্ভর করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিতে পারি তাহা হইলে ইহলোকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরলোকে শান্তি লাভ করিব।

কি করি।

আসিয়ে হেথায় কি করিনু হায়
ভাবিতে ভাবিতে দিবস গত—
কি মোহ মায়ায় সকল সময়
অচেতন ঘোর ঘুমেতে রত।
জান না কি মন তোমায় এখন
কিরূপে জীবন কাটাতে হবে—
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত— হয়ে অনুগত
বিমল মাধুর্য্য দেখাও সবে।
ভবের বাজারে মিছে ঘুরে ঘুরে
মানুষের কাছে কি হবে বলে—
দেখাও সকলে কোন মহাবলে
ভক্ত সহধর্ম্মিণী জগতে চলে।
শ্রীচরণ তাঁর হউক তোমার
একমাত্র সার ভব বিজনে—
শিরে ল'য়ে আর আশীর্ব্বাদ তাঁর
হও অগ্রসর সুখ ভবনে।
"অনিত্য সংসার মায়ার ব্যাপার"
মিছে বার বার বলে কি হবে—
রাখি সে চরণ হৃদে অনুক্ষণ
জন হিত ব্রতে মিলিতে হবে।
করিবেন আশীষ— "জয় জগদীশ"
বলি অগ্রসর হও গো তবে।
করুণা নিলয়া দীন জনাশ্রয়া
ত্রিলোক তারিণী তিনি এ ভবে।

পিতা মাতার ঋণ শোধ।

পিতা মাতার দায়ীত্ব যত, সন্তানের দায়ীত্ব তাহারও অধিক বলিয়া আমার মনে হয়। লোকে বলে মাতৃঋণ কখনও শোধা যায় না। সত্যই, পিতা মাতা যে এত যত্নে সন্তান পালন করিলেন, তাঁহাদের ঋণ শোধ আমরা কোথায় করিতেছি। দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্তকে শান্তি দিতে পারি না? আমার কঠিন পীড়ার সময় পিতা মাতা কত সেবা করিয়াছেন আমি তো তাঁহাদের পীড়ার সময় সামান্য উপকার করিতে পারি নাই? ক্রমে ক্রমে কলিকালে সেবার ভাব হ্রাস হইতেছে। অনেক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিয়া দেখি পৃথিবীতে সেবার ভাব চলিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ স্বামী পুত্র কন্যা পিতা মাতা কেহ কাহারও সেবা করিতে চাহে না।

লোকে পুত্র কন্যা কামনা করে যে বৃদ্ধ বয়সে তাহারা সেবা করিবে। তাহা অতি অল্পই দেখা যায়। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্র কন্যার সেবা প্রাণপণে করিবেন। কিন্তু কাহারও নিকট সেবার আশা করিবেন না।

এ সকলের জন্য আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সন্তানগণের, পিতা মাতার প্রতি স্নেহ মমতা থাকিলে, তবে সেবা করে। পিতা মাতা নিস্বার্থ ভাবে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু সন্তান সে ঋণ পরিশোধ করিবার অনুপযুক্ত। সমস্ত জীবন সেবা করিলেও পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায় না। "কুপুত্র যদি হয়, কুমাতা কখন নয়।" এই বাক্য চিরদিন চলিয়া আসিতেছে।

ইলিয়েড।

ভূমিকা।

আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় ইলিয়েড ও ওডে'স গ্রীকদিগের প্রাচীনতম কাব্য। রামায়ণে যেমন সীতাহরণে বহু বর্ষ ধরিয়া রাম রাবণে যুদ্ধ হইয়াছিল সেইরূপ, হেলেন হরণে যে গ্রীক ও ট্রোজান মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহারি বিস্তৃত বিবরণ ইলিয়েডে লিখিত হইয়াছে। এই দুই প্রাচীনতম কাব্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমার এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইংরাজ কবি মিল্টনের ন্যায় ইনিও অন্ধ ছিলেন। ইলিয়েড বৃত্তান্ত পাঠ করিবার পূর্ব্বে হোমারের জীবনের বিষয় আমাদের কিছু জানা আবশ্যক। স্মার্ণা নিকটস্থ মেলিস্ নদীর ধারে হোমার জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁহার নাম প্রথমে মেলিসাইন্ ছিল। তাঁহার মাতা তাঁহার জন্মের পর পুনর্ব্বার ফিমিয়াস্ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। ফিমিয়াস একজন শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হোমারকে শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। হোমার তাহা বহু দিন পছন্দ করিলেন না। তিনি পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ইজীপ্ট ইটালী স্পেন, মেডিটারেনিয়ান সমুদ্রস্থ দ্বীপ সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। ভ্রমণকালে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং সেই অবধি তাঁহার নাম হোমারস্ (Homeros) হইল, Homeros অর্থ গ্রীক ভাষায় "অন্ধ ব্যক্তি।"

স্মার্ণাতে ফিরিয়া আসিয়া হোমার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দুইটি কাব্য রচনা করিলেন, ইলিয়েড ও ওডেসি। হোমারের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যাহা দ্বারা অন্ধ হইয়াও এইরূপ সুন্দর কাব্য রচনা করিলেন। হোমার বাদ্য ও সঙ্গীত বড় ভালবাসিতেন। এরূপ কথিত আছে যে তিনি এসিয়া মাইনারে গ্রামে গ্রামে তাঁহার এই কাব্য গান করিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার নিমিত্ত দলে দলে লোক আসিত এবং

উহা শ্রবণ করিয়া সকলে মোহিত হইত। লেভাণ্টের তীরে কোন স্থানে হোমারের মৃত্যু হয়। প্রায় ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হোমার জন্মগ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে ঠিক বৃত্তান্ত জানা দুষ্কর।

ইলিয়েডের সমুদায় বৃত্তান্ত জানিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কয়েকটি মূল কথা আমাদের জানা আবশ্যক। ইলিয়েড কাব্যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ট্রয় (Troy) রাজ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহারি বিবরণ হোমার লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ দশ বৎসর যুদ্ধের আয়োজন, পরে দশ বৎসর যুদ্ধ বার্ত্তা ও তৎপরে যুদ্ধ শেষে কয়েকটি গ্রীক যোদ্ধাগণের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের বৃত্তান্ত। স্পার্টা (Sparta) দেশের রাজা মেনিলাসের (Menelus) পত্নী পরমাসুন্দরী হেলেনকে ট্রয় দেশের রাজপুত্র প্যারিস (Paris) হরণ করেন। হেলেন, দেবতা জুপিটার ও তৎপত্নী লিডার কন্যা। কথিত আছে প্যারিসের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতা স্বপ্নে দেখেন যে তাঁহার গর্ভে একটি অগ্নিশিখা জন্মিয়াছে। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বানী শ্রবণ করিতেন, তজ্জন্য এই স্বপ্নে ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল ঘটিবে জানিয়া শিশু প্যারিসকে মাউণ্ট আইডা (Mount Ida) নামক পর্ব্বতোপরি শয়ন করিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে শৈশবেই তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য্য দৈববলে প্যারিসের জীবন রক্ষা হইল। সেই নির্জ্জন স্থানে দেবী ভিনাসের প্রিয় শিশু বাড়িতে লাগিল।

একদা স্বর্গের দেবী জুনো (Juno) মিনার্ভা (Minerva) ও ভিনাস (Venus) একটি স্বর্ণ আপেল লইয়া প্যারিসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কে সকলের অধিক সুন্দরী বল, কারণ যে সকলের চেয়ে সুন্দরী সে এই স্বর্গের ফল পাইবে।" জুনো প্যারিসকে পরাক্রম ও বল দান করিবেন বলিয়া লোভ দেখাইলেন, মিনার্ভা তাঁহাকে জ্ঞান দান করিবেন বলিলেন আর ভিনাস বলিলেন তোমাকে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী দান করিব। প্যারিস শেষোক্তটি চাহিলেন, ইহাতে ভিনাস সেই স্বর্গের স্বর্ণ আপেল লাভ করিলেন। জুনো ও মিনার্ভা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। হেলেন পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন। ভিনাস তাঁহাকেই প্যারিসকে দান করিলেন।

যে সময়ে প্যারিস আইডা উপত্যকায় বাস করিতেন সেই সময়ে ইয়ন নাম্নী এক বালিকা তাঁহাকে প্রেম করিত। কবি টেনিসান্ ইয়ন নামক একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ইয়নের বিষয় জানা যায়। প্যারিস বালিকাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া হেলেনের উদ্দেশে গমন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হেলেন বিবাহিতা, তিনি স্পার্টাধিপতি মেনিলাসের পত্নী। প্যারিস হেলেন ও মেনিলাসের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, সেখানে তাঁহারা

স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্যারিসের নানা গুণে মোহিত হইলেন। মেনিলাস সেই সময়ে ক্রীট দ্বীপ পরিভ্রমণে বাহির হয়েন ও প্যারিসকে নিজ গৃহে রাখিয়া যান। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হেলেনকে প্যারিস বহু অর্থ ধন স্বর্ণ সামগ্রীসহ হরণ করিয়া পলায়ন করেন।

এই কারণে সমগ্র গ্রিশ ক্ষেপিয়া উঠিল মেনিলাস তাঁহার ভ্রাতা এগামেমননের (Agamemnon) সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এগামেমনন আর্গোসের (Argos) প্রতাপশালী রাজা, সমস্ত গ্রীসে তাঁহার পরাক্রম ও প্রতাপ ব্যাপ্ত ছিল। এগামেমনন ও মেনিলাস, রাজা অট্রীয়াসের (Atreus) পুত্র। তাঁহারা দুই ভ্রাতা মিলিয়া নিকটস্থ রাজাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অনেকেই নিজেরা যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কেহ কেহ অশ্ব পাঠাইয়া সাহায্য করিলেন। এই যুদ্ধে কয়েকটি বীর ছিলেন, তাহার মধ্যে একিলিস নামক এক মহাবীর ছিলেন, তাঁহার অতুল পরাক্রম সুবিখ্যাত। একিলিস্ সমুদ্র-দেবী থেটিস (Thetis) পুত্র। যখন দেবী থেটিসের বিবাহ হয় তখন সমুদায় দেব দেবী আসিয়া বিবাহে যোগদান করেন এবং তাঁহাদের উভয়কে বহু উপহার দান করেন। Chiron (অর্দ্ধ-ঘোটক ও অর্দ্ধমনুষ্য) একটি বর্ষা উপহার করেন ও নেপচুন (Neptune) জলের দেবতা, তাঁহাদের দুইটি স্বর্গের অশ্ব দান করেন। এই দুইটি সামগ্রী পিতা, পুত্র একিলিসকে দান করেন, এবং এই দুইটি লইয়া একিলিস Troy এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গমন করেন। একিলিস চরিত্রে একাধারে প্রেম ও ঘৃণা দুইটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল ছিল। তাঁহার ন্যায় বন্ধু কেহ হইতে পারিতেন না আবার এমন মহাশত্রুও কেহ হইতে পারিতেন না। একিলিসের মাতা তাঁহাকে বলেন তোমার ভাগ্যে দুই পথ আছে, যদি তুমি শান্তিতে ও সম্পদে বাস কর তবে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে আর অন্য পথে গমন করিলে যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হইবে কিন্তু তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। একিলিস শেষোক্তটিই প্রার্থনা করিলেন।

দশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের আয়োজন হইল। মেনিলাস বহু সংখ্যক সৈন্য জাহাজ ও যুদ্ধাস্ত্রসহ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইলেন। ১২০০০ জাহাজ ও ১০০,০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ট্রয়াভিমুখে গমন করিলেন।

একবার তাঁহারা পথ ভ্রান্ত হইলেন, প্রবল ঝটিকা দ্বারা তাড়িত হইয়া গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে বহু চেষ্টায় তাঁহারা Aulis তীরে উঠিয়া সেইখানে অবস্থান করেন।

এগামেমনন দেবী ডায়নার (Diana) অসন্তোষ উৎপাদন করাতে তাঁহাদের যুদ্ধ স্থানে গমন করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। পরে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটিল, রাজা শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা ইফিজিনিয়াকে (Iphi-

genia) বলিদান না করিলে দেবতাদিগের ক্রোধ নির্ব্বাণ হইবে না।

সমস্ত সৈন্যের ভার রাজার উপর ছিল, এক্ষণে কি করেন, এক দিকে ভীষণ কর্ত্তব্য অপর দিকে অতি স্নেহের ধনকে বিসর্জ্জন। তিনি বহু কষ্টে দুঃখে অনিচ্ছায় নিজ কন্যাকে বলিদান করিতে সম্মত হইলেন। এ ঘটনায় বহু লোকের বহু গল্প আছে। কেহ কেহ বলেন ইফিজিনিয়াকে সেই স্থানেই তাহার পিতার সম্মুখে বলিদান করা হইল, কেহ কেহ বলেন দেবী ডায়না দয়া করিয়া তাহাকে একটি কপোত করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়া কোন মন্দিরে সেবিকারূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক ইফিজিনিয়ার বলিদানে দেবতাগণ প্রীত হইলেন, ঝটিকা থামিয়া গেল, গ্রীক সৈন্যগণ অনায়াসে জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। টেনিডোস্ নামক দ্বীপে তাঁহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মেনিলাস ও ইউলিসেস (Ulysses) অগ্রসর হইলেন এবং ট্রোজানদিগকে এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে যদি তাহারা এখনও হেলেনকে অপহৃত ধন সামগ্রী সহ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবে তাঁহারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু ট্রোজানগণ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। সুতরাং গ্রীক সৈন্যগণ যুদ্ধ স্থানে গমনোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। তীরস্থ হইবার সময় আর একটী দুঃখের ঘটনা ঘটিল। আর একটী প্রাণদানের প্রয়োজন হইল। যে বীর সর্ব্বপ্রথমে তীরে পদক্ষেপ করিবেন তাঁহারি প্রাণ যাইবে। ইহা শ্রবণে বীরদলের মধ্যেও আতঙ্কের সঞ্চার হইল, কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছিলেন না। অতঃপর প্রটেসিলাস (Protesilaus) নামক এক জন বীর এরূপ ভবিষ্যদ্বানী কুসংস্কার মাত্র জ্ঞানে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া লম্ফ দিয়া তীরে নামিলেন। সুদূর হইতে একটি শর আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিল তাহাতে তাঁহার প্রাণ হত হইল। হায়, বীর প্রটেসিলাস বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। যে বাণ তাঁহাকে বিদ্ধ করিল সে বাণ প্যারিস ভ্রাতা বীর প্রধান হেক্টার (Hector) হস্তই নিক্ষেপ করিয়াছিল। গ্রীক সৈন্যগণের মধ্যে যেমন বড় বড় বীর ছিলেন, ট্রোজানদের মধ্যেও অনেক ছিলেন। তাঁহাদিগের কয়েক জনের নাম জানা আবশ্যক। তাহার মধ্যে জুপিটার পুত্র সারপিডন (Sarpedon) লিসিয়ান সৈন্যগণের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ভিনাস পুত্র ইনিয়াস (Aeneas) ডার্ডেনিয়ান সৈন্যগণের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু ট্রোজান সৈন্যগণের মধ্যে প্যারিসের ভ্রাতা হেক্টারের ন্যায় বীর আর কেহ ছিল না। ট্রোজানগণের মধ্যে এত বীরদল সত্বেও গ্রীকগণ অবিলম্বে ট্রয় আক্রমণ করিল। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল তাহার মধ্যে ট্রোজানরা রহিল, বাহিরে চতুর্দ্দিকে

গ্রীকগণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চিরস্মরণীয় ট্রয়ের দশম বৎসরের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পুরাকালে যেমন রথে চড়িয়া অর্জ্জুন প্রভৃতি যুদ্ধ করিতেন সেইরূপ এক প্রকার শকটে চড়িয়া গ্রীক ও ট্রোজান সৈনাগণ যুদ্ধ করিতেন। শকটের দুইটি চাকা ছিল এবং উপর ও পশ্চাৎ ভাগ খোলা ছিল। দুইটি কিম্বা কখনও কখনও তিনটি অশ্ব ঐ গাড়ী টানিত এবং গাড়ীতে দুইজন মাত্র ব্যক্তি দাঁড়াইবার স্থান ছিল। যিনি যুদ্ধ করেন ও চালক, উভয়ে ঐ শকটে দণ্ডায়মান থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে যোদ্ধা গাড়ী হইতে নামিয়া যুদ্ধ করিতেন এবং চালক নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত।

(ক্রমশঃ)

স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ।

শৈশব-সঙ্গিনীগণ! করি নিবেদন,
আসিয়াছি, আজ আমি লইতে বিদায়,
তোমাদের স্নেহ যত্ন আমি গো কখন
ভুলিব না এ জীবনে থাকিতে ধরায়।

যে ভাবে ভাবিতে মোরে সহোদরা জ্ঞানে,
সেই ভাবে ভেবো সবে করি গো মিনতি;
তোমাদের স্নেহে বদ্ধ, যেখানেই থাকি,
তোমাদের স্মরণেতে হরষিত মতি।

অল্পমতি ক্ষুদ্র আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
তোমাদের চরণেতে যদি গো কখন
করে থাকি অপরাধ ক্ষমিবে আমায়;—
মিনতি আমার সবে কর গো গ্রহণ।

এক সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাই সকলেতে,
বিদ্যারূপ মহারত্ন লাভ করিবারে,
যদি কোন দিন কোন কার্য্যের কারণ,
না পারি যাইতে সেই বিদ্যার মন্দিরে,

বিষাদে হৃদয় মম ব্যথিত হইয়া,
বিদরে হৃদয় মম হইয়া অধীর,
কি কব সে মনঃকষ্ট তোমাদের কাছে,
তাই গো বিদায় যাচি হইয়া অস্থির।

স্কুলের সহিত তোমাদের ছাড়িবারে,
কোন মতে ইচ্ছা নাহি হয় মম মনে,
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘিতে পারে?
বিবাহ দিবেন মাতা এই সে কারণে,

ছাড়িলাম, কিন্তু মম মনের ভিতরে,
চিরদিন তোমরা গো থাকিবে সকলে,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে হৃদয় খুলিয়া;—
জগৎ ঈশ্বরে মতি থাকে গো অচলে।

নানা পক্ষী, যে বিধির ইচ্ছার কৌশলে,
বৃক্ষে বৃক্ষে বিহার করয়ে আনন্দেতে,
কার্য্য অনুযায়ী কার্য্যে করয়ে গমন,
দিগ্‌দিগন্তরে যায় রজনী প্রভাতে।

তদ্রূপ, ভগিনী মোরা বিদ্যার উদ্যানে,
সুখের মিলনে সবে ছিলাম মিলিত;
বিধির বিধান মতে সকলি হইবে,
আমিও সে পথে আজ হোলাম চালিত।

স্কুলের সম্বন্ধে মোর গুরুজন যত,
সকলের পদে মোর জানাবে প্রণতি।
জ্ঞান বুদ্ধিদাতা তাঁরা স্নেহে পিতা সম,
কি জানাব কৃতজ্ঞতা আমি শিশুমতি।

দুইটি জীবন।

নলিনী ও কমলিনী দুই ভগিনী। দুই জনেই বালিকা, অবিবাহিতা। দুটি বোন যেন একটি বৃন্তে দুটি ফুল। কান্তিতে দুই জনেই নয়নপ্রীতিকর। কিন্তু দেখিতে যে নলিনী কমলিনীর অনুরূপ তাহা বলিতে পারি না। নলিনী শুভ্র গৌরবর্ণা, চক্ষু বিশাল ও কোমলভাবে পূর্ণ, কৃষ্ণ কেশদাম গুচ্ছ ভাবে কপালে পড়িয়া মুখের শুভ্র বর্ণ আরও গৌর করে। গঠন লম্বা, কিন্তু স্থূল নহে। নলিনীর কথা, বার্ত্তা, চলন চালন সকলই ধীর। কমলিনী ঠিক অনুরূপ। তবে বর্ণে নলিনীর সঙ্গে প্রায় এক, গৌর বর্ণা, মুখের আকার অতি সুন্দর, এক রাশি ঘন কেশ সদাই সে মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কমলিনী লম্বা নহে খর্ব্বও নহে। তাহার ছোট দেহখানিতে সবই ছোট। কমলিনীর মুখে সদাই হাসি, চক্ষে সর্ব্বদা একটা উজ্জল আহ্লাদের ভাব।

কেহ যদি নলিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসে যাইবার সময় বলিয়া যায়, "আহা যেন স্বর্গের দেবী। কি মৃদু কথা, কি ধীর স্বভাব, প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।" কমলিনীর সঙ্গে কেহ যদি দেখা করিতে আসে সে এই বলিয়া যায়, "এই সবই স্বর্গের জীবন। কুটিলতা কপটতা জানে না; দুঃখ, যাতনা জানে না। সদাই হাসি; রাগ, অভিমান নাই। এই যথার্থ স্বর্গীয় জীবন।"

পাঠিকা দুই জনের প্রকৃতিতে এত প্রভেদ থাকিলেও দুই জনে যেন দুই জনের প্রতিরূপ। ইহার কারণ কি বলিতে পার?

পাক বিধি।

ছোলার বরফি।—পাঁচ পোয়া ছোলার ডাল পরিষ্কার করিয়া সেই শুষ্ক ছোলার ডালগুলি ছাঁকা ঘৃতে ভাজিয়া তুলিবে। উনানের জ্বাল ছোলার ডাল ভাজিবার সময় কিছু মৃদু থাকিবে। পরে সেই ভাজা ডাল শিল নোড়াতে গুঁড়া করিবে। এখন সেই তিন পোয়া চিনি হইতে অল্প রাখিয়া সব চিনির রস চড়াও। রস দুই তার বদ্ধ হইলে তাহাতে সেই ডালের গুঁড়াগুলি ও এক পোয়া বাদাম এক পোয়া পেস্তার কুচি ক্ষীর আধ সের ও ছানা এক পোয়া দিয়া বেশ করিয়া মিলাইয়া মৃদু আলে ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। বেশ বরফির মত পাক হইলে নামাইয়া ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া পাথরের থালাতে সমান করিয়া ঢালিয়া দিবে। তখন খুব কুচি কুচি পেস্তা ও সেই অল্প চিনিটুকু তাহার উপর ছড়াইয়া দিবে। পরে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে বড় বড় বরফি আকারে কাটিয়া খাইতে দিবে। এই ছোলার বরফি অতীব সুস্বাদু সুখাদ্য। একবার আস্বাদন করিলে ভুলিতে পারা যায় না! সকলে এক একবার পরীক্ষা কর। ইহা প্রার্থনীয়।

স্বর্ণরেণু।

দান।

স্বর্গীয় বাণী।—প্রিয়তম সন্তান এই যে পয়সাটি তুমি আমাকে দান করিয়াছ, ইহা আমি প্রতি দিন চুম্বন করিয়া থাকি।

উপাসক।—ভগবান, আমিত তোমাকে কিছুই দান করি নাই।

স্বর্গীয় বাণী —ঐ দরিদ্র সন্তানটিকে তুমি যে উহা দান করিয়াছিলে।

প্রকৃত দান।

স্বর্গীয় বাণী।—প্রিয়তম সন্তান তোমার উপর আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি, কারণ আমার পুস্তক মধ্যে দেখিলাম লিখিত রহিয়াছে, সম্প্রতি মান্দ্রাজে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহাতে তুমি দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছ।

উপাসক।—ভগবান আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে, আমিত একটি টাকাও দুর্ভিক্ষে দান করি নাই।

স্বর্গীয় বাণী।—আমি দেখিলাম সে দিন রাত্রে তুমি তোমার মান্দ্রাজের ভ্রাতাগণের কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া আন্তরিক দুঃখের সহিত ক্রন্দন করিতেছ এবং শুনিলাম তুমি ১০০০০ মুদ্রা দান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ।

মন্দির হইতে অনুপস্থিতি।

স্বর্গীয় বাণী —তুমি কেন এত দিন আমার গৃহে আস নাই? দুই মাসের অধিক হইল তোমাকে ঐ স্থানে আসিতে দেখি নাই।

উপাসক।—প্রভু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমি নিয়মিতরূপে গত কয়েক সপ্তাহ মন্দিরে আসিয়াছি এবং উপাসনায় যোগ দান করিয়াছি।

স্বর্গীয় বাণী —ইহা সত্য যে তোমার দেহ ঐ মন্দিরে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তোমার আত্মাকে দেখিলাম ট্যাকশালে কয়েক জন কর্ম্মচারীর সহিত কার্য্য করিতেছে অথবা নৌকা চড়িয়া আমোদ করিতে ছুটিতে বাহির হইয়াছে। কিম্বা অন্যত্রে ধন ও আমোদ অন্বেষণ করিতেছে। তোমার আত্মা যদি মন্দিরে না থাকে, তুমি সে স্থানে থাকিতে পার না।

---

২৭ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩১১।　　[৮ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year.　　DECEMBER, 1904.　　No. 8.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড ;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

KESHUB CHUNDER SEN'S
WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

—————•:o:•—————

(Postage Extra)

IN ENGLISH.

No.	Title	Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903 (Cloth Bound)	0	4	0
	Ditto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

———

IN BENGALEE.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৵০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১৷০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৷০
৩০	ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ...	১৲
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১৲
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১৲
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	৷০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	৷০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	৷০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	৷০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	৷০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	৷০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	৷০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	৷০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	৷০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	৷০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	৷০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৴১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৴১০

---

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.
† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.
For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা অগ্রহায়ণ ১৩১১, ডিসেম্বর ১৯০৪। [৮ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অষ্ট্রীচ্ পক্ষী ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত থাকে।

রুষসম্রাটের রাজ্য পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত।

পাঁচ মাইলের অধিক কেহ বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিতে পারে না।

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে ২৪টী শ্বেত হস্তী পাওয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে ১১০০০,০০০ জন য়ীহুদী আছে। ইহারা অধিকাংশ লোকেই রুষিয়ার এলাকা ভুক্ত।

ব্লটিং কাগজ দ্বারা এক প্রকার তোয়ালে প্রস্তুত হইতেছে, উহাতে আর্দ্র দেহ অতি শীঘ্র ও সহজে মুছিতে পারা যায়।

রুমেনিয়া দেশের রাজমুকুট কাঁসার, ষাটটী কামানের কাঁসা কিছু কিছু লইয়া উহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কামানগুলি যুদ্ধে জয় করা হইয়াছিল।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই (Louis XIV.) নিজ হস্তে একটী ঘড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মুল্যবান। রথ্চাইল্ড (Rothchild) পরিবারস্থ একজন উহা ৫০৪০০০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন, উহা এখন তাঁহাদের গৃহে আছে।

সন্ন্যাসিনী।

একটী যুবতী ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তিরতা গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মাতঃ ভাগীরথী কিছু অপ্রশস্ত ভাবে সেখান দিয়া প্রবাহিত হইয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। যুবতী অনেক পথ আসিয়াছিলেন কিছু ক্লান্ত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া স্থির মনে চিন্তা করিলেন আমার এ জীবনও কি এই ভাবে এই নদীর স্রোতের ন্যায় চলিতে

থাকিবে? শৈশবাবধি নিজ জীবনের কত চিন্তাই স্মরণ হইল। একের পর এক করিয়া শেষে দেখিতে দেখিতে নদী-তীরে যুবতীর অশ্রুজল আসিয়া নদীর জলে মিশিল। যুবতীর নিজ অবস্থা স্মৃতি-পথারূঢ় হইল তখন আবার ধীরে ধীরে নয়ন মার্জ্জন করিয়া ইতঃস্তত দেখিতে দেখিতে দেখিলেন অদূরে একখানি পর্ণ-শালা দৃষ্ট হইতেছে। তখন যুবতী অনন্যোপায়—সুতরাং আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথম গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতেই নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন কুটীরে দুইজন 'বৃদ্ধা' রমণী ও চারিটী বালিকা বসিয়া আছেন আর একটী রমণী তাঁহার সুমিষ্ট স্বর-লহরীতে সকলকে বিমোহিত করিয়া গীতা পাঠ করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কোন দৈব শক্তিসম্পন্না বলিয়া সহজে অনুভূত হইল। যুবতীও নিস্পন্দ ভাবে গীতা শুনিতে লাগিলেন এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন, ইনি অবশ্য সামান্য নারী নহেন স্ত্রীলোক এরূপ সহজে অনর্গল অর্থ সহ সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে পারেন আমি তো কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিলে পাঠ সমাপন করিয়া (সকলে তাঁহাকে "দেবী" বলিত) দেবী একটী বালিকাকে বলিলেন, "নবাগতাকে গৃহে আনয়ন কর।" বলিতেই সেই চারিজন বালিকার মধ্যে জনৈকা ত্রস্ত ভাবে সত্বর উঠিয়া প্রথমে দেবীকে প্রণাম করিল কুটীরের ইহা রীতি যে দেবী যাহা কিছু আদেশ করিবেন সেই আদেশ যাহার প্রতি প্রদত্ত হইবে সে প্রথমতঃ দেবীর চরণে প্রণত হইবে পরে কার্য্য সমাধা করিবে। যুবতী এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং বালিকা কর্ত্তৃক গৃহের অভ্যন্তরে আনীত হইলেন। দেবী নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, যুবতীও পূর্ব্বের ন্যায় দেবী পদে প্রণাম করিয়া বসিলেন। দেবী যুবতীর মস্তকাঘ্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি কেন এসেছ? আর তুমিই বা কে? সব কথা আমাকে খুলিয়া বল?" তখন যুবতী বলিলেন, "দেবী, আমার এই ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে একে একে সকলে আমাকে ফেলিয়া গিয়াছিল শেষে আমি যাহা একটী অবলম্বন লইয়া ছিলাম, আজ তিন মাস হইল সেই স্বামীও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাই দেবী, পাগলের মত বড় অস্থির হইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে তাই আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু দেবী আপনাকে দর্শন করিয়া আপনার গীতার্থ শ্রবণ করিয়া আবার যেন প্রাণে নব ভাব উদয় হইতেছে। মনে করিতেছি তবে পৃথিবীতে সুখ আছে। আপনাকে দর্শন করিলেই যেন দুঃখ দূরে যায় বোধ হইতেছে। দেবী, আপনি কে আমাকে দয়া করিয়া অনুকম্পা প্রদান পূর্ব্বক বলুন।" তখন দেবী নিজ জীবন-

কাহিনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি ব্রাহ্মণ কুলে অতি শৈশব কালেই পতিহীন হই। এমন কি পতিকে আমার ভাল স্মরণ হয় না। পিতা আমাকে নানা বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা দান করিলেন। তৎসঙ্গে ধর্ম্ম যে কি তাহা সর্ব্বদা বুঝাইয়া দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে নানা তীর্থে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঐরূপে ভ্রমণেও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। পরে কাল সহকারে পিতৃদেব যখন পরলোক যাত্রা করিলেন কন্যাকে এই কথা বলিলেন, মা, তোমাকে যাহা দিয়া গেলাম পরিণামে তাহাই তোমার সহায় থাকিবে।" আমি পিতৃ-শোকে আঘাত পাইলাম যদিও, কিন্তু ভগবানকে স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইলাম না। কালে আমি ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে পর্য্যটন করিলাম। পিতার সহিত বিস্তর ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া আমার ততটা ভয় ছিল না। প্রথম প্রথম কাহাকেও সঙ্গে লইতাম—পরে এক একবার নিকটস্থ স্থানে একাকিনী বাহির হইতাম। কোন বিপদে পড়িলাম না দেখিয়া ক্রমে এই ভাবেই রহিলাম। শেষে, আজ ১২ বৎসর হইল এই স্থানে আসিয়াছি, এই স্থানটী বড়ই মনোনীত হইয়াছে। তাহার পর এই স্থানেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। ইহারা সকলে দয়া করিয়া আসিয়া মিলিয়াছেন কত সুখী হইয়াছি। নতুবা কত দিন আমার ইষ্ট দেবতাকে লইয়া বন্ধু বান্ধব শূন্য থাকিয়াও কোন অভাব বোধ করি নাই। ভগবান ভক্তের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছেন।" এই সময় যুবতী বলিলেন, "ইহারা সংসার ত্যাগ করিয়া কেন আসিয়াছেন?" তাহাতে দেবী বলিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সকলে কি বলেন?" তখন যুবতী বৃদ্ধা দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা, বলুন, কেন আপনারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন? আপনাদের কি সংসারে কেহ নাই মাঃ?" একজন বলিলেন, শুন বৎসে, আমি চারিটী পুত্র সন্তান ও দুইটী কন্যা লইয়া বিধবা হই। ভগবানের কি লীলা যে একে একে আমার সেই চারি পুত্র একটীও অবলম্বন রহিল না। তাই ক্রমে সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল। কন্যা দুইটী কত রোদন করিল, বলিল, "মা আমরা তোমার পুত্র স্থানে হইলাম, সংসার ত্যাগ করিও না। আমরা কার কাছে থাকিব? তুমি আমাদের নিকটে থাক।" তথাপি মন কেমন হইয়া গেল, ভাবিলাম কন্যাদের নিকট থাকিলে কোন দিন ওরা আমাকে কাঁদাইয়া যাইবে। তাই সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিলাম। কয়েক বৎসর সেখানে থাকিলাম। আবার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া মা, মা, বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, এই কথা বলিয়া ছোট জামাতা আমার কাশী হইতে লইয়া আসিলেন। আমাকে আবার সংসারে জড়াইতে হইল। সেই

কন্যাকে সেবা করিয়া রোগ মুক্ত করিলাম। কন্যা দুর্ব্বল সন্তান পালন ভার আমার হস্তেই রহিল। এইরূপে শিশুটীকে দুই বৎসরের করিলাম। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে বাছা ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল। বুঝিলাম আমার কি পাপে বুঝি এই ঘটনা ঘটিল। তখন যেন পাগলের মত হইয়াছিলাম সর্ব্বদা মাঠে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। হঠাৎ একদিন ভোর চারিটা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা সাতটার সময় ভাগীরথীর তীরে এই দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর হইতে ইহারই নিকট আছি। সংসারের মায়া ভাবনা অনেক ভুলিয়া স্থির হইয়াছি। দেবীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নানা তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হই। মধ্যে মধ্যে কন্যারা এখানে আমাকে দেখিয়া যান কিন্তু আর আমাকে সংসারে আকর্ষণ করিতে চাহেন না। বুঝিয়াছেন যে মা আমাদের ভগবৎ প্রসঙ্গে চিত্তকে স্থির করিয়া শীতল হইয়াছেন। এ স্থানে চিরশান্তি মা, আমি ইহা বুঝিয়াছি সংসার দুদিনের সকলই অলীক। নিত্যধন চিরস্থায়ী অনন্ত কালের সম্বল সেই ব্রহ্মচরণ ইহাই এখন স্থির জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" প্রথমার এই সকল বাক্য শুনিয়া যুবতী অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আপনিও বোধ হয় এই সংসারে বিরক্ত হইয়া—অর্থাৎ সংসারের এই নানা পরীক্ষা ও কষ্ট দর্শনে পরিত্যাগ করিয়া এই আশ্রম বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না মা তা নয়, আমার সংসার সব সুখের। ছেলেরা তো ভক্তি করিবেই কিন্তু বৌরাও আমার বড় ভাল। আমি সংসারে থাকি না বলে তারা কত কাঁদে। ঐ ছেলে ৫টী ছোট ছোট রেখে তিনি মারা যান। তখনই সংসারাসক্তি চলে গেল। কিন্তু ভগবানের কায জেনে সংসারে থেকে সন্তানগুলিকে প্রতিপালন করলাম। এখন তারা বড় হয়েছে। সংসারের উপযুক্ত হয়েছে। তাই আমারও অবসর হয়েছে। তাই নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে শেষে এই দেবীর দর্শন পেলাম। এঁর কাছে থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি—অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছি। মনে এই বাসনা শেষ পর্য্যন্ত এই দেবীর সহবাসেই থাকব।

যুবতীও সেই সহবাসে থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে একটী হিন্দু বাল-বিধবাশ্রম সংস্থাপিত হইল। ঐ কয়জন মহিলা অভিভাবিকারূপে সেই আশ্রমে তত্ত্বাবধান ও ধর্ম্ম শিক্ষাদি দান করিতে লাগিলেন। বালিকারা এমনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল যে পৃথিবীতে ধর্ম্মই সার বস্তু সেই পরম বস্তু ভগবানকে লাভই মনুষ্য জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অনেক পিতা নিজ নিজ বালিকা-বিধবা কন্যাকে সেই আশ্রমে শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে বঙ্গদেশের যে কত উপকার হইতে লাগিল তাহা বাক্যের অতীত। সেই আশ্রমে গমন করিলে

একটী পবিত্র ভাবের উদ্রেক হইত। যেন মনে হইত পুরাকালের ঋষিদিগের আশ্রমে ঋষিকন্যাগণ পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন। বালিকা বিধবাদিগের নিমিত্ত এই প্রকার আশ্রম, বিদ্যা ও ধর্ম্ম ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহাতে সকলে মনোযোগ করেন, বিশেষ চেষ্টা ও ইচ্ছা প্রয়োগ করেন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

তুমি ভালবাস।

তুমি ভালবাস জগত ভরিয়া
প্রতিদান নাহি চাও,
দুঃখী দুরাচারে, ফেলাও না দূরে,
কোলেতে তুলিয়া নও!
দিয়াছ আমারে পাঠা'য়ে সংসারে
কত ধন দিয়ে সাথে,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, সুত, সুতা,
ভালবাসে কত মতে!
পর বলি যারে সে তো নহে পর,
বড় আপনার জন,
পাঠা'লে তাহারে, রাখিতে আমারে,
করিয়া কত যতন!
তাই দেখি পর, সবে পরস্পর,
করে উপকার শত,
পর না থাকিলে থাকা এ সংসারে
শঙ্কট হইত কত!
পশু পক্ষীগণে উপেক্ষিয়া মনে
করি কত নীচ জ্ঞান,
তাদের সমান উপকারী কেবা
কেবা আপনার জন?
কত ভালবাসে, নিজ প্রাণ দিয়া
মূল্য নাহি কভু তার
তাদের মতন, অবাধে আপন,
কেবা হইয়াছে কা'র?
ফুল ফল ভরা শ্যাম তরুলতা,
দেয় কত ভালবাসা
জীবন ভরিয়া করে উপকার,
কত কবে তাহা ভাষা?
তাই আমি প্রভু, তোমা ভালবাসি,
করি না সুখের আশ
চাহি না সংসার চাহি না সম্পদ,
চাহি তুমি ভালবাস।

শ্রীনিস্মালিনী দেবী।

পার্সাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পার্সাস, স্বর্ণ পাদুকার অদ্ভুত শক্তিতে সাত দিনের পথ এক দিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; শূন্য পথে, মনের আনন্দে সমুদ্র ও দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া চলিল। সিথ্নাস, সিয়স্ এবং সাইক্লেডস দ্বীপ ছাড়াইয়া এথেন্স ও থিবস নগরে পৌঁছিল; তথা হইতে এফিসাস্ উপত্যকা দিয়া এবং পিণ্ডাস্ পর্ব্বত চূড়া ছাড়াইয়া থেসেলিয়ান সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেই দেশের পশ্চাতেই গ্রীস এবং সম্মুখে উত্তরস্থিত বনভূমি। তাহার পর থ্রেসিয়ান্ পর্ব্বত (বর্ব্বর অসভ্য জাতির বাসস্থান) অতিক্রম করিয়া সিদিয়ান মরুভূমি; পার্সাস এই সকল স্থানের ভিতর দিয়া ক্রমে

ক্রমে আকার রহিত দেশে (গর্গণের দেশে) উপস্থিত হইল। পার্সাস সেই ভয়ঙ্কর দেশে সাত দিন ভ্রমণ করিল; সে পথ কিরূপ কেহই বলিতে পারে না, কেহ যদি সে দেশ স্বপ্নে দেখে, সে, ঘুম ভাঙ্গিলে বাঁচে। পার্সাস সাত দিন পরে ধূসর ভগিনীত্রয়ের (গ্রে সিষ্টারের) দেশে পৌঁছিল। সেখানে একটী জীব নাই—এমন কি একটী মক্ষিকা নাই। পর্ব্বতের উপর শৈবাল বা তৃণ জন্মে না; মৃত্তিকা বার মাস বরফে আবৃত এবং দেশে সূর্য্য আদৌ উঠে না, চিরস্থায়ী রজনী—তুষারের ভয়ে সিল বা সিগল পক্ষী সেখানে যাইতে সাহস পায় না। তিনটী ভগিনী সমুদ্রতটে বসিয়া গান গাহিতেছিল; তরঙ্গের ফেণা বরফের সহিত মিশিয়া তাহাদের মস্তক তুষার-আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহাদের তিন জনের ব্যবহারার্থ একটী চক্ষু ও একটী দন্ত। এক একজন পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিত; কিন্তু তুষারে আবৃত হওয়ায় তাহারা বিন্দুমাত্র দেখিতে পাইল না এবং আহারও করিতে পারেন না। ইহা দেখিয়া পার্সাসের মনে দয়া হইল। পার্সাস তাহাদিগকে মাতৃরূপে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা প্রাচীনা নারী—তোমাদের অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক, অতএব গর্গণের দেশের রাস্তা কোন দিকে আমায় বলিয়া দাও।"

তাহাদের মধ্যে একজন চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তি কে? এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাদিগকে বৃদ্ধা বলিতেছে, "আর একজন বলিল এ যে মনুষ্য-সন্তানের স্বর শুনিতেছি; মানুষ এখানে কিরূপে আসিল।"

পার্সাস উত্তর করিল, "আমি তোমাদিগকে পরিহাস করিতেছি না; প্রাচীনাদের আমি অতিশয় মান্য করি; আমি মনুষ্য-সন্তান ও যোদ্ধা। অলিম্পাসের রাজা (আমাকে) গর্গণের দেশের রাস্তা জানিবার জন্য তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন; শীঘ্র করিয়া রাস্তা দেখাইয়া দাও।" তাহারা বলিল, "আমরা তোমাদের ঘৃণা করি; কেন না আমরা গর্গণ প্রভৃতি দৈত্য এবং দানব বংশোদ্ভব; তোমরা আমাদের ভোজ্য। এখনকার নূতন শাসনকর্ত্তা (অলিম্পাস) ও তাহার শাসনবিধি সকলই খারাপ। চক্ষু ও দাঁতটা দাও, আমরা উহাকে খাইয়া ফেলি।"

পার্সাস, গতিক বড় ভাল নয় দেখিয়া বলিল, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে বলিবে ত শীঘ্র বল নতুবা তোমাদের চোখ ও দাঁতটী সমুদ্রে ফেলিয়া দিব, জন্মান্ধ হইয়া থাকিবে। মিথ্যা বলিও না গর্গণের দেশে যাইবার ঠিক পথ বলিয়া দাও।"

তখন তিন বোনেই ভীত হইল এবং গজ গজ করিয়া বকিতে বকিতে কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা বলিয়া দিল, কিন্তু পার্সাস রাস্তাটী সহজে ঠিক করিতে পারিল না।

তাহারা পুনরায় বলিল, "তুমি দক্ষিণ দিকে যাও; সেখানে দৈত্য এটলাস্

মস্তকে স্বর্গ এবং হাঁটু পাতিয়া তাহার উপর পৃথিবী ধরিয়া আছে; তথায় সূর্য্যের প্রতাপ অত্যন্ত প্রখর। এটলাস দুহিতাগণ তোমাকে পরের অন্যান্য রাস্তা দেখাইয়া দিবে।” পার্সাস তখন তাহাদের চক্ষু ফিরাইয়া দিল। তাহারা চোখটী পরিতে ভুলিয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; তুষারে আবৃত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। পার্সাস হাইপার বোরিয়ানের দেশ এবং আইবিরিয়ান উপকূল ছাড়াইয়া সূর্য্যের কিরণময় দেশে উপস্থিত হইল। সেখানে সিগল পক্ষীরা পার্সাসের মাথার উপর ঘুরিয়া যেন তাহাকে ডাকিতেছিল। সমুদ্রের পরীরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিতেছে। টিটান্সদের রাণী গেলেসিয়া সমুদ্রের শঙ্খ শামুক এবং মুকুতা খচিত রথে বসিয়া আছেন। পার্সাস এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নাচিতে নাচিতে চলিল। সুবর্ণ পাদুকার এমনি গুণ যে পার্সাসের শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইল না এবং পাও ভিজিল না।

পার্সাস অদূরে একটী বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পাইল। অস্তমিত রবির প্রভায় লোহিত বরণ দেখাইতেছিল। পর্ব্বতের উপরে সুন্দর মেঘমালা বিরাজিত এবং নিম্নভাগ কাননে পূর্ণ। পার্সাস সমুদ্রের উপকূলে লাফাইয়া পড়িল। মনোরম উপত্যকা বৃক্ষলতা, নির্ঝরিনী এবং পুষ্প বনের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল; জন-মনুষ্যের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইল। অনুমানে বুঝিল সন্ধ্যাতারার কন্যাদের (পরীর) বাগানে আসিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠধ্বনি নাইটিঙ্গেলের ন্যায় সুমিষ্ট; কথা একটীও বুঝিতে পারিল না; পার্সাস তাহাদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিল। তাহারা সকলে সুবর্ণ-ফল-ভরে অবনত কল্পতরুর চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। বৃক্ষের মূলে চির-নিদ্রা-রহিত বৃদ্ধ সর্প (লেডন্) সঙ্গীতে মোহিত হইয়া চিরজীবন পড়িয়া আছে। পার্সাস কুমারীদিগকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হইল ও থামিয়া দাঁড়াইল। এক জন কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি ক্ষমতাশালী হার্কিউলিস? আমাদের বাগানের সোণার ফল চুরি করিতে আসিয়াছ?” পার্সাস উত্তর করিল, আমি হার্কিউলিস নহি; সুবর্ণ ফল লইতে আসি নাই। আমায় গর্গণের দেশের রাস্তা বলিয়া দাও।”

পরীরা পার্সাসকে বলিতে লাগিল, “তুমি আমাদিগের সহিত এই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে খানিকক্ষণ আমোদ কর; নাচিয়া গাহিয়া বেড়াও; এখনই চলিয়া যাইও না। আমরা হাজার হাজার বৎসর এখানে এইরূপে নৃত্য করিয়া বেড়াই, কিন্তু একটীও সঙ্গী পাই না। আজ তোমাকে পাইয়াছি, শীঘ্র ছাড়িব না।”

পার্সাস বলিল, “কুমারীগণ! আমার এখন নাচিবার সময় নাই; আমি দেবতাদের সংবাদবাহক হইয়া আসিয়াছি; আমায় গর্গণের পথ বলিয়া দাও।”

পরীরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "গর্গণরা তোমায় প্রস্তরে পরিণত করিয়া রাখিবে তাহাদের দেশে কখনও যাইও না।"

পার্সাস উত্তর দিল, "পশুর মত জীবন যাপন করার চেয়ে বীরের ন্যায় যুঝিয়া মরণও ভাল। দেবগণ অস্ত্র শস্ত্র দিয়াছেন, তাঁহারাই আমার বল বুদ্ধি বিধান করিবেন।" পরীরা এই কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া বলিল, "আমরা গর্গণের দেশের রাস্তা জানি না। আমাদের পিতৃব্য (সন্ধ্যাতারার সহোদর) দানব এটলাসকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়া দিবে।" চল আমাদের সঙ্গে চল; এই বলিয়া তাহারা পার্সাসকে সঙ্গে লইয়া এটলাসের নিকট গেল! পার্সাস দেখিল এটলাস জানু পাতিয়া, মস্তকে স্বর্গ এবং পদদ্বয়ে পৃথিবী ধরিয়া আছে।

এটলাস্ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গর্গণের দেশ পার্সাসকে দেখাইয়া দিল এবং বলিল, "তুমি অদৃশ্য টুপি না পরিলে কখনই সেখানে যাইতে পারিবে না। মেডিযুসার দৃষ্টিতে তুমি প্রস্তর হইয়া যাইবে। অদৃশ্য টুপি পরিলে তোমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুমি সকলকে দেখিতে পাইবে।"

পার্সাস জিজ্ঞাসা করিল, "সে টুপি কোথায় পাইব?"

এটলাস্ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সে টুপি মানুষ কখনও আনিতে পারে না, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা নরকে গিয়া আনিতে পারে। প্রতিজ্ঞা কর, যখন মিডুসার মস্তক লইয়া ফিরিয়া যাইবে, আমাকে একবার দেখাইবে; তাহা হইলে আমি পাথর হইয়া যাইব, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য বহন করার গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি পাইব।"

পার্সাস প্রতিজ্ঞা করিল।

পরীকন্যাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠা, পর্ব্বতের ভিতরের অন্ধকার গুহায় (নরকের দ্বারে) প্রবেশ করিল; সেখান হইতে কেবল ধূম ও অগ্নি নিসৃত হইতেছে। অন্যান্য পরীরা এবং পার্সাস অপেক্ষা করিয়া রহিল। সাত দিন পরে সে টুপি লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাত দিন ঘোর অন্ধকারে থাকিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। পার্সাস টুপটী পাইয়াই আপনার যাইবার যোগাড় দেখিতে লাগিল, পরীরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চায় নাই; কিন্তু পার্সাস জোর করিয়া বাহির হইল। অদৃশ্য টুপিটী মাথায় দিয়া পার্সাস সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে আকার-রহিত দেশে পৌঁছিল। সেখানে রাত্রিও হয় না, দিনও নাই সকলই প্রস্তরময়।

পার্সাস পক্ষপুটের বিস্ফারণ শব্দে জানিতে পারিল, গর্গণের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখনি দেবীর উপদেশ অনুসারে উর্দ্ধ আকাশে উঠিয়া গিয়া ঢালস্থিত দর্পণখানি মেডুসার মস্তকের উপর ধরিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল। পার্সাস দেখিল—হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার তিনটী গর্গণ পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহার মধ্যে মিডুসা শুইয়া ছটফট করিতেছে দেখিয়া পার্সাসের মনে দয়া হইল। মিডুসার পক্ষদ্বয় ও পুচ্ছ রামধনুকের ন্যায় উজ্জ্বল-

বর্ণ; মুখখানি পরীদের ন্যায়, গ্রীবা দেশের বর্ণ অতিশয় সুন্দর ও শুভ্র; ভ্রূদুটী একত্রে সংলগ্ন এবং ওষ্ঠদ্বয় দুঃখ ক্লেশ এবং উদ্বিগ্নের ভাবে জড়িত। তাহার কেশগুচ্ছের ভিতর দিয়া ফণিনী মস্তক তুলিয়া সমুজ্জ্বল শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে এবং হিস্ হিস্ শব্দ করিতেছে। মেডুসা যন্ত্রণায় পক্ষ বিস্ফারিত করিয়া ছট ফট করিতেছে।

পার্সাস সাহসী হইয়া নীচে নামিয়া গর্গণের নিকট আসিল। সম্মুখে আয়না ধরিয়া পিছন ফিরিয়া তরবারীর আঘাতেই মেডুসা বধ করিল। আপনার ছাগ-চর্ম্মে মস্তকটী জড়াইয়া চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আকাশে লম্ফ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। মস্তকটী বিভিন্ন হইবামাত্র মেডুসার অবশিষ্ট শরীর (পক্ষদ্বয় পুচ্ছ প্রভৃতি) পর্ব্বতের উপর পড়াতে ভয়ানক শব্দ হইল। সেই শব্দে গর্গণ দুইটীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মেডুসার মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশে লম্ফ দিয়া পড়িল; মেডুসার হন্তার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। শিকারী কুকুর যেরূপে হরিণের অন্বেষণে ঘোরে, গর্গণরা সেইরূপে মেডুসা বধকারীকে খুঁজিতে লাগিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে পার্সাসের নিকটবর্ত্তী হইল। যতই নিকটে যায় ততই শোণিতের আঘ্রাণ পাইতে লাগিল। পার্সাসের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তখন পাদুকার আরাধনা করিতে লাগিল ও উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল, "সুবর্ণ পাদুকাদ্বয়! এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও; অধিকতর ত্বরিত গতিতে আমায় লইয়া চল; নতুবা গর্গণদের হস্তে আমার প্রাণ যাইবে।"

পাদুকা যেন তাহার কথা বুঝিতে পারিয়া পার্সাসকে খুব শীঘ্র শীঘ্র উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল; গর্গণরা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিল। তাহারা আপনাদের দেশে পুনরায় ফিরিয়া গেল। পার্সাস এটলাসের নিকট আসিয়া থামিল। এটলাস যে মুহূর্ত্তে মেডুসার মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্তরাকার ধারণ করিল; তাহার সকল ভার বহনের ক্লেশ দূর হইল।

তৎপরে পার্সাস পরীকন্যাদিগের নিকট গিয়া ধন্যবাদ দিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিতে বলিল।

পরীকন্যারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি আর বাড়ী ফিরিয়া যাইও না; এখানে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া সুখে ও আমোদে দিন কাটাও।"

পার্সাস তাহাতে সম্মত হইল না। পরীরা তাহাকে এমন একটী অমৃত ফল দিল, যে সে ফল একটী খাইলে মানুষের সাত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। তৎপরে বলিতে লাগিল, "তুমি ক্রমাগত পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যাইবে; যাইতে যাইতে অন্ধকারময় লিবিয়ান্ উপকূলে পৌঁছিবে।" কথিত আছে, পসিডন্ সাগরের রাজা লেক্‌টনিয়া দেশ প্লাবিত করেন—থাস্ সেই দেশের বিনিময়ে লিবিয়ান উপকূল লন। সেখানে একটী

তৃণ লতা জন্মে না কেবল বালুকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময় মরুভূমি। পার্সাস পরীদের নিকট বিদায় লইয়া আকাশ পথে ক্রমাগত চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা দত্ত।

আবাহন।

অতীতের গর্ভে অতীত আবার
কোথায় লুকাল হায়!
অতীতের আলো বুঝি নিবে গেল
ঐ মিটি মিটি চায়।
কত দুঃখ সুখ মন প্রাণ ভরা
চলিতেছে ধীরে ধীরে
আর আসিবে না আর কি পাব না?
চাবে না কি তারা ফিরে?

বাজিছে শঙ্খ ঘণ্টা ঘন ঘোর রোলে
ভাসিছে আনন্দ নীরে দেবতা সকলে।
নৃত্য গীত সদানন্দে কেন গান গায়
নববর্ষ সমাগমে আনন্দ উদয়।
ভাই ভগ্নী চল সবে চল ত্বরা করি
নূতন বরষে আজি নব তান ধরি।
যার যত শোক তাপ ভুলে যাও সবে
আনন্দেতে অগ্রসর হইতে যে হবে।
পুরাতন কি নূতন সকলই যে তাঁর
তাঁর কায কর পাবে আনন্দ অপার।
উঠ উঠ চল সবে ত্রিদীব আলয়ে
এস আশীর্ব্বাদ সবে মস্তকেতে লয়ে।
এই বর্ষ যেন হয় পবিত্রতাময়
নর নারী সুখে তবে রবে সমুদায়।
এস তবে ভাই বোন বাঁধি হাতে হাত
জীবনের ব্রত সাধ হয়ে ঐক্যমত।
ব্রহ্ম নামের তরণী উড়ায়ে নিশান
ঐ দেখ আসিতেছে বিজয়ী বিধান
সাদরে তাঁহারে সবে করহ গ্রহণ
নববর্ষে প্রেমানন্দে হইবে মগন।

রাজা রামমোহন রায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বরে রাজা-রাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় আর রামহরি মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া বিলাত যাইবার জন্য রামমোহন "আলবিয়ান" নামক জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে রামমোহন রায় অন্য সাহেবদের সঙ্গে আহার করিতেন না। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র রান্না হইত। কখনও কখনও সাহেবদের খাওয়ার পর মেজ্ পরিষ্কার করা হইলে রামমোহন রায় সেইখানে গিয়া বসিয়া সাহেবদের সঙ্গে গল্প করিতেন। জাহাজের সকলেরই রাম-মোহন রায়ের উপর খুব শ্রদ্ধা হইয়াছিল। ৪ মাস ২৩ দিনে রামমোহন রায় বিলাত পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি ব্যাডলিস্ হোটেল বলিয়া একটী খুব প্রসিদ্ধ হোটেলে থাকিতেন আর অনেক বড় বড় লোক তাঁহার সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে আসিতেন। রামমোহন রায়ের স্বভাব যে কি চমৎকার ছিল তাহা বলা যায় না। তিনি যে কেবল বড় বড় লোকদের দেখিলেই খুব খুসী

হইতেন, আর কেবল তাঁহাদের সঙ্গেই আলাপ করিতে খুব ভালবাসিতেন তাহা নয়, তিনি সামান্য লোকদের সঙ্গেও আলাপ করিতেন। একবার একজন ইংরাজ জাহাজের কোনও সামান্য কাজে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। রামমোহন রায় বিলাত যাইবার অনেক আগে থেকেই তাঁহার যশের কথা বিলাতে খুব প্রচার হইয়াছিল, তাই ঐ ইংরেজটি কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায়ের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিল। রামমোহন রায়ের বাড়ী তখন লোয়ার সার্কিলার রোডে ছিল। সেই ইংরেজটী রামমোহন রায়কে দেখিতে পায় নাই কিন্তু তাঁহার বাড়ী থেকে চিহ্ন রাখিবার জন্য কি একটা সামান্য জিনিষ কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। সে বিলাত ফিরিয়া যাওয়ার পরও সে চিহ্নটিকে খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল। রামমোহন রায় বিলাত গিয়া যখন সেই লোকটীকে দেখিলেন তখন সে যদিও খুব সামান্য অবস্থার লোক ছিল তবুও খুব খুসী হইয়াছিলেন।

যে উইলিয়াম রস্কোর কথা চরিতাবলীতে লেখা আছে রামমোহন রায় লিবারপুলে গিয়া সেই উইলিয়াম রস্কোর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যখন দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন রস্কো পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে মানা করিয়াছিলেন তবুও তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় লিবারপুলে রস্কোর বাড়ীতে দিন কতক থাকিয়া লণ্ডনে যান। তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিবা মাত্র, ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। লণ্ডনে গিয়া তিনি প্রথমে কয়েক মাস হোটেলে ছিলেন; কিন্তু তার পর তাঁহার বন্ধু হেয়ার সাহেব খুব অনুরোধ করাতে তিনি লণ্ডনে হেয়ার সাহেবের যে যে ভাই থাকিতেন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া ইংলণ্ডের বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন।

১৮৩২ সালের শরৎ কালে রামমোহন রায় ফরাসী দেশ দেখিতে যান। তাঁহার সঙ্গে হেয়ার সাহেবের ভাই গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মত ফরাসী দেশেও সকলেই রামমোহনকে খুব সমাদর করিয়াছিল। সম্রাট লুই ফিলিপ এক দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ শালে ফরাসী দেশ থেকে ফিরিয়া গিয়া রামমোহন রায় আবার লণ্ডনে ডেভিড হেয়ারের ভাইদের বাড়ীতে রহিলেন। ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ডেভিড হেয়ারের কন্যা কুমারী হেয়ার, রামহরি দাস আর রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া বৃষ্টল নগরে যান। রাজারামকে আগেই সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার থাকিবার জন্য বৃষ্টলে ষ্টেপলটন্ গ্রোভ বলে

একটি খুব সুন্দর চারিদিকে বাগান-ওয়ালা বাড়ী ঠিক করা হইল। সেই ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভে থাকিতে থাকিতে ১৯এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁহার জ্বর হইল; সেই জ্বর ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া বিকার হইল। বড় বড় ডাক্তারেরা খুব ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কি যে জ্বর হইয়াছিল কিছুতেই তাহা কমিল না। ১৮৩৩ সালের ২৭এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি প্রায় ২৷৷০টার সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। পাছে ছেলেরা তাঁহার বিষয় না পায় সেই জন্য রামমোহন রায় আগেই তাঁহার বন্ধুদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের যেখানে গোর দেওয়া হয় তাঁহাকে যেন সেখানে গোর না দেওয়া হয়। সেই জন্য তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভের কাছেই একটি খুব সুন্দর যায়গায় গোর দেওয়া হয়। তাঁহাকে যখন গোর দেওয়া হয় তখন রামরত্ন আর রামহরি খুব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আহা! তাহারা যাঁহার সঙ্গে স্বদেশ ছাড়িয়া অতদূরে গিয়াছিল তাঁহার সঙ্গে আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। সবই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা! তিনি যাহাই ইচ্ছা করেন তাহাই আমাদের ভালর জন্য। কিন্তু আমরা সব সময় তাহা বুঝিতে পারি না।

রামমোহন রায়ের বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গিয়া ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভের কাছে, যেখানে তাঁহাকে গোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখান থেকে তাঁহার শব তুলিয়া লইয়া আর্নোসভেল বলিয়া একটি যায়গায় গোর দিয়া তাহার উপরে একটি খুব সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

সমাপ্ত।

আণ্ডামান কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বপরামর্শানুসারে আমি খাড়কীর দিক দিয়া বাটী প্রবেশ করিলাম। বামা দ্বার খুলিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিতেই পূর্ণ ছুটিয়া আসিল, আমি তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত উমাকে কহিলাম যে আমি বিষময় তরু, তুমি অমৃতলতা আমাকে আশ্রয় করে তুমি অকালে শুষ্ক ও ধরালুণ্ঠিত হলে, পূর্ণ তোর পাষণ্ড পিতাকে ঘৃণা করিস কি? পূর্ণ আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, উমাও নীরবে কেবলি অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ইহার পর বামা সশব্দে আমার স্নেহ সম্ভাষণসূচক কয়েকটি কথা কহাতে, আমার শ্বশ্রূমাতা পাছে কাহারও কর্ণগোচর হয় এই আশঙ্কায় আমায় সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন ও তৎপরে আমাকে এক গুপ্ত স্থানে আশ্রয় দেওয়া হইল। শেষ রাত্রি হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম এই সময় মধ্যে পূর্ণ ও উমা প্রায় পাঁচ ছয় বার আমাকে দেখিয়া গিয়াছে যে আমি

জাগ্রত হইলাম কিনা, পরে ১২টার সময় আমি প্রাতকৃত্য ও স্নানাহার সমাপন করিয়া পূর্ণর সহিত সাংসারিক ও বৈষয়িক নানা কথা বার্ত্তায় দিনাতিপাত করিলাম, তখন পূর্ণর বয়স ১৫ বৎসর, বুদ্ধিতে আকৃতিতে প্রায় ২০ বৎসরের বলিয়া বোধ হয়। আমি বাটী যাইবার পর প্রত্যহই তাহার অবসর সময়ে কথা বার্ত্তা কহিতাম, কথা কহিতে কহিতে আমি এক দৃষ্টে পূর্ণর মুখ প্রতি তাকাইয়া থাকিতাম, তাহাকে দেখিয়া আমার আশ মিটিত না। পূর্ব্বে কই পূর্ণ আমার এত নিকটে আসিতে চাহিত না, এখন দেখি আর আমার কাছ ছাড়া হইতে চায় না। মোহাসক্তি ধীরে ধীরে শত বন্ধনে সংসারে মনুষ্য জাতিকে এমনি করিয়া বাঁধে। এইরূপে সমস্ত দিন কখন পূর্ণর সঙ্গেও কখন বা উমার সঙ্গে আলাপ করিয়া মোহের স্বর্ণ শৃঙ্খল পায়ে দিয়া, আসক্তির কারাগারে বন্দীরূপে কয়েক মাস কাটাইলাম। একদা আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন, "আমি আর কাশী ছাড়িয়া কত দিন এখানে থাকিব? বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়াছেন। আমি শীঘ্রই আবার যাবার আয়োজন করিব, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পূর্ণর বিবাহ দিয়া বধূটি দেখিয়া যাইবার সাধ আছে।" পরে তিনি সেই উদ্দেশে কোন কোন স্থানে ঘটক পাঠাইয়াছিলেন কাহার সহিত কিরূপ কথা চলিতেছে সমস্ত বলিলেন, সকল শুনিয়া আমি তন্মধ্যে আমার বৃদ্ধমানে পাঠকালীন আশ্রয়দাতা ব্রজ বাবুর পৌত্রীটি কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া সেই পাত্রটিই স্থির করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনিও "জানা ঘর" বলিয়া মহানন্দে সম্মত হইলেন। বিবাহের সমস্ত স্থির হইল। কলিকাতা হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী কর্ম্মচারীগণ ক্রয় করিয়া আনিল। নিরানন্দপুরে আবার আনন্দকোলাহল উঠিল, মহাসমারোহে আমার পূর্ণচন্দ্রের বিবাহোৎসব সমাধা হইল। উমার আনন্দের সীমা নাই, তাহার মাতাও মহানন্দে সুবচনা ষষ্ঠী মাকাল প্রভৃতির ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া নববধূ গৃহে আনিয়া বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাতসারে পুত্রবধূ মুখসন্দর্শন আমার অদৃষ্টে আর ঘটিল না। অন্তরালে থাকিয়া বধূমাতার ক্ষুদ্র সুচারু বদনখানি স্নেহপূর্ণ প্রাণে কতবার দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না, মা লক্ষ্মীর রূপখানি আমার প্রাণাধিক পূর্ণর সমযোগ্য বটে। বধূকে বসন ভূষণে সাজাইয়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনকে দেখাইয়া সকলে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। আমি অভাগা এই আনন্দোৎসবে প্রকাশ্যে কিছুতেই যোগ দিতে পারিলাম না, তবে সকলের আনন্দস্রোত আমার প্রাণতরীখানার দুঃখভার লাঘব করিয়া, ধীরে ধীরে তখনকার সুবাতাসে ভাসাইয়া সুখরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছিল ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উমা নিদ্রিতা বধূটিকে দেখাই-

যার জন্য আমাকে সেই ঘরে একবার ডাকিয়া লইয়া গেল, আমি নির্ব্বাক হইয়া অনেকক্ষণ সেই ছবি দেখিয়া পুল-কিত হইতেছিলাম। ,পূর্ণ প্রবেশ করিলে আমার চমক ভাঙ্গিল, সে এক প্রকার আমাকে টানিয়া আনিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া কহিল, "বাবা ওখানে কতক্ষণ ছিলেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন বাবা কেউ কি দেখ্তে পেয়েছে নাকি ?" পূর্ণ কহিল, "আজকের দিন বাড়ীতে গোলমাল কত ভাল মন্দ লোক আস্‌বে যাবে, আজ বেরিয়ে বড় হাল্‌কা কাজ হয়েছে। শুনেছেন ত রামচাঁদের পুত্র অনেক টাকার বিজ্ঞাপন কাগজে দিয়ে আপনাকে ধরিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। আমি যখন উপরে উঠি তখন বোধ হইল আমায় দেখে কে একজন মেয়ে মানুষ মুখে কাপড় টেনে দিয়ে সরে গেল. কি যে ঘট্‌বে জানি না।" পূর্ণ যখন এই কথা শেষ করিল আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলাম, পূর্ণ আমাকে সাহস দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল যেন প্রবাহিত আনন্দ-হিল্লোল ক্ষণকাল মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, আমার অক্ষালন ছাড়া বাড়ীর লোকের কাহারও আর শব্দটি পর্য্যন্ত পাইলাম না। ক্রমে রাত্রি অনেক হইলে, নিয়মমত উমা আমার রাত্রের আহার আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আহারের অনুরোধ করিতে লাগিল, ক্ষুধা থাকিলেও উৎকণ্ঠায় আমার আহারে রুচি হইল না, বার বার অনুরোধ করার পর আহারে বসিলাম। উমা অনেক কথায় অভয় জানাইয়া আমার ভোজনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আনা হইয়াছিল, অধিকাংশই পড়িয়া রহিল, তবু সে দিন উমার কাছে বসিয়া জন্মশোধ আহার করিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করিলাম। আমার আহারান্তে উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল, আমি ও নানা চিন্তায় অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কত রাত্রি তখন জানি না বোধ হইল ১২টা কি ১টা হইবে, সকলে নিদ্রিত আছে যেন আমার ঘর কে খুলিল, অতি সাবধানে অন্ধকারে কে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল "পালাও।" আমি হতবুদ্ধি হইলাম মনে হইল না যে জিজ্ঞাসা করি "কে তুমি" ভাবিলাম উমা বা পূর্ণ। যাহা হউক আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া একেবারে গৃহের বাহির হইলাম, মনুষ্যমূর্ত্তিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল কহিল "এস", সে যে পথ দিয়া যাইতে লাগিল আমিও চলিলাম। উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে দালান প্রাঙ্গন খীড়কী অতি-ক্রম করিয়া চলিলাম, বাগানে আসিয়া পড়িলাম, সেখানেও ঘোর অন্ধকার কিছু দেখিতে পাইলাম না, বুকের ভিতর দুর দুর করিতে লাগিল, দাঁড়াইলাম, তখন মূর্ত্তি কহিল "শীঘ্র এস" আবার চলিলাম, মূর্ত্তি ছুটিতে ছুটিতে চলিল আমার দেহ অবশ হইতেছিল ছুটিতে

পারিলাম না, একটু ছুটিতে গিয়া পা মোচড়াইয়া পড়িয়া গেলাম, অত্যন্ত আঘাত লাগিল, সেই বাগানের পাশে পড়িয়া যাতনায় কাতর হইতে লাগিলাম, আর কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ! কাহার সহিত আসিলাম? এ উমাও নয় পূর্ণও নয়, আমাকে কে এমন মায়া জাল বিস্তার করিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিল? যন্ত্রণা ভয় ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া মুমূর্ষবৎ পড়িয়া অনেক চিৎকার করিলাম, কোথাও কেহ নাই, কেহই উত্তর দিল না অনেকক্ষণ পরে একখানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, কে দুইজন আমাকে এক প্রকার বলপূর্ব্বক তাহাতে উঠাইল। আমি অবাক হইয়া মনে মনে বিপদকাণ্ডারী মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলাম। এবার বস্তুবিকই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল! যে যাতনায় আমার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। আমার হৃদয় মন বল বুদ্ধি সকলি আমার দেহ হইতে বিদায় লইল। জ্ঞান শূন্য ও নির্ব্বাক অবস্থায় আমার কতক্ষণ কাটিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না যখন চেতনা হইল, বোধ হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, চক্ষু মুছিয়া চারিদিক চাহিয়া বুঝিলাম এ স্বপ্ন নয়, সত্য আমি কারারুদ্ধ, মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, ভাবিলাম সেই অজ্ঞানাবস্থায় আমার মৃত্যু হইলেই আমার পক্ষে ভাল হইত। পায়ে যে আঘাত পাইয়াছিলাম তাহার বেদনা এখনও কিছুমাত্র কমে নাই, শরীর মন যতদূর বিকৃত অবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে একি অবস্থায় উপনীত হইলাম, দুঃখ লজ্জা অপমানের সীমা পরিসীমা নাই। এই ভাবে কয়েক দিন কাটিল, একদিন শূন্য নেত্রে আকাশ পথে চাহিয়া ভাবিতেছি, আমার পায়ের বেদনা ত কমিল, ক্রমে চলিতে পারিব, কিন্তু হায় আর সেই চিরসাধের গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলের সহিত মিলিতে পারিব না। সকল আশ ফুরাইয়া গিয়াছে, পাপের প্রতিফল ভোগ ছাড়া জীবনে আর কোন ভোগ নাই। আপনার জীবনের কাহিনী একে একে সকলগুলি মনে পড়িল, কাঙ্গালীর এত সম্পদ লাভ হইয়াও নিজ দোষে পরিণাম কি হইল? কি দুর্দ্দমনীয় মনবেদনা, আত্মগ্লানি মানবের হৃদয় দগ্ধ করিয়া, একেবারে ভস্মীভূত করে এ যাতনার শেষ নাই, ইহার সান্ত্বনা কোন বাক্যে নাই, শান্তি এ দেহমন্দির হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়হীন আশ্রয়বিহীন বাল্যজীবন ইহা অপেক্ষা সুখের, কারণ তখন যে ভূতলে অতুলনীয় স্থান স্নেহের আকর মাতৃক্রোড় আমার আশ্রয় ছিল, আজি সেই স্নেহময়ী জননী কোথা? পাতকী সন্তানের উচ্চারিত মাতৃ সম্বোধন পুণ্যবতী জননী আর গ্রহণ করিবেন না? তাই বুঝি অভাগাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, এখন বিশ্বজননী জগন্মাতাও কি ক্রোড়ে স্থান দিবেন না? তবে যে

পাণ্ডকীতারণ নাম ধরণীতলে বৃথা হবে। হায় জগজ্জননী অনাথকে অাশ্রয় দিয়াছিলেন, আমি নিজ দোষে সব হারাইয়া এখন অকূল পাথারে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছি। এই ভাবে আমি যখন নিজ চিন্তায় মগ্ন আছি, দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, তখন একজন রক্ষক আসিয়া কহিল, "আপনার কোন আত্মীয় আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন, বলিতে বলিতে পূর্ণ ও তৎপশ্চাৎ ব্রজনাথ রায় মহাশয় আসিতেছেন দেখিতে পাইলাম। বলা আবশ্যক আমি বর্দ্ধমানস্থ কারাগারে ছিলাম। পূর্ণ অনেক সন্ধানে সংবাদ পাইল যে দুষ্ট লোকে পুরস্কারের লোভে আমাকে ধরাইয়া দিয়াছে ও এখানে বন্দী আছি। সে তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে আসিয়া ব্রজনাথ বাবুর নিকট আমার সমস্ত ঘটনা জানাইয়া তাঁহার সহিত আমাকে দেখিতে আসিল। ব্রজনাথ বাবুকে দেখিয়া আমি লজ্জায় ঘৃণায় যেন মুখ তুলিতে পারিলাম না। এই পামরের জন্য তিনি কত যত্ন করিয়াছিলেন কত ভাল বাসিয়াছিলেন। ব্রজনাথ বাবু আমার কার্য্য স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেও আমাকে তাদৃশ ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া নিকটে আসিয়া সস্নেহ বচনে, সাশ্রুনয়নে আমার দিকে চাহিয়া আমার ও পূর্ণর অদৃষ্টকে অনেক নিন্দাবাদ করিয়া উপস্থিত বিপদে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন পূর্ণ সায় দিল, আমি সানুনয়ে কহিলাম আমাকে বাঁচাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করুন কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাইবেন না বিধির নির্ব্বন্ধ কাহার সাধ্য নাই যে খণ্ডন করে, যাহা হইবার বিচারে তাই হইবে, এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছি। এই কয়টি কথা হইতেই নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, পূর্ণ আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মাতা ও মাতামহীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের প্রবোধ দিতে বলিয়া দিলাম, ইতিমধ্যে কারাধ্যক্ষ আমাদের পিতা পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সশব্দে কপাট বন্ধ করিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রী যেন দুঃখের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিত হইল। জীবন-সমুদ্রে ঘোর বিষাদ তরঙ্গ ছাড়া তৎকালে আর কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, ভারাক্রান্ত শ্রান্ত দেহখানি কলের পুতুলের মত সেই দীন হীন শয্যাতলে আসিয়া পড়িল। এই রূপে আরও এক সপ্তাহ কাটিল, আমি কলিকাতায় কারাগারে নীত হইলাম, বিচারের দিন স্থির হইলে যথাকালে আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিল, বহু দিনের পর আমি জন সাধারণের মুখ দেখিলাম; সেই বহু জনাকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে আমার পূর্ণকে দেখিয়া তখনও যেন বক্ষঃস্ফীত হইল, দেখিলাম বুদ্ধ কর্ম্মচারী অর্থে বশীভূত করিয়া অনেক প্রজাই পূর্ণর পক্ষে করিয়াছে, রামচাঁদের পুত্রের দিকেও কম নয়। বিচার আরম্ভ হইল, সকল জবানবন্দী লওয়া হইলে পর শেষ আমার; আমি

সে সময় ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যথাযথ আনুপূর্ব্বিক সত্য ঘটনা কহিলাম। অনেক বাগ্বিতণ্ডা আলোচনার পর বিচারক আমার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আদেশ করিলেন, আমার মস্তকে যেন বজ্র পড়িল, ইহা অপেক্ষা আমার ফাঁসির হুকুম হইল না কেন? এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া পূর্ণ ও তাহার সঙ্গীগণ আমার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া ক্রোধে দুঃখে মুখ রক্ত বর্ণ করিয়া যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি রক্ষকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ স্থানে আসিলাম, পূর্ণ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। আমি স্নেহে বার বার পূর্ণর মস্তক আঘ্রাণ ও প্রবোধ দিতে লাগিলাম, আজ আর পূর্ণর ক্রন্দন কিছুতেই নিবারিত হয় না, সে বলিল "আমি ঘরে গিয়ে মা দিদিমাকে কি বলিয়া বুঝাইব, তাঁরা আর কোন আশ্বাসে জীবন ধারণ করিবেন" এই বলিয়া তাহার রোদন শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। আমি বলিলাম, "পূর্ণ তুমি দৃঢ়চিত্ত পুরুষ হয়ে যদি এখন অবুঝ হও তবে তাঁরা স্ত্রীজাতি তাঁদের অধৈর্য্য হইবারই ত কথা, তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাদের গিয়া সান্ত্বনা দাও। আমার এই শেষ কথা জীবনে কখনও ভুলিও না, নীতি ধর্ম্ম পথের নির্দ্দিষ্ট সীমার বহির্ভাগে প্রাণান্তেও দৃষ্টিপাত করিও না, যথাসাধ্য পরোপকার দান, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিও। বিশ্বেশ্বরের চরণে জীবন মন সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব জীবে সম দয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিও। আমার আর কিছু বলিবার নাই।" এই বাক্য কয়টি শেষ করিতে আমার মনের অবস্থা দারুণ যন্ত্রণাময় হইল, এ দিকে আমাকে বলপূর্ব্বক বদ্ধস্থানে আনিয়া বাহিরের দ্বার অর্গল বদ্ধ করা হইল, ঝঞ্ঝন শব্দে লৌহদ্বার আমাকে মর্ম্মভেদী শিক্ষা দিয়া যেন কহিল স্বজন ও নির্জ্জনের সন্ধিস্থলে আমি দণ্ডায়মান, চুপ্ রও। বাহিরের কলরব আর কিছুই শ্রবণগোচর হইল না, ভীষণ নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছু নাই, তাহার মধ্যে পড়িয়া আমি যাতনায় বিলাপ পরিতাপ করিয়া কয়দিন কাল ক্ষেপ করিলাম। আশাই মনুষ্যকে প্রাণ দিয়া রাখে, সেই এক মাত্র চির আকাঙ্ক্ষিত জীবনের অবলম্বন আশা যখন মনুষ্যের কাছে বিদায় লয়, সে দিন যে কি ভীষণ যাতনার দিন, যে কেহ নিজে এ অবস্থায় কখন পড়িয়াছে সে ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না।

সেই আমার জীবন-কাহিনী পুস্তকের শেষ পরিচ্ছদ, যে দিন উমা ও পূর্ণ আমার সহিত শেষ দেখা করিয়া গেল, অভাগিনীর সে বিষাদময়ী মূর্ত্তিখানি ও হৃদয়ভেদী বিলাপ ধ্বনি, একেবারে চিতানলে ভস্মীভূত না হইলে আর ভুলিব না। যে পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা রমণী জীবনে অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, পাপ কলঙ্কিত স্বামীকে কোন দিন অবজ্ঞা করে নাই, চিরজীবন যাহাকে ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, সেই পাপ সপ্রমাণ-

কারী কারাগৃহে যে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া বার বার বিনা কারণে মার্জ্জনা চাহিয়া, আমার বিচ্ছেদে শূন্য প্রাণে চলিয়া গেল তাহার আমি কি করিলাম ? এত মধুর পবিত্র ভাবের প্রতিদানে তাদের বংশে কলঙ্ক বজ্রপাত করিয়া বিচ্ছিন্ন হইলাম। উমার অবস্থা যেমন শোচনীয়, সে দিন পূর্ণকে তত বিচলিত দেখিলাম না, পূর্ণ বিষাদ গম্ভীর স্থির অচল ভাবে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া জননীকে সযত্নে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেল, চিরদিনের জন্য আমার নয়ন পথের অতীত হইল মনে হইল আমার প্রাণবায়ু নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে ফাটিয়া যেন বাহির হইয়া যায়, সেই দুর্দ্দমনীয় মনঃপীড়ায় ভূমে পড়িয়া কাতর হইতে লাগিলাম, এ মনবেগ শান্ত হইবার উপায় বিশ্বেশ্বরের চরণ বিনা আর কিছু নাই, সেই অগতির গতিকেই প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম।

পরদিন আণ্ডামান পথে আমাদের জাহাজ ছাড়িল, কয়েকজন আমারই মত অভাগা, এবং রক্ষী বৈদ্দ কর্ম্মচারীগণকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া তরী ভাসিল, যতক্ষণ ভূমিখণ্ড বৃক্ষশাখা সৌধচূড়া সমূহ দেখা গেল সতৃষ্ণ নয়নে দেখিলাম, ক্রমে সকলই অস্পষ্ট হইয়া আর কিছুই দেখা গেল না, মনে পড়িল চিরজন্মের মত জন্মভূমি দারা পুত্র সকলি ছাড়িলাম, আমার সম্মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, প্রাণ শূন্য বোধ হইল, আমি যেন জীবিত নাই মাতৃভূমির উপকূলে সকলি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি ভাবিলাম। আর হৃদয়ে বেদনা নাই, চক্ষে জল নাই, দেহে বল নাই, আমার যেন আর কিছু নাই, আমি যেন আর সে আমি নাই, সকলি ফুরাইয়াছে।

নির্ব্বাসন অবস্থা।

যথা সময়ে আমরা আণ্ডামানে পৌছিলাম, এখানে বিধাতা দয়া করিয়া যেন আমাকে নব জীবন দান করিলেন। স্বর্গীয় সান্ত্বনা জ্যোতি ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনের ঘোর বিষাদ অন্ধকার দূর করিল, রোদন বিলাপ মাতৃভূমির তীরে রাখিলাম। তাহাকে থাকিতে থাকিতে রক্ষীগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও অপরাপর লোক সকলেরই আমার প্রতি কিছু মমতা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। রক্ষীগণ দূরে দূরে অপর বন্দীর কাছে কাছে থাকিত। আমি সর্ব্বদাই একা সমুদ্রতীরে, উচ্চ শীলাতলে বসিয়া সাগর ও প্রকৃতিশোভা নিরীক্ষণ করিতাম। অপরাপর ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে গুরুলঘু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ভার ছিল, উপরওয়ালাগণের অনুকম্পায় আমি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। অতীত স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যাকুল না হয়, সর্ব্বদা এই ভাবে সংযত থাকিতাম। সমুদ্রকূলে ভ্রমণ ও সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। এই রূপে দিনে দিনে মন শান্ত, দৃঢ় ও একা-

গ্রতা পূর্ণ হইলে, এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপন করিয়া পাপক্ষয় মানসে ও মনের শান্তি লাভ বাসনায় সাধ্যমত যোগাভ্যাসে রত হইলাম; ক্রমে একটী একটী করিয়া কয়েকটি শিষ্য হইল, আমার অভিনব জীবন আরম্ভ হইল, অতীত চিন্তা দিনে দিনে বিস্মৃতির কোলে লুকাইয়া গেল, জগদীশ্বরের মহা-কৃপাবলে একে একে সমস্ত হৃদয় দগ্ধ-কারী যন্ত্রণার কথা ভুলিতে লাগিলাম। কেবল সাধ্বী পত্নী ও প্রাণাধিক প্রিয়-তম পুত্রমুখ আর ভুলিলাম না, সে স্মৃতি বৃশ্চিকবৎ আমার হৃদয় দংশন করিয়া উঠে, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তখনি সে মনবেগ প্রশমিত হয়। বহুকাল পরে এখানে কোন নবাগত পরিচিত লোকের নিকট শুনিলাম যথাসময়ে আমার পূর্ণ একটী পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান লাভ করিয়াছে। সাধ্বী উমাকালী পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার জননীর কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। বামা এখনো জীবিত থাকিয়া সংসারে সেইরূপ কর্তৃত্ব করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় বধূটিও অতি সদ্‌গুণসম্পন্না হইয়াছে। উমার মৃত্যু সংবাদে হৃদয়ের শোণিত প্রকৃতি বশে কিয়ৎক্ষণ বেগবান হইল বটে কিন্তু স্থির হইয়া বুঝিলাম, যে ইহলোক ছাড়িয়া তাহার ভালই হইয়াছে। ধর্ম্মশীলার আত্মার সদ্‌গতিই হইবে দেহ যন্ত্রণারও অবসান হইয়াছে।

যে সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর মধ্যম পুত্র ভারতাগমন করেন সেই উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, আমি স্বইচ্ছায় তাহাতে বাধা দিয়া, এই স্থানেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায় জানাইলাম, কর্তৃপক্ষগণ দয়া করিয়া আমার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, সেই অবধি আমি এখানে আর বন্দীরূপে বাস করি না। এই সঙ্গীগণ আমাকে নিরতিশয় যত্ন সহকারে সেবা করিয়া এই স্থানই আমার অবশিষ্ট জীবনের চিরবাসস্থান প্রায় আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। এখন ঈশ্বরকৃপায় এখানে আমি সচ্ছন্দে বাস করিতেছি। আমার অনুরোধ ফিরিয়া গিয়া আপনি আমার শারীরিক কুশল বার্ত্তা দেশে পাঠাইয়া দিবেন।” যে দিন বৃদ্ধ এই জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করিলেন তাহার পর কলিকাতার কর্ম্মচারীগণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে কাশীনাথ বাবু শিষ্য কয়েক-জনের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্ণবপোতে আরোহণের দিনে বৃদ্ধ তাঁহাকে এরূপ ভাবে বিদায় দিলেন সকলেই মনে করিল যেন তাহারা পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশের প্রত্যাগমন কালে তিনি দ্বীপ বেষ্টিত জলরাশি মূলে পতিত সামুদ্রিক শঙ্খ শম্বুক, বেত্রকানন হইতে সুদৃশ্য যষ্টী সমূহ ও তথাকার বনশাখাবিহারী শাবক সংগ্রহ করিয়া আণ্ডামানের বিপিন শ্রেণী হইতে বন্দীগণ বিনির্ম্মিত কয়েকটী দ্রব্য ও এই কয়টী জীবনের পরিবর্ত্তনময় কাহিনী লইয়া নিজ সন্তান সন্ত ত ও

আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে সাদরে উপহার দিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

মায়ের প্রতি।

মা গো,

এত দিন ধরে, এত স্নেহ করে,
সঁপিলা পরের হাতে।
এত কষ্ট স'য়ে, এত দুঃখ পে'য়ে,
পে'লে ছিলে পরে দিতে
বল মা আমায় নিঠুরের প্রায়,
কেমনে সঁপিলা পরে ;
কেমনে আমারে, চিরদিন তরে
দিলে মা, পরের করে ?
তুমি ত আমারে, মুহূর্ত্তের তরে,
দিতে না কভু মা ছেড়ে
কেমনে মা, এবে, ছেড়ে বল তবে,
আছ মা গো! তুমি মোরে ?
আমি ত তোমারে, ক্ষণিকের তরে,
পারি না ভুলিতে হায়,
তোমার লাগিয়া, জ্বলিয়া, পুড়িয়া,
মম হৃদি, মা গো যায়।

শ্রীমতী হেমন্ত বালা দত্ত।

চিন্তা-প্রসূন।

প্রেমলতা। সুরমা, তুমি শীগ্‌গির চলে যাচ্ছ শুনে, আজ তোমায় দেখ্‌তে এলাম।

সুরমা। হঁ্যা,—আমি পরশু দিনই শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি। আমার সেই দিনকার প্রশ্নের উত্তর আজ চাই। আবার কবে দেখা হ'বে কে জানে ?

প্রে। তোমার যখনই কোন বিষয় মনে হইবে, তার উত্তর যদি আমার দেবার মতন হয়, আমায় জানাবে। আমি সাধ্যমত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

সু। এখন থেকে তাই করবো। সে দিন তুমি বল্‌ছিলে, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সমূহের ইচ্ছাধীন না হওয়াই স্বাধীনতা। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যে সকল প্রবৃত্তি আছে, আমরা যদি তাদের হাতে আমাদের অর্পণ করি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে তাদের অধীন অর্থাৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে রইলাম। ভগবৎ প্রদত্ত স্বাধীনতা আমাদের আর রহিল না। এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম প্রভৃতি সদ্ভাব ক্রমশঃ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। সেই স্বাধীনতাটী কি তাই জান্‌তে চাই।

প্রে। মানব ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু তার হৃদয়ে অনন্তের অনন্ত আভা প্রতিফলিত। ভগবান মানব হৃদয়ে জ্ঞান, পুণ্য, প্রেমের বীজ নিহিত করিয়া তাহাকে জগতে পাঠাইয়াছেন। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলিও মানবকে দিয়াছেন। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে এই প্রবৃত্তিগুলির সমুচিত ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মাধীন রাখিবে ; জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, এবং এই জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া, জ্ঞান, পুণ্য, প্রেমের অক্ষয় প্রস্রবণ যিনি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া

তাঁহাতে মিলিত হইবে। নিশি দিন তাঁহাতে সঞ্জীবিত থাকিয়া তাঁহার বাণী স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে, জীবনের পথ চিনিতে পারিবে এবং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। ইহাই মানব জীবনের আরাধ্যানীয় সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরামের মূল; এবং স্বাধীনতার সোপান।

সু। স্বাধীনতার অর্থ নিজের অধীন হওয়া, কিন্তু তোমার কথায় বুঝাইতেছে যে ভগবানেতে আত্ম-সমর্পণ করাই স্বাধীনতা। স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বল, ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

প্রে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, স্বাধীনতার অর্থ নিজেরই অধীনে থাকা। কিন্তু স্ব বলিতে যে 'আমি' বুঝায়, সেই আমির অর্থ কি? আমার আমিত্ব, আমার অস্তিত্ব কোথায়? যাঁহাকে লইয়া আমি, যাঁহাকে লইয়া আমার সকল, যাঁহার মধ্যে আমরা নিরন্তর সঞ্জীবিত রহিয়াছি, যাঁহাকে ছাড়িলে 'আমি' বা 'আমার' বলিতে আর কিছুই থাকে না, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করাই যথার্থ স্বাধীনতা নহে ত আর কি বল?

সু। এখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই স্বাধীনতা লাভই আমাদের জীবনের পরম ধন। এবং এই স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের জীবন তাঁর পানে উন্মুক্ত হউক, ব্যাকুল হউক। ইহাই প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি।

ইলিয়েড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রীক্‌সৈন্যগণ ট্রয় রাজ্যের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ট্রোজানগণ নগরের প্রাচীর মধ্যে বন্দী রহিল। বীরশ্রেষ্ঠ একিলিসের নামে বিপক্ষ সৈন্যদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

গ্রীকসৈন্যদিগের মধ্যে একিলিস ও এগামেমনন দুইটি প্রধান বীর ছিলেন। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দীতা ছিল। উভয়েই নিজ পরাক্রম অপরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিতেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে এই দুই সেনাপতির মধ্যে বিবাদ ঘটিল। এস্থলেও বিবাদের মূল একটী সুন্দরী রমণী।

গ্রীকশিবিরের মধ্যে রোগের উৎপাৎ হইল। কোন কারণে Apollo সূর্য্য-দেবতা (যিনি সকল রোগের প্রবর্ত্তক) রুষ্ট হইয়া গ্রীকশিবির মধ্যে রোগ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকসৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যাল্কাসের নিকটে দেবতার অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে সময়ে (Mantis) মান্‌টিস্‌ ভবিষ্যদ্বক্তাগণ বংশ পরম্পরায় ঐ কার্য্যই করিতেন এবং এরূপ প্রথা ছিল যে যুদ্ধ-গমনকালে একজন মান্‌টিস সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইত, এবং কোন সৈন্য যুদ্ধে যাইবার সময় বা কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মান্‌টিসের নিকটে দেবতাদিগের ইচ্ছা জানিয়া লইতেন।

এগামেমননের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায়, ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যাল্কাস দেবতার অসন্তুষ্টির কারণ জানিয়াও তাহা বলিতে সাহসী হন নাই।

একিলিস ক্যাল্কাসকে অভয় দান করিয়া বলিলেন, "তুমি কাহারও বিরুদ্ধে বলিতে ভীত হইও না, যদি এগামেমননের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তাহাও নির্ভয়ে জ্ঞাপন কর।" তখন ক্যাল্কাস সাহস পাইয়া বলিলেন এগামেমননই প্রকৃত দোষী। গত যুদ্ধে তিনি সূর্য্য দেবতার পুরোহিত ক্রাইসিসের কন্যাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন ক্রাইসিস এগামেমননের শিবিরে গমন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ও কন্যা বিনিময়ে বহু অর্থও দান করিতে চাহিয়াছিলেন। এগামেমননের হৃদয় সেই কতির প্রার্থনাতেও বিগলিত হইল না তিনি তাহাকে কুকথা বলিয়া নির্দ্দয় ভাবে সে স্থান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে ক্রাইসিস বিশেষ অপমানিত হইয়া তাঁহার দেবতার নিকটে শত্রুকে শাসন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সূর্য্য দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ স্বরূপ শিবিরে এই রোগ প্রেরণ করিয়াছেন।" একিলিস্ তৎক্ষণাৎ বন্দিনীকে মুক্তি দিবার জন্য এগামেমননকে আদেশ করেন। এগামেমনন ক্রোধে অপমানে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তথাপি নিরুপায় হইয়া বন্দিনীকে মুক্তিদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর একিলিসের সহিত তাঁহার ঘোর বিবাদ হইল। এগামেমনন একিলিসকে বলিলেন, "ক্রাইসিস কন্যার পরিবর্ত্তে তোমার নিকটে যে ব্রাইসিস নাম্নী সুন্দরী বন্দিনী আছে তাহাকে আমাকে দান করিতে হইবে।" ক্রাইসিস কন্যার মুক্তিদানে সভাস্থ সকলের অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা এগামেমননের এ কথায় কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি করিলেন না। কিন্তু একিলিসের স্বভাবতঃ উদ্ধত প্রকৃতি এইরূপ অপমানে জ্বলিয়া উঠিল তিনি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার তরবারি অর্দ্ধ উন্মোচন করিলেন। সুরলোক হইতে দেবী জুনো তাঁহার প্রিয় সৈন্যদলে এরূপ বিবাদের সম্ভাবনা দেখিয়া অনিষ্ট ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দেবী মিনার্ভাকে সৈন্য শিবিরে প্রেরণ করেন। দেবী মিনার্ভা উত্তেজিত একিলিস্কে সান্ত্বনা বাক্যে নিরস্ত করিলেন। তিনি একিলিস ভিন্ন আর কাহারও সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন না, সভাস্থ অন্য কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। দেবী মিনার্ভা চলিয়া যাইবা মাত্র একিলিস তাঁহার শত্রুর দিকে চাহিয়া স্বীয় মণি মুক্তা-খচিত রাজদণ্ড স্পর্শ করিয়া এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিলেন "জানিও শোণিত-প্লাবিত গ্রীস আর সকাতরে একিলিসকে আহ্বান করিলেও পাইবে না, যখন শত্রুকুল বিনাশ করিয়া বিজয়ী হেক্টার রুধির-রঞ্জিত কূলে পর্ব্বত সমান মৃত দেহের স্তূপ সাজাইবে তখনই তোমার হৃদয়ে

অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। আত্মরক্ষণে তখন নিরুপায় হইবে, বুঝিবে কি কুক্ষণে তোমার এই ঔদ্ধত্য বীরাগ্রগণ্য একিলিসকে চিরদিনের মত গ্রীসের শত্রু করিল।" এই বলিয়া একিলিস তাঁহার হস্তস্থিত রাজদণ্ড সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া মৌনীভাবে উপবেশন করিয়া থাকিলেন। এগামেমনন ইহার প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময়ে প্রাচীনপ্রবর নেষ্টার (Nestor) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে সভাস্থ সকলে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তিন পুরুষানুক্রমে সকলেই এই শুভ্রকেশ দলপতির নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। বৃদ্ধ নেষ্টারের সুমিষ্ট উপদেশ ও পরামর্শ শ্রবণ করিতে সকলে ভালবাসিত। নেষ্টার উভয় বীরকে মিষ্ট বাক্যে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "গ্রীকগণকে ধিক! শত্রুগণ তোমাদের বিবাদের কথা শ্রবণ করিলে আনন্দ করিবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের দুইজনকে জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বাক্য শুনাইলেন ও সৎ পরামর্শ দান করিলেন। সেনাপতিদ্বয় কিছুক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া পরস্পরে রোষভরে কয়েকটি কথা বলিয়া সভা পরিত্যাগ করিলেন। একিলিস্ তাঁহার বিশ্বাসী অনুচর প্যাট্রক্লাস সহ নিজ শিবির মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এগামেমনন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্যোগী হইলেন। কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর ও বৃদ্ধ ইউলিসাস সহিত ক্রাইসিস-কন্যাকে ক্রাইসা দ্বীপে প্রেরণ করিলেন, তৎসঙ্গে বহু উপহার দান করিলেন এবং সহস্র বলদ বলিদান করিয়া সূর্য্য দেবতাকে উৎসর্গ করিলেন। ক্রাইসাস, কন্যার মুক্তিলাভে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ দেবতার নিকটে গ্রীক-শিবির রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। সৈন্যশিবির হইতে রোগ দূর হইল।

(ক্রমশঃ)

পাক বিধি।

ডুমুরের কুকেট।—প্রথমে, কচি কচি ডুমুর বাছিয়া লইবে। পাকা ডুমুর, খাইতে তত সুখাদ্য নহে; এজন্য সকল খাদ্যে কচি ডুমুর ব্যবহার করিবে। ডুমুরগুলি হয় আস্ত, নতুবা দুখানি করিয়া কাটিয়া, জলে ফেলিবে। এইরূপে সমুদয় ডুমুর কুটা হইলে, জল হইতে তুলিয়া, একটি হাঁড়িতে জলসহ জ্বালে বসাইবে, এবং সুসিদ্ধ হইলে, উনান হইতে নামাইয়া লইবে। ঠাণ্ডা হইলে, শিলে বাটিয়া, অন্য পাত্রে রাখিবে। এই সময়, বাটা ডুমুরের পরিমাণ বুঝিয়া, লঙ্কা * ও আদা বাটিয়া রাখ।

* ফুলুরি কিম্বা কোপ্তা বা চপে, কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করিলে, এক প্রকার সুখাদ্য হইয়া থাকে। কাঁচা লঙ্কার অভাবে, শুষ্ক লঙ্কা ব্যবহার করিবে। আর রুচি অনুসারে পিঁয়াজ-বাটাও ব্যবহার করিতে পার।

এদিকে, পাকপাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া দাও, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ময়দা দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাক; লাল্‌চে বর্ণ হইলে, ডুমুরবাটা ঢালিয়া দাও। অনন্তর, তাহাতে লবণ এবং মরীচের গুঁড়া দিয়া, ভাজিয়া, নামাইয়া রাখ। হাতসওয়া ঠাণ্ডা হইলে, এই ভাজা বা কসা ডুমুরবাটা হইতে এক একটি লেচি কাট, এবং তাহা পাস্তোয়ার মত লম্বা আকারে গঠন কর। এইরূপে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখ।

এখন, দধি, লঙ্কার গুঁড়া এবং সামান্য পরিমাণ লবণ এক সঙ্গে গুলিয়া, ফেটাইয়া লও। এদিকে, একখানি তৈ উনানে বসাও, এবং তাহাতে ঘৃত কিম্বা খাঁটি সরিষার তৈল ঢালিয়া দাও। যখন দেখিবে, উহার গাঁজা মরিয়া আসিয়াছে, তখন গঠিত এক একটি ক্রুকেট, দৈ-গোলাতে ডুবাইয়া তুলিয়া, চপের ন্যায় সুজি মাখাইয়া, উহাতে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখ। এইরূপে সমুদয় ক্রুকেটগুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লও এবং গরম গরম আহার করিয়া দেখ।

ভোক্তাদিগের রুচি অনুসারে, লঙ্কা ও পিঁয়াজের পরিমাণ অল্পাধিক ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণরেণু।

তপস্যা রথের ন্যায় গম্যস্থানে যাইবার জন্য উপায়।

ধন মানে মুগ্ধ হইবে না, কেন না এ সকলই অসার।

ভক্তের স্থান পরপদতলে পরস্কন্ধে বা পরের মস্তকে নহে।

ভক্ত বিনয়ী হইয়া আপনাকে ভাল না বেসে পরকে ভালবাসে।

তিনি ধন্য যিনি অহঙ্কৃত ভাবে পরোপকার করেন না কিন্তু ভক্তি ভাবে পর-সেবা করেন।

তোমাদের মধ্যে তিনিই যথার্থ সাধ্বী এবং পুণ্যবতী যিনি অটল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন ঈশ্বর আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন।

তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ বুদ্ধি-মতী এবং সুখী, যিনি বলেন "আমার ঈশ্বর আমার প্রাণমন্দিরে," এবং যিনি যথার্থই বিশ্বাসী এবং ভক্ত হইয়া আপনার ঈশ্বরকে আপনার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা রাখিয়া দেন, সেই ব্রহ্মকন্যার মৃত্যু নাই, তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের পরশমণি, ঈশ্বর দর্শন তাঁহার চক্ষুর ভূষণ, ঈশ্বর গুণ গান তাঁহার বদনের ভূষণ, ঈশ্বরনাম শ্রবণ তাঁহার কর্ণের ভূষণ, ঈশ্বর চরণ সেবা তাঁহার হস্তের ভূষণ।

২৭ বর্ষ] পৌষ, ১৩১১। [৯ম সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. JANUARY, 1905. No. 9.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সর্ব্বত্র—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

(Postage Extra)

In English.

		Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
	Ditto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

Keshub Chunder Sen's Portraits.

A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ... 1 0

Minister in the attitude of prayer. 0 8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

In Bengalee.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৶০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১॥০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১॥০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	॥০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	॥০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	॥০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	॥০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	॥০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	॥০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	॥০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৴১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৴১০

---

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.

† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ] কলিকাতা পৌষ ১৩১১, জানুয়ারী ১৯০৫। [৯ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এক্ষণে কাগজের বোতল প্রস্তুত করা হইতেছে।

পৃথিবীতে যত সংবাদ পত্র আছে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৪ খানি করিয়া ইংরাজী ভাষায় লিখিত!

নিউইয়র্কে একটী আশ্চর্য্য প্রজাপতি ১৫৪১৫৲ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। উহা লর্ড রথচাইল্ড ক্রয় করিয়াছেন।

পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে ৩৬০০০,০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে। তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রায় ৭০টি করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে!

এবিসিনিয়ার সম্রাট মিনিলিক, প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টকে অভিনন্দনস্বরূপ একটী সিংহ, একটী জেব্রা, দুইটী অষ্ট্রীচ্ পক্ষী ও দুইটী বানর প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি সূর্য্য মধ্যে একখণ্ড অন্ধকারাবৃত স্থান পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বেদেরা বলিতেছেন ঐ স্থান হইতে কোন উত্তাপ বাহির হইতেছে না।

রুষিয়াতে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে একটী বৃহৎ ভোজ হয়, উহাতে পাত্র ও পাত্রী উভয়ে উপস্থিত থাকে এবং সে স্থানে পাত্রী তাহার একটী কেশগুচ্ছ কাটিয়া সাক্ষীদিগের সম্মুখে পাত্রকে দান করে ও পাত্র তাহার পরিবর্ত্তে পাত্রীকে একটী রৌপ্য অঙ্গুরীয়, মিষ্টান্ন (Cake) রুটি ও লবণ দান করে। ইহা দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধ-বন্ধন দৃঢ় করা হয়। পাত্র পাত্রীর সম্মতি বিনা কাহারও সাধ্য নাই যে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলে। বন্ধন মুক্ত করিতে হইলে পাত্র পাত্রীকে কেশগুচ্ছটী ও পাত্রী পাত্রকে অঙ্গুরীয়টী ফিরাইয়া দেয়। এই নিয়ম রুষিয়াতে বিশেষতঃ উত্তর রুষিয়াতে বিশেষরূপে প্রচলিত। যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র তাহারা অর্থাভাবে টিনের অঙ্গুরীয় দান করিয়া থাকে। বংশপরম্পরায় পরিবার মধ্যে ঐ অঙ্গুরীয়টী যত্নে রক্ষিত হয়। কিন্তু উহা দুইবার ব্যবহৃত হয় না।

যোগ।

শ্রীআচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণ।

হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ আমি কে চিনাইয়া দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে সে কে? সে কেমন? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসা করিয়া আছ কেন? ওরে আমার মন ১১ মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন? সেখানে আদর হইত না? এখানে কেন? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়ি পাড়ায় বাসা করিয়া রহিলি? কার পুত্র—তোর বাপের নাম কি? ছিলি কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয় গ্রামে? কি খাচ্ছিস্ সেখানে? চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলি কেন? ৫০।৬০ বৎসরের জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দ্রিয় গ্রামে থাকিবি? মন, তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয় ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে; মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়? হায় রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয় গ্রামে যে আসে তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু,—ভাগবতী তনু—দেবতনু,—পশুতনুতে কাজ কি? তোমার মার বাড়ী চল। ভাব, আত্মা, এখন কোথায় চলিলে। তোমার মার চিঠি আসিয়াছে, উৎসব আসিতেছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চল রে আমার মন। বাপ মা ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাক্‌তে আছে? জয় জয় জগদীশ বলে জাগ। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরি-সন্তান, ব্রহ্ম-পুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন, চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে আর দৌড়েছে। অশরীরী আত্মা দৌড়েছে। মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতর এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আয় কে দেখ্‌বি। আয় মজার জিনিষ। আমার ভবে পঞ্চভূত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেতদেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় উড়িয়া গেলে? পাখী আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝি হরে নিলেন। আত্মা তাঁর কাছে চলে গেল। আর, জননী, খাঁচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা কহিবে, সে মানুষ তোমার ভিতরে গিয়াছে। আর প্রেতের মুখে ব্রহ্মোপাসনা কি সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাঁচার ভিতরে ছিলে যে তুমি তোমার

কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, তোমায় আর বাঁধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে, শিরাগুলো পুড়িয়া আছে। যাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্‌তে এসেছিলে তুমি। সংসারের কত সুখ তোমাকে দিলাম। যাকে এত ভালবাস! তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্‌ছ? ভগবান, ও ভগবান! পিতা পুত্রের কি কথোপকথন হয় খাঁচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে তব পাদপদ্মে স্থান দিও। তোমার ধনকে তুমি নেবে, খাঁচার অধিকার কি তাকে রাখে? যারে মন, যা। হে ঈশ্বরি, নাও; ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সুখে রাখ। প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্ন ভক্তি-ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া একখানি বৈরাগ্য কাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দ রস তৃষ্ণার সময় দিও। খেলা করিতে চাহিলে তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও। আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি। আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।

মহাপ্রয়াণ।

কত জীব আসে যায় এ ভব সংসারে
জল বুদ্‌বুদের প্রায় উঠিয়া মিলায়
নাহি থাকে চিহ্ন তার জীবনান্তে আর!
কিন্তু এ অবনীতলে ধন্য সেই জন;—
মরণেও যার স্মৃতি লুপ্ত নাহি হয়,
মানব হৃদয়-রাজ্যে চির-অধিষ্ঠিত,
থাকে যেই জন নিজ প্রতিভার বলে!

(১)

যে দিন মহাপ্রস্থান করিয়াছ হায়!
কাঁদাইয়া পরিজন কাঁদায়ে জগত,
ব্রহ্মানন্দ! হ'লে যবে পরব্রহ্মে লয়
আজি সে পবিত্র দিন পুনঃ সমাগত!

(২)

তাই মোরা এক বিন্দু নয়নের জলে,
হৃদয়ের ভক্তি প্রেম আসিয়াছি দিতে,
লও দেব কৃপা করি! এই ফুলদলে;—
হয় যেন তব পূজা এ দীন ভারতে!

(৩)

যে মহাধর্ম্মবিধান করিয়া প্রচার,
কত পতিত মানবে দিলে দিব্য জ্ঞান!
কেমনে জগত সেই ভুলিবে তা আর?
স্বর্গের প্রেরিত সেই নূতন বিধান!

(৪)

তুমি তো গিয়াছ চলে সাধি নিজ কাজ
বহু দিন এ ধরায় পাই না দেখিতে
ওই পবিত্র মূরতি,—কিন্তু তব ধর্ম্ম
জাগ্রত জীবন্ত ভাবে রয়েছে ধরাতে!

(৫)

থাক তুমি স্বর্গবাসে হে মহা-আত্মন্!
ভুলিও না আমাদের আত্মার কল্যাণ,

কেবা আর আছে বন্ধু তোমার মতন ?
দেখাইয়া দিলে তুমি মুক্তির বিধান !

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

গল্প।

রাজা রামহরি রায় খুব বড় জমীদার, তাঁহার বহু ধন সম্পত্তি ছিল। তিনি উপাধিতে রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য রাজার মতই ছিল। রামহরি কলিকাতায় কয়েক বৎসর ছিলেন। তিনি খুব বড় অট্টালিকায় বাস করিতেন, দাস দাসী গাড়ী ঘোড়ার অন্ত ছিল না। রামহরির সঙ্গে আলাপ করিতে পারিলে সকলেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিত।

রামহরির দুইটি মাত্র কন্যা। কন্যা দুইটিকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামহরি খুব ইংরাজী আচার ব্যবহার ভালবাসিতেন। তাঁহার বাড়ীটি ইংরাজী ধরণে সাজাইয়াছিলেন। স্ত্রীকে বেশ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামহরির বাটীতে প্রায়ই Party বা Dinner হইত। বাঙ্গালীদের চেয়েও সাহেবদের সহিত রামহরি বেশী মিশিতেন। রামহরির স্ত্রী দেখিতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। কন্যা দুইটি পরমাসুন্দরী ছিল। রামহরি বাটীতে মেম রাখিয়া মেয়েদের পড়াইতেন ও বাদ্য সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। মেয়ে দুটি ইংরাজী যেমন শিক্ষা পাইল, তেমনি আবার রামহরি পণ্ডিত রাখিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রামহরির মেয়ে দুইটির নাম, সরমা ও প্রতিমা। কোনটি যে অধিক সুন্দরী বলিতে পারা কঠিন। তবে অধিকাংশ লোকে সরমাকেই অধিক সুন্দরী বলিত। সরমা শান্ত ধীর তাহার গৌরবর্ণ দেহখানি সুগঠিত, অল্প রোগা ও অল্প লম্বা। ঘন কেশ ছিল, মুখখানি বড় সুন্দর ও সুকোমল। প্রতিমা ও সরমার এই প্রভেদ সরমা শান্ত ধীর নম্র, প্রতিমা প্রফুল্ল স্বভাবা সর্ব্বদাই তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে হাসি। প্রতিমার দেহখানি ছোট মুখখানি ছোট সব ছোট ! রামহরি দুইজনকেই বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার সংসারে কোন অভাব ছিল না। তবে তিনি যদিও তাঁহার কোন অভাব আছে মনে করিতেন না, অন্য সকলে তাঁহার একটী পুত্র সন্তানের অভাব বড় মনে করিত, তাঁহার স্ত্রীও এই অভাব মনে করিতেন। পুত্র না থাকিলে এই অতুল বিষয় ঐশ্বর্য্যের কে উত্তরাধিকারী হইবে ?

সরমা যখন ছয় বৎসরের ও প্রতিমা পাঁচ বৎসরের তখন তাহাদের সংসারে প্রথম বিপদ আসিল। তাহাদিগের মাতা রোগাক্রান্ত হইলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সুখের সংসার-ছারখার হইল। সংসারের লক্ষ্মী চলিয়া গেলে আর কি সে সংসারে শ্রী থাকে ? বালিকা দুইটি অসহায় হইয়া পড়িল। রামহরি শোকে উন্মাদের ন্যায় হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, এ

শোক প্রথমে হইয়াছে, সময়ে যাইবে, মেয়েগুলি শিশু তাহাদিগকে কে প্রতিপালন করিবে? রামহরি পুনর্ব্বার নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন। কিন্তু রামহরির অন্তরের ভাব কেহ জানিতে পারিল না। তিনি কলিকাতার বাড়ী ও গাড়ী ঘোড়া সব বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। পুরাতন একটী দাসী ও একজন ভৃত্য ছাড়া সকলকে বিদায় দিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কন্যা দুইটীকে সঙ্গে লইয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। কোথায় কোন দেশে যে গেলেন কেহই জানিতে পারিল না।

রামহরির আত্মীয় স্বজনও কেহ কলিকাতায় ছিল না যে তাঁহার খোঁজ লইবে। বন্ধু বান্ধবেরা সংবাদ জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু না পাইয়া নিরাশ হইলেন। রামহরি একেবারে কাশ্মীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে কাহারও সঙ্গে বেশী মিশিতেন না। রামহরির আর কোন আশা ছিল না কেবল মেয়ে দুইটিকে সৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সরমা ও প্রতিমার শিক্ষার কোন প্রকার ত্রুটি হইল না। তাহারা বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। রামহরি তাহাদের বিবাহের কথা কখনই ভাবিতেন না। সরমা ও প্রতিমাও সে সকল বিষয় কিছু জানিত না। নির্দ্দোষ সরল শিশুর ন্যায় তাহাদের হৃদয় দুইটি পবিত্র ছিল।

অনেক বৎসর হইয়া গেল। সরমা যখন পঁচিশ বৎসরের ও প্রতিমা চব্বিশ বৎসরের তখন রামহরির মৃত্যু হয়। রামহরি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কন্যা দুইটিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের দুইটির বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলাম না বলিয়া বড় ভাবনা হইতেছে, তবে ভগবান, তোমাদের এত দিন রক্ষা করিয়াছেন তিনিই চিরদিন রক্ষা করিবেন। যাইবার সময় তোমাদের দুই একটি কথা বলিয়া যাইতেছি, শ্রবণ কর, তোমরা এক্ষণে আর শিশু নহ, সব কথা বুঝিবে। তোমরা দুই জনেই আমার মৃত্যুর পর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে। ধনলোভে অনেকেই তোমাদের বিবাহ করিতে চাহিবে। যাহাতে শুধু ধনের জন্য তোমাদের বিবাহ না করে এই চেষ্টায়ই থাকিবে। তজ্জন্য আমার ইচ্ছা তোমরা এমন ভাবে থাক যাহাতে কেহ জানিতে না পারে তোমরা এত ধনী।" রামহরির মৃত্যুর পর সরমা ও প্রতিমা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িল। তাহাদের তেমন বন্ধু বান্ধবও ছিল না, কারণ কাশ্মীরে আসিয়া অবধি রামহরি কাহারও সহিত বেশী আলাপ করিতেন না বা মিশিতেন না।

সরমা ও প্রতিমার যে পুরাতন দাসী ছিল সেই যথার্থ তাহাদিগের বন্ধু ছিল, এমন সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কেহ ছিল না। প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল যে তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে

লিখিয়া তাহাদের কাছে যাইবে, কিন্তু তাহা করিলে সকলেই তাহাদিগের বিষয় জানিতে পারিবে বলিয়া তাহা করিল না। পিতার মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস তাহারা কাশ্মীরে থাকিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য রওনা হইল। সঙ্গে পুরাতন দাসী ও ভৃত্য ছিল। দাসীর নাম নারয়নী। নারায়নী দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী। বয়স পঞ্চাশ।

কলিকাতায় আসিয়া তাহারা সামান্য একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইল। এই কুড়ী বৎসরে কলিকাতার লোকের রামহরির কথা বিস্মৃত হইয়াছে। এখন সরমা ও প্রতিমাকে দেখিয়া যে কেহ চিনিতে পারিবে তাহা বলিয়া মনে হইত না।

সরমা ও প্রতিমা বুদ্ধি করিয়া একটি কাজ করিল। দুইটি অবিবাহিতা কন্যা একলা থাকা ভাল দেখায় না, তজ্জন্য তাহারা দাসী নারায়নীকে তাহাদিগের মা হইতে বলিল। বাড়ীর লোকে শুধু তাহাকে দাসী বলিয়া জানিত, কিন্তু অপর সকলে তাহাকেই গৃহিণী অথবা সরমা প্রতিমার মা বলিয়া জানিত।

সরমা ও প্রতিমা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লোকের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল। সকলেই জানিত তাহাদের অবস্থা বড় ভাল নয়। তাহাদের বাড়ী ছোট, বসন ভূষণও সামান্য। অবশেষে এক মিসেস্ গুপ্তর সঙ্গে তাহাদিগের আলাপ হইল। মিসেস্ গুপ্তর স্বামী ডাক্তার ছিলেন। পাঁচ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মিসেস গুপ্তরও দুইটি মেয়ে, বয়স বিংশতি ও উনবিংশতি, তাহারা দেখিতে তেমন সুন্দরী ছিল না। বড়টির নাম রাধারাণী, ছোটটির নাম ফুলরাণী, বড়কে রাণী ও ছোটকে ফ'ণ বলিয়া সকলে ডাকিত। মিসেস গুপ্ত মেয়েদের বেশ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সরমা ও প্রতিমার সঙ্গে রাণী ও ফণির খুব ভাব হইল। মিসেস গুপ্তের টাকা মন্দ ছিল না, যদিও সরমাদের ধনের কাছেই লাগিত না। তথাপি তাহারা মনে করিত সরমাদের চেয়েও তাহারা অধিক ধনী। মিসেস গুপ্ত সরমাদের প্রায় পার্টিতে লইয়া যাইতেন। সরমা ও প্রতিমার রূপ গুণ দেখিয়া সকলেই খুব প্রশংসা করিত ও তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে চাহিত। সকলেই তাহাদের পরিচয় লইতে উৎসুক হইত। তাহারা কাহার কন্যা কোথায় বাস এই সকল জানিতে চাহিত, এবং তাহা মিসেস গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিত। মিসেস গুপ্তও তাহাদের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতেন না। কারণ সরমারা তাহাদিগের নিজের সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু বলিত না ও তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দিত না।

সরমা ও প্রতিমা কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে নারায়নীর ও তাহাদের সহিত যাইতে হইত। নারায়নী সেটি বড় পছন্দ করিত না কিন্তু কি করিবে? নিরুপায় হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইত। প্রথম যে দিন

নারায়নী সরমাদের মা সাজিয়া পার্টিতে গিয়াছিল, সে দিনকার কথা মনে করিলেও হাসি পায়। সরমা তাহার চুল বাঁধিয়া দিল প্রতিমা তাহার কাপড় কুঁচাইয়া পরাইয়া দিল, জুতা পরিতে নারায়নীর বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক কোন রকমে ত নারায়নীর সাজ সজ্জা হইল, সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া নারায়নী পা মচ্‌কে পড়িয়া গেল!

একদিন পার্টিতে বড় মজা হইয়াছিল নারায়নীকে মা বলা অভ্যাস ছিল না বলিয়া সরমা ও প্রতিমার বড় মুস্কিল হইত। সরমার তেমন ভুল হইত না। কিন্তু প্রতিমা অনেক সময় অন্যমনস্ক হইয়া ভুল করিত। সে দিন পার্টি থেকে যাবার সময় প্রতিমা নারায়নীকে বলিল, "নারায়নী ওঠ্‌না বাড়ী যাবি না?" সেখানে ফণি গুপ্ত দাঁড়াইয়া ছিল সে আশ্চর্য্য হইয়া প্রতিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, প্রতিমা হঠাৎ নিজের ব্যবহার বুঝিতে পারিল নারায়নীর হাত ধরিয়া বলিল, "মা বড় দেরী হয়ে যাচ্চে বাড়ী চল।" ফণি কিছুই বুঝিতে পারিল না অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রতিমা ভাল কাপড় গহনা পরিতে ভালবাসিত কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা সকলে বুঝিতে পারিবে বলিয়া পরিতে পারিত না। সরমা ও প্রতীমা বেশ আমোদে দিন কাটাইতে লাগিল।

অবশেষে তাহাদিগের জীবনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। নাট্য ভূমিতে দুইটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুইটি ভাই, দুই জনই রাজপুত্র। বড়টির নাম বিমল, ছোটটির নাম সরল। বিমল দেখিতে অধিক সুন্দর ও সুপুরুষ ছিল, তবে বিমলের প্রকৃতি আরও সুন্দর ছিল, শান্ত গম্ভীর ও সচ্চরিত্র ছিল। সরল একটু চঞ্চল-প্রকৃতি ছিল সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ লইয়া থাকিতে ভালবাসিত। সরলকে দেখিয়া সকলে বেশী পছন্দ করিত, সরল সর্ব্বদা নিজে হাসিত ও সকলকে হাসাইত। কিন্তু বিমলের গাম্ভীর্য্যে একটি মধুরতা ছিল যাহাতে একটু বিজ্ঞ ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকে সহজেই আকর্ষিত হইত। মিসেস গুপ্তর বাটীতে বিমল ও সরলের, সরমা ও প্রতীমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই বিমল তাহার হৃদয়ের সমুদায় প্রেম সরমাকে দান করিল, সরমাও যেন মনে মনে তাহারি ছবিখানি আঁকিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। প্রতিমা ও সরলের আলাপ হইল, তাহাদের উভয়ের ভাব অনুরূপ সরল ভাবিল মেয়েটি দেখিতে বেশ, গান করে অতি সুন্দর, প্রতিমা ভাবিল সরলের প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল, তাহার সহিত গল্প করিতে বেশ লাগে।

অল্পে অল্পে তাহাদিগের আলাপ পরিচয় অধিক হইল, বন্ধুত্ব গাঢ় হইল। বিমল সরমাকে বিবাহ করিবে স্থির করিল। একদিন নারায়নীর সাক্ষাৎ করিয়া বিমল নিজের মনভাব জানাইল। নারায়নী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি ত জানি না দিদিমণির যাহা ইচ্ছা তাহাই

হইবে।" বিমল কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিল নিজের কন্যাকে দিদি-মণি সম্বোধন কেন করিতেছে! পরে বলিল "আপনার এ বিবাহে মত আছে কিনা বলুন পরে সরমাকে জানাইব।" নারায়নী দিদিমণি সহসা বলিয়া ফেলিয়া বড় অপ্রতিভ বোধ করিল! এবারে একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, তবে তোমার পিতার কি মত?" বিমল বলিল, "আমার পিতার মত না হইলেও আমি সরমাকে বিবাহ করিবই, তাহাতে যদি আমি সর্ব্বস্ব হারাই কোন ক্ষতি নাই!"

বিমল তাহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যের ও সমুদায় বিষয়ের উত্তরাধি-কারী। বিমল পিতাকে জানাইবার জন্য স্বদেশ যাত্রা করিল। সেখানে যাইয়া পিতাকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। পিতা প্রথমে সরমার পরিচয় চাহিলেন, বিমল সরমার বিষয় যাহা জানিত বলিল। পিতা অসন্তুষ্ট হইলেন, একে দরিদ্রের কন্যা, তাহাতে বয়স অধিক, বংশ কিরূপ কেহ জানে না। বিমলের জন্য তিনি একটী পাত্রী স্থির করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। তিনি এ বিবাহ দিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বিমল অনন্যোপায় দেখিয়া বলিল, "আপনার মত যদি না পাই তবে তাহা বিনাই আমায় বিবাহ করিতে হইবে। আর কাহাকেও আমি বিবাহ করিতে পারিব না।" পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলি-লেন "যদি আমার অমতে বিবাহ কর তবে এই বলিতেছি তোমাকে আর এ রাজ্যের রাজা হইতে হইবে না, সরলই সকল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবে।" বিমল বলিল "সামান্য রাজ্য ও ধনের লোভে আমি পাপ কার্য্য করিতে পারিব না, আপনার যাহা ইচ্ছা তাই করিবেন, সরল আপনার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলে আমার আনন্দ বই দুঃখ হইবে না।" পিতা আরও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাহলে তুমি আজ হইতে আমার পুত্র নহ, যদি কখনও নিজ দোষ বুঝিতে পার তবে আমার কাছে আসিও নতুবা তোমাকে আর দেখিতে চাহি না।" ইহা বলিয়াই তিনি সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। বিমলের চক্ষে জল আসিল, ভাবিল আজ যদি মা থাকিতেন তবে বাবা এত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারিতেন না। বিমল তাহার মাতার ও সরল তাহার পিতার বেশী প্রিয় ছিল।

বিমল সেই দিবসই কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেখানে আসিয়া সরমাকে নিজ মনভাব জানাইল, সরমার আনন্দের সীমা রহিল না নিজকে সুখী ও গৌরবা-ন্বিত মনে করিতে লাগিল। যাঁহাকে প্রথম হইতেই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল তাঁহাকে চিরজীবনের সঙ্গীরূপে পাইবে ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। সে দিন সরমার মুখে হাসি ধরে না, প্রতিমাও ভগ্নীর সুখে আনন্দ করিতে লাগিল। বিমল পিতার কথা কাহাকেও বলিল না।

প্রতিমা যেন এখন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখে সময়ে সময়ে যেন কি বিষাদের ভাব আসিয়া আচ্ছন্ন করে, কত সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে থাকে। সরমা একদিন প্রতিমাকে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল, "ভাই তোর মুখ এত শুক্‌নো কেন বল্ তোর কি হয়েছে। আমি তোর বড় বোন্ আমার কাছে সব কথা বলিতে হয়, মা বাবা চলে গেছেন, আমিই তোর এখন ভার নিয়েছি।" প্রতিমা বলিল "না দিদি কিছু হয় নাই, আমার জন্য তুমি ভেব না, আমার শরীরটা তেমন ভাল নাই।" প্রতিমা এই বলেই দিদির কথা কাটাইয়া দিত।

অবশেষে মিসেস গুপ্তর বাটীতে এক বড় পার্টি হইবার কথা হইল, সেখানে সরমার বিবাহের কথা সকলকে জানানো হইবে বলিয়া স্থির করা হইল। সরমা ও প্রতিমা তাহাদিগের নিজের প্রকৃত পরিচয় সকলকে দিবে।

সরমা ভাল গহনা কাপড় পরিল, প্রতিমাও মনের সাধে সাজিল। প্রতিমার সে দিন মুখে কি এক উৎসাহ ও আনন্দের ভাব প্রকাশিত হইতেছিল। সত্য সত্যই সে দিন সরমা ও প্রতিমাকে অত্যন্ত সুন্দরী দেখাইতেছিল।

সরল প্রতিমাকে দেখাইত যে সত্য সত্যই সে তাহাকে খুব ভালবাসে কিন্তু আজ অবধি প্রতিমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলে নাই। প্রতিমা যেন সর্ব্বদাই আশা করিত সরল কিছু বলিবে কিন্তু নিরাশ হইত। সরল বালিকা কিছু বুঝিত না। পার্টির দিন প্রতিমার কত কথাই মনে হইল। একদিন সে গান গাহিতেছিল, সরল কতবার তাহাকে গান গাহিতে বলিয়াছিল গান হইয়া গেলে তাহাকে বলিয়াছিল, "কি সুমিষ্ট গলা, তার কি সৌভাগ্য যে এইরূপ কণ্ঠস্বর সর্ব্বদা শুনিতে পাইবে!" আর একদিন একটি লাল গোলাপ দেখাইয়া বলিয়াছিল "এর মানে কি জান? লাল গোলাপ মানে প্রেম। এই গোলাপটি তুমি পর।" আজ প্রতিমা যেন নিশ্চয় কিছু শুনিতে আশা করিয়াছিল।

পার্টিতে গিয়া দেখিল, তখনও বিমল ও সরল আসে নাই। সে সকলের সহিত মনের সাধে গল্প করিতে লাগিল। এক ঘণ্টা হইয়া গেল বিমল ও সরল আসিল না। সরমা উৎকণ্ঠিত হইল সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। প্রতিমা বোধ করি তদপেক্ষা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু কেহ বুঝিল না। প্রতিমা ধীরে ধীরে কাহাকেও না বলিয়া একটি বারাণ্ডায় কতকগুলি টবে বড় বড় গাছ ছিল তাহার পাশে গিয়া বসিয়া রহিল; তখনই শুনিতে পাইল বিমল ও সরল আসিয়াছে। প্রতিমা ভাবিল দেখি আমাকে কাহারও মনে হয় কিনা। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কেহই তাহাকে ডাকিল না। অবশেষে দেখিল বারাণ্ডার অপর পাশে সরল ও তাহার এক বন্ধু আসিয়া বসিয়া

চুরট খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল, তাহারা প্রতিমাকে দেখিতে পায় নাই।

বন্ধু সরলকে বলিল, "কি ভাই congratulate কর্‌ব নাকি ?"

সরল বলিল, "কিসের জন্য হে ?"

বন্ধু। কেন বিয়ে হবে না ? তোমার দাদার ত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তুমিও শুন্‌লাম তাহার বোন্‌কে খুব admire কর।

সরল। But admiration is not love, আমি দাদার মত হাঁদা নই, তাড়াতাড়ী বিয়ের ঠিক কর্‌লেন অত Sentimental হওয়া ভাল নয়, আমি more practical. জান দাদা বিয়ে কর্‌ছে বলে বাবা তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন বলিয়াছেন, তাহার বদলে আমাকে সমুদায় বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিবেন। জানি না দাদা স্ত্রীকে কি খাওয়াইবে, স্ত্রী ত যে গরিব ! একটা কথা তোমায় বল্‌ছি, আমি কিন্তু গরিবকে বিবাহ করিতে কখনও পারিব না, কেন জানি না আমার তাহাদের প্রতি কেমন একটা ঘৃণার ভাব আসে !" বন্ধু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল এই সময়ে টবের পাশে খস্ খস্ শব্দ হইল। সরল ও তাহার বন্ধু উভয়েই সে দিকে তাকাইল, অবশেষে সরল বলিল, "চল ঘরে যাই, কে গান কর্‌ছে শুনিগে।" এদিকে প্রতিমা সকল কথা শুনিতে পাইল, তাহার ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় সমুদায় দেহ কাঁপিতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল, চক্ষে জল আসিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিজের মনকে শান্ত করিল। সেই সময়ে ফণি তাহাকে ডাকিতে আসিল। বলিল, "কি ভাই এখানে লুকিয়ে বসে আছ কেন ? এস তোমাকে দেখবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হয়েছেন, বিশেষতঃ একজন ! আমার ভাই মনে হচ্চে আজ তোমারও Engegament announced হবে !" প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে ?" "কেন তা আবার জিজ্ঞেস্ কর্‌তে হয় ? আমি কি জানি না, কেন ছোট রাজকুমার সরলকুমারের সহিত !" প্রতিমা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তিনি বিবাহ করিতে চাহিলেও আমি করিব না, তোমার ইচ্ছা হয় কর গে !" ফণি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিল পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমাকে তিনি কর্‌বেন কেন ? আমি কি কোন দিকে তাঁহার উপযুক্ত !" প্রতিমা দেখিল সে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল কিন্তু ফণি তাহা সত্য ভাবিয়াই লইয়াছে। প্রতিমা তখন ফণির হাত ধরিয়া টানিয়া নিকটে বসাইয়া বলিল, "ফণি ভাই বল ঠিক করে তুমি কি সরলকে ভালবাস ?" ফণির চক্ষে জল আসিল বলিল, "ভাই প্রতিমা আমাকে ক্ষমা কর, আমি যদিও নিশ্চয় জানিতাম তিনি তোমাকেই ভালবাসেন, আমার মন বুঝিত না তাই তাঁকেই মনে মনে ভালবাসিয়াছি। কত সময়ে তিনি দয়া করিয়া কত মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়াছেন আমি সেগুলি সত্য সত্যই বলিতেছেন

ভাবিয়া কত আনন্দ পাইয়াছি।" প্রতিমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "ভাই ফণি সরলকুমারের সহিত যদি তোমার বিবাহ হয়, যথার্থ বলিতেছি, আমার মত আনন্দ কাহারও হইবে না। আমি তাঁহাকে কখনও বিবাহ করিব না।" ফণি বলিল, "আমার কথা শুনিয়াই কি তুমি তাঁর উপর রাগ করছ? প্রতিমা বলিল, "না ভাই সত্য করিয়া বলিতেছি, সে জন্য কিছুমাত্র রাগ হয় নাই। এখন চল Drawing room এ যাই, সকলে বোধ হয় ভাবিতেছে আমরা কোথায় অন্তর্ধান হইলাম!"

এই বলিয়া তাহারা দুইজনে ঘরে ঢুকিল। সরল প্রতিমাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? কত যে আপনাকে খুঁজেছি কি বল্‌ব।"

প্রতিমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "লুকাইয়া ছিলাম, এখন যাই দিদিকে একবার দেখে আসি।" কিছুক্ষণ পরে সরল প্রতিমাকে বলিল একটু বারাণ্ডায় চলুন এখানে বড় গরম। প্রতিমাও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরল অনেক কথা বলিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, দাদা যে তোমার দিদিকে Ringটা দিয়াছেন তাহার দাম কত বলিতে পারেন?" প্রতিমা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "আমি গরিব মানুষ কি করে জান্‌ব বলুন? সরল বলিল, "পাঁচ শত টাকা!" প্রতিমার সরলের কথাতে যেন ক্রোধ বাড়িতে লাগিল সে নিজ অঙ্গুলী হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া বলিল, "আচ্ছা বলুন ত ইহার দাম কত হইবে?" সরল দেখিল একটী হীরক ও চুনি মণ্ডিত অঙ্গুরীয়, প্রথমে ভাবিল এ কাঁচ হইবে, পরে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "আপনি বলুন আমি বলিতে পারিলাম না।" প্রতিমা বলিল, "এক সহস্র মুদ্রা।" এই বলিয়া প্রতিমা সেখান হইতে চলিয়া গেল। সে দিবস আর প্রতিমার সরলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। গৃহে ফিরিয়া প্রতিমা সরমাকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি আমার যে আজ কি আনন্দ হইতেছে বলিতে পারি না, বাবা যে শেষ সময়ে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলিই মনে হইতেছে।" সরমা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই আজ তোকে বড় প্রফুল্ল দেখ্‌ছি, সরল কি কিছু বলেছে? কয়দিন তোর বিষন্ন মুখ দেখে বড় কষ্ট পেয়েছি।" প্রতিমা তাহার দিদির কাছে সব খুলিয়া বলিল।

(ক্রমশঃ)

প্রভু গো!

প্রভু গো দুয়ারে তব দাঁড়াইয়া আজি—
এই অকিঞ্চন,
মাগিছে করুণাবিন্দু,
দাও তারে কৃপাসিন্ধু!
তোমার ভাণ্ডারে বল কিবা অকুলন?

তোমার জগতে প্রভু আনন্দ উৎসবে—
হাসিছে যে জন;

তারে প্রভু কর দান,
এ শুষ্ক তাপিত প্রাণ,
আনন্দে সে সুধনীরে হোক নিমগণ।

দূরে যাবে শোক তাপ স্বার্থ হাহাকার
মুছিবে নয়ন।
উথলিবে তারি সুখে,
আনন্দ-লহরী বুকে,
কবে সে 'সুদিন' বল লভিবে জীবন ?

হাতে ধরে প্রভু মোরে লয়ে যাও যথা—
ঝরিছে নয়ন।
যা' কিছু দিয়েছ মোরে,
সবি প্রভু দাও তারে,
যদি তার ঘুচে যায় হৃদয়-বেদন।

আমারে বিলায়ে দাও তোমার জগতে
জগত-জীবন!
এ বিশ্বে হে নিরঞ্জন,
আর কিবা প্রয়োজন ?
কবে সে 'সুদিন' বল লভিবে জীবন ?

শ্রীরে—

আর্য্যনারী সমাজের প্রার্থনা।

মা বিশ্বজননী! আজ এই শুভদিনে তোমার প্রিয় আর্য্যনারী আর্য্যবালা মাঝে তোমার এই অবোধ কন্যা আর কি প্রার্থনা করিবে, তোমার প্রিয়তম ভক্ত সন্তানের যত্নে যে মরুময় চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইয়াছিল আশার বাতাসে উৎসাহ কিরণে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে তরু আকারে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করে সমাগত জীব সকলকে পরিতৃপ্ত ও সুশীতল করিবে, না ভক্তিবারি অভাবে সেই যত্ন রোপিত বীজ শুষ্ক হইল এত যত্নেও ক্ষেত্র উর্ব্বর হইল না, অঙ্কুরিত বীজ বিনাশ হইল। আমরা ভক্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারিলাম না, তোমার চরণতলে আসিয়া কাতর প্রাণে করুণা ভিক্ষা করিলাম না, হেলায় সকলি হারাইলাম। সংসারের পথে অনেক দূর আসিয়াছি, জীবন কাটিয়া গেল, বহির্দৃষ্টির খর্ব্বতা হইয়া আসিল ক্ষমতার হ্রাস হইল, বাসনা সাধ মিটিয়া আসিল, চক্ষু, কর্ণ হস্ত পদ প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতেছে, এ সকলি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কিছুই চিরদিনের নয়, এখানকার কিছু সঙ্গে যাইবে না, এখানকার কোন দ্রব্যই তোমাকে ভবনদীর পারে লইয়া যাইতে পারিবে না। যে জিনিষগুলি তোমাকে পারে লইয়া যাইবে তাহা দূরে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তখন যে মা, প্রাণে বড় ব্যথা পাই, কাতর হইয়া তোমার দিকেই তাকাই, পরে তোমার আশ্বাসবাণী শুনিলে মন শীতল হয়, এই অবোধ অশান্ত হৃদয়ের উপর তোমার দয়া সহস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। অনুভব করিলে প্রাণ গলিয়া যায় দুর্ব্বল চিত্ত সবল হয়, হারান ধনগুলি যা পরপারে যাইবার সম্বল তাই কুড়াইয়া লইবার জন্য প্রাণে আগ্রহ হয়। মা! তোমার অমৃত রাজ্যের পথ তোমার সাধুভক্ত পুত্রগণ ত বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, এখনো যে তাঁরা দিব্যধামে তোমার কোলে বসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

দেখাইয়া দিতেছেন এই মুক্তির পথ, এই স্থানেই আসিলে পরমানন্দ, অপার শান্তি, সংসার কেবলি শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান, তোমরা শিক্ষা লাভে জ্ঞান লাভে উন্নত হও তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তাই শ্রান্ত হৃদয় সাধু সাধ্বী সঙ্গে পান্থধামে মিলিত হইতে প্রয়াসী হয়, তোমাকে ডাকিতে শিখিব বলিয়া, তোমার মধুর বাণী শুনিতে পাইব বলিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইব বলিয়া। এই যে তোমারি আদেশে ভগিনী ভালবাসার আহ্বানে আমরা একত্র হইয়া তোমার অসীম স্নেহ সন্নিধানে সম্বৎসর পরে মিলিয়াছি সকলেই আশা করিয়া আসিয়াছি তোমার কাছে কিছু পাইব, তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব, আনন্দ করিয়া পরিবারবর্গ মিলিয়া ভাগ করিয়া লইব, জীবন চরিতার্থ হইবে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে। মা তুমি সকলের হৃদয়াসনে আসিয়া বস, সবাই একবার জগত সংসার ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি, আত্মাভিমান বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া এক প্রাণ হই, আমাদের মধ্যে ভালবাসা সহানুভূতির ভাব জাগরিত কর, আমরা যেন পরস্পরকে ক্ষমা করিতে শিখি তোমার সিংহাসন মাঝখানে রাখিয়া আনন্দভরে সমস্বরে বলি জয় মা আনন্দময়ীর জয়। মা! আজ মাঝখানে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কৃপা চিরদিন আমাদের মধ্যে বিরাজিত থাকে, তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার ভক্ত সন্তানগণের আশীর্ব্বাদে জগতে ভালবাসা দিয়া ভালবাসা লইয়া চলিয়া যাই। আমাদের হৃদয়ের যে বীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের সন্তানগণ জীবনে সেই বীজ ধারণ করিয়া ভক্তিবারি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়া সেই তেজোময় ধর্ম্মতরুর প্রেম ফুলে সৎ কার্য্য ফলে সকলকে সুখী ও পরিতৃপ্ত করে। অমরধামবাসী মহাত্মাগণের আশা পূর্ণ করে। আমরা কৃতার্থ হই তোমার নামে ধন্য হই এই অন্তরের প্রার্থনা। আমরা এই যে ভগ্নীগণ মাতা, কন্যাগণ সকলে মিলিত হইয়া তোমার চরণে মনের কথা প্রাণের বেদনা জানাইতে আসিয়াছি, তুমি এই সবারি আপনার হইতেও আপনার জন, যদি প্রত্যেকেরই তুমি আপনার তবে আর আমাদের এখানে পর কে? তোমার সবাই, তুমিও সবার, তবে আর তুচ্ছ বিষয় লইয়া পরস্পরে দূরে থাকি কেন? আমাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এ সকলের সঙ্গে, তা যদি মনে দৃঢ় ধারণা করিতে পারি তবে যে তুমি আমাদের আরো কাছে আসিয়া বসিবে, আমাদের দুরস্থিত ক্ষীণ বিশ্বাস-দীপ তাহলে যে উদ্দীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিবে সংসারে স্বর্গের ছায়া পড়িবে। এই পুণ্যমাসে শুভদিনে আমাদের এই শুভ বুদ্ধি দিয়া কৃতার্থ কর, যেন সকল একাকার দেখি। তোমার কৃপায় অবশ্য সে দিন আসিবে।

"সন্ধ্যা।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহর দিবা সময়ে একদিন আষাঢ় মাসের পঞ্চদশ দিবসে দুইটী পথিক একটী অত্যন্ত প্রশস্ত শস্য ক্ষেত্র পার হইতেছিলেন। দুইজনেই বিভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন দেশীয়। একজন খোট্টা অন্য জন বাঙ্গালী। খোট্টা হইলেও তিনি বহু দিন এদেশে বাস করিয়া উত্তমরূপে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গালীর নাম লক্ষ্মণ। তিনি জাতিতে ধোপার ব্রাহ্মণ, জযমানের ব্রত উপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিলেন। গৃহে ব্রাহ্মণী ও তিনটী পুত্র সন্তান এবং একটী কন্যা। বিধবা ভগ্নী ও মাতা এবং দুইজন মাসীমাতা তাঁহারাও বিধবা। অন্য উপায় না থাকাতে লক্ষ্মণের নিকট বাস করিতে সকলেই বাধ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী যখন ১৩ বৎসরের বালক তখন পিতার কাল হয়। একটী ভগ্নী আছেন, লক্ষ্মণ অপেক্ষা বয়সে তিন বৎসরের বড়। তিনি এক্ষণে শ্বশুরালয়েই বাস করেন। বিস্তর সন্তান সন্ততি লইয়া তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়াতে অতি অল্প সময়েই মার নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসেন। খোট্টা ধনী বণিক, কথা হইতেছে ইতিমধ্যে বলিলেন, ভাই, কার্য্যগতিকে এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমার জুড়ী বোধ হয় এতক্ষণে আসিতেছে। বলিতে বলিতে এক প্রকাণ্ড জুড়ী লাগেও তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মণ বেচারী আলো চাল আর কাঁচকলা খেয়ে মানুষ; সে সেই পালোয়ান ঘোড়া দুইটা আর বড় লোকের সহিসের "এইও সামনে ওয়ালা" সেই চিৎকার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া সাত হাত দূরে সরিয়া পড়িল। ধনবান খোট্টা তৎক্ষণাৎ জুড়ী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আর বলিলেন, "এস ভাই আমার গাড়ীতে, তোমার গন্তব্য স্থানে তোমাকে নামাইয়া দিব। লক্ষ্মণ তখন সাহস পাইয়া নির্ভর হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল। তাহাকে তাহার জযমানের বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া বণিক নিজালয়ে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জযমানদের কাছে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের খুব পাওনা হইতে লাগিল। অনেক ধোপা জযমান লক্ষ্মণের ছিল। সকলের নিকটেই লক্ষ্মণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ তৈল, লবণ, মশলা, এইরূপে মাসে মাসে জিনিষ দিত। এ ছাড়া পূজা করিয়া প্রতি দিন ফল সুপারী ও আতপ চাউল গৃহে আনিত। ক্রমে লক্ষ্মণের হাতে বেশ "দু পয়সা" হইয়া উঠিল। সে যেখানে যাইত সেইখান হইতেই টাকা হাতে করিয়া ঘরে ফিরিত। ক্রমে ক্রমে এক খানি বাড়ী কিনিল। স্ত্রীর অনেকগুলি গহনা হইল। কন্যার বিবাহ হইয়া গেল পুত্রের উপনয়ন হইল। মহাসমারোহে

গৃহ প্রতিষ্ঠাও সুসম্পন্ন হইল। এই প্রকারে কয়েক বৎসর কাটাইয়া পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ আরম্ভ হইল। ছেলে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছিল কত ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিল। অনেক পিতা তাঁহাদের আপনাপন কন্যাকে ঐ বিদ্বান পাত্রে পাত্রস্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ কাহাকে কি বলিবে ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেল। শেষে ঘটককে বলিয়া দিল যে সুন্দর পাত্রী বিবাহ দিয়া আমি সুন্দর বৌ ঘরে আনিতে চাই। যে কন্যা এই সকল পাত্রীর মধ্যে সুন্দরী তাহাকেই বধূ করিব। তখন একটী পরমাসুন্দরী বধূ লক্ষ্মণের গৃহকে সুশোভিত করিল। বিবাহ উপলক্ষে লক্ষ্মণ খুব সমারোহ করিয়াছিল। সকলে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ভাবে লক্ষ্মণের বেশ সুখে জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণের বেহান বড় ভাল ছিলেন। বিধবার একমাত্র কন্যা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমারের হস্তে দিয়া তিনি যার পর নাই নিজেকে সুখী মনে করিয়াছিলেন। কন্যা মধ্যে সেই এক মাত্র কন্যা নীথরবালা সুকুমারের অঙ্ক শোভিনী হইয়াছিল। নীথরের দুইটী ভাই একটীর নাম নরেশ ও একটীর নাম পরেশ ছিল। সুকুমারের শ্বশ্রূঠাকুরাণী জামাতাকে প্রাণের তুল্য স্নেহ করিতেন এবং মাসে দুইবার করিয়া তত্ত্ব লইতেন। তিনি মনে করিতেন আমি জামাতার উপযুক্ত যত্ন আদর কিছুই করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমরা দেখিয়া যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি অনেক ধনী লোকের অপেক্ষা সুকুমারের শ্বশ্রূমাতা জামাতাকে অধিক যত্ন করিতেন। বেহানে বেহানে খুব প্রণয় হইয়াছিল। বেহাইকেও খুব শ্রদ্ধা করিতেন। নীথরের মাতা ক্রমে ক্রমে নরেশ পরেশের দুটী টুক্‌টুকে বৌ ঘরে আনিলেন। দুটী ভাইয়েরই এক সঙ্গে অর্থাৎ দুই চার দিন পরে পরে বিবাহ হইল। নরেশ পরেশ প্রায় সমবয়সী তাহারা ১॥০ দেড় বৎসরের ছোট বড় ছিল। কিন্তু পরেশ দাদাকে যথেষ্ট মান্য করিত। দাদাও কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিত। নরেশ জযমান গৃহে পূজার কার্য্যাদি করিত। পরেশ F. A. পাস করিয়া B. A.'ও পড়িয়াছিল কিন্তু পাস দেওয়া হয় নাই কারণ সেই সময় তাহার পিতার কাল হওয়াতে আর পড়া হইল না। শেষে পরেশ ৬০৲ টাকা বেতনে কোন অফিষে একটী কেরাণীর কার্য্য করিতে লাগিল। এই ভাবে দুটী সংসার বেশ সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংসার রঙ্গভূমিতে সেই লীলাময় ভগবান কত লীলা খেলাই খেলিতেছেন, মানুষ অজ্ঞান তাহা কি বুঝিবে।

কাহাকে দুঃখ দিতেছেন, কাহাকেও বা অতুল সুখের রাজভবনে বসাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু সকলকেই তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে তিনি অনন্তকালের জন্য রাখিয়াছেন ইহা দৃঢ়-রূপে বিশ্বাস করিলে আর কাহারও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বেশ সুখে আনন্দের হাসি উল্লাসে দুটী সংসার চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার গভীর রাত্রে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই গভীর রাত্রেই লক্ষ্মণ ছুটিয়া ডাক্তার আনিল। তখন রাত্রি দুইটা হইবে। ডাক্তার নিরাশ হইলেন। তখন সুকুমারের আত্মা-পক্ষী দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া অনন্ত আকাশে উড়িবার উপক্রম করিতেছিল সুকুমার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "মা, কি সুন্দর দেখ।" তাহার মা নিকটেই বসিয়াছিল। একটু আরও কাছে গিয়া বলিল, "কি বলছ বাবা? সুকুমার সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "মা, বড় গরম, একটু বাতাস চাই।" মা বাতাস করিতে গেল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মাকে বারণ করিল। মা বলিল, "বৌমা করুক।" সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিল। নীথর পাশে দাঁড়াইয়া শেষ মুহূর্ত্তে পতির সেবার একটু অনুমতি পাইয়া নিজেকে সেই মহাশোকের মধ্যেও কৃতার্থ মনে করিল। সুকুমার স্ত্রীকে সহসা যেন কি বলিবার জন্য মাথা তুলিল একবার চাহিল তার পানে, আর বলা হইল না। কেবল যেন উর্দ্ধে চাহিয়া কি দেখাইল। সুকুমার একটু জল চাহিল অমনি মা জল লইয়া সন্তানের মুখে দিল। জল পান করিয়া সুকুমার বলিল, "মা তুমি কেঁদো না আমি চল্লাম" অতি ধীরে এই কয়টী কথা বলিয়া একবার "মা" বলিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের পবিত্র আত্মা স্বর্গে উড়িয়া গেল। তখন সবে মাত্র ভোর হইতেছিল। দেহ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। মুখে একটী অতি বিমল মধুময় হাস্য রেখা প্রকটিত হইয়া রহিয়াছিল। উষাকালে বিষ্ণুদূত আসিয়া সুকুমারকে অনন্ত সুখের বিষ্ণুপুরে লইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখের ঘরে বিষাদের হাহাকার, আকুল ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রতিবেশীগণ দলে দলে আসিয়া যাহার সেই শোকে সহানুভূতি করিবার জন্য প্রাণ কাঁদিল সে তাহা করিল। যাহার হৃদয় কঠোর সে দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "এই তো পৃথিবীর গতি" বলিয়া হয় তো চলিয়া গেল। মা সন্তানের গুণ গাহিয়া কাঁদিলেন। পিতা শোকের আতিশয্যে নীরবে বসিয়া আছেন। ভাই ভগ্নীরা মার পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীথর তাহার প্রকৃতিগত শান্ত ভাব প্রযুক্ত ছাদের এক কোণে দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে কি যেন দেখিতেছিল। তাহার প্রশান্ত চক্ষু যুগল অন-

শীর্ণ বারি বর্ষণ করিয়া অঙ্গন সিক্ত করিল। আত্মীয়গণ ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া যথা বিহিত অন্তেষ্টীক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে বলিয়াছিল বৌকে শ্মশানে যাইতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্মণ সম্মত হইল না, সে বলিল, "থাক ছেলে মানুষ বৌ আমার কচি মেয়ে পারবে না।" তাই মধ্যম পুত্র নবকুমারই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিল। নীথরের মা যখন সংবাদ পাইল তখন শব বহনের নিমিত্ত নরেশ পরেশকে ডাকিতে গিয়াছিল। নরেশ মাকে লইয়া চলিয়া আসিল। পরেশ কিছুই জানিল না সে আফিষে ছিল। মা কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া খুব কাঁদিল। অনেকক্ষণ পরে মনে করিল মেয়েটা কোথায় গেল দেখি। চারিদিক খুঁজিয়া শেষে ছাদে গিয়া দেখে মেয়ে আকাশের পানে তাকাইয়াই আছে আর অনবরত দুটী চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে। মাতা কন্যাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো, তোর এ কচি বয়সে এ কি হ'ল? কোন প্রাণে আমি এ যন্ত্রণা সয়ে বেঁচে থাকব।" কন্যার চক্ষের জল শুখাইল। মার কাছে গিয়া বলিল, "মা, কেঁদো না, ঈশ্বরের হাত আমরা কি করব, আমরাও তো যাব মা? তুমি কেঁদো না।" মা মেয়ের কাছে বসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। এই প্রকারে মাতা কন্যা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ছাদে মাঘ মাসের তীব্র শীতে বসিয়া রহিল তবুও তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিল না। তাহাদের তৎসময়ের দারুণ যাতনা, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে পারে না। তাহা বর্ণনাতীত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"মা লক্ষ্মী আমার কোথায় গিয়েছেন। মা নীথর! এস মা, আমার ভাঙ্গা প্রাণে তুমি শান্তি!" এই বলিয়া লক্ষ্মণ ডাকাতে নীথর মার সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে নিজের মনের অন্ধকার লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। পরেশ আফিষ হইতে বাড়ী ফিরিতেছে তখন সুকুমারের মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে সত্বর পদে লক্ষ্মণের কাছে আসিয়া সুকুমারের জন্য অশ্রু মোচন করিল পরে ভগ্নীকে দেখিতে চাহিল। তাই লক্ষ্মণ "মা লক্ষ্মী আমার কোথায়?" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল। পরেশ সুকুমারের বন্ধু ছিল। দুজনে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। সুকুমারেরও প্রকৃতি বড় মধুর ছিল। তাই পরেশের সঙ্গে মধুরে মধুর প্রণয় মিশ্রিত হইয়াছিল। বোনকে দেখিয়া পরেশ কাঁদিল না পাছে সে কাঁদে এই ভাবিল। পরেশ বড় বুদ্ধিমান ছেলে। তাই সে আজ ছোট বোনটীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। এই ভাবে দশ দিন কাটিল। দিন শোকে ও সুখে সমভাবেই কাটে কিন্তু শোকের দিনগুলি যেন শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হয় বলিয়া মনে হয়।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে পরেশ নীথরবালাকে বাড়ী লইয়া গেল। নীথরকে বিদায় দিতে বাড়ীতে আবার

মহাক্রন্দনের রোল উঠিল, “লক্ষ্মণ বলিল, মাঝে মাঝে মা লক্ষ্মী, তোমার অভাগা দুঃখী শ্বশুরকে দেখা দিও।” পরেশ বলিল, “আপনার বউ, যখন ইচ্ছা আনিবেন, এই তো নীথরের বাড়ী। আপনি দয়া করিয়া পাঠাইতেছেন তাই আমরা লইয়া যাইতেছি।” নীথর বড় কাঁদিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর পদে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পাল্কীতে উঠিল। যখন সে পাল্কী হইতে নামিয়া মার চরণে প্রণাম করিল, তখন ঘরে ঘরে লোক সন্ধ্যা জ্বালিতেছিল। নীথরের মনে হইল এই তো সেই পিতৃগৃহ। যেখানে আসিলে কত আহ্লাদিত হইতাম। আজ যেন এই সন্ধ্যা সময়ে আমার জীবনেরও সন্ধ্যায় আসিয়া উপনীত হইলাম। মার চিৎকার ক্রন্দনে পাড়ার মেয়েরা দেখিতে আসিল। পরেশ “এস দিদি আমার” বলিয়া বোনটীকে ঘরে আনিল। নীথর মাঝে মাঝে পিতৃগৃহে আসিত, নতুবা সে শ্বশুরের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে ভালবাসিত। সেখানে পরেশ ভাল ভাল বই লইয়া ভগিনীর খোঁজ লইতে যাইত। মাঝে মাঝে নিজেদের কাছে আনিয়া যথাসাধ্য তাহাকে সান্ত্বনা করিত।

জননীর স্নেহ।

দুঃখের দিন শোকের দিন যত হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিতে চাহি সে কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না। সেই ঘণ্টা সেই ভয়ঙ্করা রজনী সেই রোগের যন্ত্রণা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উঠিয়া সর্ব্বশরীর মন কম্পিত করিল। হায়, কি নিষ্ঠুর রজনী! সেই স্নেহের আধার করুণার আধার জননীকে ডাকিয়া লইল। যাহাদের বিশেষ সৌভাগ্য তাহারাই পিতা মাতার সেবা করিয়া মানব জনম সফল করে। সে জীবন স্বর্গীয় দেবী জীবন কি পাপ পূর্ণ পৃথিবীর সেবা লইবার জন্য ব্যস্ত? কখনই নহে। ক্ষুদ্র নীচ হীনমতি নর নারী আমরা উদ্ধার হই যদি তাঁহাদের সেবা করিতে পাই। কিন্তু হায়, তাহাতেও আমরা বঞ্চিত। স্বর্গের কুসুম স্বর্গেই শোভা পায়। সে দ্রব্য এ পৃথিবীর নয়। রৌদ্রের প্রখর তেজে যেমন প্রস্ফুটিত গোলাপ শুকাইয়া যায়, তেমনই স্বর্গীয় গোলাপ পাপ মলিন লোকের সংসর্গে শুকাইয়া যাইতেছিল এখন সে পুষ্প দেবলোকে পুণ্যালোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দেবতাদিগের মধ্যে তাহার আরও সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে।

সে দৃশ্য এ চক্ষের নিকট অদৃশ্য। সে স্নেহময়ী জননীর শীতল ছায়াতলে আমাদের অনুপযুক্ত জীবন অগ্রসর হউক। আবার সুখধামে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইব শান্তি পাইব।

শান্তিহারা।

যার কাছে শান্তি নাই,
তার যেন কিছু নাই,

হোক্ না সে ধনী জন,
না থাকুক অনাটন,
তবুও তাহার কাছে শ্মশান সংসার;

ফুলগন্ধ মনোহর,
বিহগের মধুস্বর,
চাঁদের অমিয় ধারা,
তপন, সোণার তারা,
সকলি তাহার কাছে আঁধার আঁধার!

লাগে না তাহার ভাল,
সুখময় ভূমণ্ডল,
তাহার হৃদয়-তলে,
দুখের অনল জ্বলে,
দুস্তর যাতনা-হ্রদে ডুবে হয় সারা;

এস শান্তি! একবার,
ঘুচাও এ হাহাকার,
সর্ব্বসুখে সুখী নয়,
কাঁদিতেছে এ হৃদয়,
তোমার বিহনে শুধু হয়ে শান্তিহারা!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

চিন্তা।

একাকী নীরবে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, কিসের বিষয়? বিষয় অনন্ত অসীম! চিন্তাসাগরে কুল কিনারা খুঁজিয়া পাই না। নিমেষে কত যুগ যুগান্তরের ভাবনা ভাবিয়া লই তাহার কে নির্ণয় করিতে পারে? ভাবুক-হৃদয়ে দিবা রাত্র কতই ভাবনাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমার মত ক্ষুদ্র হৃদয়েও কতই চিন্তা-তরঙ্গ উঠিতেছে। সে তরঙ্গাঘাতে ক্ষুদ্র মন-তরী একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে; একবার প্রবলাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন দিক হারা হইয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই যে চিন্তা-রাজ্য ইহা একটী বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড রাজ্য। মন-পাখী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখানে কত রকম ফল ফুল সংগ্রহ করে। কত রকমেরই ছবি তাহার চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়।

কল্পনা সূত্র ধরিয়া কত রকমেরই মনোহর বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া আপন মনে কতই সুখ পায়, আবার বিষাদের ছবি দেখিয়া নিজে নিজে হৃদয় মাঝে কতই দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করে। কেন এরূপ করে তাহার কারণ কি কেহ বলিতে পারে? চিন্তা-সখী আমার বড়ই লজ্জাশীলা, সে আমার অন্তর মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিতে চায়। আমার অন্তরের চিন্তা আর কাহারও সম্মুখে প্রকাশিত হইতে চায় না। আজ কিসের ভাবনা ভাবিতেছি? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব-রাজ্যে কত শত জীব জন্তু। গগণে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইতেছে, আবার অস্তমিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্রাদিও নিজ নিজ পথে চলিতেছে। কত মানব জন্মিতেছে আবার অনন্ত জীবন-সাগরে লয়-প্রাপ্ত হইতেছে। সংসার-ক্ষেত্রে আসিয়া বীজ বপন করিয়া আবার যন্ত্রাদি রাখিয়া অন্তর্দ্ধান হইতেছে, এবং অন্য লোকে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। প্রকাণ্ড বিশ্বসংসারে নর নারীতে

পরিপূর্ণ কিন্তু এ বিস্তৃত মানব-সাগর মধ্যে আমি কে? কি করিতে এ জনতা মধ্যে আসিয়াছি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, আমি কেবল একা অকর্ম্মণ্য জড়ের ন্যায় বসিয়া আছি। একটি নিভৃত স্থানে উদিত হইয়া আবার নিভৃতেই বিলীন হইয়া যাইব? না, এ ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা কিছু কার্য্য সিদ্ধ হবে? কি জানি, বিশ্বকর্ম্মার কি অভিপ্রায়ে আর কি উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র জীবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ছোট মাল মসলা আবশ্যক। প্রকাণ্ড অট্টালিকাও কত শত লক্ষ বালুকণা, কাঠ কুটা লইয়া নির্ম্মিত। তেমনি সৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া যে মহাবিশ্বকর্ম্মা এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য সৃজন করিয়াছেন, অসংখ্য মানবাত্মা গঠন করিয়া তাঁহার মনের মত মানব-পরিবার গঠন করিতেছেন তাহার মধ্যে কত বৈচিত্রতা, বিভিন্নতা। এ মহাবিশ্বপরিবারে কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বড়, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ; কিন্তু প্রত্যেকেই এই মণ্ডলীভুক্ত। সকলেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে এখানে আসিয়াছি। তবে কেন বৃথা এ আক্ষেপ, বৃথা জন্ম এ সংসারে কেন বলি? যিনি পাঠাইয়াছেন তিনিই জানেন এ ক্ষুদ্র জীবনে কি কাজ সিদ্ধ হইবে। আমার ভাবিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব?

আলস্য।

আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য কালের ভেরী দিবা বিভাবরী বাজিতেছে। ষ্টেসনে গমন করিলে দেখিতে পাই রেলগাড়ী আসিবার পূর্ব্বে সকলেই ব্যস্ত, গাড়ী আসিল কয়েক মিনিট পরেই ছাড়িল, যাত্রীগণ যাহারা প্রস্তুত ছিল চলিল, যাহারা ছিল না তাহারা পড়িয়া রহিল। জীবনের কল চলিতেছে, প্রাতঃকাল হইতে আমরা দেখিতে পাই, দেহটি ঠিক এই যন্ত্রের মত প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিতেছে। যে কল খারাপ হইয়া যায় তাহা দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। সেইরূপ যে স্বভাব বিকৃত হয় তাহা দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আমাদের জীবনে আলস্য একটী বিশেষ দোষ, উহা একবার জীবনে প্রবেশ করিলে তাহাকে একেবারে দূর করা কঠিন হইয়া উঠে। আলস্য আমাদিগকে সৎকার্য্য করিতে বাধা দেয়, মন হইতে সকল উৎসাহ দূর করিয়া দেয়। জীবন কেমন জড়বৎ করিয়া ফেলে। দেহযন্ত্র যেমন দেখিতে পাই ভগবান চালাইতেছেন সেইরূপ আমাদের মনও সর্ব্বদা চলিতেছে, এক ভাবে বা এক স্থানে ইহা অবস্থান করিতে পারে না। সে চলিতেছে, প্রকৃতির নিয়তিই যে সে উন্নতির দিকে প্রধাবিত হয়। তাহাকে যদি আমরা অলসতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখি তবে নিশ্চয়ই অমঙ্গল ও অনিষ্ট হইবে। আর যদি

তাহাকে প্রকৃতির স্রোতে ভাসিতে দিই, তবে আর কোন বাধা বিঘ্ন থাকিবে না, অনায়াসে সে মুক্তির ও উন্নতির পথে চলিবে। আমরা প্রায়ই অলস ভাবে বলি এ কাজটি থাক সময় মত বুঝিয়া পরে করিব, তাহাতে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা সে সময়ে বুঝিতে পারি না, কিন্তু পরে হায় হায় করি যে কেন অমন শুভ মুহূর্ত্ত হেলায় হারাইলাম। সে সময় ত আর ফিরিবে না, সহস্র চেষ্টায়ও তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। সময় যে আমাদের জীবন, যেটুকু সময় সৎকার্য্যে কাটাই সেইটুকু আমাদের প্রকৃত জীবন আর যে সময় অনর্থক আলস্যে বা পাপে হারাই তাহাই আমাদের মৃত্যু। সর্ব্বদা আমাদের জীবনে সংগ্রাম চলিতেছে, এই জড়তা অলসতা ইহাদের সহিত প্রতিনিয়ত যদি না আমরা যুদ্ধ করি তবে নিশ্চয়ই ইহারা আমাদের জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কত সুখ তাহার যে সর্ব্বদা সেই পরম পিতার কার্য্য করিতে ব্যস্ত, তাহার জীবনে এমন সময় নাই যে সে একটু অলস ভাবে কাটায়। সেই প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি, স্বাধীনতা সুখ তাহার জীবনকে অধিকার করে, তাহাকে পৃথিবীর কোন প্রকার পাপ অধীন করিতে পারে না। আর যে জীবন জড়তার ও পাপের অধীন সে সেই শৃঙ্খল ছেদন করিতে অক্ষম চিরদিন জড়তার অধীন হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

আমরা যেন সর্ব্বদা সেই সকল পাপ-জড়তার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করি। নিচেষ্ট হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা আসিয়া আমাদের জীবন অধিকার করিবে। আমাদের জীবনের দুই দিক এক দিকে উৎসাহ কার্য্য সুখ, অন্য দিকে জড়তা, অলসতা ও দুঃখ। ধন্য সেই জীবন যে জীবনের সঙ্গী ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম অস্ত্র দিয়াই সে সকল প্রকার পাপ জড়তা ধ্বংশ করিতে পারে।

সময় দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে আমাদেরও উন্নতির পথে তাহার সহিত যাইবার জন্য ডাকিতেছে, তবে আর কেন আমরা বধির হইয়া সে দিকে কর্ণপাত করি না? আর বিলম্বে কাজ নাই, এস সকলে মিলিয়া সৎকার্য্য সাধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি।

ব্রত-গ্রহণ।

এই সকল প্রধান গৃহধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পবিত্র নববিধান মণ্ডলী সাধক বিশেষকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্রত গ্রহণের জন্য বিধান দিয়া থাকেন।

২। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রত সকলের নিজের কোন গুণ নাই; কিন্তু তাহাদের ফলবত্তা এবং প্রত্যেকেরই যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তৎপক্ষে কেহ যেন তর্ক উত্থাপন না করেন।

৩। কেবল মাত্র উপকার লাভার্থ ব্রতগ্রহণ প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন কোন প্রকার

সম্মান বা গৌরব বৃদ্ধির অনুরোধে কখন তাহা গ্রহণ করিবে না।

৪। যে ব্রত একজনের পক্ষে কল্যাণকর, অন্যের পক্ষে তাহা তদ্রূপ কল্যাণকর বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবে না; যে সকল ব্রত সময় বিশেষে শুভকর তাহা সকল সময়েই শুভকর বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৫। কারণ ব্রত সকল বাস্তবিকই ব্যক্তি বিশেষের জন্য; ঔষধ সেবনের ন্যায় তাহা যেন জীবনের বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে সংলগ্ন হয়।

৬। যেখানে কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজন নাই সেখানে ব্রত গ্রহণ অধিকন্তু এবং অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

৭। আমার যতগুলি অভাব এবং প্রয়োজন আছে সেই পরিমাণে তাহার পরিশুদ্ধির জন্য মণ্ডলী ব্রত ব্যবস্থাপিত করিবেন:

৮। সতীত্ব, বৈরাগ্য, মাদক সেবন পরিহার, আত্মত্যাগ, যোগ, ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, শাস্ত্রানুশীলন, আত্মজ্ঞান, বিনয়, বাধ্যতা এবং জীবের প্রতি দয়া ইত্যাদি বিষয়ে ব্রত বিধি আছে।

৯। এইরূপ আরও অনেক ব্রত আছে, যথা আধ্যাত্মিক উদ্বাহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, গার্হস্থ, মিতাচারিতা এবং শুদ্ধিতা।

১০। পুরুষের জন্য ব্রত আছে, নারীর জন্য ব্রত আছে, তরুণ বয়স্ক এবং ক্ষুদ্র বালিকাদিগের জন্য, বিধবা এবং অপত্নীকের জন্য, রাজা এবং প্রজার জন্য, চিরকুমার এবং বিবাহিত পুরুষের জন্যও ব্রত আছে, ধনী, দরিদ্র, প্রেরিত, গৃহস্থ, প্রভু, ভৃত্য, সুস্থ এবং রোগীর জন্যও ব্রত আছে।

১১। সেইরূপ আবার সামাজিক এবং পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানসিক, রাজনৈতিক, স্বদেশহিতৈষণা এবং জগৎহিতৈষণার জন্যও ব্রত আছে।

১২। কিন্তু ঈশ্বরের বল ব্যতীত কোন মনুষ্যই ব্রত উদযাপনে সক্ষম নহে।

১৩। কারণ মনুষ্য কেবল সঙ্কল্প করে এবং শুদ্ধিতা লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা তাহাতে সফলতা দান করে।

১৪। স্মরণ কর, হে সাধক, অকল্যাণের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা নাই; এবং যাহা কিছু তুমি কর না কেন, একটী পাপও তদ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

১৫। প্রার্থনা সমস্ত ব্রত সাধনের প্রাণ, এবং প্রার্থনাতেই কেবল সে সমুদয়ের সফলতা।

১৬। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক সরল এবং বিনীত প্রার্থনা ভিন্ন ব্রতসম্বন্ধীয় পদ্ধতি অনুষ্ঠান বা কাল ব্যাপ্তিতে কোন গুণ নাই।

১৭। অতএব যখন তুমি ব্রত গ্রহণ করিবে তখন যাবতীয় অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর কর, এবং একাগ্র

হৃদয়ে তোমার স্বর্গস্থ পিতার প্রদত্ত সাহায্য এবং আলোকের জন্য ভিখারী হও।

পাক বিধি।

বাঁধা কপির বড়া —কপির ভিতরের কচি পাতা খুব সরু করিয়া কুটিতে হইবে। অনেকে সে প্রকার কুচি করিতে জানেন না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলের মেয়েরা এই সূক্ষ্ম কার্য্য খুব ভাল করিতে পারেন। পরে ঐ কপি ধুইয়া চিপিয়া লইবে। নূন ও হলুদ মাখাইয়া আর একবার আন্দাজ ৫।১০ মিনিট পরে মিহি সবেদা বা ময়দা মাখিয়া একটু লঙ্কাবাটা ও খুব অল্প মিষ্টি তাহার সঙ্গে মাখিয়া অভিরুচি ও আয় অনুসারে ঘৃতে বা সর্ষপ তৈলে ভাজিলে ইহা বড়ার মত হইবে। ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু হয়।

নূন-ঠিকরী —অনেক প্রকার খাইয়াছি অনেক দেখিলাম কিন্তু এই নূন-ঠিকরীর মত সুন্দর জিনিষ খাদ্য সম্বন্ধে অতি বিরল। ইহা শ্রমসাধ্য অথবা ব্যয়-বাহুল্য কিছুই নয়। এক পোয়া চালের করিতে হইলে একটী ঝুনো নারিকেল চাই। চালগুলি প্রথমে বেশ করিয়া ধুইয়া এক ঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া কুলোতে ছড়াইয়া জল ঝরাইতে দিবে। তার পর বেশ করিয়া ঢেঁকিতে তাহার অভাবে শিল নোড়াতে গুঁড়া করিয়া লইবে। তার পর নারিকেলটী কুরিয়া প্রমাণ বুঝিয়া নূন ও সেই নারিকেল কোরা ও চালের গুঁড়ি এক সঙ্গে বেশ করিয়া মাখিয়া ডেলা ডেলা করিয়া রাখিবে। এদিকে চাটু চড়াইয়া তাহাতে অল্প সরিষার তৈল দিয়া সমস্ত চাটুতে মাখাইয়া অল্প আঁচে চড়াইবে। তৈল বেশ উত্তপ্ত হইলে সেই ডেলাগুলি আঙ্গুল দিয়া চেপ্টা চেপ্টা করিয়া চাটুতে দিবে এবং অল্পক্ষণ পরে উল্টাইয়া দিবে। এইরূপে কয়েকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নামাইয়া লইলেই হইল। খুব গরম না খাইয়া একটু পরে খাইলে বেশ হয়। বড় মুখরোচক এই নূন-ঠিকরী।

সংবাদ।

আণ্ডামান দ্বীপে ও ভারতবর্ষ মধ্যে একটী তারবিহীন তাড়িত সংযোগ করা হইয়াছে। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে ১৯ মিনিটের মধ্যে কলিকাতায় তাড়িত যোগে সংবাদ আসিয়াছে!

গত ১৩ই ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে মান্দ্রাজের লাট ও লাটপত্নী লর্ড ও লেডী আম্পথিল কর্ত্তৃক মহাশিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। এরূপ প্রদর্শনী ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। উহা দর্শন করিতে ভারতবর্ষের বহু দেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গত ৩রা ডিসেম্বরে মৌরভঞ্জ রাজ্যে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। উহা উপলক্ষে ছোট লাট ও ছোট লাটপত্নী

তথায় গমন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সহিত মৌরভঞ্জের রেলওয়ে সংযুক্ত। ছোট লাটপত্নীর নামে সে স্থানে একটী বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, লাটপত্নী নিজে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

গ্রেট বিটনে বহু স্থানে এখন মৃত দেহ দাহ করিবার প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Woking নগরে একটি দাহ স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে ইহাই সর্ব্বপুরাতন। বার্মিংহামে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, একটী সংস্থাপন করা হয় উহাই সর্ব্বনূতন। এতদ্ব্যতীত ম্যান্‌চেষ্টারে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, গ্লাস্‌গোতে ১৮৯৫ খৃঃ, লিভারপুলে ১৮৯৬ খৃঃ, হাল্‌ এবং ডার্লিংটনে ১৮৯৬ খৃঃ, লিষ্টারে, গোল্ডার্স গ্রীণ ও হ্যামষ্টেড্‌হীতে ১৯০২ খৃঃ, লান্সউড লীড্‌সে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এক একটী দাহ স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকটি দাহস্থান নির্ম্মাণ করা হইবে।

স্বর্ণরেণু।

বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান হইবে।

প্রতিদিন অন্যূন দুই বার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়।

আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবেক।

যদি খাঁটি গম্ভীর বৈরাগী হইতে চাও তবে শ্মশানবাসী গৃহী হইতে হইবে।

যখন ব্রহ্মপ্রেমে মত্ততা হয় তখন নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া ও ঘন অনুরাগের আকার ধারণ করে।

যে স্থানে অপবিত্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে, বা একাগ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে; সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে।

যাহারা আমোদে প্রমোদে অধিক আসক্ত, তাহাদের আত্মার গাম্ভীর্য্য অল্প, সত্যের ভাব শিথিল এবং ধর্ম্মের কঠোর চিন্তা ও কঠোর অনুষ্ঠানে তাহারা অনাসক্ত।

যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা যায়, তাহা পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী থাকে; নতুবা সে প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না।

কাল সহকারে প্রণালী বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে পারে। কতকগুলি শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং উচ্চারণের সময় তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে উদয় না হইতে পারে। যাহাতে উপাসনা এ প্রকার মৌখিক না হয়, এমত চেষ্টা করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না।

২৭ বর্ষ] মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১১। [১০ম ও ১১শ সংখ্যা
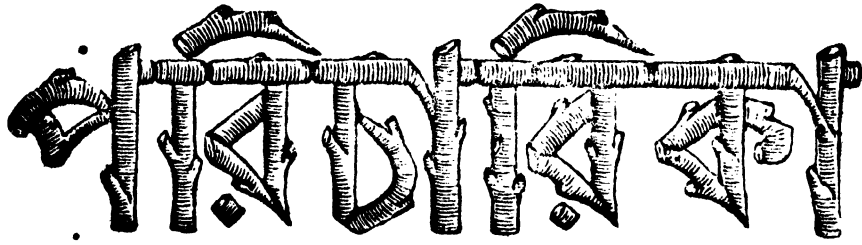
মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. FEBRUARY & MARCH, 1905. No. 10 & 11.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২৭ বর্ষ। কলিকাতা, মাঘ ও ফাল্গুণ, ১৩১১। ইং ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ ১৯০৫। ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

হস্তী প্রায় ১৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

জাপানে একখানি ২৫০৮ বৎসরের লিখিত ইতিহাস আছে।

St. Peter গির্জ্জায় ৫০০০০ উপাসক একত্রে বসিয়া উপাসনা করিতে পারে।

সমুদ্রগর্ভে চারি মাইলের অধিক নিম্নে কোন প্রকার আলোক, জীব বা উদ্ভিদ নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বেদেরা যে আকাশের একখানি ছবি তুলিয়াছেন উহাতে ৬৪০০০০০০ নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়াছে।

প্রতি বৎসরে কত চক্ষু যে বিনষ্ট হয় তাহা আমাদের বোধাতীত। জার্ম্মনী ও সুইটজারল্যাণ্ডে প্রতি বৎসর ২০০০০০০ কাঁচের চক্ষু তৈয়ারী হয়।

এরূপ দেখা গিয়াছে যে মশা জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতিই আমাদিগকে দংশন করিয়া থাকে, তাহার পাঁচটি ধারালো হুল্ আছে উহা দ্বারাই মনুষ্য দেহে ছিদ্র করিয়া রক্ত শোসন করিয়া থাকে।

ফ্রান্সে একটি ছোট গ্রাম আছে, উহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে চল্লিস জন ব্যক্তি বাস করে। তাহার মধ্যে ২৮ জনের বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর এবং তিন জনের এক শত বৎসরের অধিক। সে স্থানে একটিও গোরস্থান নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি যে সেও একটীও মৃত ব্যক্তি দেখে নাই!

আহ্বান।

মা বিশ্বজননী মধুর আহ্বানে তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে ডাকিয়া লইলেন। পৃথিবীর উত্তপ্ত মরুভূমি হইতে তিনি তাঁহার সন্তানকে তাঁহার শান্তিময় স্নেহ-ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন।

১৯এ জানুয়ারী অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর স্বর্গারোহন করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনে ব্রাহ্মসমাজ পিতৃহীন হইল। বহু দিন হইতে তাঁহার শ্রবণ ও দর্শন শক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণে শরীরের সকল যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতেন। তাঁহার সেই শান্তমূর্ত্তি দেখিলে, হৃদয়ে শান্তি ও মনে আনন্দ সহজে উদিত হইত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র কাহার হৃদয়ে না ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইত?

তাঁহার সহিত শ্রীআচার্য্যদেবের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার স্বরচিত জীবন-চরিতে যে কয়খানি সুমিষ্ট পত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বর্গীয় প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দের সন্তান সন্ততিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি সানন্দে উৎসাহের সহিত তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। শ্রীআচার্য্যদেবকে তিনিই ব্রহ্মানন্দ নাম দান করিয়াছিলেন এবং শ্রীআচার্য্যদেব-পত্নীকে ব্রহ্মনন্দিনী বলিয়া স্নেহ সম্বোধন করিতেন। ভক্তের সহিত ভক্তের যে বন্ধন তাহা অতি নিগূঢ়, তাহা আমরা কি বুঝিব? যেমন জহুরী মণি মুক্তা চিনিতে পারে তেমনি ভক্তও ভক্তকে চিনিয়া লয়েন। তাঁহারা স্বর্গীয় মিলনে মিলিত হন। যুগ যুগান্তরে এক একটী ভক্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরম পিতার ইচ্ছা পালন করিয়া স্বধামে চলিয়া যান। রাজা রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ ভারত-ভূমিতে পুঁতিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের যত্নে বীজ অঙ্কুরিত হইল, পরে ব্রহ্মানন্দ আসিয়া সে বৃক্ষের ফল ফুল দানে সকলকে সুখী করিলেন ও মুক্তির পথ দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। এক্ষণে অমর নগরে তাঁহারা কি আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন তাহা আমরা এ চক্ষে দেখিতেছি না, কিন্তু বিশ্বাস নয়নে একবার দেখিলে দেখিতে পাই কি সুখে তাঁরা মা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন।

তাই জননীর নিকটে প্রার্থনা করি, "খুলে স্বর্গদ্বার দেখাও হে একবার অমরাত্মা সাধু ভক্ত পরিবার।"

উৎসব বিবরণ।

মা আনন্দময়ীর কৃপাতে এ বৎসরের উৎসব মিলিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এত দিনের বিচ্ছেদের পর সকলেরই হৃদয়ে মিলন ইচ্ছা প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এবারে সকলে উৎসব করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

১৪ই জানুয়ারী ১লা মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে "আরতি" হইয়া উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

১৮ই জানুয়ারী ৫ই মাঘ কমলকুটীরে

মহিলাগণ কর্ত্তৃক নববিধান নিশান বরণ হইয়াছে। নূতন বরণ-সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বরণ-সঙ্গীত।

আয় আয় আয়, সবে মিলে আয়, হেসে হেসে চলে আয়, জগত জননী হাতে বিধান নিশান দেখ্‌বি আয়।

ঘুরি দেশ দেশান্তরে, সম্বৎসর পরে, কমলকুটীর মাঝে, দাঁড়িয়ে বিধান— বিজয় নিশান আয়রে বরণ কর্‌বি আয়।

মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, ব্রহ্মানন্দে কোলে করি, ডাকিছেন মধুর স্বরে, মনলোভা কিবা শোভা, দেখ্‌বি ত্বরা করে আয়।

হাতে লও ফুলের মালা সাজায়ে বরণ-ডালা, শাঁখের ধ্বনি কর ভাই, ধীরে ধীরে, ঘুরে ঘুরে বরণ করি চলে আয়।

বিধানের জয় রেখা, দেখ সুন্দর পতাকা, এস ভাই নিশান তলায় বরণ ক'রে বিধান বরে, পাব স্থান মার রাঙ্গা পায়।

২২এ জানুয়ারী ৯ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইল।

২৬এ জানুয়ারী ১৩ই মাঘ নব দেবালয়ে আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। শ্রীআচার্য্যদেব-কন্যা মহারাণী সুনীতি সুন্দরী উপাসনা কার্য্য করিলেন। সে দিবস শ্রীমতী শিবমোহিনী সিংহ তাঁহার নিকটে নবসংহিতা মতে দীক্ষিত হইলেন। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব সম্ভোগ করিয়া ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

২৭এ, ২৮এ ও ৩০এ জানুয়ারী মহিলাদিগের জন্য আনন্দবাজার হইল।

২৮এ জানুয়ারী ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-কীর্ত্তন বাহির হইল। শ্রদ্ধাস্পদ চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক যে নূতন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

৩১এ জানুয়ারী উৎসবান্তে শান্তিবাচন হইল।

নগর-কীর্ত্তনের সঙ্গীত।

(তেওট)

হরি কাঙ্গালের ধন, বিপদভয়ভঞ্জন, ভক্তবৎসল দয়াময়। (জয়! জয়!)

বিভু বিশ্বজনবন্দ্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়।

সুখে দুঃখে গাও ভাই সদা তাঁর জয়।

(কাটাসওয়াল)

চাহিয়ে তাঁহার পানে, কাতর প্রাণে, ডাক রে। দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, ভক্তিভরে, ডাক রে। দন্তে তৃণ লয়ে সবে, করযোড়ে ডাক রে। ব্যাকুল অন্তরে ডাক রে,—কেঁদে কেঁদে। মাখ অঙ্গে—ভক্তবৃন্দের পদরেণু; কেঁদে কেঁদে ডাক রে।

(খয়রা)

পরিহরি আত্ম-অভিমান, গাও হরি-নাম। জীবনে মরণে, বিপদে সম্পদে হরি বিনা নাহি পরিত্রাণ। (ইহ-পর-লোকে) কিছু নাহি যার, আপনার বলি-বার, (যোগ ধ্যান কর্ম্ম জ্ঞান)—যে দীনের অধীন, সম্বলবিহীন) প্রভু দেন তারে চরণে স্থান। (নিজ দয়াগুণে)— কাঙ্গালের সখা) :—নিরাশ্রয় জেনে।

(দশকোশী)

দু দিনের তরে এসে, এ সংসার বিদেশে, বৃথায় জনম বহি যায় ; (হায় হায় হায় রে !)—মোহমদিরা ঘোরে) না হইল নামে রতি, ভগবত্পদে মতি, নীরস হৃদয় মরুপ্রায়। (ভগবৎভক্তি বিনা)—বিষয় বিকার জ্বরে) কত যুগ-অবতার, প্রচারি সুসমাচার, নব নব বিধানমহিমা ; (তারা চলে যে গেল রে,—একে একে ডেকে তারা) —পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করি) —পাপীর দ্বারে কেঁদে কেঁদে) কত দিন আত্মগৌরবে, মোহে অন্ধ হয়ে রবে,— গাহি নিজগুণের গরিমা ; (রে অবোধ জীব,—জাগ জাগ সবে হে,—জয় জয় ব্রহ্ম বলে)।

(খয়রা)

ঢেলে দাও প্রাণ প্রাণনাথের চরণে। বিবেক বৈরাগ্য হবে সহায় সাধনে। ছাড়ি ধর্ম্মভান্ কর আত্মবলিদান রে, রেখ না রেখ না পাপ ঢেকে আর গোপনে। অকপট হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে এক হয়ে, চল যাই ভাই সবে শান্তি-নিকেতনে। (অমর ভবনে) যেখানে অমরবৃন্দ, দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, আছেন আনন্দে সবে অনন্তের সনে। (চির-সম্মিলনে)।

(একতালা)

(এবার) পুণ্যের অনলে, অনুতাপে জ্বলে, হব শান্ত সুবিমল ; (আর শুন না ভাই,—পাপের কুমন্ত্রণা) হয়ে শুদ্ধ মন, করিব কীর্ত্তন, হরের্নামৈবকেবল। হাসিব নাচিব, আনন্দে গাহিব ব্রহ্মকৃপাহিকেবল। (প্রেমে মত্ত হয়ে) ভক্তি-রসে গলে, মিশে ভক্তদলে, যাব নব-বৃন্দাবনে ; (হরি হরি বলে) আপনি মাতিয়ে মাতাব সকলে হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে। (হরি কৃপাগুণে) পিব নামামৃত, হইব কৃতার্থ, লভিয়া নবজীবন ; নয়ন ভরিয়া হেরিব সদার রূপ চিদানন্দঘন। (অন্তরে বহিরে)—হৃদয়ে হৃদয়ে)—হয়ে প্রেম-সাগরে নিমগন।

সমাজ-চিত্র।

আমি আমার স্বামীর সহিত প্রায়ই পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতাম, দুই তিন বৎসর পরে দেশে আসিয়া দুই এক মাস থাকিতাম মাত্র, তাহাও প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। গত বৎসর যখন স্বামী দেশে আসিলেন তখন আমাকে একবার পিত্রালয়ে পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করাতে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং নিজেই আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এবার বাপের বাড়ী আসিয়াই শুনিলাম আমার মাতুল-কন্যা কমলার বিবাহ উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবেন। অনেক দিন পরে আমারও মাতুলালয়ে যাইতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল—স্বামীর মত জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না, মা তো আমি যাইব শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন।

আমার মামার বাড়ী ফরিদপুর জেলায় কোনও পল্লীগ্রামে। রাত্রি ১০টার সময়

কলিকাতা হইতে যে ট্রেন গোয়ালন্দ অভিমুখে যায় আমরা সেই ট্রেণে আরোহণ করিলাম এবং সমস্ত রাত্রি ট্রেণে থাকিয়া প্রাতে ৭টার সময় একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। যথাসময়ে মামার বাড়ী উপস্থিত হইলাম, মামা মামী ও ভাই ভগ্নীরা আমাকে খুব আদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিলেন। আমিও অনেক দিবসের পর তাঁহাদের সস্নেহ ব্যবহারে বেশ সুখানুভব করিলাম। বাড়ীতে চারিদিকেই বিবাহের উৎসবে পূর্ণ—কিন্তু এ আমোদ উৎসবের মধ্যে কমলাকে দেখিতে পাইলাম না কমলাকে আমি বাল্যাবধি বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতাম, সেও আমাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। কমলাকে না দেখিয়া আমি মনে করিলাম সে বিবাহ হইবে বলিয়া লজ্জায় বুঝি কোথায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া আছে।

আহারাদির পরে একটু ঘুমাইয়াছিলাম যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রায় সন্ধ্যা—ঘুম ভাঙ্গলে মনে বড় দুঃখ হইল, ভাবিলাম, "আমি কি? এত দিন পরে এলাম কমলার সঙ্গে দেখা না করেই ঘুমিয়ে পড়েছি!" আমি এই সব ভাবিতেছি এমন সময় দেখি মামার ছোট ছেলেটী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত, আমি তাহাকে কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল, "ছোট্ দিদি আজ চার্ পাঁচ দিন হ'ল ঘর থেকে বেরোয় না, দিন রাত শুয়ে থাকে!"

আমার প্রাণের ভিতরে কেমন হইল, বলিলাম চল্‌তো দেখি তোর ছোট দিদি কোথায়? "এস" বলিয়া বালক যাইতে লাগিল আমিও তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইলাম। তিন চারিটা ঘর পার হইয়া বালক আমাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া বলিল, "ঐ ঘরে ছোট্ দিদি।" আমি ত্বরিত পদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অশ্রু সম্বরণ করা অসাধ্য হইল,—দেখিলাম ঘরের মেজেয় একটী মাদুরের উপর পড়িয়া কমলা কাঁদিতেছে এবং মাঝে মাঝে যেন দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার আগমনের বিষয় সে না জানিতেই আমি তাহার নিকটে বসিয়া পড়িলাম এবং হৃদয়ের আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "একি কমল? তোর বিয়ে আমরা সব আমোদ কর্ত্তে এলাম তুই কেন এমন করে পড়ে কাঁদ্‌ছিস্?" কমলা তাহার সেই জল-ভরা বড় বড় চক্ষু দুইটি আমার নেত্রোপরি স্থাপিত করিয়া কি যেন ভাবিল—কি যেন প্রাণের অসহ্য বেদনা আমাকে জানাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু প্রবল বেগে অশ্রুধারা বহিয়া তাহার সে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমি অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, "ছি কমল! আর কাঁদিস্ নে আমি তোর সেই প্রভা দিদি, আমাকে চিনিস্ নাই?"

কমলা মস্তক আন্দোলিত করিয়া

জানাইল সে আমাকে চিনিয়াছে। কমলার কান্না দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল অথচ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম—একবার মনে করিলাম কমলা কি কাহাকেও ভালবাসিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইল না বলিয়াই এত ক্রন্দন! যদিও ভালবাসার দুর্দ্দমনীয় গতিরোধ করা মানব শক্তির অসাধ্য তথাপি কমলা হিন্দুকন্যা হইয়া এ দুরাশা অন্তরে পোষণ করিল কেন, ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম, "তুই কথা কইবি না আমি কি করে বুঝ্‌বো?" এবার সে অতি কষ্টে বলিল, "দিদি!—"

"কি বল্‌বি বল্‌না বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। সে আমার বুকের ভিতরে মুখ রাখিয়া যেন কিছু শান্তি পাইল, আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় আমার মামী সেই স্থানে আসিলেন, এবং আমার কোলে কন্যাকে দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "এখনকার মেয়েদের রীতি প্রকৃতিই যেন কি রকমের? মরণ আর কি? বিয়ে হবে কত সুখে থাক্‌বে তা না রাত দিন কেঁদে কেঁদে মর্‌ছেন—যেন পুত্রশোক পড়েছে।" মামীর স্নেহ সম্ভাষণে আমার ভয়ানক বিরক্ত বোধ হইল, তথাপি তাঁহার উপরে আমার কিছু বলা উচিত নহে ভাবিয়া অতি কষ্টে চুপ্‌ করিয়া গেলাম। বেশ ভদ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ। মামি মা! কমলের বিয়ে হবে কা'র সঙ্গে?" মাতুলানী যাইতেছিলেন আমার কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "তা শোননি! রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে—"

"রত্নেশ্বর" শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম আগ্রহ ভরে বলিলাম, "কোন রত্নেশ্বর? যাঁহার দেশে ভয়ানক দুর্নামের জন্য দেশত্যাগী হইয়া কিছুদিন লুকাইয়াছিলেন তিনি নয় তো? আর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কমলের কি করে বিয়ে হবে? তিনি শ্রোত্রীয় না?" মামি মা আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া বিরক্তির সহিত আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি কমলের সেই ক্ষীণ দেহখানি বক্ষে লইয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

লেডী জেন গ্রে।

লেডী জেন গ্রের জীবনী অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। তিনি নয় দিন মাত্র ইংলণ্ড আয়ার্লণ্ড এবং স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন। রাজ্ঞী মেরীর আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল ও অকালে মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভগ্নীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, এই পত্রের সহিত

তিনি তাঁহার ভগ্নীকে একখানি বাইবেল পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

প্রিয় ভগ্নী ক্যাথারিন্,

তোমাকে আজ একখানি পুস্তক প্রেরণ করিতেছি। ইহার উপরিভাগ যদিও স্বর্ণময় বা বিচিত্র শিল্পখচিত নহে, তথাপি ইহার ভিতরে যে দ্রব্য আছে তাহা পৃথিবীর সমুদায় রত্নখনির রত্ন অপেক্ষা মূল্যবান।

প্রিয় ভগিনি, এই পুস্তকখানি প্রভুর আদেশ গ্রন্থ, তিনি আমাদিগের মত মহাপাপীদিগের জন্য এই চরমপত্র (Testament) রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা তোমাকে সেই অনন্ত আনন্দের পথে লইয়া যাইবে। যদি তুমি এই পুস্তক বিশ্বাস ও আগ্রহের সহিত পাঠ কর, নিসংশয় ইহা তোমার নিকট অমর ও অনন্ত জীবন আনয়ন করিবে। ইহা তোমাকে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা দান করিবে। ইহাতে তোমার পরম লাভ হইবে, এত সুখের অধিকারিণী হইবে যে তোমার দুঃখী পিতার সমুদায় ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও এত সুখ পাইবে না। যদি তুমি ভক্তির সহিত এই পুস্তকের সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহার নিয়ম সকল জীবনে পালন করিতে ইচ্ছা কর তবে তুমি এমন ধন লাভ করিবে, যে ধন কোন ধনলোভী ব্যক্তি তোমার নিকট হইতে লইতে পারিবে না, কোন তস্করও তাহা অপহরণ করিতে পারিবে না, কীটেরা তাহা ক্ষয় বা নষ্ট করিতে পারিবে না।

প্রিয় ভগিনি, দাউদের সহিত মিলিত হইয়া তোমার প্রভু ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে চেষ্টা কর, যাহাতে মৃত্যুর সময় তুমি অনন্ত জীবন ক্রয় করিতে পারিবে। তোমার বয়স অল্প বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে তোমার জীবন নিত্য—তাহার মৃত্যু নাই, কারণ ভগবানের আহ্বান সকল সময়েই আসিতে পারে, তাঁহার নিকটে সময়ের পার্থক্য নাই, ঘণ্টা কাল সকলই তাঁহার নিকটে সমান। ধন্য সেই জন যে আলোক হস্তে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে, কারণ সে অল্প বয়স্কা বা বৃদ্ধা হউক তাহারি জীবনে ভগবান মহিমান্বিত হইবেন।

আমার ভগিনি, আর একবার তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা কর। পৃথিবীকে তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ কর, সয়তানকে পরাজয় কর, এবং কেবল ভগবানেতেই আনন্দ লাভ কর। পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, নিরাশ হইও না; বিশ্বাসে বলীয়ান হও, সংশয় ত্যাগ কর। প্রার্থনা কর যাহাতে সাধু দলের সহিত মিলিত হইয়া খৃষ্টের সহিত মিলিত হইতে পার, যাঁহার সহিত মিলিত হইলে মৃত্যুতেও জীবন পাইবে।

অনুগতা দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিও, মধ্য রাত্রিতেও জাগ্রত থাকিও। যাহাতে মৃত্যু তস্করের ন্যায় তোমার

গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে ও নিদ্রাভিভূত অবস্থায় তোমাকে যেন আক্রমণ না করে। নির্ব্বোধ পঞ্চনারীর ন্যায় তৈল অভাবে আলোক জ্বালিতে না পার এমন অবস্থা যেন তোমার না হয়।

খৃষ্টে আনন্দিত হও। তুমি খ্রীষ্টবাদিনী, সাধ্যমত প্রভু যীশুর পদচিহ্ন অনুসরণ কর। তোমার নিজের ক্রুশ্ নিজে উঠাইয়া লও এবং তোমার সমুদায় ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন কর।

প্রিয়তমা ভগিনি, আমি যেমন আমার মৃত্যুর জন্য আনন্দ করিতেছি, তুমিও সেইরূপ আনন্দ কর, কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হারাইয়া আমি অমর-জীবন লাভ করিব, যে জীবন অনন্ত এবং আনন্দময়। এই শুভ সময়ে ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও এইরূপ জীবন দান করুন, যাহাতে তুমি তাঁহার মুক্তিপ্রদ করুণাতে ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া জীবনধারণ করিতে পার ও বিশ্বাসে জীবন শেষ করিতে পার। যে বিশ্বাসে তোমাকে ভগবানের নামে বলিতেছি জীবনের আশায় বা মৃত্যুর ভয়ে কখনও বিচলিত হইও না, কারণ তুমি যদি তাঁহার সত্যে অবিশ্বাস কর এবং তোমার ঐ পাপময় জীবনের বৃদ্ধি হয়, ভগবান তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন, এবং যে জীবন তুমি তোমার আত্মার বিনিময়ে ক্রয় করিবে অল্প দিনে তাঁহার শাসনে সে জীবন শেষ হইবে। কিন্তু তুমি যদি তাঁহার সহিত মিলিত হও তবে তিনি তোমায় জীবন অসীম সুখময় করিবেন, এবং আমাকে আজ যে স্থানে লইয়া আসিয়াছেন যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে তোমাকেও সেই স্থানে ডাকিয়া লইবেন।

আমার প্রিয়তমা ভগিনি, বিদায়—পুনর্ব্বার বিদায়, তোমার বিশ্বাস এক ভগবানেতেই স্থাপিত কর যিনি তোমার একমাত্র সম্বল বা উদ্ধারের উপায়।

শান্তিঃ।

তোমার প্রিয় ভগিনী,
জেন ডাডলী।

"বিকাশ।"

এই বিশ্বে যে দিকে দৃষ্টি করি দেখিতে পাই সকলই ক্রম বিকাশ লাভ করে। একটী ছোট বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ কেমন বিকশিত হইয়া ক্রমেই সমুন্নত হয়। পাখীর ডিমগুলি কি আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া শেষে কেমন বড় হয়, পরে কোন দেশে উড়িয়া গিয়া কোন নিরাশ হৃদয়ে তাহার সুমধুর গীত শুনাইয়া কোন আকুল প্রাণকে সান্ত্বনা করে কে জানে! কুসুম কলিকা তাহার সেই কোরকাবস্থা হইতে যখন ক্রমোন্মেষের রাজ্যে উপনীত হইয়া যখন একটী ফুটন্ত সুদৃশ্য সুবাসিত কুসুমে পরিণত হয় তখন ভগবানের এই সকল মহিমা দর্শন করিয়া কি আমরা বিমোহিত হই না? সকল সৃষ্টিই কি মনোহর ভাবে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া

থাকে। এমন কি ক্ষেত্রের তৃণ যাহা সর্ব্বদা সকলে পদদলিত করিতেছে তাহারাও কি সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় না? তাহারাও অপূর্ব্ব ভাবে সজ্জিত হইয়া মাঠে পথে নানা স্থানে একত্রিত হইয়া থাকে। সামান্য এই সকল তৃণগুলিকে পর্য্যন্ত যখন ভগবান এত করিয়া স্বহস্তে একটী একটী করিয়া রোপণ করিলেন, তবে কি তিনি আমাদের মত এই সকল পরমাত্মা-জাত জীবাত্মাকে এতদপেক্ষা অধিক সজ্জায় সজ্জিত করেন নাই বা করিবেন না? ভাবিলে তাঁর চরণে অবনত হইতে হয় যে সর্ব্বদা সেই প্রেমময় পিতা তাঁর প্রেমরাজ্য বিস্তারের জন্য আমাদের ন্যায় দীন হীন অজ্ঞান মনুষ্যকে তাঁহার রাজ্যের উপযুক্ত জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা বিকশিত করিবার জন্য নানা কৌশলে কতই না যত্ন করিতেছেন। সে নিতান্ত মূঢ়মতি মানব যে এই সুমতি দ্বারা শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া পাপাত্মা সয়তানের বাক্যে সর্ব্বদা মোহ-মুগ্ধ হইয়া কুশিক্ষা দ্বারা ভগবানের সৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সকল ভুলিয়া রহিয়াছে। কত ভক্ত দেশে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মানব জীবনের পবিত্র আত্মাকে ভগবানের চরণে বিকশিত করিবার জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। তবু এই মোহে মুগ্ধ অচৈতন্য জগতের বিন্দুমাত্র জ্ঞান চৈতন্যের উদয় হইল না। আজ কাল শুনিতে পাওয়া যায় পবিত্রাত্মার আদেশে জীবন গঠিত ব্রাহ্ম সমাজ নারী-শিক্ষা জ্ঞান-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষাতে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু কই, আমরা তো তাহাও বড় বেশী সুখের রূপে দেখিতে পাই না। মনে হয় নারী জীবনের পবিত্র বিকাশ বুঝি এতদপেক্ষা অধিক ফল বিধায়ক ছিল পুরা কালের রমণীগণের! অধুনা বেশী আড়ম্বর-প্রিয়তা দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম থাক বা না থাক দেখানো চাই। জ্ঞান যত থাক না থাক দেখাতে হইবেই। বাহিরের বেশী আড়ম্বরে বেশী প্রমত্ত হইলে ভিতরের আর কি বিকাশ হ'তে পারে! বিলাতী বিলাসপ্রিয়তা সকল নারীরই মধ্যে অল্পাধিক প্রকাশ পাইতেছে আবার এই সকল ব্যাপার মনুষ্য সমাজে শৃঙ্খলা-রূপে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে। তাহা দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশের কত যে উন্নতির পথে ধর্ম্ম পবিত্রতার পথে কণ্টকারোপিত হইতে পারে তাহা কেহই বিবেচনা করিবার অবসরটুকুও পাইতেছেন না। বিশ্বসমাজের উন্নতি ও পবিত্র জ্ঞানের বিকাশের নিমিত্ত নারী জীবনের কত বেশী দায়ীত্ব তাহা আজ কাল কয়জন চিন্তা করেন। শুধু নিজ নিজ সংসার কোন প্রকারে চালাইয়া কালাতিপাত করিলেই হইল, অনেকের জ্ঞান এই পথে ধাবিত হইতেছে। এই সকল কথা অনেক লেখা বা বলা হইয়াছে জানি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান সেই লীলাবতী খনা

গার্গী মৈত্রেয়ী সেই সকল ধর্ম্মব্রতে ব্রতী রমণীর চরণে অগ্রসর হইতে যত্নশীলা ও প্রাণপণ না হইলে কিছুতেই মানব সমাজ উন্নতির পথে আধ্যাত্ম বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। স্বীয় সংসারের যিনি সত্য সত্য ধর্ম্মোন্নতি জ্ঞানোন্নতি সন্তান সন্ততির যথা রীতি শিক্ষা বিধান ও শান্তি স্থাপনে যত্নশীলতা ও এই সকল সুচারুরূপে সংস্থাপন করিয়া সুখী পরিবার এ জগতে আনয়ন করিতেছেন ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করি তাঁহার সেই একটী সংসারের সুব্যবস্থাই ভবিষ্যতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতই উন্নতি বিকশিত হইবার পথ উন্মুক্ত করিবে। তাই দীন অকিঞ্চন হইয়া বলি ভগ্নি, সবাই এক বিকাশের পথে অগ্রসর হও। মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা তাহা আর হে ব্রহ্মকন্যা, তুমি ভুলিয়া থাকিও না। দিন আসিয়াছে মাতা কন্যাদিগকে অনেক উচ্চ ভার দিয়াছেন যে তোমরা মানবের ধর্ম্ম পথের সহায় হইবে। তবে যদি নারীগণ এই মহাকার্য্যভারের প্রতি মনোযোগে অবহেলা করেন তাহা হইলে নিতান্তই সকলের ধর্ম্মপথের সুক্ষ্ম রাস্তার মাঝখানে বিষম কণ্টক আরোপ করা হইল। তবে এখন হইতে সর্ব্ব প্রকারে কি প্রাকৃতিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্যোতিষী এই সকলের প্রচুর বিকাশ ও বৃদ্ধি দর্শন করিয়া যাহাতে আমরা সকল প্রকার পাপ অজ্ঞান অন্ধকার হইতে প্রমুক্ত হইয়া সর্ব্ব সুখের আকর যে ধর্ম্মের বিকাশ তদ্দ্বারা আপনারা বিকশিত হই ও জগৎকে আমরা বিকশিত করি দীনবন্ধু এই আশীর্ব্বাদ করুন।

বহুদিন পরে কমলকুটীরে আর্য্য-নারী সমাজ দর্শনে।

সেই কিরে তোরা বালক বালিকা
ননীর পুতলি কুসুম কলিকা
সেই কি ভবন মণিময় পুরী
(মম) কিশোর কালের ধারণা।

একি সে মুরতি সে প্রিয় সখীর
চঞ্চল চরণে খেলাতে অধীর
ছিল, সে কি আজ বীরনারী সমা
হেরি এ উজল নয়না?

ঋষি জনকের ছিল আদরিনী
রাজার মহিষী রাজ সোহাগিনী
আজি, তার পানে তাকাতে বারেক
সরে যাই ভয়ে অমনি।

তবু যেন আজো ভেদিয়া তরাস
বাল্যের কাহিনী প্রণয় বাতাস
মনে আসে ভাসে হৃদয় সাগরে
হরষ সুধার তরনী।

ভুলিনাত কভু শৈশব জীবন
কত যে সুখের ছিলরে তখন
ছোট বড় যত প্রিয়জনগণ
মনে পড়ে সবে নিয়ত।

গেছে তার পর কত যে বরষ
কত কি ঘটনা বিষাদ হরষ,

সে স্মৃতি আলেখ্য মরম পুস্তকে
অঙ্কিত রয়েছে সতত।

স্মরি আজ সেই স্মৃতির পরশে
মহাবাক্যাবলী মহাভাব-বশে
কহিতেন যিনি পরম হরষে
বিমল পীযুষ যে বাণী।

অসার হৃদয় ছিল যারা ভবে
লভি সেই বাণী ধন্য হল সবে
পেয়ে পরমার্থ হইল কৃতার্থ
পরম প্রভুরে প্রণমি।

সে বাণী এখন হয়েছে নীরব,
পুঁথি প্রাণগত হয়ে আছে সব
শূন্য চারিধার পড়ে আছে ওই
কাঁদে দেবালয় নীরবে।

কোলে লয়ে তাঁর সমাধি প্রাঙ্গন
জানায় সবারে উদাস বেদন
কমলকুটীর আঁধার যেমন
বিহনে ভকত কেশবে।

বেঁচে থাক তোরা রাখ কীর্ত্তি তাঁর
বৎসরের পর হাসুক আবার
তোদের সুখেতে আনন্দ অপার
ভবুত আবার নেহারি।

পিতৃ পুণ্য জলে স্নাত হয়ে আয়
যেন ধর্ম্ম-ধূলা নাহি লাগে গায়,
ঊর্দ্ধ পথে যেতে একই উপায়
একই নিয়ম সবারি।

ভেদ বুদ্ধি মোরা হয় গণ্ডগোল
খুঁটী নাটী নিয়ে এতইত রোল,
আদি বাক্য জানি সবারি সম্বল
সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সেই সর্ব্বোপরি রয় একাকার,
সত্যেরই জয় সকলের সার
খুলে দেয় যাহে হৃদয় ভাণ্ডার
ব্রহ্মের কৃপাহিকেবলম্।

ইলিয়েড।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রীকরাজ এগামেমনন আপন দাবী ছাড়িলেন না। ব্রাইসিস বন্দিনীকে আনিবার জন্য দুইজন দূতকে একিলিস শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

একিলিস তাঁহার অনুচরবর্গ সাহসী মার্মিডিয়াস্সগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তাঁহার জাহাজের সন্নিকটে সমুদ্রতীরে শিবির মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। মার্মিডয়াস্সগণের প্রকৃতি হিংস্র জন্তুবৎ ছিল, তাহাদিগের রক্ত পিপাসা সহজে মিটিত না। কিন্তু ইহারাই গ্রীকসৈন্য-দলের গৌরব বলিয়া বিখ্যাত ছিল, পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা জানিত না। বীরকেশরী একিলিস ভিন্ন আর কে মার্মিডিয়াস্সদিগের সেনাপতি হইতে পারে? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একিলিস যেরূপ উদ্ধত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে তিনি দূতদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। দূতেরা কি জন্য এগামেমনন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে তাহা তাঁহাকে জানাইল। একিলিস পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন গ্রীকগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ ব্রাইসিস বন্দি-

নীকে দান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই যদি তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া উচিত মনে করে তবে তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না।

দূতদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। একিলিস বন্দিনীকে উপস্থিত করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ব্রাইসিসকে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার একিলিস নিজ ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিলেন ও দূতদ্বয়কে বলিলেন, "স্বর্গকে স্বাক্ষী করিয়া বলিতেছি এগ'মেমননকে ইহার প্রতিশোধ ভুগিতে হইবে—আজ যাহাকে অপমান করিলে—ঘোর দুর্দ্দিনে তাহার সাহায্য পাইবে না।" ব্রাইসিস্ অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। একিলিস তাহার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন ও তাহাকে বেশ যত্নে রাখিয়াছিলেন। নূতন প্রভুর প্রকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাইসিস্ ভীত হইয়াছিল তজ্জন্যই সে তাহার পুরাতন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তান্তরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিল।

একিলিসের চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, ব্রাই সিস-বিরহে যে তিনি শোক করিতেছিলেন তাহা নহে, তাঁহার আত্মগৌরবে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি মনে মনে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে যাহাদের জন্য আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এই দূর দেশে ট্রোজানদের (যাহারা আমার কোন রূপ অনিষ্ট সাধন বা শত্রুতা করে নাই) বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলাম সেই মেনিলাস এবং অকৃতজ্ঞ এগামেমনন আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিল! শুধু তাহাই নহে সমগ্র গ্রীকদল তাহাদিগের এই দুর্ব্যবহারে অনুমোদন করিল! এ অবিচার একিলিসের প্রাণে সহ্য হইল না; তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। একিলিস ব্যথিত প্রাণে সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া এক দৃষ্টে সাগর পানে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। একিলিস ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় অভিমান ভরে তাঁহার মাতাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মাতা থেটিস সমুদ্রদেবতা জুপিটারের কন্যা ছিলেন। দেবী থেটিস সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া নিজ সন্তানকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় সন্তান কেন কাঁদিতেছ?" একিলিস মাতাকে নিজ মনব্যথা জানাইলেন। থেটিস পুত্রকে বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিও, আমি আমার পিতাকে বলিব যাহাতে ট্রোজানগণ আপাততঃ কিছুকালের জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে গ্রীকসৈন্যগণ তোমার অভাব বুঝিতে পারিবে, বীরশ্রেষ্ঠ একিলিসকে অপমান করিয়া তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

দ্বাদশ দিবস ধরিয়া জুপিটার এথিয়োপিয়ান্সদিগের লইয়া আমোদে কালযাপন করিতেছিলেন। দেবী থেটিস দ্বাদশ দিবস গত হইলে পিতার সভায়

উপস্থিত হইয়া পিতার চরণতলে পড়িয়া নিজ সন্তানের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন ও গ্রীকসৈন্যগণের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। পিতা তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন, থেটিস বারম্বার কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জুপিটার কন্যাকে নিজের মনের ভাব জানাইলেন। জুপিটার-পত্নী জুনো গ্রীকগণের পক্ষপাতী ও ট্রোজানগণের বিপক্ষে ছিলেন। জুপিটার এক্ষণে ট্রোজানগণের পক্ষ লইতেছেন শ্রবণ করিলে জুনো অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন এবং জুপিটার ও জুনো, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হইবে। পিতা কন্যাকে অভয় দানে শান্ত করিয়া বলিলেন," আমি তোমাকে সাহায্য করিব, তোমার কোন ভয় নাই, জুনো তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে তুমি চলিয়া যাও।" থেটিস স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ হইবে জানিয়া উল্লাস ভরে উচ্চ অলিম্পাস হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রগর্ভে নিজ আবাসে অদৃশ্য হইলেন। জুপিটার দেবতাদিগকে লইয়া নিজ সভা আহ্বান করিলেন। জুনো অন্তরালে থাকিয়া কন্যা ও পিতার কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল; তিনি জুপিটারকে বলিলেন কেন তিনি একিলিসকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন? জুপিটার অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ উপস্থিত হইল। দেবতা জুপিটারের ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল যেন স্বর্গীয় আবাস ভূমির ভিত্তিমূল অবধি কম্পিত হইয়া উঠিল, দেবতাগণও ভয়ে কম্পবান হইলেন। দেবরাজ জুনোকে নীরবে বসিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। জুনো-পুত্র ভালকান্ (Vulcan) অগ্নি-দেবতা, মাতাকে তখন প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলেন। পূর্ব্বে এক সময় জুপিটারের বিরুদ্ধে মাতাকে সাহায্য করিতে গিয়া জুপিটার কর্তৃক আলিম্পাস হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভালকান চির দিনের জন্য বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। মাতা পুত্রের বাক্যে শান্ত হইলেন। ভালকানের ব্যবহারে ও আকৃতি দেখিয়া সভাসদগণও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপে সে দিন আমোদে আহ্লাদে কাটিল।

সে রাত্রে জুপিটার জাগ্রত থাকিয়া থেটিসকে কিরূপে সাহায্য করিতে পারিবেন সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্বপ্ন দেখাইলেন। নেষ্টার অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরে জুপিটার এগামেমননকে এক স্বপ্ন দিলেন। এগামেমনন দেখিলেন বৃদ্ধ নেষ্টার তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে সমুদায় সৈন্যদল একত্র করিয়া ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পর এক প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিল ট্রোজানগণের নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! পরদিন প্রাতঃকালে এগামেমনন আনন্দ মনে শয্যা ত্যাগ করিয়া

সভা আহ্বান করিলেন। এগামেমনন সৈন্যদলের উৎসাহ জাগাইয়া দিবার জন্য মনে মনে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, দশ বৎসরের কষ্ট পরীক্ষা তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে চিত্রিত করিলেন। এক্ষণে গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন।

জুনো এগামেমননের এইরূপ ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া দেবী মিনার্ভাকে বৃদ্ধ ইউলিসসের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ইউলিসেস নিজ সৈন্যদলের কাপুরুষতা দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন। এগামেমননকে ও সভাস্থ সকলকে তিনি সুপরামর্শ দান করিয়া ট্রোজানগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ ইউলিসেসের কথায় সমুদায় সৈন্যদলের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তাহারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

আমরা সাতটি।

(অনুবাদ)

হেরিলাম বালা এক কুটীরবাসিনী
অষ্টম বর্ষীয়া মাত্র হবে অনুমানি,
নিবিড় সুচারু কেশ সুঠামে কুঞ্চিত
শিরোপরে স্তরে স্তরে হয়েছে বেষ্টিত
জিজ্ঞাসা করিনু তারে তোমরা এখন
সোদর সোদরা বল হও কত জন?
বিস্তারি সে মোর পানে বিস্মিত নয়ন
বলিল আমরা সবে হই সাত জন।
বলিলাম আমি তবে সাদর বচনে
কোথায় তাহারা সবে বল সুবদনে
বলিতে লাগিল বালা আমার কথায়
সোদর সোদরা তার আছয়ে যথায়
দুই জন বাস করে কনয়ে নগর
দুই জন হয় এবে সাগর উপর
সাত জন মধ্যে ভাই বোন দুই জন
ভজনালয়ের কাছে করেছে শয়ন।
তাহার অনতিদূরে কুটীর মাঝারে
মোর সহবাস করে জননী আমার।
বলিলে কনয়ে বাস করে দুই জন
দুই জন জলপথে করিছে ভ্রমণ
এখন কেমন বল অবোধ কুমারী
সপ্তম তোমরা সবে বুঝিতে না পারি।
পুনরপি উত্তরিল বালিকা তখন
বালক বালিকা মোরা হই সাত জন
সাত জন মধ্যে দুটি নিহিত ভূতলে
ভজন মন্দির পাশে ওই তরুতলে
সজীব নাহিক তারা হয়েছে প্রোথিত
এখন পঞ্চম বলি হইবে গণিত,
প্রফুল্ল আননা বালা বলিল আবার
শ্যামল কবর দুটি দেখ একবার
নব তৃণদল মাঝে পাশাপাশি রয়
ও হতে মোদের বাস বহু দূর নয়,
সূচি কর্ম্ম করি বসি প্রাঙ্গনে উহার
কখন আনন্দে গীত গাই বার বার।
রাক্তিমা বরণে রবি গেলে অস্তাচলে
ওখানে ভোজন আমি করি কুতূহলে,
বহু দিন করি রোগশয্যায় শয়ন
প্রথমেই ভগিনীর হইল মরণ
সুন্দর বসন্তে তার সমাধি বেড়িয়া
ভ্রাতা সহ খেলিতাম চঞ্চল হইয়া

আসিল তুষারময়ী শীত যেইক্ষণ
অমনি করিল যম সোদরে হরণ
ভগিনী কবর পাশে ভ্রাতার কবর
স্থাপিত হয়েছে দেখ করি পর পর।
দুই জন পরলোকে করেছে গমন
এখন তোমরা বল হবে কয় জন ?
পুনরপি উত্তরিল বালিকা তখন
বালক বালিকা মোরা হই সাত জন,
যদিও গিয়াছে তারা অবনী ছাড়িয়া
গিয়াছে নশ্বর দেহ মৃত্তিকা হইয়া
তথাপি তাদের আত্মা আছে বর্ত্তমান
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে পরমেশ সন্নিধান
সকলেই একদিন হইলে মরণ
যাব সে অমৃত ধামে পিতার সদন।

পদ্মিনী।

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে বালক লকুম্‌সী মেওয়ারের অধিপতি ছিলেন। সুন্দর চিতোর তখন মেওয়ারের রাজধানী ছিল। লকুমসী নাবালক থাকাতে তাঁহার খুল্লতাত ভীম্‌সী রাজকার্য্য করিতেন। ভীম্‌সীর সুশাসনে রাজ্য সুশাসিত ও শান্তিময় ছিল।

পদ্মিনী ভীম্‌সীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা সুবিখ্যাত। এইরূপ কথিত আছে গায়কগণ তাঁহার রূপ যশ গান করিতেন। পদ্মিনী যেমন রূপবতী ছিলেন তেমনি অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। তাঁহার সেই রূপরাশিই সকল অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। অচিরে তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কথা বিলাসপ্রিয়, পরশ্রীকাতর দিল্লী-সম্রাট আলাউদ্দীনের কর্ণগোচর হইল। তিনি পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই কারণে চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজধানী চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। ভীমসীর অসীম বুদ্ধি কৌশল ও সাহসে চিতোর রক্ষা পাইল। আলাউদ্দীন নিরাশ মনে চিতোর পরিত্যাগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কতিপয় অনুচরের কুপরামর্শে তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি হইল। ভীমসীকে এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন যদ্যপি তিনি এই যুদ্ধের কারণ সুন্দরী পদ্মিনীকে একবার দেখিতে পান তবে তিনি সৈন্যসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। ভীমসী বলিয়া পাঠাইলেন যদি তিনি দুইটি কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয়েন তবে পদ্মিনীকে দেখিতে পাইবেন। প্রথম—তিনি অতি অল্প সৈন্যসহ চিতোরে প্রবেশ করিবেন, দ্বিতীয়—তিনি কয়েকখানি দর্পণের মধ্য দিয়া পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। আলাউদ্দীনের অভিপ্রায় ছিল পদ্মিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিবেন কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, কি করিবেন, অনন্যোপায় হইয়া ভীমসীর কথাতেই সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সম্রাট কতিপয় সৈন্যসহ চিতোরে প্রবেশ করিলেন ও দর্পণ মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

সম্রাটের এই ব্যবহারে চিতোরের প্রজাবর্গ মর্ম্মাহত হইল। তাহারা রমণী-দিগের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান করিত। রাজ্ঞীকে কাফের দর্শন করিতে চাহাই তাঁহার বিশেষ অপমানের কারণ। যাহা হউক সম্রাটের প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া তাহারা নীরব রহিল। আলাউদ্দীন চিতোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভীম্‌-সীকে দুর্গের প্রাচীর অবধি তাঁহার সহিত গমন করিয়া সেখানে সদ্ভাবে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহার ভিতর যে সম্রাটের কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে তাহা ভীমসী কিছুই বুঝিলেন না, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া দুর্গের প্রাচীরের বাহির অবধি সম্রাটের সহিত গমন করি-লেন। সুযোগ পাইয়া দুষ্টমতি আলা-উদ্দীন তাঁহার সৈন্য দ্বারা ভীমসীকে বন্দী করিয়া আনন্দে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। এ সংবাদে চিতোরের প্রজা-বর্গ হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিল। সম্রাট চিতোরে এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে যদি পদ্মিনীকে তাহাকে দান করা হয় তবেই ভীমসীকে তিনি মুক্তিদান করিবেন। প্রজাগণের দুঃখ এ প্রস্তাবে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আর এই বিবাদের কারণ সুন্দরী পদ্মিনী দুঃখে নিরাশায় ভগ্নপ্রায় হইয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিকে স্বামীর জীবন অন্য দিকে নিজের গৌরব, কোনটি রক্ষা করিবেন এই চিন্তাতে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইতে লাগিল।

অবশেষে বুদ্ধিমতী পদ্মিনী এক কৌশল করিলেন। ধূর্ত্ততার পরিবর্ত্তে ধূর্ত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্ত্তে বিশ্বাসঘাত-কতাই পরম ঔষধ বলিয়া স্থির করি-লেন। সম্রাটের নিকট এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে সম্মত আছেন তবে দিল্লী গমন-কালে তাঁহার সখীদলকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সিংহল দ্বীপের গুরা নামক এক রাজা—পদ্মিনীর খুল্লতাত এই সংবাদ লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট চিত্তে গুরাকে বলিলেন, "যাও বন্ধু ফিরিয়া যাও, দিল্লীর ভাবী সাম্রাজ্ঞীকে বল তাঁহার উপযুক্ত যত ইচ্ছা সখী সঙ্গে আনিতে পারেন।" গুরা চিতোরে প্রত্যাগমন করিয়া পদ্মি-নীকে এই সংবাদ দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে পদ্মিনীর ও সখীদলের পাল্কী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। স্বয়ং পদ্মিনী ও সখীদলে গমন করিলেন না, পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে তাঁহার পাল্কী মধ্যে বেদুল নামক এক বীর যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া গমন করিলেন। পদ্মিনী গোপনে রাজ্য মধ্যে রহিলেন। সাত শত পাল্কীতে তাঁহার সখীদলের পরিবর্ত্তে অস্ত্রধারী চিতোরের বীরদল গমন করিলেন; এত-দ্ব্যতীত প্রতি পাল্কীতে ছয় জন করিয়া ছদ্মবেশী সৈন্য দিল্লী যাত্রা করিল। এই রূপে প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য দিল্লী রাজ্যের শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুরা আলাউদ্দীনের নিকটে ভীম্‌সীর মুক্তি চাহিলেন। আলাউদ্দীন বলিলেন, "এত

শীঘ্র নহে, যতক্ষণ না আমি তাঁহার স্ত্রীকে বিবাহ করিব ততক্ষণ তোমাদের রাজা মুক্তিলাভ করিবেন না।” গুরার মুখমণ্ডলে নিরাশার অন্ধকার দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে গুরা বলিলেন “পদ্মিনী বলিয়াছিল তাঁহার ভাবী স্বামীর নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে তাঁহার স্বামীর সহিত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইবেন।” সম্রাট নিজ শিবির মধ্যে ভীম্সীর সহিত পদ্মিনীকে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি স্বয়ং শিবিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন ও না বলিয়া একেবারে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে এক সশস্ত্র যুবক ভীমসীর সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও “বিশ্বাসঘাতকতা”, “বিশ্বাসঘাতকতা—ষড়যন্ত্র” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চিৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মেওয়ারের সৈন্যদল আসিয়া ভীম্সীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কতিপয় মুসলমান সৈন্য আসিয়া যদি না তাঁহাকে রক্ষা করিত, সে দিবস দিল্লীর সম্রাট মেওয়ারের জনৈক সৈন্য বেহুলের হস্তে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতেন। চারিদিক হইতে সম্রাটের সৈন্যদল ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে ভীম্সীকে তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্যদল এক অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া চিতোরে লইয়া গেল। এই যুদ্ধে চিতোরের প্রধান প্রধান বীরগণ প্রাণ হারাইলেন। তাঁহাদের আত্ম বলিদানের পরিবর্ত্তে চিতোর ভীম্সীকে ফিরাইয়া পাইল। যে সকল যোদ্ধা ভীম্সীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ নিজ জীবন অনায়াসে দান করিলেন তাহার মধ্যে গুরাও এক জন ছিলেন। এতগুলি সৈন্য হারাইয়া বিশেষতঃ গুরার মৃত্যুতে পদ্মিনী বিশেষ শোকাভিভূত হইলেন, কিন্তু নিজ স্বামীকে পুনরায় শত্রুহস্ত হইতে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। গুরা-পত্নী একজন সতী ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর চিতানলে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কথিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে বেহুলকে তিনি তাঁহার স্বামীর কথা সগৌরবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “বৎস বল আমার প্রিয়তম কি করিয়া সমরে প্রাণদান করিলেন।” বেহুল বলিল, “কি আর বলিব, মাতা, তিনি একজন বীর যোদ্ধার মতই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, শত্রুগণের মৃত দেহের স্তূপের উপর মৃত্যুশয্যা সাজাইয়া মস্তকের নিম্নে এক বিদেশী রাজার মৃত দেহ রাখিয়া চারিদিকে মৃত শত্রুগণ বেষ্টিত হইয়া তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।” গুরা-পত্নী স্বামীর কথা শ্রবণে আনন্দ মনে বলিয়া উঠিলেন, “প্রভু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি যাই।” এই বলিয়া তিনি আগ্নেয় শয্যায় শয়ন করিলেন।

চিতোর ভীম্সীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দোৎসব করিতে অধিক সময় পাইল না, আলাউদ্দীন সসৈন্যে অচিরেই পুন-

রায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোরের অবশিষ্ট বীর যোদ্ধাগণ ভীষণ উৎসাহে জাগিয়া উঠিল, এই সৈন্যদল ভীমসীর সাহায্যে বহু সংখ্যক কাফের সৈন্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিল। আলাউদ্দীনকে পুনরায় নিরাশ মনে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

আলাউদ্দীন ইহাতেও সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন না, পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণ করিবার জন্য ও সুন্দরী পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন ও তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ভীমসী ও পদ্মিনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি সমুদায় ধ্বংশ হইয়া যায়, রাজ্য শত্রুহস্তগত হয় তথাপি তাঁহারা শত্রু আলাউদ্দীনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন না।

এই সময়ে বালক লকুমসীর মৃত্যু হয় ও ভীমসীই চিতোরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। চিতোরের সৈন্যদলের ও দুর্গের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছিল; বার বার যুদ্ধে একে একে প্রায় অধিকাংশ সৈন্যদল প্রাণদান করিয়াছিল। এবারে আর জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

তথাপি অবশিষ্ট সৈন্যগণ যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রমে ক্রমে মুসলমানগণ চিতোরের দক্ষিণাংশে দুর্গের যে প্রবেশদ্বার ছিন্ন ছিল তাহা অধিকার করিল। এই সময়ে কথিত আছে একদিন রাত্রিকালে ভীমসী ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে তাঁহার সম্মুখে বলিয়া উঠিল, "আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।" ভীমসী চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে চিতোরের দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। ভীমসী বলিলেন, "কেন মাতঃ আট সহস্র সন্তানের প্রাণদানেও তুমি সন্তুষ্ট হইলে না?" দেবী বলিলেন, "না, যতক্ষণ না তোমার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণদান করে ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট হইব না, আমি রাজরক্ত চাই, তাহা না হইলে দেশ রক্ষা পাইবে না।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন। পরদিন ভীমসী তাঁহার পত্নীকে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলিলেন। পদ্মিনীর পরামর্শে দেশের পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া সভা হইল ও এ বিষয়ে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহারা বলিলেন ইহা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু সেই রাত্রিতে পুনরায় দেবী ভীমসীকে দেখা দিলেন ও পুনর্ব্বার নিজ ইচ্ছা জানাইলেন।

অবশেষে একে একে ভীমসী ও পদ্মিনীর বীরপুত্রগণ যুদ্ধে প্রাণদান করিতে লাগিল। যখন কনিষ্ঠের যুদ্ধে যাইবার সময় আসিল, তখন ভীমসী বাধা দিয়া বলিলেন, "আর নহে, এবারে আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাইব আমার কনিষ্ঠ পুত্রই চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিবে। ভীমসী যে দিবস যুদ্ধে প্রাণদান করিলেন তাহার পূর্ব্বদিনে দেশীয় প্রথা অনুসারে হিন্দু রমণীগণ কাফের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিজ

নিজ প্রাণ চিতানলে ভস্মীভূত করিলেন। একটী প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করা হইল, তাহাতে রাজকন্যাগণ ও দেশস্থ সমুদায় রমণী একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুন্দরী পতিপ্রাণা প্রজাবৎসলা হতভাগিনী পদ্মিনী স্বামীর পদপ্রান্তে চিরবিদায় লইয়া চিতাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পরদিন ভীমসীর কনিষ্ঠ পুত্র কয়েক জন বিশ্বাসী বন্ধুসহ শত্রু-দিগের মধ্য দিয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন। পরে ইঁহারই বংশধর চিতোর পুনরায় হস্তগত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পরে ভীমসী যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া শত্রুকুল মাঝে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

আলাউদ্দীন নগর জয় করিলেন কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না, সুন্দরী পদ্মিনীকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। যখন আলাউদ্দীন নগরে প্রবেশ করিলেন তখনও সেই ভীষণ চিতা হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। এইরূপে সতী সাধ্বী পদ্মিনী নিজ সতীত্ব রক্ষা করিলেন। ধন্য তাঁহার বিশ্বাস বল ও সতীত্ব!

শ্মশান।

(১)

শ্মশান! তোমারে আমি করি নমস্কার,
তোমার মহিমা হয় অতুল অপার।
সবাকারে সমাদরে কর্‌হ গ্রহণ,
তব কাছে নাহি হয় কেহ হেয়ঃ জন।

(২)

শ্মশান! তোমারে আমি করি নমস্কার,
স্পর্শে তব ঘুচে যায় দুঃখ হাহাকার।
চির তাপী যেই জন তার তাপ যায়,
শান্তিহারা যেই জন সেও শান্তি পায়।

(৩)

শ্মশান! তোমারে আমি করি নমস্কার,
তব সম শ্রেষ্ঠ নাহি ভুবনেতে আর।
সর্ব্বাপেক্ষা বড় তুমি জগতে প্রধান,
তব কাছে তুচ্ছ অতি ধন, যশ, মান।

(৪)

শ্মশান! তোমারে আমি করি নমস্কার,
তব তুল্য সখা কারো নাহি কেহ আর।
নির্ব্বাণ দুয়ার হ'য়ে রয়েছ ধরায়,
শ্মশান! সমাধিভূম প্রণমি তোমায়।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

চিন্তা-প্রসূন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রেমলতা সন্ধ্যার সময় সন্তানাদি লইয়া প্রিয়নাথ বাবুর (প্রেমলতার স্বামী) সহিত কথোপকথন করিতেছেন। প্রতি-দিন সন্ধ্যার সময় প্রেমলতা ও প্রিয়নাথ বাবু ছেলে মেয়েদের লইয়া নীতি বিষয়ক গল্প করেন। আজও সেই ভাবে গল্প করিতেছেন। গল্প করিতে করিতে প্রিয়নাথ বাবু স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই তো আমি আজ একটা ভুল করেছি, তোমার একখানা চিঠি এসেছে, দিতে ভুলে গিয়েছি," এই বলিয়া চিঠিখানি আনিয়া প্রেমলতার

হাতে দিলেন। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে প্রেমলতার মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করিল। প্রিয়নাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি ?"

প্রেমলতা। সুরমার চিঠি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে অনেক কথা বল্‌বার আছে পরে বলিব।

তার পর ছেলে মেয়েদের আহার করাইয়া ঘুম পাড়াইলেন। নিজেদেরও আহার হইল। প্রেমলতা প্রিয়নাথ বাবুকে বলিলেন, সুরমার কাছ থেকে যে চিঠিখানি এসেছে, তাহা তোমাকে পড়িয়া শুনাইব। কারণ প্রয়োজন হইলে তোমার পরামর্শ লইব।

প্রিয়নাথ। আচ্ছা, চিঠিখানা একবার পড় তো শুনি।

প্রেমলতা চিঠিখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন।

স্নেহের দিদি,

আশা করি ঈশ্বর কৃপায় তোমরা কুশলে আছ। আমাদের শারীরিক অবস্থা এক প্রকার ভাল। তুমি আমাকে আপন ভগিনীর মত স্নেহ ও আদর কর, তোমার স্নেহ অনেক সময় আমার দুঃখ ক্লিষ্ট প্রাণকে সজীব করে। সকলে মনে করেন ধনী ঘরের বৌ হয়েছি খুব সুখে আছি, কিন্তু আমার মনে হয় বিধাতা বুঝি আমার ভাগ্যে সুখ লিখেন নাই, নইলে এমন কেন হল ? পতির প্রেমই নারী জীবনের পরম সম্পদ। ইহলোকে নারী স্বামীর মত আশ্রয় আর কি আছে ? অগণ্য নক্ষত্র রাজি যেরূপ অন্ধকার দূর করিতে পারে না, কিন্তু এ সূর্য্যের আলোকে পৃথিবী আলোকিত। সেই রূপ নারীর যতই ঐশ্বর্য্য, রত্নালঙ্কার দাস দাসী থাকুক না কেন, সে যদি স্বামীর প্রেম ও অনুরাগ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনও অন্ধকারময়। সংসারে, নারী যাঁহাকে ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-ধাম জানিয়া ছায়ার মত তাঁর অনুগামী হবে, যাঁহার চরণতলে বসিয়া সুপবিত্র প্রেমমন্ত্রে নারী জীবনের শেষ দীক্ষায় দীক্ষিত হইবে; সেই স্বামী যদি স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া না চান তবে স্ত্রীর পক্ষে কি মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে ?

এখানে এসেই কয়েক দিন পরে তাঁর মন্দ চরিত্রের কথা শুন্‌তে পাই, প্রথম প্রথম ভয়ে কিছু বলিতাম না, এখন সাক্ষাৎ হইলে দু'এক কথা বলি কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে না, আমার এক একবার ইচ্ছা করে ইহাপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আশা তো হয় না কোন দিন এ অন্ধকার জীবন আলোকিত হবে! আশা তো হয় না কোন দিন তাঁর মতি গতি ফিরিবে, আর আমার মলিন জীবন হাসিবে!

জানি না তোমাকে এ সব লিখে পতিনিন্দার মহা-অপরাধে অপরাধিনী হইলাম কিনা, কিন্তু আমি কেবল তোমার কাছে সুপরামর্শ পাইবার আশায় এ পত্র লিখিলাম। পতিনিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

তোমার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম।

আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ কর, ছেলে মেয়েদের স্নেহাদর দিবে।

তোমার স্নেহের বোন,

সুরমা।

প্রেমলতার পত্র পাঠ শেষ হইল। প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, "এখন এই পত্রের উত্তরে তুমি কি লিখিবে?"

প্রেম। ইহা সামান্য বিষয় নহে, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার উত্তর দিতে হইবে। তুমি এ বিষয়ে যাহা জান বল।

প্রিয়। সুরমা তোমার কাছে যে চেয়েছেন, আমি সে বিষয়ে কি বল্‌তে পারি বল? স্বামীর চরিত্র সংশোধনের উপায় সতী সাধ্বী স্ত্রীরাই জানেন। তুমি সতী লক্ষ্মী, তুমি তোমার পবিত্র জীবন দ্বারা আমার জীবনকেও ভগবানের পানে উন্মুখ করে রেখেছ। তুমি যথার্থ সহধর্ম্মিনী, গরিব আমি আমার পৃথিবীর ধন সম্পদ নাই সত্য, কিন্তু তোমাকে পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করি। আমার মনে হয় তোমার সদুপদেশ ও সৎ পরামর্শে সুরমা তাঁর স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রেম। আচ্ছা থাক্, তোমার আর অত বাড়াবাড়ি কর্‌তে হবে না। আমি একটা কথা জিগ্‌গেস কর্‌লাম, তুমি মিছামিছি দশ কথা এনে তুল্‌ছ। রাত রয়েছে, তুমি যাও শোওগে। আমি কাজ সেরে আসি; কাল যখন সুরমাকে চিঠি লিখ্‌ব, তোমাকে পড়ে শুনাব।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

(পদ্য)

জয় ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
জয়, রোগ, শোক, তাপহারি।
তুমি কৃপাসিন্ধু, তুমি দীন বন্ধু,
তুমি দুখ বিনাশনকারি।
মহাপাপী আমি, রক্ষা কর তুমি,
কৃপাময়! অগতির গতি।
ওহে ভগবান, অনাদি মহান,
তব পদে যেন রহে মতি।
অতি দুখী আমি, জ্ঞান প্রভো তুমি,
কর মোর দুখ নিবারণ।
তুমি বিনে মোর, পারিবে না আর
কেহ দুখ করিতে মোচন।
তাই বিশ্বনাথ! তাই জগন্নাথ,
আসিনু তব চরণে হায়,
তুমি কৃপা করে, এই দুখিনীরে,
দিও স্থান তব পদ ছায়।
প্রার্থনা আমার, রেখো গো ঈশ্বর,
কৃপাময় তুমি প্রাণনাথ।
সদা প্রেমময়! হোক তব জয়,
লও মোর চির প্রণিপাত।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

"শিশু।"

শিশু সুন্দর, তার, সুধা স্বর
অমিয় বদন মাখা,
হেরিলে তাহারে, পাপ ক্ষুধা হরে,
হৃদয়ে আনন্দ রেখা
পড়ে ঝরে ঝরে; আনন্দ বিহরে,
প্রাণের তন্ত্রীগুলি;

সব দুঃখ যায়, আনন্দ উদয়,
শান্তি লহরী তুলি।
আর শিশু কোলে, তোমারে পাইলে,
বাসনা থাকে না আর;
সুখের আরাম, শান্তির বিরাম,
ত্রিভুবনে তুমি সার।
পবিত্র সরল, অতি নির্মল,
শ্বেত শতদল যিনি
ও স্নেহ আননে, সদা দরশনে,
শান্তিময়ী জীবনী।
শিশু সুন্দর, ফুল মনোহর
স্বর্গীয় সুষমা রাশি;
পুষ্প শিশু সনে, রাখি একাসনে,
দেখি স্বরগের হাসি।

অর্থ তুমি সার।

পৃথিবীতে টাকাই প্রধান। যাহার টাকা আছে তাহাকেই লোকে যত্ন আদর সম্ভ্রম করে। অর্থহীন লোকের সর্ব্বপ্রকারে কষ্ট। আপনার পর কেহই অর্থহীন লোককে গ্রাহ্য করে না। গরীব দেখিলে অনেকে ঘৃণা করে। আমরাও বড় লোকের বাড়ী যাইতে ভালবাসি। জুড়ী গাড়ীতে উঠিতে ভালবাসি। ভাল কাপড় গহনা পরিতে ভালবাসি। টাকা যেখানে সেখানে থাকিতেও টাকার কথা শুনিলে আমরা সুখী হই। ধনী ব্যক্তির বাড়ী যাইতে কে না ভালবাসে। আপনার লোকও টাকা চাহে। ছোট বেলায় গল্প শুনেছিলাম একদিন নিমন্ত্রণে সকলে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে যাঁহাদের মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কারে সাজ্জিত তাঁহাদিগকে সকলে আদর যত্ন খাতির করিতেছে। আর তাহার মাঝে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্রাহ্মিকা একখানি কোরা সাড়ি পরিয়া সামান্য সাজে সজ্জিত হইয়া গিয়াছেন তাহাকে কেহ তেমন আদর যত্ন করিল না। কোন একটা দাসী কি বলিয়া অপমান করিল।

এই সকল শুনিয়া দেখিয়া আমরা বুঝিলাম টাকাই সব। নিমন্ত্রিত স্থানে বড় লোকের যত আদর গরীবের কি তেমন আছে? সেই জন্য বলি অর্থকে মানুষে পূজা করে। হে অর্থ তুমিই পৃথিবীতে প্রধান, তোমারই পূজা রাজা সম্রাট করিতেছে। তুমিই গরীবকে উপাধি দিয়া উচ্চ কর। তুমিই রাজাকে সিংহাসনে বসাও। তুমিই বৃহৎ অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দাও। কিন্তু তুমি কি পরলোকে উচ্চ স্থানে বসাইতে পার? তুমি কি অমূল্য যাহা মূল্যে কেনা যায় না, এমন পুণ্যধন দিতে পার? তুমি পৃথিবীতে, রাজা প্রজা ধনী দুঃখী সাজাইতে পার, কেন না যার ধন নাই যে তোমাকে পায় নাই সেই গরীব, যে তোমাকে পাইয়াছে সেই ধনী। এ সকল পৃথিবীতে, কিন্তু আর একটি স্থান আছে মৃত্যুর পর যে স্থানে যাইব। সে স্থানে কে রাজা কে বা প্রজা? রহস্যময় পৃথিবী! তাই বসে বসে ভাবি আর হাসি। সবই অনিত্য আমার টাকা হইলে কি আমি সুখী

হইতাম ? আমি সেই ধন চাই যে ধন ব্যয় করিলে তাহার ক্ষয় হয় না। যে ধন পৃথিবীর বাজারে ক্রয় করা যায় না। যে ধনে ধনী গৌরাঙ্গ শাক্যসিংহ ঈশা ব্রহ্মানন্দ সেই ধনে ধনী হইতে চাই। অমূল্য ধনে ধনী হইব নিত্য ধনে সুখী হইব। "আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল ঐ চরণের ভিখারী হে।"

উৎসবে প্রার্থনা।

(১)

আজি সম্বৎসর পরে আমরা আবার
এসেছি তোমার দ্বারে হে করুণাময়!
দীন হানা পাপভারে ব্যাকুল অন্তর
মুছায়ে নয়নধারা দাও পদাশ্রয়।

(২)

এই তো হয়েছে গত সুদীর্ঘ বৎসর
জীবনের কত দিন হইয়াছে ক্ষয়
যে প্রতিজ্ঞা করেছিনু নিকটে তোমার
কিছুমাত্র পালন কি করিয়াছি হায়!

(৩)

ভুলে যাই বারবার আদেশ তোমার
ডুবে যাই বারবার পাপ প্রলোভনে
তুমি হে জগৎ পিতা দয়ার সাগর
ডেকে লও কাছে মোরে মধুর বচনে।

(৪)

ঘোর স্বার্থে পরিপূর্ণ মোদের অন্তর
আবরিত তাহে হায় বিষম সংশয়
বধির বিবেক-কর্ণ, পাপের আধার
হইয়াছে দয়াময়! মোদের হৃদয়।

(৫)

কি হবে মোদের গতি জগত জননি ?
চিদানন্দরূপে যদি দেখা নাহি দাও
শ্রবণে না ঢাল যদি বিবেকের বাণী
হৃদয়ের অবিশ্বাস যদি না ঘুচাও!

(৬)

কত খেলা খেলিবে মা! লইয়া সন্তানে ?
আঁধার পঙ্কিল স্থানে একাকী ফেলিয়ে
এস মা করুণাময়ি! কৃপা বিতরণে
মুক্তির পবিত্র পথ দাও দেখাইয়ে।

(৭)

যেন মা সংসার ঘোর বিপাকে পড়িয়া
ভুলিয়া না যাই ওই রাজীব চরণ,
সুখে দুঃখে ও চরণ মস্তকে ধরিয়া
কেটে যেন যায় মা গো এ ক্ষুদ্র জীবন।

(৮)

তোমারি তনয়া মা গো ভারত রমণী
বরষি করুণারাশি মোদের উপর
তব আশীর্ব্বাদে মোরা সকল ভগিনী
পার হ'তে পারি যেন কর্ত্তব্য সাগর।

(৯)

বৃথা বাক্য আড়ম্বর মোদের সম্বল
বৃথা অহঙ্কারে পূর্ণ আমাদের মন
বৃথা গর্ব্বে মত্ত চিত্ত সতত চঞ্চল
বৃথা ভ্রমে কাটালাম অমূল্য জীবন।

(১০)

যেটুকু সময় আছে মোদের জীবনে
সেবিবারে পারি যেন চরণ তোমার
আনন্দে হইব মগ্ন চাহি তব পানে
পূর্ণানন্দরূপে রহ হৃদে নিরন্তর।

ললিত।—আড়া।

এসেছি মা তব দ্বারে আমি অতি নিরুপায়
পাপ তাপে পরিপূর্ণ দেখ মা মম হৃদয়॥
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী,
এলে যদি দয়া করি,
তাপিত সন্তানে তবে দাও মা চরণাশ্রয়।
বসি ও পবিত্র কোলে,
দুঃখ জ্বালা যাব ভুলে,
আজি উৎসবের দিনে দীনে এই ভিক্ষা
চায়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

সতী নারী।

এই ভূমণ্ডলে কত কত সাধ্বী সতী-জীবন গুপ্ত ভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বধামে চলিয়া যায়। আর একটি পবিত্র জীবন পৃথিবীর নিকট বিদায় লইল। সে জীবন সেবা করিয়া শোক দুঃখের দুঃসহ যাতনা বহন করিয়া এখন অনন্ত শান্তিময় নিকেতনে স্থান প্রাপ্ত হইল। একটি পুরাতন স্মৃতি একটি বহু দিনের পরিচিত মানব আত্মা নারী জীবন আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইল। কত প্রকার পরীক্ষা দারিদ্রতা অপমান তাঁহার জীবনে প্রবাহিত হইয়াছিল ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়। বালিকাবয়স হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে উপর্য্যুপরি কত প্রকার অন্ধকার বহিয়া গিয়াছে। শোকের বিষম আঘাতে জীবনতরু শুষ্ক জীর্ণ অবস্থায় কত দিন কাটিয়াছিল। এক সময় তাঁহার একটি কন্যা-শোক হয় তাহাতে তিনি পাগলের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়াছিলেন পরে তাঁর আত্মীয়েরা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল এই প্রকার কত দুঃখ শোকের পর্ব্বত তাঁহার বক্ষোপরি ছিল তথাপি তিনি নিজ কার্য্য সাধন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিনয়ী নম্র ভাবে জীবন কাটাইয়াছিলেন। ধন্য সেই সকল নারী যাঁহাদের পবিত্র জীবন আমাদের আদর্শরূপে বিদ্যমান।

প্রার্থনা।

হে নাথ!

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু সৌন্দর্য্যের সাগর, করুণার আকর জ্ঞানস্বরূপ তোমায় যে কি বলিয়া সম্বোধন করিলে হৃদয় তৃপ্তি-লাভ করিবে এমন কোন শব্দ পাইতেছি না, মন তোমায় মনন করিতে গিয়া নিবৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় বাক্য তোমায় বলিতে গিয়া পরাস্ত হয়, কেবল একমাত্র জ্ঞানের দ্বারায় তোমায় জানা যায়। হে নাথ! তোমার আদেশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র সকল ও চন্দ্র সূর্য্য সকল ভ্রমামান হইতেছে, এই শস্যশালিনী বসুন্ধরা প্রাণিগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া পোষণ করিতেছে, এই সকল জাগতিক ব্যাপারের মূলে তোমার করুণা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের রক্ষা করিতেছে, আমরা যখন জরায়ুশয্যায় মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন তোমারই করুণা প্রহরি হইয়া তিলে

তিলে জীবনীশক্তি প্রদান করিত যখন, ভুমিষ্ঠ হইলাম, তখন স্তনদুগ্ধরূপে তোমারই করুণা আমাদের পোষণ করিতে লাগিল। আমাদের জ্ঞান ও বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার প্রয়োজন হইল তাহার আগে তুমি সেই সকল বস্তু বিধান করিয়া রাখিয়াছ, তাহা পাইয়া আমরা মূঢ় জীব বিষয়ে ধাবিত হইয়া তোমাকে হারাইয়া ফেলি, এই সংসারের দুইটা দিক, এক দিক দিয়া সংসারকে দেখিলে অনলে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে হইবে। আর তোমার ভিতর দিয়া দেখিলে জীবন মধুময় ও অমর হইবে, আমরা তাহা না করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া বিষয় লইয়া সংসারের ভিতর দিয়া তোমাকে পাইতে যাই, আর সাহারার মরুতে আসিয়া পড়ি ও মরিচীকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ইন্দ্রিয়-রূপ বিষাক্ত বায়ুতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়, তখন তুমি ছাড়া কে আর আমাদের এই সংসাররূপ মরু হইতে রক্ষা করিবে। আমরা তোমার ভিতর দিয়া সংসারকে দেখি ও জীবন মধুময় হউক, আমি কৃতার্থ হই ও ঘরে ঘরে সকল নরনারী তোমার দাস দাসী হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে থাকুক। আমি যেন বিপদ সম্পদের মধ্য দিয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিয়া ও তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। বিপদ ও সম্পদ দুই-ই সমান উন্মত্ত-কারী দুই অবস্থাতেই আমরা তোমাকে হারাইয়া ফেলি, তোমার কাছে আর কি চাহিব, তুমি চাহিবার আগেই আমাদের সমস্ত দিয়াছ আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান দিনান্তেও তোমায় কৃতজ্ঞতার সহিত ভক্তি উপহার প্রদান করি না, আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান। তুমি আমাদের স্নেহময়ী মা, আমাদের সকল সুখ দুঃখের কথা জানিতেছ তবুও তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারি না। তোমার কাছে না কাঁদিয়া আর কাহার কাছে কাঁদিব, তোমার মত বন্ধু আর কে আছে, আনন্দময় ও মঙ্গলময়কে জানিতে পারিয়া জগত আনন্দ ও মঙ্গলে পূর্ণ হউক। "কাতর হৃদয়ে রোদন শুনিলে আর কি পারিবে থাকিতে" আর লুকায়ে থাকিও না দেখা দেও এই আমার প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

"আনন্দোচ্ছ্বাস।"

কি শুনিরে আজ, মঙ্গল বারতা
আনন্দ লহরী হৃদয়ে বয়,
পকুল্ল অন্তরে, আজি যার ঘরে,
গাইছে সকলে সতীর জয়!
মৃদুল মৃদুল মধুর নিক্কণে,
বাজিছে মঙ্গল বাজানা কত,
জয় জয় বলি, দিয়ে করতালি,
ভাসিছে আহ্লাদে মানব যত,
হরিত পল্লবে বিকচ প্রসূনে
প্রসাদ নগরী শোভিছে চারু
নয়ন রঞ্জন সুউচ্চ তোরণ
প্রকাশে শিল্পির সুরুচি কারু!

উন্নত আকাশে, সুষমা বিকাশে,
বিবিধ বরণ পতাকাচয় !
কুসুম স্তবক শোভে স্তরে, স্তরে,
মরি কি মধুর মাধুরীময় !
নরনারী যত, মিলায়ে সুতান
বিমোহিত করি সবার প্রাণ,
"ধরমের জয় বিধানের জয়"
পুলক অন্তরে গাইছে গান,
ম্রিয়মান প্রাণে সঞ্জিবনী সুধা
কে ঢালিল আজ করুণা করি
কাহার প্রসাদে, মত্ত মহোৎসবে
হয়েছে গো আজ সবাই মরি !
কেশব নন্দিনী, কমলা রূপিনী
সতী শিরোমনী অবনী মাঝে
সদা স্মিতমুখী সরলতাময়ী
নিয়ত নিরত ধরম কাজে !
জগত জননী করুণা প্রতিমা,
রাজপরিচ্ছদ যতনে আনি,
নিজ হাতে তাই, দিলেন সাজায়ে
মহিমা মণ্ডিত বরাঙ্গখানি !
তাই এ উল্লাসে, ভাসিছে সকলে
গায় মধুস্বরে রাণীর জয়

ধন্য সহিষ্ণুতা, তোমার গো দেবী,
তুলনা নাহিক মিলে
দেব বালা সতী শিক্ষা দিতে সবে,
এসেছ এ ধরাতলে !
পবিত্র মুরতি পবিত্র প্রকৃতি
পবিত্র হৃদয় তব
গাবে মুক্তকণ্ঠে তব গুণ গাথা
যত নরনারী সব !

সাবিত্রীর সম পতি পরায়ণা
জ্ঞানে যেন সরস্বতী
যে কীরিটী তুমি, পরেছ মস্তকে,
অমূল্য তাহার মান,
তুচ্ছ কোহিনূর, তাহার তুলনে—
শতাংশে নহে সমান !
সতীত্বের তেজে দিক আলোকিয়া,
উজ্জ্বল করিলে ধরা
হেরিয়া ওরূপ ধন্য এই আঁখি
ধন্য হইয়াছি মোরা !
আর কি গো কভু হেরিয়া তোমারে,
জুড়াইবে এ শ্রবণ ?
বসি সিংহাসনে, পাল প্রজাগণে
রাখিও সবার মান,
যেন সর্ব্বজনে গায় অনুক্ষণে
তোমার মহিমা গান ?
হউক উজ্জ্বল সে রাজ্য সুন্দর
তোমার প্রতিভাভায় !
মাগি এই ভিক্ষা আমরা সকলে
বিভুর রাজিব পায় ।

শ্রীকাত্যায়নী দেবী, (কোচবেহার) ।

আত্মচিন্তা ।

এ ধরায় তবে কি সকলই মিথ্যা ? প্রাতঃকাল হইতে যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি, সবই অসার সকলই অনিত্য ?

রাত্রি গভীর। নিদ্রাহীন চক্ষু শয্যার চারিদিক তাকাইল, গৃহের সকল স্থান দেখিল মনে হইল "কৈ কেহ ত এখানে নাই !" যে গৃহ দিবসালোকে নরনারী, বালক বালিকার কণ্ঠস্বরে পূর্ণ থাকে

সেই গৃহ রাত্রের অন্ধকারে কষ্টকর গাম্ভীর্য্য এবং নির্জ্জন ভাব ধারণ করিয়াছে।

ছুটিয়া বারাণ্ডায় গেলাম দ্রুতবেগে পদচারণা আরম্ভ করিলাম। প্রাণে কেমন অস্থিরতা আসিল, মনে হইল আমি পাগল হইব; ইচ্ছা হইল সকলকে জাগাই। যাহাদের জন্য দিবা নিশি পরিশ্রম করি তাহারা কি আমার এই প্রাণের কাতরতায় জাগিবে না, সহানুভূতি করিবে না! দুঃখ, অভিমানও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। একে একে সকলের শয্যার নিকট গেলাম সকলের মুখপানে তাকাইলাম, সকলে কেমন সুখে নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রাভিভূত চক্ষে কি আরাম কি বিশ্রামের ভাব! কৈ কেহ ত আমার জন্য ভাবিতেছে না! এই রাত্রে এই অবস্থায় আমার যদি মৃত্যু হয় তবে কেহ ত কিছু জানিবে না। তবে কি বেগারের কাজ আমি দিন রাত্রি করি? এই ভাবিয়া কেমন প্রাণে একটা উদাস ভাব আসিল। ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ঘর তখনও আমার কারাগারের মত মনে হইল, কোথায় যাইব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ইতস্ততঃ করিতেছি, হঠাৎ মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টি পড়িল। দৌড়িয়া গিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম, স্থির নীলাকাশে স্থির নেত্রে তাকাইলাম, দেখিলাম মৃদু মৃদু হাসিয়া তারকাদল আমাকে আহ্বান করিতেছেন। আমি নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইলাম, ছাদের উপর উঠিলাম। মাথার উপর অনন্ত আকাশ, চারি পাশে নক্ষত্ররাশি, আর নিজেকে "একা" মনে হইল না। কত সঙ্গিনী দলে দলে আমার কাছে আসিলেন, আমাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাদের আদরে এ প্রাণ নাচিয়া উঠিল। কত কথাই তারা-বালাদলে বলিলেন, কত শিক্ষা তাঁহাদের কাছে পাইলাম। সকল কথা বলিতে পারি না কিন্তু একটি কথা প্রাণে লাগিয়া গিয়াছে। একটি তারা আমাকে বলিলেন, "দেখ, আমরাও পৃথিবীতে এমনই ক'রে তোমার মত সংসার করিতে এসেছিলাম। নিজে নিজে সংসার সাধন ক'রে পরিবার গঠন ক'রে নিজ নিজ জীবনের কাজ সমাধা ক'রে দেহ ত্যাগ করিয়াছি, একটি তারা হয়ে এসেছিলাম কিন্তু পরিবারে সকলে একখানি হয়ে একটি নক্ষত্র হয়ে আলো দিই আলো দেখি, বড় সুখে আছি। আত্মার সঙ্গে যদি যোগ না হয় প্রাণের অস্থিরতা কিছুতেই যাইবে না। স্বামী স্ত্রী, আগে এক প্রাণ হও তবে "সংসার" কি জানিতে পারিবে। যত দিন আত্মার নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে না তত দিন ভবের অনিত্য মায়া বন্ধন কষ্ট দিবে।" এই কথা শুনিয়া যেন আমার চৈতন্য হইল, যেন কি ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সেই রাত্রি হইতে আমার প্রাণ স্থির হইয়াছে, সংসারের মান, অপমানে, দুঃখ, অভিমানে, ধনে দারিদ্র্যে আর অস্থিরতা আসে না কি যেন অন্য এক চক্ষু খুলিয়া

গিয়াছে তাহা দ্বারা পরিবারের প্রত্যেকের আত্মা দেখিতে ইচ্ছা হয়।

এ ধরায় যাহা কিছু দেখি সকলের ভিতর নিত্য, সকলই বন্ধু ইহা দেখিয়া সুখী হইয়াছি। নিরাকার আত্মাই নিত্য, আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ যাহাদের, যোগ যাহাদের সঙ্গে তাহারাই চির আত্মীয়, চির বান্ধব। ইহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি এবং সম্ভোগ করিতেছি।

ভক্ত-রত্ন।

যুগ যুগান্তরে একটি একটি ভক্ত অবতার আসিয়া এ পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর দুঃখ পাপ দূর করিয়া যান। ভারত বড় সৌভাগ্যবতী। ভারতের যোগবল, ভক্তিবল কি পুণ্যবলে, জানি না কোন্ বলে এমন অবতার সকল আসিয়া তাহার বক্ষে দাঁড়াইয়া স্বর্গসমাচার শুনাইয়া যান। ভগবানের বিশেষ দয়ার সময় কোন্ সময়? যে সময়ে তাঁহার বক্ষের ধন একটি একটি ভক্তরত্ন এ দুঃখ পাপময় ধরায় পাঠাইয়া দেন। মনুষ্য জানে, "নিরাকার আত্মাই সত্য, জড় কিছু নহে" কিন্তু জড় জগতে, জড় উপাসক নরনারী চৈতন্যরূপী ভগবানকে ভুলিয়া থাকে। এই যে যুগান্তরে একটি একটি ভক্ত অবতার আসেন, কেবল পাপীদের স্বর্গধামে লইয়া যাইবার জন্য, স্বর্গসমাচার শুনাইবার জন্য, নিরাকারা বিশ্বজননীর মুখ দেখাইবার জন্য। ইচ্ছা করিয়া কেহ এই পবিত্র উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে পারে না। এই ভক্ত-রত্নগুলি ভগবানের মনোনীত পুত্র। ইহাদের কথা, ভাব, আচার ব্যবহার সকলই সাধারণ লোকের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। যদি এই মানব-রত্ন সকল ভগবান এ পৃথিবীতে না পাঠাইতেন তবে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। ভক্তের এমনই সৌন্দর্য্যের প্রভা, তাঁহার কাছে যাহারা থাকে তাহারাও সুন্দর হয়। ভক্ত জন্মে, ভক্তের অবস্থান কালে এ জগতে তুমুল ঝড় বহিতে থাকে, কত শত শত প্রাণকে এ প্রবল বাত্যা উড়াইয়া লইয়া যায়। কত কত লোক নানারূপ অবিশ্বাস, নাস্তিকতা আনিয়া ভাবে ভক্তকে নির্য্যাতন করিবে, কিন্তু নিকটে আসিতে না আসিতে ভক্তের পবিত্র সঙ্গরূপ ঝটিকা সে পাপ অবিশ্বাস দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। ভক্তরূপ সূর্য্যের আলোক পাইয়াই ছোট ছোট নক্ষত্র দলের আলো হয়, কিন্তু সূর্য্য যদি আলোহীন নক্ষত্রের আলো কোথা হইতে আসিবে! ভক্তের গৌরবে ভগবান গৌরবান্বিত, সে গৌরব খর্ব্ব যদি কেহ করিতে যায় সে মহা অপরাধে অপরাধী হয়। ভারতমাতা যেমন তাঁহার অবতার রত্নে শোভিত, সজ্জিত, গর্ব্বিত তেমনই তাঁহার সন্তানেরাও যেন যথোচিত ভক্তি, যত্ন সহকারে ভক্তদিগকে সেবা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করে, এই প্রার্থনা।

ব্রহ্মানন্দ-জননী।

ওগো পুণ্যময়ী দেবি! তপস্যা কঠোর, সাধিতেছ চিরদিন ধরি।
তাই পুষ্পাঞ্জলী তব করিলা গ্রহণ দয়া করি আপনি শ্রীহরি।
এমন অঞ্জলী দেবী কে দিয়াছে কবে, কে দিয়াছে হেন অর্ঘ ভাব?
সার্থক জীবন তব তপস্যা কঠোর, সিদ্ধ যত সাধন তোমার।
অশ্রুজলে অন্ধ আঁখী তুলি উর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ কি আলোকভায়।
তোমার বুকের ওই শ্বেত-শতদল, কত শোভা ধরেছে সেথায়।
হৃদি সরোবর তব সৌরভেতে ভরি, ফুটেছিল ফুলদল শোভা অনুপম।
হের দেবি! দিব্য চক্ষে দেবলোক মাঝে, সেথা তাঁরা আরও মনোরম।
যে পুষ্প সৌরভে মুগ্ধ হলো এ সংসার, সে তো ওগো হেথাকার নয়।
সৌরভে ভরিয়া দিক গেলেন চলিয়া সংসারে স্থাপিয়া "দেবালয়"।
তোমার ও তপস্যা পূর্ণ, যাও চলি ধীরে, বিচ্ছেদের হয়ে এলো শেষ।
মুছে ফেল শোক অশ্রু শান্ত কর হিয়া, নিকট সে মিলনের দেশ।
ওগো পুণ্যময়ি! ধন্য জীবন তোমার, ধন্য তব প্রেম আরাধনা।
কে দিয়াছে ইষ্টদেবে হেন অর্ঘ ভার, কে করেছে এমন অর্চ্চন।
হে দেবি! তোমার ওই চরণের তলে, আমিও দাঁড়ায়ে আছি শির নত করি।
ফুটেছিল ফুল এক আমারও এ বুকে, আমিও করেছি দান দেবতারে স্মরি।
অতি ক্ষুদ্র ফুল মোর কিশোর তরুণ, ছিল তবু নিরমল শুভ্র অতিশয়।
প্রার্থনা করিও তুমি ক্ষুদ্র ফুল মোর রাখেন চরণে যেন প্রভু দয়াময়।
কত যুগ কত বর্ষ বিদীর্ণ হৃদয়ে দারুণ বিরহ ব্যথা করিব বহন।
জানি নাকো কত দূরে মিলনের দেশ, সুদীর্ঘ্য এ পথ মোর হবে সমাপন॥

শ্রীউমাশশী।

অমরত্ব।

মানব-জীবন অনিত্য এ জগতের সকলই অসার ইহা বলিয়া অনেক নারী এখন এ অমূল্য জীবনের দায়ীত্ব, স্বামীত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। শিক্ষাও সভ্যতার মধ্যে সৎ শিক্ষা না লাভ করিয়া বিপরীত দিকে মন চালাইতেছে। আমাদের মত সৌভাগ্য কাহার? আমরা শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা যদি ভাল রূপে জীবনযাপন না করিব কে করিবে? রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম এ ভারতে সুন্দররূপে পাঠ করিয়া

কত শিক্ষা লাভ করিতে পারি। এখন কোন নারী বলিতে পারিবে না, যে সে দিবানিশি সংসারের অসার কাজ করিয়া জীবন কাটাইতেছে, ধর্ম্মালোচনা, দেশানুরাগ, পরোপকার তাহা দ্বারা হইতে পারে না। সে সময় এখন নাই, এখন মধ্যাহ্নের সূর্য্যের আলো! এখন সকলেই জাগ্রত হইবে। এই দিবসালোকে সকলের দোষ গুণ স্পষ্ট দেখা যাইবে, সুতরাং সকলের উচিত সকল প্রকারের দোষ বিনষ্ট করা। যে যত পরিমাণে পারে ভাল কাজ করিবে। আমাদের জীবনের কার্য্য করিতে সকলেই শিথিল হইয়াছি সেই কারণে সন্তানাদিও এই রূপ সকল বিষয়ে অসাবধান, অমনোযোগী হইতেছে। সন্তানেরা শুনিতেছে সকলের মুখে একই কথা "মরিলেই সব ফুরাইবে" সুতরাং তাহাদের জীবনের গাম্ভীর্য্য, তাহাদের নীতিরক্ষা সৎশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ নাই, স্পৃহা নাই। পিতা মাতার অসতর্কতায় সন্তানগণের কত ক্ষতি। যদি আমরা ভাল হইতাম, আমাদের সৌভাগ্য দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে কি আমরা জীবনে কেবল অসারতা, অনিত্যতা পৃথিবীতে রাখিতে সাহসী হইতাম! সূর্য্যালোক তবে কি আমাদের জাগ্রত না করিয়া অন্ধ করিয়াছে? এ তীব্র জ্যোতি কি আমাদের অসহনীয় হইল? যে সূর্য্যরশ্মি সমস্ত জগতবাসীদিগকে আলোক দান করিয়া আঁধার হইতে উদ্ধার করিবে সেই আলো কি আজ এই কয়েকটি বঙ্গবাসীকে অন্ধ করিবে? আমাদের জীবন কি পরিবারে, দেশে, পৃথিবীতে কেবল দুঃখ নিরাশা রাখিয়া যাইবে? যে ভারত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিজ্ঞান, পরিশ্রমে সকল দেশের শিরোভূষণ ছিল আজ কি সেই ভারত, নিরাশার গান গাহিতে গাহিতে লুকাইয়া যাইবে? আমাদের জীবনের দায়ীত্ব, স্থায়ীত্ব বুঝিবার সময় আসিয়াছে। প্রতি জনে যদি আমরা এক একখানি অস্ত্র ধারণ করিয়া পাপ, দুর্নীতি সকল প্রকার অসৎ শিক্ষা বিনাশ করিয়া নিজেদের বিজয় পতাকা উড়াইতে পারি তবে আমরা ভারতরমণী নামের উপযুক্ত হইব। যাহার জীবন যেটুকু পরিমাণে সৎ কার্য্য করিতে পারিবে তাহার সেই কাজটুকু অমর হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিবে।

পত্র।

প্রিয় ভগিনি,

তোমরা সকলে কেমন আছ? এবার তোমাদের সংবাদাদি অনেক দিন পাই নাই। কলিকাতার স্বাস্থ্য নাকি বড়ই কষ্টকর বোধ করি অনেক লোকই রোগভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব এত কেন হইল! দুঃখিনী ভারতের দুঃখের শেষ কবে হইবে?

আমরা ত মফস্বলে আছি। সহরের গোলমাল, গাড়ীর শব্দ, মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের চীৎকার এখানে কিছুই নাই। ইহা অতি ছোট একটি দেশ। পল্লী-

গ্রাম বলিলেই হয়। এখানে অনেক গুলি ভদ্র পরিবার আছে। আমার প্রায় অনেকের সঙ্গে ভাব হইয়াছে। মেয়েদের একটি ছোট স্কুল আরম্ভ করিয়াছি প্রায় ৩০ জন মেয়ে তাহাতে পড়ে। আর আমাদের একটি ক্লাবের মত হইয়াছে, প্রতি সোমবারে এক একজনের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মালোচনা হয়, গৃহ সংসারের, বিদ্যা শিক্ষা, স্বামী সেবা, সন্তান পালন বিষয় কথা হয়। বেশ আছি; তবে কলিকাতায় যাইবার জন্য সময় সময় প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আমাদের বাগানে ফুল প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। বেল ফুলের ঝাড়ের কাছে গিয়া বসিলে মনে হয় যেন স্বর্গে আসিয়াছি। আমার মনে হয় সকল নগরবাসী নরনারীর একবার করিয়া এই সকল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পল্লী কি গ্রামে দিনকতক করিয়া থাকিয়া শরীর মন শীতল করা উচিত।

পাক বিধি।

গাজরের বরফি।—প্রথমতঃ গাজর গুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া খোসা ছাড়াইয়া রাখিবে। গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শিলে উত্তমরূপে পিষিবে, পেষা হইলে যতটা গাজর ঠিক ততটা চিনি মিশাইয়া পিতল বা এনামেলের পাত্রে মৃদু জ্বালে চড়াইবে পেস্তা ও কিস্‌মিস্‌ দিবে, যখন কাইয়ের মতন হইবে তখন খুব ভাল গাওয়া ঘি একটু একটু দিতে হইবে, যেন পাত্রের গায়ে না লাগে। বেশ ভাল পাক হইলে নামাইয়া রাখিবে, একখানা থালাতে ঘি মাখাইয়া তাহাতে গাজরগুলি ঢালিয়া উপরে বাদামের কুচি ছড়াইয়া দিবে। বরফির আকারে কাটিবে। ইহা গরম গরম খাইতে ভাল।

সরযূ পিঠা।—ভাল সোনা মুগের ডাল খুব ভাল বাছা হওয়া চাই। সেই বাছা ডাল আধ সের একটী কলাই করা পাত্র অর্থাৎ হাঁড়ি বা ঢাকনাযুক্ত কোনরূপ পাত্র করিয়া ঠিক ডেলা ক্ষীরের মত মণ্ডাকারে সিদ্ধ করিতে হইবে। জল ঠিক বুঝিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেই ডালের মণ্ড হইতে জল বেশী হইয়া না যায়, আবার কমও না হয়। যদি কেহ এ প্রকার থাকেন যে কলাই করা পাত্রে না খান তবে খুব ভাল পিতলের হাঁড়ি সরা খুব ভালরূপে মাজিয়া লইবে। তার পর সেই ডালে এক পোয়া ছানা এক পোয়া ক্ষীর এক পোয়া বাদাম বাটা এক পোয়া পেস্তা বাটা আর আধ পোয়াটাক কাশীর চিনি ও খুব মিহি সবেদা কিম্বা ময়দা এক পোয়া দিয়া সব এক সঙ্গে বেশ করিয়া মাখিবে। ছানাটা খুব যেন শুষ্ক হয় অর্থাৎ থাসাটা পুলি ইত্যাদির থাসার মত বেশ আঁটাল করিয়া লইতে হইবে। তার পরে পান্তোয়া আকারে গড়িবার মত নেচি করিয়া তাহাতে কুচি কুচি বাদাম পেস্তা ও ক্ষীর এক সঙ্গে করিয়া

পুর দিয়া ঈষৎ চেপ্টা সুন্দর পান্তোয়া আকারে গড়িয়া খুব মরা আঁচও নয় খুব জলন্তও নয় মধ্যম রকম আঁচে অতি ধীরে ধীরে ভাজিয়া ঘন রসের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে একটী স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। লাল ধরণে ভাজিতে হইবে এবং ঘৃতে ভাজা হইবে। রস অবশ্য চিনির হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ইহা পাইলে যাঁহারা মিষ্ট ভালবাসেন তাঁহারা বাজারের মিষ্ট আনা বন্ধ করিয়া দিবেন।

স্বর্ণরেণু

সাধুর রাগ কেবল ব্রহ্মানুরাগ।

ক্ষমা মানুষের শত্রুর প্রতি; যুদ্ধ ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে।

মঙ্গলময় বিধাতা কখন অমঙ্গল লিখিতে পারেন না।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ।

অন্যের নিকটে যাহা ভয় ও মৃত্যু তাহা সাধকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ।

যদি প্রেম ও বৈরাগ্যের বিবাহ না হয় তাহা হইলে পুণ্যশান্তি বহুদূরে।

যদি তোমরা মাকে দেখ আপনা আপনি তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির জল উথলিয়া পড়িবে, এবং সেই জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হইবে।

নিজেদের শত্রুকে ক্ষমা করিব কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র শত্রুতা সহ্য করিব না।

প্রকৃত ব্রাহ্ম হিন্দুসাগর মন্থন করিয়া তাহার মধ্য হইতে সমুদয় সার রত্ন গ্রহণ করিতেছেন।

নাস্তিকের প্রাণের উপর আঘাত করিবে না, কিন্তু নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে।

যদি যথার্থ ঈশ্বরের উপাসক হও তাহা হইলে তোমাদের উপাসনা নিত্য নূতন এবং চিরসরস হইবে।

তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি মা নামে নারী স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

সতী যেমন পতি নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, ভক্ত তেমনি বিশ্বপতির নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না!

স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবেক না; ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি সাধন চান।

২৭ বর্ষ] চৈত্র, ১৩১১। [১২শ সংখ্যা

মাসিক পত্রিকা।

PARICHARIKA.

27th Year. APRIL, 1905. No. 12.

সূচী।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড;

আর্য্যনারীসমাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

KESHUB CHUNDER SEN'S WORKS.

To be had at Brahmo Tract Society's office, 78 Upper Circular Road, Calcutta.

———•:o:•———

(Postage Extra)

	IN ENGLISH.	Rs.	As.	P.
1.	K. C. Sen in England ...	3	0	0
2.	K. C. Sen's Lectures in India Vol. I. *	3	0	0
3.	Ditto Ditto Vol. II. (3rd Edition)	1	8	0
4.	Yoga : Objective and Subjective	1	0	0
5.	Prayers	1	0	0
6.	The New Samhita ...	0	12	0
7.	The New Dispensation ...	0	4	0
8.	† Future Life	0	4	0
9.	† Disease and the Remedy ...	0	4	0
10.	Essays : Theological and Ethical Part I. ...	0	12	0
11.	Ditto Part II. ...	0	12	0
12.	True Faith	0	8	0
13.	Brahmo Pocket Diary and Almanac for 1903. (Cloth Bound)	0	4	0
	Dittto (Paper Cover)	0	2	0
14.	The Minister's Words Part I.	0	4	0
15.	Ditto. Part II.	0	4	0
16.	The Missionary Expedition 1879	0	4	0
17.	Small Tracts, each copy. ...	0	0	6

KESHUB CHUNDER SEN'S PORTRAITS.

A steel engraving on thick card, size 18″ × 13″ ...	1	0
Minister in the attitude of prayer.	0	8

Both most faithful likenesses and executed by well-known London firms.

IN BENGALEE.

		মূল্য
১৮	আচার্য্যের উপদেশ ১ম ভাগ ...	১৲
১৯	ঐ ২য় ভাগ ...	১৲
২০	ঐ ৩য় ভাগ ...	১৲
২১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	১৲
২২	ঐ ৫ম ভাগ ...	১৲
২৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	১৲
২৪	জীবনবেদ ...	১৲
২৫	প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ ...	১৲
২৬	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ১ম ভাগ ...	।৵০
২৭	ঐ ২য় ভাগ ...	।৵০
২৮	ঐ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ বড় অক্ষরে	১॥০
২৯	সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১॥০
৩০	ঐ তৃতীয় খণ্ড ...	১
৩১	ঐ চতুর্থ খণ্ড ...	১
৩২	ঐ পঞ্চম খণ্ড ...	১
৩৩	নবসংহিতা ...	৸০
৩৪	মাঘোৎসব ...	॥০
৩৫	প্রার্থনা (হিমাচল) ১ম ভাগ ...	॥০
৩৬	ঐ ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৩৭	ঐ ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৩৮	দৈনিক প্রার্থনা (কমল কুটীর) ১ম ভাগ	॥০
৩৯	ঐ ২য় ভাগ ...	॥০
৪০	ঐ ৩য় ভাগ ...	॥০
৪১	ঐ ৪র্থ ভাগ ...	॥০
৪২	ঐ ৫ম ভাগ ...	॥০
৪৩	ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ ...	॥০
৪৪	ঐ ৭ম ভাগ ...	॥০
৪৫	ঐ ৮ম ভাগ ...	।৵০
৪৬	ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ ...	।৵০
৪৭	ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ	।০
৪৮	ঐ ২য় ভাগ ...	।০
৪৯	প্রেম কুসুম ...	।০
৫০	স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵০
৫১	ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ...	৶০
৫২	ব্রহ্মোপাসন প্রণালী ...	৵০
৫৩	সুখী পরিবার ...	৴০
৫৪	কতকগুলি ধর্ম্মকথা ১ম ভাগ ...	৴১০
৫৫	কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০
৫৬	কতকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১০
৫৭	ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ...	৴১০

---

* English Edition—Just Published by Cassel & Co, London—Rs. 5.

† These two Lectures are also included in Vol. II, Lectures in India.

For further particulars, apply to the *Manager*,—B. T. Society.

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২য় বর্ষ] কলিকাতা চৈত্র ১৩১১, এপ্রেল ১৯০৫। [১২শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

United Kingdomএ সর্ব্বশুদ্ধ ৫২৩৯৮২ জন ব্যক্তি রেল গাড়ীর কার্য্য করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকাতে এক জাতি পিপীলিকা তিন মাইল দীর্ঘ সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

রুষিয়ার অন্তর্গত ককেসাসে বালকগণকে শিশু অবস্থা হইতেই অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

Belgiumএ একটি স্কুল আছে সেখানে ধীবরদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। কি করিয়া জাল নির্ম্মাণ করিতে হয় ঝড়ের সময় নৌকা কিরূপে চালাইতে হয় এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই স্কুলে ২৫০টি ছাত্র আছে।

---

২১ জুন বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন বলিয়া বিখ্যাত। সে দিন প্রায় ১৭ ঘণ্টা কাল আলোক থাকে। Spitvergenএ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিবস, সে স্থানে সে সময় তিন মাস কাল আলোক থাকে। Stockholm ও Swedenএ ১৮ ঘণ্টা করিয়া ও Bremen ১৬ ঘণ্টা; Hamburg ও Dantyicএ ১৭ ঘণ্টা। Wardburg ও Norway ২১ মে ও ২২ জুলাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন। St. Petersburg ও Tobolskএ ১৯ ঘণ্টা কাল Tornea ও Finlandএ জুন মাসে ২১ তারিখে ২২ ঘণ্টা কাল আলো থাকে।

মাতা।

স্নেহময়ী মাতা মত মমতা কে করে।
অপত্য স্নেহের ভার কত সহ্য করে॥
সন্তান সন্ততি লাগি অসাধ্য সাধিত।
দুঃখ কষ্ট সব সহি করে সদা হিত॥
অপত্য স্নেহের ভাব পিতা মাতা মনে।
দিলেন দয়াল হরি মানব জীবনে॥
ত্রিভুবনে মাতা সম নাহিক সংসারে।
মার প্রাণ কাঁদে সদা সন্তানের তরে॥

পবিত্র দীক্ষা।

বহুকাল পরে আবার কুচবিহার রাজ্যে শুভক্ষণে শুভ সময়ে কয়েকটি নর নারী পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই যে উচ্চ এবং পবিত্র ব্রত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ ইহা সকলকে আশা ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতিকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শক হইয়া দীক্ষা প্রত্যেককে ধর্ম্মালোক প্রদর্শন করাইয়া দেয়।

সম্প্রতি কুচবিহারে পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে কয়েকটি ব্রাহ্ম মহিলা—মহারাজকুমারী শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী, শ্রীমতী বিভাবতী নারায়ণ, শ্রীমতী শুভাশিনী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আর্য্যাকুমারী চট্টোপাধ্যায় পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়াছেন। স্বয়ং মহারাণী বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একে একে সকলকে দীক্ষিত করিলেন। উপাসনার প্রথমাংশ উপাচার্য্য শ্রীদুর্গানাথ বাবু করিয়াছিলেন। সে দিনকার গম্ভীর দৃশ্য ও হৃদয়গ্রাহী উপাসনা দর্শকমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রচারক উমানাথ বাবু মহাশয় উপাসনা ও দীক্ষার কার্য্য করেন। স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জীতেন্দ্র নারায়ণ ও তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীর নিত্যেন্দ্র নারায়ণকে উপস্থিত করিলেন ও উপাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ইহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদিগকে শিক্ষা দান করুন। উপাচার্য্য তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন।

পরে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের প্রথম পুত্র কুমার বিকাশেন্দ্র নারায়ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কমলেন্দ্র নারায়ণ কণকেন্দ্র নারায়ণ দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র সাহা ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মিল দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইলে মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ সকলকে এক এক খানি গৈরিক বস্ত্র দান করিলেন ও সকলকে আলিঙ্গন করিলেন।

সে দৃশ্য স্বর্গীয়, মনমুগ্ধকর, সকলের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। লীলাময়ের এই সকল অপূর্ব্ব কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সকলের আশা উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই সকল শুভ অনুষ্ঠান স্বর্গ হইতে দেখিতেছেন। দেবতাদের মধ্যে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ দেশে দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মণ্ডলী বৃদ্ধি হইয়া চারিদিকে নববিধানের জয় ঘোষণা করিয়া সকলকে কৃতার্থ সুখী করিবে আমরা দেখিয়া ধন্য হইব।

আত্মাকে সম্বোধন করিয়া।

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কাঁদে ভব মাতা।
ভব কারাগারে, বক্ষে শোকরূপ জাঁতা॥

কোথায় লুকালে ফেলি দুঃখিনী জননী।
তোমার বিচ্ছেদে কাঁদে দিবস রজনী॥
শোকার্ত্ত দুঃখিনী মায়ে ছাড়িয়া পালালে।
আবার কি দেখা হবে সেই পরকালে।
তব মাতা শোক হেরি লোকে দুঃখ করে।
তাঁর কেন এত শোক বলিছে কাতরে॥
দেবমাতা দেবী তিনি দেব গর্ভে ধরে।
এতেক দুর্দ্দশা হ'ল জগত ভিতরে॥
পূর্ণ দয়া ধর্ম্ম করি এই দশা হয়।
ভীত পাপী নারীগণে দেখে ভয় পায়॥
হরি দয়াময় নামে বিখ্যাত ভুবন!
নির্দ্দয় নহেন তিনি মানবে কখন॥
বলেছিলে শুনিয়াছি স্বকর্ণে আপন।
মাতারে বিদায় দিতে পারি না কখন॥
পরিণামে এই তব ভালবাসা হ'ল।
আপনি বিদায় নিলে একি বা কৌশল।
তুমি কিবা করিবেক বিধির ব্যাপার।
যিনি জন্ম দেন ভবে লয়েন আবার॥
দেখে শুনে ভয় করে হয়েছি অবাক।
ঈশ্বরের কার্য্য হেরি লেগে গেল তাক॥
বলেছিলে তুমি "আমি যাব অগ্রে তথা"।
অগ্রে যাব আমি তথা আমার এ কথা॥
সত্য হ'ল তব বাণী গেলে ত্বরা করি।
ভাবি তাই কত হায় মনে মনে স্মরি॥
বাল্যকালের বাল্যসখা কনিষ্ঠ দেবর।
ধর্ম্ম পথে সাথী তুমি বিমল অন্তর॥
শিক্ষক হইয়া শিক্ষা করেছিলে দান।
গুরুজন সম্বন্ধেতে করিতে সম্মান॥
পাগলিনী বনিতার কি করিলে হায়।
অসহায় শিশুগণে কি হবে উপায়॥
দয়াময় দয়া কর বিপদ ভঞ্জন।
এ দুর্দ্দিনে রক্ষা কর দিয়া শ্রীচরণ॥
করজোড়ে নমি হরি হয়ে ভয়ে ভীত।
সদা থাকে যেন তব পদে মম চিত॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। জনৈক প্রচারক মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন। "এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব? তাঁহার কথা, তাঁহার প্রসঙ্গতো লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না।

কেহ বা তাঁহাকে আদর করিতেছে, কেহ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন, ততক্ষণ তাঁহার জীবন। সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও তাঁহার আদরনীয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ, অথচ প্রসন্নতা, মৃদুতা, নম্রতা, ভগবদ্ভক্তি তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে তবে সে

তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক, তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখগুলি অবধি মস্তকের কেশ বিন্যাস পর্য্যন্ত এখনি এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

যদি কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন হইয়া থাকে তবে সে তাঁহারই নিমিত্তে। এখন আর আমার প্রেমাশ্রু নাই, আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প হইয়া গিয়াছে যে তাহা আর চক্ষুর অশ্রু-রূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত।

ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়া-ছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।

আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনু-রাগে ঋষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীদিগের পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদী-দিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আর্য্যনারী সমাজ।

প্রথম অধিবেশন।

বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর ৩০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ব্রহ্মানন্দাশ্রমে আর্য্যনারী সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে ভক্তিভাজন নববিধান গৃহস্থ-বৈরাগী শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু মহাশয় ব্রহ্মো-পাসনা করেন। তিনি অতি সরল ভাষায় নারীদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। তিনি বলেন অতি সামান্য কথা বা বিষয়ে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হয়; আমাদের মেয়েদের মধ্যে তা কখনও হওয়া উচিত নয়। একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আর বিবাদ হয় না। এই ত্যাগ স্বীকার শেখ, সংসার সুখের সংসার হবে।

উপাসনার শেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের উপদেশ হইতে নারী সৃজনের উদ্দেশ্য বিষয় পাঠ করেন এবং এই নারী সমাজের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া একটী আকুল প্রার্থনা করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত নিয়মাবলীগুলি স্থির হয়।

১। ঈশ্বরবিশ্বাসিনী আর্য্যরমণী মাত্রেই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

২। সভ্যগণ নিত্য ঈশ্বর উপাসনা বা প্রার্থনা করিবেন বা পারিবারিক উপাসনায় যোগ দেবেন। গৃহ ধর্ম্ম সাধন ব্যতীত সুবিধা হইলে কিছু কিছু শিক্ষা করিবেন।

৩। এই সমাজের উন্নতির জন্য এবং দরিদ্র ভগ্নীদিগের সাহায্যের জন্য সভ্য-গণ মাসিক ন্যূন চারি আনা সাহায্য করিবেন।

৪। আপাততঃ প্রতি পক্ষে এই সভার অধিবেশন হইবে; তাহাতে

সংক্ষেপে উপাসনা, গান, রচনা, পাঠ ও আলোচনা হইবে।

সৌভাগ্যের বিষয় সুগায়ক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কালীনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া তাঁর উৎসাহপূর্ণ মধুর সঙ্গীত দ্বারা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং অনেকগুলি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাহিরের ঘরে বসিয়া উপাসনাদিতে যোগদান করেন। কুমারী স্নেহলতা দাস আগামী অধিবেশনে মেয়েদের মধ্যে গৃহবিবাদ কি করিলে না হয় এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিবার ভার লন এবং বার জন আর্য্যনারী এই সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৩ই আশ্বিন এই সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার কার্য্য করেন ও শ্রীআচার্য্য দেবের উপদেশ হইতে নারীদিগের প্রধান প্রধান দোষ কি কি, পাঠ করিয়া বলেন যে আমরা আগে আমাদের কি রোগ যদি জানিতে পারি, তাহা নিবারণ করা যেমন সহজ হয়, তেমনি দোষ কি জানিতে পারিলেও তাহা নিবারণ করা সহজ হইবে, অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদের কি দোষ আছে যেন তাহা নিজে নিজে দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা মার ভাল ছেলে মেয়ে হইতে পারিব। এই দিন শ্রীমতী সন্তোষিনী রায় কয়েকটী সঙ্গীত করেন ও সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক প্রার্থনা করেন। প্রবন্ধ লেখিকা এ সভায় উপস্থিত না থাকাতে এবার প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই।

পাখী।

বিহঙ্গ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া যখন।
দাঁড়ে বসে ভাবে সদা উড়িব কখন॥
নয়ন মুদিয়া থাকে চুপটি করিয়া।
উড়িবার আশে কভু ডানা বিস্তারিয়া॥
শিখলি বন্ধন পায়ে উড়িবে কি করে।
ঝট্ পট্ করি শেষে স্থির ভাব ধরে॥
বিচিত্র লেখনী লেখা পাখীর পাখায়।
নানাবিধ পক্ষী বসে বৃক্ষের শাখায়॥
লাল নীল কত রঙ্গে বিচিত্র বরণ।
ছোট বড় পাখী বহুরূপী সুন্দর গঠন॥
বিহঙ্গ বদনে শোভে যুগল নয়ন।
বাসগৃহ হয় তার নিবিড় কানন॥
রাজ অট্টালিকা হতে বটবৃক্ষ ভাল।
মানবে আমোদ করি ধরে পাতি জাল॥
গহন কানন মাঝে বিরাজে বিহঙ্গ।
কোলাহল নাহি তথা পক্ষীদল সঙ্গ॥
পার্ব্বতী ও পক্ষী জাতি স্বর মিষ্ট অতি।
গিরি মাঝে বৃক্ষোপরে তাহার বসতি॥
তাহার বিরাম বৃক্ষ স্বভাবের কোলে।
মনসুখে গান করে শাখিপরে দোলে॥
পাখা ঝাড়ে শিশু দেয় ফল মূলাহার।
সোণার পিঞ্জর ভাল লাগে না তাহার॥
শিশে গান করে তারা মানবে শোনায়।
আপন যোড়ের ফন্দী পাখীরে জানায়॥
এক পাখী এক গিরি অন্য গিরি এক।
শিশে কথা বলে তারা দুয়ে যোগে এক॥

জিজ্ঞাসা উত্তর দেয় উভয় কেমন।
পরস্পরে কথা কয় মানিবে যেমন॥
লুকাইয়া গিরি মাঝে অতি ছোট পাখী।
মাঝে মাঝে শিশ্ দেয় বসি বৃক্ষশাখি॥
দেহরূপ পিঞ্জরেতে মনপাখী বসে।
ইচ্ছা করে, পাখা ঝাড়ে উড়িবার আশে॥
ভাঙ্গা খাঁচা তার আর ভাল লাগে না।
ধরা বাঁধা করে আর থাকিতে চাহে না॥
সঙ্গী সবে একে একে উড়ি চলে গেল।
একাবসে ভাবে শেষে মম বেলা গেল॥
আঁধারে নয়ন অন্ধ, পথ নাহি জানে।
সঙ্গের সঙ্গীরা এখন নাহিক এখানে॥
সেই নিত্যধাম যথা আছে সঙ্গী কত।
তাহারা রয়েছে সুখে হয়ে এক মত॥
সোণার পাখীর দল মোহিত হইয়া।
হরিনাম গান করে সকলে মিলিয়া॥

আমার যাত্রা।

একদিন আমি দ্বাদশীর পারণ করিতেছি বেলা তখন ৮॥০টা হইবে সতীশ আসিয়া আমার কাছে বসিল। কখন বসে না, মনে ভাবিলাম আজ এ ভাব কেন? আমার ডাব দুইটা খাওয়ার পরে যেই সন্দেশ দুইটা মুখে দিতে যাইতেছি অমনি সতীশ বলিয়া উঠিল, মৌজি, তোমায় আজ কাশী যাইতে হইবে। আমি তো অবাক, কোথাও কিছু নাই এ কি বলিল? হাতের সন্দেশ হাতেই রহিয়া গেল। মুখে আর দেওয়া হইল না। বলিলাম কেন, হঠাৎ এ প্রস্তাব? তাহাতে সে বলিল দেখ মৌজি, তোমার এখানে না থাকিয়া শেষ জীবন কাশী থাকাই ভাল। সম্প্রতি, কাগজে এই মাত্র পড়িলাম ধানওয়ারের রাজা নাকি কাশীতে একটী বিধবাশ্রম করিয়া দিয়াছেন অনাথা রমণীরা সেখানে সুখে জীবনের শেষ দিন কাটাইতে পারিবে। আর কাশীতে মৃত্যু তো মৌজি স্বর্গপ্রাপ্তি তাই বলিতেছিলাম ইহাতে তোমারই ভাল। সতীশকে বলিলাম আচ্ছা যাইব। সে বলিল তবে সব গুছাইয়া লও। সন্ধ্যের আগেই তোমাকে যাত্রা করিতে হইবে। আমার সংসারে কেহ আপনার ছিল না। শৈশবে পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয় তাহা স্মরণ নাই। পিতার বন্ধু এই সতীশের পিতা পালন করেন ও যাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন অদৃষ্টের এমনি আশ্চর্য্য ফল তিনিও অচিরে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। একটী ছেলে সেও ১০ দিন মাত্র জীবিত ছিল। ক্ষীরোদ বাবু আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে আমাকেও সমভাবে রাখিয়াছিলেন। সতীশ ক্ষীরোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশের প্রথম সন্তান। তাহারা সকলেই আমাকে মৌজি বলিত। সতীশ প্রথম হইতেই মৌজি বলিত। পুত্র কন্যা সর্ব্ব সমেত ক্ষীরোদ বাবুর ১৮ জন হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৯টী পরলোক গত আর ৯টী জীবিত। পরিবার বৃহৎ, জ্যেঠাই খুড়ী পিসি মাসী অনেকগুলি আছেন। যদিও আমার বয়স ৪০সের কাছাকাছি

হইয়া আসিয়াছে কিন্তু কখনও বাড়ীর বাহির হই নাই। কাশী যাওয়া শুনিয়াই প্রাণটী যেন কেমন ব্যাকুল হইতে লাগিল। তখন বাগানে গিয়া নির্জ্জনে আমার বকুল তলায় বসিয়া আমার সে ১৫ দিনের শিশুকে স্মরণ করিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যদি সে থাকিত তবে মা বলে, অমন সুধামাখা মা নামে আমাকে ডাকিত! আর মাকে কি দুটো পেটের জন্য আজ কাশী পাঠাইয়া দিত! হায়! আমার এ সংসারে সকলই ছিল আবার কিছুই নাই! এই প্রকারে নানা কষ্টাবহ চিন্তাতে কতক্ষণ পর্য্যন্ত কাটিল। পরে ঘরে আসিয়া সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া সামান্য কাপড় ছিল সে সমুদয় গুছাইয়া রাখিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে সতীশ আসিয়া প্রস্তুত হইল এবং মোজকে প্রস্তুত দেখিয়া একবার বলিল "সত্য সত্যই তুমি আমাদের মায়া কাটাইয়া কাশী চলিলে?" আমার চক্ষুতে জল আসিল, কিন্তু কোন কথা কহিলাম না। বাড়ীর সকলেই আশীর্ব্বাদ প্রণামাদি করিয়া আমার যাওয়া দেখিতেছিলেন। আমিও সকলকে প্রণামাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমার কখন কোথাও যাওয়া অভ্যাস নাই। কোন মতে তো গাড়ীতে উঠিয়া কাশীতে পৌছান গেল। সতীশ সেখানে রাখিয়া পরদিনেই চলিয়া গেল। আজ ২০ বৎসর আমাকে রাখিয়া গিয়াছে আর কখনও সংবাদ কেহ লয় নাই। কিন্তু এখানে আবার এত বন্ধু এত আত্মীয় যে একদিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কত ছোট ছোট ছেলের আমি মা হইয়াছি। আমাকে ছাড়িয়া তাহারা নিজের মার কাছেও যায় না। যদি আমার পূজা আহ্নিক সারিতে বিলম্ব হয় দেখি সব বসিয়া আছে। তখন মনে পড়ে একটী শিশু সন্তানের শোকে অধৈর্য্য হইয়াছিলাম ভগবান আজ আমাকে কত সন্তানের মা করিয়াছেন। তাঁহার লীলা বোঝা ভার। পৃথিবীতে এই আশ্চর্য্য দেখিলাম যাহার স্বামী অথবা সন্তান না থাকে তাহাকে সকলেই সংসারে যেন গলগ্রহ ভারবহ মনে করে। সে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া সংসারের কার্য্য সাধন করে তথাপি তাহাকে কেহ দেখে না এবং তাহার মুখ পানে চাহিবার কেহ থাকে না। সে যেন কেহ নয়। এই ভাব সকলের মনে হয়। বরং সে যদি পরের কাছে থাকে তার কিছু যত্ন হয়। ভগবান পরকে আপন করিতে বলিয়াছেন কিন্তু এই স্বার্থময় জগতে আপনার লোককেও কেহ সহ্য করিতে পারে না। স্বামী সন্তান এই ছাড়া আর আপন কেহ নয় এই প্রকার ভাব সংসারে ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। কেহ নয় আপন; সব পর। যদি এমন হয় যে কোন ব্যক্তিকে কাছে রাখিতে ইচ্ছা নাই তবে কত কৌশলে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে। সতীশরা আমাকে কি

না করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সহজে বিদায় দিল। ভগবানের দয়া সকলের প্রতি আছে। যে দুঃখী তাহাকেও তো তিনি দুঃখী করিয়াছেন তাহাকে আশ্রয় দান যে করে সে নিশ্চয়ই সেই লীলা বিহারী হরিরই কার্য্য করে। তিনি ধনীকে ধন দিয়াছেন তাঁহার কার্য্য করিবারই জন্য। কয় জনে তাহা বোঝে! যাহা হউক সেই নারায়ণের কৃপাতে আমি আজ কত সুখী ও শান্তি লাভ করিয়াছি বলা যায় না। কত তীর্থে ভ্রমণ করিতেছি। কত বন্ধু বান্ধব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমার দিবা অবসান প্রায়—তাই ঘাটে বসিয়া আছি। তিনি পার করিবেন যে দিন সেই সময়ে পার হইয়া তাঁহার শান্তি নিকেতনে উত্তীর্ণ হইব। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শাক্য।

কাহার ভাবেতে শাক্য হইয়া মগন।
নির্ব্বাণ সাধন কর মুদিয়া নয়ন॥
ভব মাঝে শিক্ষা দিলে নাশিতে সন্তাপ।
ঘুচিবে মানব দুঃখ যাবে মনস্তাপ॥
জ্বলন্ত অনল সম জ্বলে সব লোকে।
নির্ব্বাণ আরাম পাবে ভাসিবে পুলকে॥
নিজের জীবনে সাধি হলে সিদ্ধ কাম।
সিদ্ধার্থ ধরিলে নাম এ অবনী ধাম॥
অনন্ত ব্রহ্ম সাগরে ডুবি জন্ম মত।
অমূল্য রতন লভি শান্তি পেলে যত॥
সুন্দর তোমার রূপ মূরতি মোহন।
হেরিলে সহজে বুঝি ভিতরে রতন॥
প্রতিমূর্ত্তি দেখি ভক্তিভাব আসে মনে।
ধরা মাঝে সুখী হলে লভে ব্রহ্ম ধনে॥
রাজপুত্র রাজ্য ছাড়ি পত্নী ও সন্তান।
জীব দুঃখে দুঃখী হলে দিতে পরিত্রাণ।
কঠোর তপস্যা করি হলে শীর্ণকায়।
কত দুঃখ সহি শাক্য মরি হায় হায়॥
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।
এইরূপে করিলেন অধিক সাধন॥
দয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম তব জীবনের সার।
কোমল হৃদয় তব প্রেমের আধার॥
গৌতম গুণের নিধি পবিত্র জীবন।
জগতের ত্রাণ লাগি তাঁর আগমন॥
পিতার প্রাণের পুত্র অতি প্রিয়তম।
রাজ্যের ঈশ্বর রাজকুমার রতন॥

দুইটি প্রার্থনা।

হে ভক্ত হৃদয়বিহারী শ্রীহরি হৃদয়নাথ, তোমার ভক্তগণ বলেন তাঁদের হৃদয়ে সর্ব্বদা তুমি থাক। এ পাপীর হৃদয়ে কি মা তুমি থাকিবে? তোমার ভক্তকুসুম পৃথিবীতে পূর্ব্বে ছিল, আবার থাকিবেও চিরকাল। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে ফুলের সৌরভ পৃথিবী-কানন হইতে যায় নাই। কেমন সুন্দর কুসুম, চিরদিনের জন্য সৌরভ রাখিয়া যান। যুগে যুগে তোমার ভক্তকুসুম পৃথিবীতে ফুটিয়া সৌরভে সকলকে মোহিত করেন। মা জীবন তো প্রায় শেষ হইয়া গেল। যে বৃন্দাবনে যায় নাই তাহার তত কষ্ট নয় কিন্তু যে বৃন্দাবনে গিয়া ঠাকুরের দর্শন না পায়

তার বড় কষ্ট। তুমি বিশেষ কৃপা করিয়া ভক্ত পরিবার গঠন করিয়াছ। এই সকল প্রার্থনা আমারই জন্য, যদি তোমার ভক্তের জীবন দিয়া যাইতে পারি তবেই তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু তোমায় অবিশ্বাস করিয়া ভক্তকে অবিশ্বাস করিয়া কোথায় যাইব? মনে হয় যেমন পৃথিবী একটা মাঠ, উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া, তাহার উপর দাঁড়াইয়া আছি। হে মাতঃ এ জীবনে কত ছবিই দেখাইলে? ছোট বেলায় মাতার আদর পিতার স্নেহ, যৌবনে পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়, সে ছবি আর কখন দেখিব না। আবার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান পুত্র কন্যার সেবা। আর একটা বাকি আছে তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া থাকা। হে কৃপাসিন্ধু আশীর্ব্বাদ কর, পরীক্ষিত জীবনে অনেক পরীক্ষা দেখিলাম, কষ্ট দুঃখ দূর করিয়া তোমার শ্রীচরণ তলে পড়িয়া থাকিব, এই আশা করিয়া ভক্তি বিশ্বাস ও আশার সহিত বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, পরম বৈরাগী তুমি আর তোমার সন্তানগণও বৈরাগী। এ এক নূতন ব্যাপার কিন্তু দেখাইলে তোমার নববিধানে। সংসারে বৈরাগ্য আর কোথাও দেখি নাই। আর বেশী সময় নাই যাইবার দিন নিকটে আসিল। কি অদৃষ্টে আছে জানি না। লেখা কেহ দেখিতে পায় না। পূর্ব্বে পত্নী ত্যাগ করিয়া ঋষিগণ বনে চলিয়া গিয়াছিলেন, এবারে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য পাপীকে দেখাইলে। ব্রহ্ম দর্শন হইলে, ব্রহ্ম প্রেমে প্রেমিক হইলে আর কি সংসার টানিতে পারে? যে গাছ সর্ব্বদা মালী দেখে সে গাছে আর পোকা ধরে না। আমরা যাহা করিবার করি, অন্যে কি ভাবিবে তাহা আর ভাবিতে পারি না। যেমন টাকা পাইবার জন্য নাম সই করিয়া টাকা পায় পায়, পাইল না, যেমন স্কুলে ছাত্রগণ পরীক্ষা দিয়া পাশ হয় হয়, হইল না, সেই দশা কি আমার হইল? এমন পবিত্র সংযোগ হইয়াছিল তাহা কেন পূর্ণ হইল না? এবার সন্ন্যাসিনী ঠিক হইল না। হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া গেল। পৃথিবীর যোগ তোমার ভক্ত রাখিতে চাহিলেন না। তুমিও তাহা রাখিলে না। ভক্ত যাহা বলেন তুমিও তাহাই কর। হইল না এবার, তবে ভবপারে গিয়া যদি এক করিয়া লইতে পার মা। এ গল্পটার শেষ কি তাই ভাবিতেছি। ওখানে গিয়া আবার মিলন কি হইবে? সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর দৃশ্য কি দেখাইবে? মা বালক বালিকাদিগের মুখে বৈরাগ্যের ভাব দাও। ইহারা বৈরাগী সন্ন্যাসিনীর পরিবার, যেন যথার্থ বৈরাগী হইতে পারে এই আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলিয়া আশা ভক্তির বিশ্বাসের সহিত বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উদ্বাহোপহার।

(১)

আজি শুভদিন ভগ্নি! ধর গো আমার,—
প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাঁথা প্রীতি পুষ্পহার!
কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত,
কত বাধা বজ্রাঘাত,
কতই পরীক্ষা রাশি, কাটিয়া এবার;
আনন্দে পরিলে গলে পরিণয় হার!

(২)

তোমার সুখেতে আজ আমার পরাণে,
উপজিল হর্ষ যত,
বুঝাতে কি পারি তত,
দু' একটি ফুল তার তুলিয়া যতনে,
গাঁথিয়া এনেছি দিতে তোমার সদনে।

(৩)

ধর এই ক্ষুদ্র হার ওগো সুহাসিনী!
মনি মুক্তা অলঙ্কারে,
সাজিয়াছ হর্ষ ভরে,
হইয়াছ এবে তুমি প্রাসাদ বাসিনী,
এই তুচ্ছ ধনে চিত্ত তোষিবে কি রাণী?

(৪)

হইয়াছ "মহারাণী" দয়ায় যাঁহার,—
তাঁহারি চরণতলে,
গলবস্ত্রে যুক্তকরে
করি এ প্রার্থনা অয়ি, ভগিনী আমার;
কুশলে রাখুন তিনি তোমা দোঁহাকার!

(৫)

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধি চিরতরে,
তোমাদের দেহ প্রাণ,
করুণ অব্যবধান,
রাখুন তাঁহার সেই সুখের সংসার,
শান্তি প্রেম প্রীতি যথা সদা বাস করে।

(৬)

ঘোষিবে তোমার রাজ্য নূতন বিধান,
নর নারী সমস্বরে,
গাহিবে গো ঘরে ঘরে,
উঠিবে সে হরি ধ্বনি কাঁপায়ে বিমান,
উড়িবে উৎকল রাজ্যে বিধান নিশান!

(৭)

হইল সত্যের জয় এত দিন পরে,
দূরে গেল ঝঞ্ঝাবাত,
দূরে গেল বজ্রপাত,
সত্যের অগ্নিতে ভস্ম হ'য়ে একেবারে,
উড়িল সত্যের ধ্বজা ভারত অম্বরে।

গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

গাও লো আনন্দে সবে যতেক পুরনারী!
কৃতজ্ঞতা ভরে প্রেমানন্দে গলে বল গো
হরি হরি।

যাঁহার প্রসাদে কৃপায় যাঁহার
পার হ'য়ে শত বিঘ্ন পারাবার,
মিলিল আজি এ যুগল দম্পতি কি শোভা
মরি মরি!

এ শুভ মিলন ঘটালেন যিনি,
রাখুন সুখেতে রাজা মহারাণী,
এই ভিক্ষা মাগি তাঁহার চরণে হৃদয়
পরাণ ভরি।

এখানে না থাকে ভাবনা যাতনা,
এখানে না পশে বিরহ বেদনা,
চিরানন্দ নীরে রহেন মগন যেন এ
নর নারী।

সত্যমেব জয় বলিয়া সকলে,
গাও তাঁরি নাম আজি কুতূহলে,
এ শুভ মিলন হ'ল সংঘটন কৃপায় যাঁহারি।

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

আশা।

মন ছোট কিন্তু আশা বড়। ক্ষুদ্র দেহ কিন্তু আশা প্রকাণ্ড। এ পৃথিবীতে একটি মানব দেহ কি ছোট, আবার সেই দেহখানির ভিতর হৃদয়খানি আরও ছোট, কিন্তু সেই হৃদয়খানির আশা কি উচ্চ! কি গভীর! কি বৃহৎ!

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কেবলই ভাবিতেছে কিসে "আরও পাইব।" একটি দেহ তাহার পুষ্টির জন্য একটী তরকারী এক মুষ্টি চালের অন্ন হইলেই যথেষ্ট হয় কিন্তু তাহার ইচ্ছা, পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খায়। একটি ঘরে দেহখানি বেশ সুখে, সচ্ছন্দে থাকে কিন্তু তাহার ইচ্ছা বড় বাড়ী হয়, বাগান পুকুর গাড়ী হয়। বাড়ী হইল, গাড়ী হইল, কিন্তু ধন, মান চাই। ধন মান হইল, সন্তান চাই, সন্তান হইল, পৌত্র দৌহিত্র চাই। আশা আর মিটে না। মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ছোট একটা মন, তাহার কি এত বড় আশা সম্ভব? নিজের কথা ভাবিবে, নিজের পরিবারের দোষ গুণ চর্চ্চা করিবে তাহা না হইয়া পৃথিবীর সমস্ত মানবকে তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনিয়া কেবল তাহাদের দোষ আলোচনা করিবে কিন্তু গুণ দেখিবে না। তাহার আশা পৃথিবীর নিকট সে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। সে জানে তাহার মত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গৌরব আর কাহারও নাই। ভাল লেখা পড়া জানে না কিন্তু আশা, লোকে তাহাকে বিদ্যাবতী বলিবে। বুদ্ধি নাই, ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, কিন্তু আশা, সকলে তাহাকে বুদ্ধিমতী বলিবে। রাগ, লোভ, হিংসায়, অহঙ্কারে পূর্ণ দেহ, কিন্তু আশা, জগজ্জনে তাহাকে বলিবে "এমন কোমল প্রকৃতি নিরহঙ্কারী, মৃদুস্বভাবা জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" স্বামীকে দিনেকের জন্যও সেবা করে না, কিন্তু আশা তাহাকে "পতিব্রতা" নাম দিবে। এই যে আশা ইহা কি দুরাশা নহে? অনবরত এইরূপ যে আশা করিতেছে ইহা কি অন্যায় নহে? ক্ষুদ্র মন কেন ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট হয় না! যত পরিমাণে যে মন যত আশা করে সেই পরিমাণে সে নিরাশ হয়। ছোট আমাদের জীবন, ছোট আমাদের হৃদয়, উন্নতি লাভ করিতে পারে বড় হইতে পারে, আশা অনন্তে পরিণত করিতে পারে যদি সেই জীবন, মন, অনন্ত অসীম ব্রহ্মে, সমর্পণ করে। অনন্ত ব্রহ্মে, কিছুই অন্ত নাই, জ্ঞান বল, পুণ্য বল, প্রেম বল, ভক্তি বল কিছুরই শেষ নাই, যত চাহিবে ততই পাইবে। এ আশায় কখনও কেহ নিরাশ হয় না। যে যত চাহে সে তত পায়। ক্ষুদ্র মন তখন আশা করিতে করিতে আশার পক্ষ দিয়া উড়িতে উড়িতে অনন্তে মিশাইয়া যায়।

প্রিয়তমা ভগিনী করকমলেষু (বিবাহ উপলক্ষে)।

(১)

বিহগেরা সুখে গাহে গান,
কুসুমিত, ফুলের বাগান
সুধা ঝরিছে আজি এ জগতে—

(২)

প্রেম তব, নহে সাধারণ
মানে নাই কাহার বারণ,
সহিয়াছে কত কণ্টক ক্ষত ;

(৩)

মিলাইলে, দোঁহে প্রেমময়
হইল আজি প্রেমের জয়
স্বরগীয় প্রেম হেরি মর্ত্তে।

(৪)

তবু, শুক তারা সম ভাতি
নিরমল নির্ব্বিকার অতি
অটল অচল হিমানী মত।

(৫)

পরমেশ! এই ভিক্ষা করি,
হোক মিত্র সবে, যেন অরি
না থাকে জনেক, ধরণী মাঝে।

(৬)

যেন সুখে, কণ্টক বিহীন
পুষ্পাকীর্ণ পথে নিশি দিন,
ভ্রমে পান্থ দুটী, শোভন সাজে।

(৭)

ঢাকি, তব স্নেহের অঞ্চলে,
রক্ষ মাতঃ সন্তান যুগলে—
আপদ দুরিত ভব-সংসারে।

(৮)

হও প্রসন্ন প্রসাদদাতা
চির-কল্যাণ শান্তি-বিধাতা
আশীষ কর, নব-দম্পতীরে।

স্নেহলতা দত্ত।

"রোগের কেন সৃষ্টি হইল ?"

এই প্রশ্ন, শত শত নারী প্রাণকে আন্দোলিত করিয়া উত্তরের আশা করিতেছে! ইহার উত্তর কি ?

ঘরে, সংসারে, পরিবারে রোগ কেন আসিবে? এই শোভাময়, সুখময় জগতে রোগের কেন সৃজন হইল, ইহা ভাবিতে পারে না।

পীড়া কেবল যন্ত্রণা দেয়, দুঃখ আনে এই বিশ্বাস অধিকাংশ নারী জীবনকে অধিকার করিয়াছে। পীড়ার মূর্ত্তি কদর্য্য, পীড়ার আগমণ অশুভ, পীড়ার বিনাশই কর্ত্তব্য এই বিশ্বাস লইয়া আবাল বৃদ্ধা বনিতা সদাই ব্যস্ত।

সত্যই কি পীড়ার সৃজন হওয়া অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি? যদি আজ রোগ না থাকিত, কেহ কি স্বাস্থ্যের আদর করিত? রাত্রি না থাকিলে দিনের আদর কে করিত? অমাবস্যার অন্ধকার না দেখিলে, পূর্ণিমার আদর কে করিত? রোগ পৃথিবীতে সকলেই জানে ইহা জানিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনযোগী হওয়া উচিত। বিশেষ যাহারা সন্তানবতী তাহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। গর্ভবতী নারীর অসাব-

ধানতায় কত সন্তান চিরদিন রোগ-যাতনায় ভুগিয়াছে কত স্তন্যদায়িনী মাতার স্বার্থপরতার জন্য সন্তানগণ চিররুগ্ন হইয়াছে। মুখে বলে অনেকে "রোগকে ভয় করে," কিন্তু কাজে তাহা পরিণত করে না।

যৌবনে অনেকে অসাবধান হইবার জন্য বার্দ্ধক্যে রোগের দুঃসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। স্বাস্থ্য মহামূল্য রত্ন, এ রত্ন হেলায় হারাইয়া অনেকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবার বার্দ্ধক্যে যাহা স্বভাবের অনুযায়ী পীড়া তাহা আসিলে নারীর প্রাণ অস্থির হয়। কিন্তু এ সকল পীড়া মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দেয় স্বধামে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করে।

আনন্দবাজার।

আহা কি সুন্দর দৃশ্য দেখ গো বিহারবাসী
বিহারের রাজলক্ষ্মী আনন্দ বাজারে বসি!
মরি কিবা মনোহর মায়ের মূরতিখানি!
শ্রবণে ঢালেরে সুধা শ্রবণে মধুর বাণী!
নব বৃন্দাবনে যথা ভকতবৎসল হরি;—
বিতরেণ প্রেমসুধা ভক্তগণ সঙ্গে করি।
ক্ষুদ্র বড় আত্ম পর নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান,
ঢালিয়া অমৃতরাশি করেন তৃপ্তি প্রাণ!
তেমনি মোদের রাণী বসিয়া প্রফুল্লাননে,
জীবন্ত ধরম, জ্ঞান, দেখ সবে একাসনে!
এইরূপ প্রতি বর্ষে আনন্দবাজারে মোরা,
হেরিয়া মায়ের রূপ আনন্দে হইব সারা
শোভিতেছে চারিধারে অসংখ্য বিপনী রাশি,
অনন্ত আনন্দ শুধু আনন্দে পুরিল দিশি!
বিহারের পুরাঙ্গনা আনন্দে মাতিয়া সবে,
মহারাণী মা'র জয় গাও গো গভীর রবে!
ভক্তি প্রীতি উপহারে সাজাও তাঁহারে আজ,
আনন্দ দিলেন যিনি মোদের হৃদয় মাঝ্
সচন্দন পুষ্প মাল্য আনন্দে লইয়া তুলে,
আনন্দ বাজারে আজ দাও গো রাণীর গলে!
হৃদয় খুলিয়া সবে গাও গো তাঁহারি জয়,
যাঁহার প্রসাদে সব হইল আনন্দময়!
দিউন আনন্দময়ী চিরানন্দ এ বিহারে,
নিরানন্দ দূর হ'ক বল সবে সমস্বরে!

পুত্র।

ভক্ত বলিলেন রামায়ণে পতির সহিত সতী বনবাসিনী হইলেন, এবারে নববিধানে পুত্রের সহিত পিতা বনবাসী হইলেন। ইহার অর্থ যদি ভাল করিয়া চিন্তা করি তবে দেখিতে পাই ইহার মধ্যে মহা ভাব। পিতা ও পুত্রের যে মিষ্ট সম্বন্ধ এমন আর পৃথিবীতে কোথাও নাই, সে মিষ্ট ভাব অদ্বিতীয়। পুত্র যে কি সামগ্রী তাহা পিতা ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? অনেকেই ভক্তদের অধিক সম্মান করিতে ভয় পান্। পাছে পিতার স্থান পুত্রকে দান করিয়া ফেলেন এই ভয়ে! পুত্র ও পিতার মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তেমনি আবার

অনেক প্রভেদ। পিতা কখনও পুত্রের স্থান অধিকার করিতে পারেন না, পুত্রও কখনও পিতার স্থান অধিকার করিতে পারেন না। যিনি পিতাকে চিনিয়া লইয়াছেন তিনি তাহার পুত্রকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকিতে পারেন না। পিতাকে ধরিয়া পুত্রকে চিনিতে পারি আবার পুত্র দ্বারা পিতাকে চিনিয়া লই। পুত্র যদি পৃথিবীতে না আসিতেন তবে আমরা পিতার মহিমা কি করিয়া জানিতাম। কে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে শিখাইল? কে আমাদিগকে পিতাকে ভক্তি করিতে শিখাইল? পুত্র।

পুত্র না হইলে পিতাকে কিরূপে জানিব। যেমন এক দিকে পুত্র বিনা পিতাকে চিনিতে পারি না, অন্য দিকে দেখি পিতা ভিন্ন পুত্রকে চিনিতে পারা অসম্ভব। পিতা যদি দয়া করিয়া তাঁহার সন্তানকে মানবের নিকটে প্রকাশিত করেন তবেই আমরা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দিতে ও বিশ্বাস করিতে পারি। আমরা কত সময়ে ভক্তকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদের কোমল প্রাণে ব্যথা দিই। যে শেল ভক্ত হৃদয়ে বিদ্ধ হয় সে শেল ভগবান বক্ষ পাতিয়া লয়েন ভক্তের যাতনায় তাঁহার যাতনা ভক্তের কষ্টে তাঁহার কষ্ট, ভক্ত ছাড়া তাঁহার প্রিয়তম সামগ্রী আর কেহ নাই। পিতা আমাদিগকে সর্ব্বদা ভক্তদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতেছি। যুগে যুগে পিতা তাঁহার একটি একটি প্রিয় সন্তানকে মানবের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। নীচ মানব তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বিশ্বাস ভক্তি দিতে কুণ্ঠিত হয় ও তাঁহাদিগের কোমল প্রাণে আঘাত দিয়া পাপপঙ্কে পতিত হয়। আমরা যদি পুত্রকে বিশ্বাস ভক্তি সম্মান করি, তবে পিতা প্রীত মনে আমাদিগের মস্তকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এ পৃথিবীতে তিনি অর্জ্জুন অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তিকে অধিক প্রেম করেন কিনা? শ্রীকৃষ্ণ বলেন "হাঁ করি" তাহাতে অর্জ্জুন বড় মনক্ষুণ্ণ হয়েন ও তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন "তোমার যে ভক্ত তাহাকেই আমি অধিক প্রেম করি, যে আমার দাসের দাস, ভক্তের ভক্ত সেই আমার অধিক প্রিয়!" ইহাতেই বুঝিতে পারি ভগবান ভক্তকে কত প্রেম করেন, যে মানব তাঁহার ভক্তকে বিশ্বাস করিবে নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে তাঁহার চরণতরী দান করিবেন। পিতাকে যে হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস দান করে সে তাঁহার সন্তানগণকে অতি আদরে বক্ষে ধারণ করে। যে পিতাকে বিশ্বাস করে না সে পুত্রকে উপযুক্ত আদর সম্মান দিতে পারে না। যে পুত্রের কথায় অবিশ্বাস করে সে পিতাকে কখনও পূর্ণ বিশ্বাস সমর্পণ করিতে পারে না। কারণ ভক্ত মানবের নিকটে তাঁহার পিতার কথাই

বলিতে আসেন তাঁহাদের হৃদয়ে অনুমাত্র স্বার্থপরতা নাই তবে কেন তাঁহারা পৃথিবীকে নিজের কথা শুনাইবেন? তাঁহারা পিতার কথাই প্রচার করেন। দৃশ্যমান পুত্রকে যদি না প্রীতি ও বিশ্বাস করি তবে সেই অদৃশ্য পিতাকে কিরূপে হৃদয়ের বিশ্বাস ও প্রেম দান করিব? আমাদের সাধ্য নাই যে ভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহার পবিত্র সন্তানগণকে চিনি, তাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি "তব দয়া বিনে এ পাপ জীবনে সাধু ভক্তজনে কেমনে চিনিব, ওহে ভক্তপ্রাণ প্রেমিক প্রধান তুমি না দেখালে কেমনে দেখিব, খুলে স্বর্গদ্বার দেখাও হে একবার অমরাত্মা সাধু ভক্ত পরিবার, তাঁদের বক্ষে ধরে আলিঙ্গন করে, তাঁদের চাঁদ মুখ হেরে কৃতার্থ হইব।

আধ্যাত্মিক উদ্বাহ।

পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে ধার্ম্মিকও করিতে পারেন অধার্ম্মিকও করিতে পারেন। ব্রহ্মহীন স্বামী, স্ত্রীকে ব্রহ্মহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে সংসারী করিতে পারেন; এ ক্ষমতা দম্পতীর যে আছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? ইতিহাস দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি পৃথিবীতে বিবাহ হয় এবং ধার্ম্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? কিরূপে উভয়ের মিলন হয় এ কথা ভূত কিম্বা বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কেন? আমরা ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই, আশা আছে সহস্র বৎসর পরে ইহার মীমাংসা হইবে। ঈশ্বর যখন দুই প্রকৃতি সৃজন করিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাহ নিয়ম করিলেন, তখন তিনিই জানেন ইহার মর্ম্ম কি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু দুই জনে মিলিত হইল কেন? সন্তান রক্ষার জন্য ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারি যে, অশরীরী সন্তান আত্মার পালনের জন্য দেব স্বামী ও দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্ম্মের পরিবার রাখিয়া যান।

আর্য্যনারী সমাজ বিশ্বাস করেন পুরুষ এবং স্ত্রী দুই জন দুই জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আর দুই জনের সংসার বাস করিবার অভিপ্রায় এই যে সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন। আর্য্য সমাজে ইহা কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী স্বামীর এবং যে স্বামী স্ত্রীর হিংসা বিলাস, সাংসারিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হরিনাম করিতে পরস্পরকে প্রস্তুত না করে, তাহারা স্ত্রী স্বামী নামের উপযুক্ত নহে। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা

করেন, সে পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্ত্রীর উচিত এ প্রকার চেষ্টা করা। তাঁহাদের মনে করা উচিত, স্বামীর শরীর নাই। যাহা আছে দুদিনের। যদি অশরীরী স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে লক্ষ্মী স্থাপন করিতে পারেন, সন্তান পালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ঐ নামের উপযুক্ত। আর্য্যনারী সমাজ কি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া স্ত্রীদিগকে কহিতে চান যে যথা সময়ে নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া স্বামী দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। আর্য্যনারী ঘরে থাক, ঘরে বসিয়া আমোদ কর, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বসিয়া স্বামীর সাহায্যে ব্রহ্মধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরূপ উদ্বাহই প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে ভীত হও। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রহ্মকে ডাক, তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ডাকিতে ডাকিতে দুজনে ব্রহ্মচরণে মিলিত হইয়া যাইবে, সংসারে পুণ্য শান্তি বাড়িবে।

পত্র।

প্রিয় ভগিনি,

পরিচারিকা নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে না দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি। ইহার কারণ কি? অবশেষে কি কাগজখানি উঠিয়া যাইবে? বহু দিনের পরিচারিকা উঠিয়া যাইলে আমাদের আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। এক্ষণে বহু সংবাদ পত্র আমরা পাইয়া থাকি যাহাদিগের বয়স অল্প কিন্তু অল্প দিনে তাহাদিগের অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিতে পাই! তথাপি পরিচারিকা আমাদের নিকটে অতি প্রিয়, সময়ে সময়ে ইহার উন্নতি ও লেখা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হই কিন্তু লেখিকাগণের আলস্য ও নিরুৎসাহ দেখিয়া সময়ে সময়ে বড়ই লজ্জিত হই ও কষ্ট পাই। আমি পরিচারিকার সেবা করিতে বেশী পারি না কারণ ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই। যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে তাঁহারা কেন ইহার উন্নতি সাধন করিতে অন্ততঃ যাহাতে ইহা নিয়মিতরূপে বাহির হয় তাহার চেষ্টা করেন না বুঝিতে পারি না আর্য্যনারী সমাজের ইহা একটি বিশেষ কার্য্য। আমার লেখিকাগণের নিকটে এই মিনতি যাহাতে আর্য্যনারী সমাজের আগামী অধিবেশনে পরিচারিকার কথা উত্থাপন করিয়া একটা ইহার ব্যবস্থা করা হয়। যাহাদিগের কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে

তাঁহারা যেন পরিচারিকা যাহাতে উঠিয়া না যায় ও নিয়মিতরূপে বাহির হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। আমি জানি অনেকেই সংসার লইয়া ব্যস্ত সময়াভাবে পরিচারিকার সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের যদি মনে যথার্থ সেবা করিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাহারি মধ্যে সময় করিয়া লইতে পারেন। আর একটি কথা যাঁহারা লেখা পাঠাইতেছেন তাঁহারাও ঠিক সময় মত পাঠাইতে পারেন না বলিয়া বড় অসুবিধা হয়। আমরা যদি সকলে মিলিয়া ইহার প্রতি একটু মনযোগ করি তবে নিশ্চয়ই কাগজখানি ঠিক সময় মত বাহির হইতে পারে। তজ্জন্য আমি পুনরায় বলিতেছি আর্য্যনারী সভায় পরিচারিকার বিষয় আলোচনা করিয়া সকলে মিলিয়া যাহাতে ইহার উন্নতি সাধন হয় তাহার চেষ্টা করেন।

তোমার শ্রী—

স্বদেশানুরাগ।

মধ্যে মধ্যে যে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে দেশে দেশে নগরে নগরে এক মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে, ইহা কি দেশের পক্ষে মঙ্গলকর? না ইহাতে দেশের অপকার হইতেছে? ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় ইহা আমার মনে হয় প্রকৃত উপায় নহে। মুখে বলিলেই কি স্বদেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা আমাদের মত ক্ষুদ্র নরনারীর সাধ্য? এক সময়ে এই দেশেই আর্য্য জাতিরা স্বদেশ রক্ষার্থে নিজের জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। কত মহৎ কার্য্য সকল তাঁদের জীবনে সম্পন্ন হইয়াছে। সেই দেশের সেই আর্য্য জাতির গৌরব আমরা কোন প্রকারেই রক্ষা করিবার উপযুক্ত নহি। আমরা কেবল দুএকটা সভা ও সমিতি করিয়াই কি দেশের উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইব? আমাদের মাতৃভূমি ভারতের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা কৈ কি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি? দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাদের হৃদয় কোথায় কাঁদিতেছে? দেশের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া কি ইংরাজ জাতিকে তুচ্ছ করিয়া রাজভক্তিকে উড়াইয়া দিব? স্বদেশ, বিদেশীয় জাতির নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায়। দেশের যে সকল উন্নতি যাহা বিদেশীয় ভাব হইতে প্রাপ্ত, সে সকল বজায় রাখিয়া স্বদেশের হিতসাধনে রত হওয়া এবং মাতৃভূমির উপযুক্ত সন্তান হইতে যত্নবান ও যত্নবতী হওয়া কি আমাদের উচিত নয়? আবার একবার আর্য্য জাতি জাগিয়া উঠুক। আমাদের হিন্দুস্থান, আমাদের মাতৃভূমি আমাদের দেশে কত সাধ্বী সতী নারী সতীত্ব রক্ষা করিয়া নিজের

জীবন দ্বারা পরপোকার করিয়া গিয়াছেন। সেই পথের পথিক আমরা হইব। হে ভারতবাসী দেখ, একবার ভক্তচূড়ামণি ব্রহ্মানন্দের মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ ভক্তি শ্রদ্ধা, তাহাই আমাদের সকলের জীবনের আদর্শ হউক। এস আমরা সকলে মিলিয়া স্বদেশের হিতকর কার্য্যে ব্রতী হই।

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন সরলকুমার প্রতিমার অঙ্গুরীয়টি লইয়া তাহাদিগের বাটী গমন করিল। বলা বাহুল্য মিসেস গুপ্তর পার্টি হইতে আসিয়া বিমল সরলকে সরমা ও প্রতিমার প্রকৃত পরিচয় দান করিয়াছিল। সরমা ও প্রতিমা যে রাজা রামহরির কন্যা তাহা শুনিয়া সরলকুমার অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ও মনে মনে ভাবিল এখন প্রতিমাকে বিবাহ করিতে তাহার কোন বাধাই নাই, বিশেষতঃ প্রতিমা যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইল এবং আনন্দ মনে প্রতিমাদের গৃহাভিমুখে চলিল। সেখানে গমন করিয়া সরলকুমার একেবারে প্রতিমার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল। প্রতিমা প্রথমেই অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইহাতে সরলকুমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল, কারণ তাহার এরূপ ধারণা ছিল যে প্রতিমা এ বিবাহ প্রস্তাবে বিশেষ প্রীত হইবে ও নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিবে। সরলকুমার অঙ্গুরীয়টি প্রতিমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল আমি আপনার এ উত্তর লইলাম না এক সপ্তাহ পরে আবার আসিব তখন আপনার নিকট হইতে প্রকৃত উত্তর লইব। প্রতিমা বলিল, এখন আর তখন সব সময়েই আমার এক উত্তর।

বিমল ও সরলের পিতা যখন শুনিলেন যে সরমা রাজা রামহরির কন্যা তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা রামহরির সহিত এক সময়ে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি পরম উৎসাহের সহিত বিমলের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিমলের উপর তাঁহার কিছুমাত্র অসন্তোষ রহিল না। এদিকে সরলকুমারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না সে বার বার প্রতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াও তাহার সম্মতি পাইল না। পরে প্রতিমার নিকট হইতে সে একখানি পত্র পাইল, তাহাতে প্রতিমা লিখিয়াছে "যখন আমি নারায়নীর কন্যা বলিয়া পরিচিত ছিলাম তখন এ প্রস্তাব করিলে আমি আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বলিয়া পরিচিতা এক্ষণে আপনার এ প্রস্তাবে আমি জানিতেছি আপনি আমার ঐশ্বর্য্যের লোভে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। মিসেস্ গুপ্তর বাটীতে পার্টির দিবস আপনি যে আপনার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা আমি

শুনিয়াছি। আমার অসম্মতির কারণ এক্ষণে বোধ করি আপনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন।" সরলকুমার পত্র পাঠ করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিল ও মনে মনে নিজেকে শত ধিক্কার দিল। যথা সময়ে বহু সমারোহ করিয়া সরমার বিবাহ হইয়া গেল। প্রতিমা কিছুকাল ভগ্নীর নিকটে থাকিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আর সরলকুমার? বিমলের বিবাহের কয়েক মাস পরে বিবাহ করিল। যে কন্যাটির সহিত বিমলের পিতা বিমলের সম্বন্ধ করিতেছিলেন তাহারি সহিত সরলকুমারের বিবাহ হইল। কন্যাটির পিতা ধনী, জামাতাকে বহু ধনালঙ্কার দান করিল। আর নারায়নী! সে বৃদ্ধ বয়স অবধি প্রতিমার নিকটে রহিল মধ্যে মধ্যে সরমার বাটীতে গিয়া থাকিত। সতাই তাহার স্নেহ সরমা প্রতিমাকে মাতার ন্যায় শেষ অবধি যত্নে পালন করিতে লাগিল।

সমাপ্তঃ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

আমরা কলম্ব হইতে দ্বিপ্রহরে ক্যাণ্ডী যাইবার জন্য রওনা হইলাম। সেখান হইতে রেলগাড়ী করিয়া ক্যাণ্ডীতে যাইতে হয়। পথটি অনেকটা দার্জ্জিলিং পাহাড়ের যাইবার রাস্তার মত। ষ্টেসনগুলি খুব কাছাকাছি। অপরাহ্ণে আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। সে স্থানের দৃশ্যটি বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কৃষকদের ছোট ছোট কুটীর ও তাহারি সম্মুখে তাহাদিগের ধান্য ক্ষেত্র। কোন কোন স্থানে সুন্দর নির্ঝরিনী প্রবাহিত হইতেছে। আমরা একাদ্বশটি (Tunnel) সুরঙ্গ পার হইলাম তাহার মধ্যে দুই তিনটি সুদীর্ঘ ছিল। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ক্যাণ্ডী পৌছিলাম। প্রথমে কাম্বেল হোটেল নামক একটি হোটেলে উঠিলাম কিন্তু সেখানে একটি মাত্র ঘর থাকাতে আমরা অন্য একটী হোটেলে ঘর লইলাম। ক্যাণ্ডীতে প্রায় দার্জ্জিলিংয়ের মতই শীত। যে হোটেলে আমরা বাস করিতেছিলাম তাহার এক দিকে একটি সুন্দর হ্রদ ও এক দিকে উচ্চ পর্ব্বত, দেখিতে অতি চমৎকার। যে দিবস ক্যাণ্ডী পৌছিলাম তাহার পরদিন আমরা স্থানীয় মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম। সে মন্দিরটি প্রতিদিন তিনবার করিয়া দর্শকদিগের নিমিত্ত খোলা হয়। একবার প্রাতঃকালে একবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়। আমরা যে সময়ে মন্দির দর্শনে গিয়াছিলাম সে সময় মন্দির খোলা হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন দর্শকবৃন্দের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলিবার নিয়ম নাই। আমরা মন্দির দেখিবার নিমিত্ত পুরহিতের মতের জন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলাম। পুরহিতের মত লইয়া আমরা অপরাহ্ণে মন্দির দর্শনে বাহির হইলাম। সে মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত আছে বলিয়া বিখ্যাত। আমাদের দন্তটি দেখি-

খার জন্য ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হইল না। কারণ বৎসরে এক দিন মাত্র দর্শকবৃন্দের সম্মুখে সেই দন্তটি বাহির করিয়া দেখান হয়। তাহা ব্যতীত উহা অন্য কোন দিবস দেখিতে ইচ্ছা করিলে সে স্থানের লাট সাহেবের ও স্থানীয় একটি সভার ও প্রধান পুরহিতের মত লইতে হয়। তাহা ব্যতীত দন্তটি দেখিবার উপায় নাই। অমাদের বেশী সময় না থাকাতে ইঁহাদিগের মত লওয়া হইল না তজ্জন্য দন্তটি দেখাও হইল না। আমরা মন্দিরের অনেক গুলি ঘর দর্শন করিয়া পরে যে ঘরে বুদ্ধদেবের দন্তটি আছে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে একটি প্রস্তরের বেদীর উপরে একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত বৃহৎ কৌটা রহিয়াছে। ঐ কৌটার মধ্যে সাতটি কৌটা আছে সর্ব্বশেষে যে ছোট কৌটা আছে তাহারি মধ্যে দন্তটি আছে। প্রস্তরের বেদীটি পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। স্বর্ণ-নির্ম্মিত বৃহৎ কৌটা বহু মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা মণ্ডিত, দর্শকবৃন্দ মন্দির দর্শনে আসিলে নানারূপ মূল্যবান দ্রব্য অঞ্জলী স্বরূপ দান করে। বেদীর সম্মুখে এক পুরোহিত দণ্ডায়মান ছিলেন তাহার স্থূলকায় দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কেন সিংহল দ্বীপবাসীগণ রাবণবংশজাত রাক্ষস বলিয়া বিখ্যাত! ইহার পর আমরা একটি উচ্চ ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সহিত দুইজন পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতগণ গৈরিক বসন পরিধান করেন ও মস্তক মুণ্ডন করেন। আমাদের এক জন আত্মীয় অসুস্থ ছিলেন তাঁহারা শ্রবণ করিয়া বলিলেন আমরা তাঁহাকে ঔষধ দিব তাহাতে তাঁহার ব্যাধি আরাম হইবে। সেই ঘরের মধ্যে আমরা সকলে এক দিকে বসিলাম মধ্যে একটি টেবীল ছিল, টেবীলের অপর দিকে তাঁহারা বসিলেন এবং যাহাতে আমাদিগের (স্ত্রীলোকদিগের) মুখ তাঁহারা না দেখিতে পান ইহার জন্য হস্তে দুই খানি পাখা ধরিয়া অন্তরাল করিলেন। একটি দীর্ঘ সূতা আমাদিগের সকলের হস্তে ধারণ করিতে দিলেন এবং তাঁহারা একটি স্তব করিতে করিতে একটি কাষ্ঠ খণ্ডে উহা জড়াইতে লাগিলেন। স্তবটি কতকটা আমাদিগের ব্রহ্মস্তোত্রম্ নাম পাঠের মত বলিয়া বোধ হইল, যদিও অপরিচিত ভাষা আমরা কিছুই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সূতাটি জড়ানো শেষ হইলে আমাদিগের আত্মীয়ের হস্তে তাহা দান করিলেন এবং বলিলেন ইহা সতত নিকটে রাখিলে শীঘ্রই ব্যাধি আরাম হইবে! ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমরা বাটী ফিরিলাম।

পাক বিধি।

আলু-পটোলের মাফিন।—চপ ও কোপ্তার ন্যায় মাফিনও এক প্রকার ভাজা-বিশেষ। পোলাও ও খিচুড়ির সহিত উহা খাইতে বেশ সুখাদ্য। বিশেষতঃ, নিরামিষ ভোজীর পক্ষে উহা উপাদেয় ভোজ্য।

প্রথমে, চপের আলুর ন্যায় আলু জলে সিদ্ধ করিয়া, খোসা ছাড়াইবে। শীতকাল হইলে, দেশী আলু এবং বর্ষাকালে নাইনিত্তাল আলু মাফিনের পক্ষে উত্তম উপকরণ। এখন, সিদ্ধ আলু খিচ শূন্য করিয়া বাটিয়া লইবে। অনন্তর, তাহা ঘৃতে কসিতে থাকিবে। কসিবার সময়, আলুতে পরিমাণ মত লবণ, আদা বাটা, লঙ্কা বাটা এবং ধনে বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। কসা হইলে, উহা নামাইয়া রাখিবে।

এদিকে, ঘৃত আলে চড়াইয়া, তাহাতে পটোলের (খোসা ছাড়ান) সরু সরু চাকা, কাঁচা লঙ্কার সরু সরু কুচি * দিয়া নাড়িতে থাক। অৰ্দ্ধেক ভাজা হইলে, তাহাতে ময়দা ছড়াইয়া দিয়া, নাড়িতে আরম্ভ কর। অল্পক্ষণ পরে, পরিমাণ মত লবণ ও সামান্য মরীচের গুঁড়া এবং অল্প জল ঢালিয়া দিবে। আলের অবস্থায় নাড়িতে নাড়িতে, উহা বেশ লপেট গোছের হইলে, নামাইয়া রাখিবে।

এখন, পূর্ব্বপ্রস্তুত আলুর এক একটি লেচি কাটিয়া, তাহা বেলিয়া, কচুরির আকারে বিস্তৃত কর; এবং তাহার উপর আলু-পটোলের পুর দিয়া, আলুর ঐরূপ আর একটি চাকৃতি দিয়া ঢাকিয়া দাও। পরে, টিপিয়া টিপিয়া চারিধারের যোড়-মুখ আঁটিয়া রাখ। এইরূপে সমুদয়গুলি প্রস্তুত হইলে, থালায় সাজাইয়া রাখ।

* ইচ্ছা হইলে, পিয়াজের সরু সরু কুচি এই সঙ্গে ব্যবহার করিতে পার।

এদিকে, আলুর চাকৃতির পরিমাণ অনুসারে, দুধে ময়দা, বেসন এবং সামান্য লবণ দিয়া, বেগুনি ভাজার গোলার ন্যায় গোলা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর, আলে ঘৃত চড়াইয়া, উহা পাকাইয়া লইবে। এখন, এই গোলাতে এক একখানি আলুর চাকৃতি ডুবাইয়া, গোলাসহ ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই মাফিন প্রস্তুত হইল। দুধের অভাবে, জলদ্বারাও গোলা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাহা তত সুখাদ্য হয় না। গরম গরম অবস্থায় মাফিন বেশ সুখাদ্য।

JAGANMOHINI.

(Wife of Babu Keshub Chunder Sen.)

(ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগেজিন্ হইতে উদ্ধৃত।)

The wife of Chandra Kumar Mazumdar had the honour of giving birth to this noble and gifted lady on the 26th of December, 1847, at a place called Agraparada not far from Calcutta. During her childhood she was called by the name of Gulab Sundari in her parental home. She was married in her ninth year to Keshub Chunder Sen, that great orator and Brahmo leader of Bengal, that giant son of genius that stood indeed upon the earth but towered above his fellows. When Jaganmohini came to her mother-in-law's

house found her husband entirely devoted to religion with no concern about worldly affairs. The family members persecuted not only Keshub Chunder Sen for having embraced the religion of the Brahmo Samaj, but also his young wife. Although Jaganmohini knew nothing about religion then, her faithfulness and devotion to her husband were such that she took care to see that the evil criticism against her husband did not reach his ears and thus tried to comfort him in his trials. The dignified strain in which she repelled the foul language of the assailants against her husband is beyond all praise. While matters stood thus, he separated himself from his family and found an asylum in the house of Debendranath Tagore, considered to be the head of the Brahmo movement in the year 1861 on the occasion of the anniversary of the Brahmo Samaj, thinking he could not act according to his own conscience and religious principles if he remained in the midst of his relations. Though Jaganmohini was then 13 years of age she was wise enough to think it right to be with her husband and went along with him. During their stay in the house of Debendranath Tagore, Keshub Chunder Sen fell seriously ill. During the illness they had to shift to the house of a friend of Keshub Chunder Sen. The patience, fortitude and courage that she exhibited under such trying circumstances and the service that she rendered to him in his sickness and sufferings are typical of the Hindu heroines of old. After he recovered from his illness, Jaganmohini proved herself a very useful companion to him in the administration of the affairs of his Church. She did not for a long time accept the religion of the Brahmo Samaj, but began to question her husband on may points of doubt and it was only after being thoroughly satisfied with the reasonableness of his answers that she converted herself to her husband's faith. They afterwards lived happily together and were blessed with sons and daughters. Jaganmohini, being a woman of no ordinary powers of mind, laboured to bring up her offspring "in the way they should go" and they became worthy children of worthy parents. The wife of the present Maharaja of Cooch Behar is the daughter of this lady. Jaganmohini was the President of the Society known as Bharat Asram in Calcutta. Besides,

she was always offered the Presidentship of any ladies' gathering that took place at any time and in any part of Calcutta. Even after the death of her husband, she helped the Brahmo Samaj in various ways. The members of all sections of the Brahmo Samaj had the highest regard for her. She had control over the members of the New Dispensation, the Apostles of which were in the habit of conversing with her for hours together. Then were revealed to them her proficiency in religious studies, her love for truth and justice, her genuine and unostentatious charity, her affection for her community and, above all, her unparalleled devotion to God; and their love, admiration and regard for her began to increase. In all their difficulties and troubles they always sought the aid of Jaganmohini, whom they regarded as their own mother and who was always ready to relieve them of their wants. She was gathered to her rest in the month of March 1898 and was wept and mourned for as if she had been called away in the full life of her public service. Young and old of all ranks surrounded the house to pay their last tribute of sorrow and affection. She was one of the many distinguished women who shed a lustre upon the age in which she lived, and her name will always occupy an exalted place in the history of her country.

P. V. SESHAGIRI RAO.

Selections.

NO THORN WITHOUT A ROSE.

There is no rose without a thorn!
Who has not found this true,
And known that greifs of gladness born
Our footsteps still pursue.

That in the grandest harmony
The strangest discords rise;
The brightest bow we only trace
Upon the darkest skies.

No thornless rose! So, more and more,
Our pleasant hopes are laid
Where waves this sable legend o'er
A still sepulchral shade.

But faith and Love, with angel-might.
Break up life's dismal tomb,
Transmiting into golden light
The words of leaden gloom.

Reversing all this funeral pall,
White raiment they disclose;
Their happy song floats full and long,
"No thorn without a rose!

No shadow, but its sister light
Not far away must burn !
No weary might, but morning bright
Shall follow in its turn.

No chilly show, but safe below
A million buds are sleeping ;
No wintry days, but fair spring rays
Are swiftly onward sweeping.

With fiercest glare of summer air
Comes fullest leafy shade ;
And ruddy fruit bends every shoot
Because the blossoms fade.

No note of sorrow but shall melt
In sweetest chord unguessed ;
No labour all too pressing felt,
But ends in quiet rest.

No sigh but from the harps above
Soft echoing tones shall win,
no heart wound but the Lord of Love
Shall pour His comfort in.

No withered hope, while loving best.
Thy Father's chosen way ;
No anxious care, for He will bear
Thy burdens every day.

Thy claim to rest on Lord's breast
All weariness shall be,
And pain they portal to his heart
Of boundless sympathy.

No conflict, but the Kings own hand
Shall end the glorious strife.
No death, but leads thee to the land
Of everlasting life

Sweet seraph voices, Faith and Love
Sing on with in our hearts
This strain of music from above
Till we have learnt our parts.

Until we see your alchemy
On all that years disclose,
And taught by you, still find it true
No thorn with a rose.

স্বর্ণরেণু।

ব্রহ্মোপাসক পিতা মাতাকে স্নেহ দানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবেন এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন করিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেন না। পিতা মাতার সেবাতে পুণ্যলাভ হয় ; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতা মাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃ-মাতৃসেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে ; মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে ; বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাহাদের সেবা করিবে।

১